দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা গদ্য সাহিত্যে ব্যতিক্রমী লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। মেদহীন ও ভাবালুতা বর্জিত গদ্যে নাগরিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। বিতর্ক ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছেন বরাবর। কিন্তু কোনো চরিত্র, কোনো ঘটনার কথা বলতে গিয়ে অতিরিক্ত রং-য়ের প্রয়োজন হয়নি তাঁর, কখনো-কখনো গল্প-উপন্যাসে ধ্রুপদী সাদা কালোয় সৃষ্টি হয়েছে যন্ত্রণাদগ্ধ নাগরিক মহাজীবন। বাংলা গদ্যসাহিত্যের কিংবদন্তি এই লেখক গল্প, উপন্যাস এবং নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে লেখা অসামান্য গদ্যগুলির পাশাপাশি প্রায় সারাজীবন ডায়েরি লিখে গেছেন। লেখক জীবনের সঙ্গী এই ডায়েরিগুলোকেই বলা যেতে পারে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উৎসস্থল। সন্দীপনকে এবং সন্দীপনের গদ্য সাহিত্যের অন্তঃস্থলে পৌঁছোতে গেলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে তাঁর ডায়েরিগুলো। কোনো সাজানো গোছানো বা পরিমার্জিত পরিশীলিত
ভঙ্গিমায় নয়, মানসিকভাবে যা লিখতে ইচ্ছে করেছে, তাই লিখেছেন ডায়েরিগুলিতে। ১৯৭১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত মোট ৩১ বছরের ডায়েরি রয়েছে বর্তমান বইটিতে। সন্দীপনের পাঠকরা সেই সন্দীপন-কথিত আমি ও আমার লেখা একই' তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত। এই গ্রন্থের ডায়েরিগুলো সেই তত্ত্ব বা ধারণাকে আরও প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এই ডায়েরির পাতায় সন্দীপনের কোনো পূর্ব-সংস্কার নেই শুধু নয়, তিনি দুঃসাহসী, অকপট,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ডায়েরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ডায়েরি

সম্পাদনা

অদ্রীশ বিশ্বাস

প্রতিভাস □ কলকাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২/৪/৯৩

এত কম সামাজিক
সক্রিয়তা যে মানুষের
অত চেতন শরীরকে
জুড়ে এমন থাকা
দেখি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

গদ্যসমগ্র (১)
গদ্যসমগ্র (২)
একক প্রদর্শনী (উপন্যাস)
সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য (গল্প)
ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী (গল্প)
মিনিবুক (সম্পাদিত)
আডেলবার্ট ফন শামিসোর উপন্যাস
ছায়াবিহীন (অনুবাদ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (২৫ অক্টোবর ১৯৩৩ - ১২ ডিসেম্বর ২০০৫) প্রায় সারাজীবনই ডায়েরি লিখে গেছেন। লেখক-জীবনের সঙ্গী এই ডায়েরিগুলো তাঁর লেখালিখির আঁতুরঘর। যা ঘটছে, দেখছেন, ভাবছেন—সেসবই ডায়েরিতে ঠাঁই পেয়েছে অকপটে এবং সারাজীবনে লেখা গল্প-উপন্যাসে তারাই ঢুকে গেছে কখনও সরাসরি কখনও পরিস্থিতি অনুযায়ী অদল-বদল করে। সেদিক থেকে এটাও একটা উল্লেখযোগ্য দিক, সন্দীপনের লেখালিখিকে বুঝতে গেলে এই ডায়েরিগুলো পাশে রাখতে হবে—দুটি টেক্সট-এর তুলনামূলক বিচার করে দেখতে হবে কোথায় কীভাবে কেন তিনি এসব করছেন।

আমরা জানি, বাংলা ভাষায় লেখালিখির ক্ষেত্রে সন্দীপনের কোনো প্রিটেনশান ছিল না। কোনো পূর্ব-সংস্কারের বোঝা তিনি বইতেন না। ইমেজ রক্ষা নয়, ইমেজকে আক্রমণ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন আজকের লেখকের মাথার চারপাশে কোনো জ্যোতির্বলয় নেই। সে আর 'হ্যামলেট'-এর রচয়িতা নয়, স্বয়ং হ্যামলেট। যে তার কথা বলে তাই হ্যামলেট পুনর্নির্মিত হয়। অথবা মহীন-অভিজিৎ-সত্যেন-হেমাঙ্গদের মধ্যে দিয়ে আজকের হ্যামলেট পুরোনো হ্যামলেটের সংস্কারকে ভেঙে একটা অন্য টেক্সট হাজির করে যা বাংলা ভাষায় সেভাবে দেখা যায়নি। সন্দীপনের পাঠকরা সেই সন্দীপন-কথিত 'আমি ও আমার লেখা একই' তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত। এবার এই ডায়েরিগুলো সেই তত্ত্ব বা ধারণাকে আরও প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এই ডায়েরির পাতায় সন্দীপনের কোনো পূর্ব-সংস্কার নেই শুধু নয়, তিনি দুঃসাহসী, অকপট, আনপ্রেডিকটেবল। কোনো কথা লিখতেই কোনো সংশয় নেই। যা ভাবছেন লিখছেন। চারপাশের বন্ধুদের সম্পর্কে, ঘনিষ্ঠ প্রিয়জন সম্পর্কে, আত্মীয়দের সম্পর্কে, অচেনা লেখকদের সম্পর্কে, এমনকি নিজের সম্পর্কেও ভয়াবহভাবে অকপট। যা মুখে বলা যায় না অথচ তিনি ভাবছেন, তা ডায়েরিতে লিখে গেছেন। ফলে, এই ডায়েরি হয়ে উঠেছে আনসেনসার্ড রিয়েল সন্দীপন।

এমন একটা দুঃসাহসী, মুক্তমনা, রক্ত-ঘাম-অশ্রু-বীর্য মাখা ডায়েরির কথা আমরা ভাবতে পারি, কিন্তু একজন লেখক, যার একটা পারিবারিক সামাজিক জীবন আছে এবং বহুদিন ধরে লেখালিখি করে তিনি একটা সামাজিক অবস্থানও অর্জন করছেন, তার পক্ষে এই বাংলা-বাজারে এমন একটা ডায়েরি নিজের হাতে সারাজীবন লিখে যাওয়া কিন্তু কঠিন ব্যাপার। এক-আধটা নয়, ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক বছর। যা ভাবছেন তাই লিখছেন, কোনো সেল্ফ সেনসরশিপ চালাচ্ছেন না। ফলে, মানসিকভাবে যা লিখতে ইচ্ছা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে, সেটাই লিখে গেছেন। বাইরের জগতে হয়তো তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক মেনটেন করে গেছেন। যাকে সেই বাইরের ব্যবহারে দেখে মনে হচ্ছে বন্ধু, ডায়েরির পাতায় তাকে ফালাফালা করে দিয়েছেন। সেটা করতে করতে শেষ পর্যন্ত নিজেকেও ছাড়েননি। অন্য প্রেম, সোনাগাছি, রামবাগান যাওয়া যাবতীয় কালোসহ ঢুকে গেছে ডায়েরিতে। এ সত্যিই এক আনপ্রেডিকটেবল সন্দীপন! কাকে যে কী করবেন বোঝা যায় না। এমন ডায়েরি কি বাংলাভাষায় লেখা হয়েছে, এত উল্লেখযোগ্য লেখক হওয়ার পরেও—আমাদের জানা নেই।

১৯৭১ থেকে ২০০৫, মোট ৩৫ বছরের ডায়েরি ছাপা হল। তার আগের ডায়েরিগুলো হারিয়ে গেছে, তা নিয়ে সন্দীপনের লেখা একটি রচনার অংশ (হারাধনের কয়েকটি সন্তান, নিষিদ্ধ স্বপ্নের ডায়েরি, ২০০৩) প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে সামনে অন্তর্ভুক্ত হল। তারপর শুরু হয়েছে ডায়েরি। কোনো বছর অনেক এন্ট্রি, কোনো বছর সামান্য। প্রচুর লিখে যেতে যে তাঁর সবসময় ভালো লাগত, এমন নয়। নানা আকারের নানা রঙের ডায়েরিতে সেসব লিখেছেন—কখনও কালির কলমে, কখনও পেনসিলে আবার কখনও ডট পেনে। কালির রং নীল, কখনও লাল। পুরোনো ডায়েরির কালি হালকা হয়ে গেছে। জটিল হস্তাক্ষরে কখনও দুষ্পাঠ্য হয়ে উঠেছে। আবার কখনও স্পষ্ট ঝকঝকে। কখনও কোনো এন্ট্রি ডায়েরি হাতের কাছে না পাওয়ার জন্য বাইরের কাগজে তারিখ দিয়ে লিখেছেন, সেগুলো গুঁজে রাখা ডায়েরির ভেতরেই। এখানে সেইসব অংশগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ঢুকে গেছে। এর আগে সন্দীপনের জীবিত অবস্থাতে এই ডায়েরির কিছু কিছু অংশ ছাপা হয়েছিল, সেগুলো সবই সন্দীপন-সম্পাদিত। সেখানে তারিখ ও এন্ট্রির মধ্যে অনেক সময় সামঞ্জস্য ছিল না। কারণ, সন্দীপন সেটাকে একটা টেক্সট হিসাবে দেখেছিলেন, তা আসলে কোন দিন লেখা হয়েছিল তার বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে কোনো একটা তারিখ বসিয়ে তাতে ঢুকে গিয়েছিল প্রতিপাদ্য বিষয়টি। এবারে আমরা মূল ডায়েরিগুলোকে অনুসরণ করায়—যে এন্ট্রি যেদিন যেভাবে যে ভাষায় লেখা হয়েছিল হুবহু সেটা কোনোরকম সেন্সার না করে অন্তর্ভুক্ত হল। ফলে, সন্দীপনের নিজের হাতে করা এবং প্রকাশিত টেক্সটটিকে প্রামাণ্য না বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত।

নবীন পাঠকের কথা বিবেচনা করে যথাসম্ভব টীকা দিয়ে দেওয়া হল, যাতে প্রায় কোনো রেফারেন্সই অবোধ্য না লাগে। অতি পরিচিত ব্যক্তি আর আন আইডেনটিফায়েড কিংবা তথ্য পাওয়া যায়নি এমন মানুষজনদের ক্ষেত্রে টীকা দেওয়া হয়নি। রুবি-মমতা-সুদেষ্ণা ছদ্মনাম, যেমন মহীন-অভিজিৎ-সত্যেন-হেমাঙ্গরা। এই নামেই এরা সন্দীপনের গল্প-উপন্যাসে আছে। এরা কারা? কাল্পনিক কাহিনির মতো করে মাঝে মাঝেই ঢুকে পড়েছে যারা, তাদের চিনতে ওই গল্প-উপন্যাসগুলো আবার পড়তে হবে। ছদ্মনামের জন্য এদেরও পরিচিতি দেওয়া হল না।

এই কাজটা করতে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী রিনা চট্টোপাধ্যায়ের নাম। ওঁর অকৃপণ সাহায্যেই এই ডায়েরিগুলো হাতে পাওয়া গেছে। তথ্য সরবরাহ থেকে বহু ধরনের সহযোগিতা করে গেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরলসভাবে। তাছাড়া শ্রীধীশা সরকার এবং মৌ ভট্টাচার্য অনেকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এই ডায়েরি যাতে প্রকাশিত হয় তার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। এবং বীজেশ সাহা, যিনি যত্নের সঙ্গে সন্দীপনের লেখা ছাপেন, কারণ তিনি শুধু প্রকাশক নন সন্দীপনের মারকাটারি-পাঠকও। ভালোবাসার জোরে এবারও সে চ্যালেঞ্জ তিনি নিলেন এমন একটা বিতর্কিত দুঃসাহসী ডায়েরি ছাপার। পাঠকদের এই ব্যতিক্রমী জার্নি যদি পছন্দ হয় তাহলেই আমাদের সকলের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এবার তার পালা।

১ জানুয়ারি ২০০৯

অদ্রীশ বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারাধনের কয়েকটি সন্তান

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

খুব কম বয়স থেকেই আমি আঁতেল। আমার পাকামি ওষ্ঠপ্রান্তে গুম্ফরেখা দেখা দেওয়ার সমসাময়িক। সেই তখন থেকেই আমি ইংরেজিতে যাকে বলে ডায়েরি আর ফরাসিতে জর্নাল—সেইসব লিখে আসছি। এখনও তাতে ছেদ পড়েনি। বাংলায় এরেই কয় ছাইপাঁশ।

গোড়ার দিকের ডায়েরিগুলি হারাধনের পুত্রদের মতো এক এক করে সিলি সব কারণে, (মূলত আহাম্মক পিতার জন্যেই) হারিয়ে যেতে লাগল। দুটির মৃত্যু তো দুর্ঘটনায় এবং আমার চোখের সামনে।

একটি ছিঁড়ে কুটিকুটি করে রেখেছিল আমার বৌদির পেয়ারের কুকুর জুলি। ঘটনাটি ঘটেছিল হাওড়ায়, আমাদের পৈতৃক বাড়ির তিনতলার একটি ঘরে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমি যখন সেই ঘরে ঢুকলাম, তখন দুপুরবেলা। গভীর আলোচনা শেষ করে অনাথবৎ নাথবতীটি তার সাদা-কালো ঝুরি-নামা লোমরাজির মধ্যে দিয়ে লাল লাল অনুতপ্ত চোখদুটি মেলে ধরে (আমার তাই মনে হয়েছিল) কুঁই কুঁই শব্দে আমার একটি অবশ্যকর্তব্য পদাঘাতের জন্য অপেক্ষা করছে। তারই লোলা-মাখা দাঁতে-ছেঁড়া ঘরময় পত্রস্তূপের মধ্যে থেকে আমি তাকে কোলে তুলে নিই। আহা, মুহূর্তমধ্যে কী দ্রুত যে হাবভাব বদলে গেল তার! পতাকার মতো তুলে ধরে সে সগৌরবে লেজ নাড়তে থাকে। শুধু কি তাই? দৃশ্যটিকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে ঠিক সেই সময় উঠল ঝোড়ো হাওয়া। ঘূর্ণি-লাগা শুকনো ঝরাপাতার মতো ডায়েরির পাতাগুলো আমাদের ঘিরে উঁচু হয়ে ঘুরতে থাকে। তারপর সোঁ সোঁ করে খোলা জানালা দিয়ে উড়ে যায়। বৃষ্টি নামে।

না, এ কোনো প্রতীক নয় বা চিত্রকল্প। ছাদের ওপর চিলেকোঠার ঘরটি দেওয়ালগুলো ছিল, বলতে গেলে, জানালা দিয়েই তৈরি। জানালাগুলো খোলা থাকলে আর ঝড় উঠলে এমনটাই হওয়ার কথা।

সব পাতা উড়ে-যাওয়া আসবাবহীন শূন্য ঘরে প্রবল ঝড়ের মধ্যে জুলি আমাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে।

১৯৬৩ সালের পুজোর সময় আমি ছিলাম ট্রপিকাল হাসপাতালের লিউকিস ওয়ার্ডে। ৬ নং বেডে। পুজো মানে পুজোই—আমি ঢুকি অষ্টমীর দিন। আসলে, দেশের পুজোয় নবমীর পাঁঠাবলিতে থাকতেই হবে, তাই একজন পেশেন্ট ট্রপিকালের হাঁড়িকাঠ থেকে গলা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়। তার জায়গায় আমি ঢুকে পড়ি। নইলে ওখানে ঢোকা বেশ শক্ত হত। কেউ বললে বিশ্বাস করবেন না, তখন, তখনও ট্রপিকালে বেড ভাড়া ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাড়ে তিন টাকা দৈনিক, হ্যাঁ। একটি কলা এবং ডিমসহ ব্রেকফাস্ট সমেত। প্লাস নিউ শ্রীহরির খাস্তা গজা সাইজের ৫০ গ্রাম মাখনও মনে পড়ে। ১৯৬৪-র পাক-ভারত যুদ্ধের পর থেকে দামে আগুন লাগল। ১৯৬২-র চিন-ভারতে যা হয়নি। সে আগুন আজও নেভেনি।

লিউকিস ডায়াগনস্টিক ওয়ার্ড। শরীরের অপরাধ (অসুখ) কী, ধরা না-পড়া পর্যন্ত ওখানে থাকা যায়। অপরাধ সাব্যস্ত হলেই রিলিজ অর্ডার। সেটাই শাস্তি। কারও প্রাণদণ্ড। কারও যাবজ্জীবন। কারও মেয়াদি। প্রেসক্রিপশনের রায় হাতে বড়ো গেটের পেটের মধ্যে ছোট্ট গেট দিয়ে মাথা নীচু করে বেরিয়ে যেতে হবে। ওরা চিকিৎসা করে না।

বিচারকরা রায় দেন। শাস্তি দেয় অন্যে। প্রাণদণ্ডের রায় লিখে তাঁরা কলম ভেঙে ফেলেন বলে সবচেয়ে সস্তা কলম কেনাই সরকারি বিধি।

তো, লিউকিস ওয়ার্ডের পাক্কা ২১ দিনের দিনলিপি সেই ডায়েরিটাতে ছিল। সারাদিন শুয়ে বসে থাকা। লেখার সময় পেতাম যথেষ্ট। রোজ অনেক পাতা লেখা হত। হাসপাতালে যা দেখছি তারই যদ্দৃষ্টং বর্ণনা। যেন একটা ক্যামেরা চলছে। বোধহয়তো, সেটাই ছিল, বাংলা সাহিত্যে ডকু-নভেলের প্রথম পাণ্ডুলিপি।

চরিত্ররা সব পেশেন্ট, নার্স, ডাক্তার। মায় ক্ষৌরকার যে সপ্তাহে একদিন আসত। তার নামও মনে পড়ল—দেবেন্দর ঠাকুর। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও ছিল একটা। 'চিনিতে পারিনি বধু, তোমারই এ আঙিনা' সেবার পুজোর হিট গান। 'পলাতকা' ছবিতে রুমা দেবীর ঝুমুর। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে সারাদিন গান বেজেই চলেছে।

লোহার টিকিটের ওপর 'বেড রেস্ট' লেখা নোটিশ দুলিয়ে সিস্টারকে হলে প্রবেশ করতে দেখলে আমরা সবাই উদ্বেগে থাকতাম। 'বেড রেস্ট' নোটিশ মানে আসামির শরীরে গুরুতর অপরাধ কিছু ধরা পড়েছে। তুমি আর বিছানা থেকে উঠতে পারবে না। এবং তোমার মুক্তি আসন্ন।

একদিন আমার ৬ নং বেডের পাদদেশে লৌহনির্মিত নোটিশটি টাঙাবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে, আমাকে আঁতকিয়ে দিয়ে, এমনকি টাঙিয়ে, খুলে নিতে নিতে, সিস্টার সোম জিভ কেটে বলে উঠলেন, 'এম্‌ম্যা, ভুল হয়ে গেছে' বলে আমার দিকে কেমন-জব্দ হাসি হেসে যথাস্থানে, অর্থাৎ ৯ নং বেডের পাদদেশে ঝুলিয়ে দিলেন। বলাবাহুল্য উলটে ধরেছিলেন। এবং মজা করেই।

৯ নং বেডে ছিলেন টালিগঞ্জের ফিল্মপাড়ার জনৈক নাম-শুনিনি মধ্যবয়সী ক্যামেরাম্যান। এক সালংকরা পরমাসুন্দরী নারী রোজ ভিজিটিং আওয়ার্সে এসে বসে থাকতেন তাঁর বেডের পাশের টুলে। আশ্চর্য, আর কেউ আসেনি কোনোদিন।

৯ নং আমার একেবারে উলটোদিকের বেড। কোনোদিন একটি কথা বলতেও শুনিনি মহিলাকে। হাসতে দেখিনি। হয়তো বোবাই ছিলেন ৯ নম্বরের সেই রহস্যময়ী ভিজিটর।

আইল্যাশ থেকে গালে রুজ—রূপচর্চার এমন কোনো গ্যাজেট নেই যা তিনি ইস্তেমাল করতেন না। নখে রূপালি পালিশ। গা ভরা এত গয়না! তিনি চলে গেলে সারা ওয়ার্ড বাসি জুঁই ফুলের গন্ধে ম-ম করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোককে দেখতে ছিল খানিকটা নবদ্বীপ হালদারের মতো। নবদ্বীপ হালদারের অত সুন্দরী স্ত্রী হতে পারে না, আমার এমনটাই মনে হত।

৯ নম্বরের মাথায় অগণন টিউমার। ২/১ দিনের মধ্যেই জানা গেল তারা সবাই ম্যালিগন্যান্ট! এবং ফোর্থ গ্রেডের। যা সবচেয়ে খারাপ।

পরদিন সকালে সেই সুন্দরী রহস্যময়ী আরও সেজেগুজে, আরও গয়নাগাটি পরে, তাঁকে নিতে এলেন এবং আরও সুগন্ধী ছড়িয়ে নিয়ে গেলেন। আর কেউ আসেনি। ব্যাপারটা আজও রহস্যময় লাগে। এবং সেই থেকে মৃত্যুকে আমি এক সালংকারা নীলবসনা সুন্দরী নারীরূপেই ভেবে এসেছি অনেকদিন। কেন নীলবসনা তা অবশ্য জানি না। তখন বয়স ২৯। মৃত্যু নিয়ে এরকম রোমান্টিকতা সেই বয়সেই মানায়।

যাই হোক, টানা ২১ দিন ধরে উলটে-পালটে দেখে ২২ দিনের মাথায়, সক্কালবেলা আমার পায়ের কাছে টাঙানো লোহার টিকিটের মধ্যে একটা কাগজ ঢোকাতে ঢোকাতে সিস্টার সোম বললেন, '৬ নং, আপনার ছুটি হয়ে গেছে।'

শুনে আমি উদ্বিগ্ন : কিন্তু আমার ফাইন্ডিংস কী?

সিস্টার সোম (টোল ফেলে হেসে) : আপনার মাথার অসুখ!

টিকেট তুলে পড়লাম। অপরাধের নাম : অ্যাংজাইটি নিউরোসিস। শাস্তি : দৈনিক একটি অ্যানাটেনসল ট্যাব। অ্যানাটেনসল জার্মানি কোম্পানির যুগান্তকারী যুদ্ধকালীন আবিষ্কার। সেই যখন জার্মান বোমারু বোম ফেলতে রোজ যেত লন্ডনে। ওই ট্যাব খেয়ে পাইলট উঠত ককপিটে। ট্রপিকালের তৎকালীন ডিরেক্টর বিখ্যাত হেমাটোলজিস্ট ডা. জে বি চ্যাটার্জি বলেছিলেন আমাকে।

টানা ২১ দিন ধরে এক্সরের পর এক্সরে, বেরিয়ম মিল, আলট্রাসোনো আর যাবতীয় রক্ত পরীক্ষার পর যে অসুখ বেরুল তার বিদায় মাত্র একটি নমস্কারে। মাত্র ১টা ট্যাব এবং তাও মাত্র দিনে একবার! তিনতলার বেড ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতরিয়ে নেমে আমি দোতলায় ডিরেক্টরের চেম্বারে ঢুকলাম। গটগট করে হেঁটে আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

গতকাল শুক্রবার ছিল ক্ষৌরকর্মের দিন। কাল সকালে সিস্টার সোমের গঞ্জনায় চেঁচে সাফ ২১ দিনের দাড়ি, ইতিমধ্যে নিত্য ডিম, মাখন খেয়ে অজ্ঞাতসারে ওজন বেড়ে গেছে ২ পাউন্ড—আজই পাটভাঙা মরা সোনা রঙের বাফতার পাঞ্জাবিতে (লিউকিসে ড্রেসকোড ছিল না) রীতিমতো ঝকঝকে আর সুস্থ দেখাবেই আমাকে যা আমি জানি না—আমাকে হঠাৎ সামনে দেখে ডাঃ চ্যাটার্জি বললেন, 'এ কি, আপনি এখানে! দ্যাট অ্যানয়েজ মি।'

—দেখুন স্যার, আমার কী অসুখ তা এখনও জানা যায়নি। এখনও রোজ জ্বর হয় আমার। ৯৯ হলেও জ্বর তো সেটা। তাছাড়া... কেন ছুটি দিচ্ছেন আমাকে?

ডাঃ চ্যাটার্জি একটু চুপ করে রইলেন। অগ্নিসংযোগ করতে থাকলেন পাইপে। তারপর সেখান থেকে চোখ না তুলে জানতে চাইলেন, 'আপনার বয়স কত?'

উনত্রিশ এবং চাকরি করি শুনে বললেন, 'এবার একটা বিয়েশাদি করুন।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝলাম যা বলতে চাইছেন। তোমার কামজ্বর!

আর দ্বিরুক্তি না করে জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে আমি ট্রপিকাল থেকে বেরিয়ে এলাম। বড়ো গেটের পেটে ছোট্ট গেট দিয়ে। মাথা নীচু করে। ভুল করে মৃত্যুদণ্ড-পাওয়া হঠাৎ খালাস পাওয়া কয়েদির মতো।

তবে হ্যাঁ, কামজ্বরই বটে। নইলে আর তল্পিতল্পা গোটাবার আগে সিস্টার সোমের সঙ্গে অ্যাপো করতে যাব কেন।

এই সেই সিস্টার সোম প্রথম উচ্চারণে মা মনসাকে যিনি শুঁকিয়েছিলেন ধুনোর গন্ধ। যখন ভর্তির প্রথম দিন মধ্যরাতে ফাইলেরিয়ার জন্য ঘুম থেকে তুলে আমার রক্ত নিতে নিতে সহকারিণীর উদ্দেশে চাপা শীৎকার-স্বরে বলে উঠেছিল, 'ইস্, কী ফ্লো!'

হাসপাতালের প্রথম ভোরে যাঁর রুটিন প্রশ্ন '৬ নং, পায়খানা হয়েছে?' শুনে আমি উত্তর দিইনি।

আর কোনোদিন জানতে চাননি।

অ্যাপো রাখতে মিউজিয়ামে এলেনও দেখা করতে। অক্টোবরের দুপুরবেলা। গরম যাওয়ার লক্ষণ নেই। দোতলায় উত্তরদিকের নির্জন বারান্দায়, বেঞ্চে একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসলে সিস্টার সোম বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে আমার কোলে মাথা রেখে শুতে পারেন।'

'এখানে! এই দিনেরবেলা?'

'তাতে কী। এই গরমে কটা লোকই বা এসেছে মিউজিয়ামে। আর, কেউ এদিকে এলে তো অনেক দূর থেকেই দেখা যাবে। অসুস্থই ভাববে। আমি তো—'

'আমি তো?'

'আমি তো অসুস্থই দেখেছি আপনাকে?'

'আমিও তো আপনাকে দেখেছি নার্সের পোশাকে।'

আসলে ঢিলেঢালা শাড়ি-ব্লাউজে নার্স-পোশাকের সেই টনটনে মহিলাকে আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কোথায় গেল প্লিটের নীচে সেই দু-দুটো গম্বুজ। ওঁর বয়সই বা রাতারাতি বছর দশেক বেড়ে গেল কী করে! নার্সের উঁচু হিল ছেড়ে চটি পরে আসার কারণে এতটা খর্বকায় দেখাবে! নখে পালিশ, ঠোঁটে রং, ফেসিয়াল করা মুখ— সব মিলিয়ে যাকে দেখেছিলাম সে যেন আসেনি। এসেছে অন্য কেউ।

'এখন কেমন দেখছেন?' সিস্টার সোম জানতে চাইলেন।

'দেখুন।' না বললেই ভালো হয় অনুভব করে আমি বলেই ফেললাম, 'দেখুন ২১ দিন আমি আপনাকে সিস্টারের পোশাকে দেখেছি। একেবারে অন্যরকম দেখাত।'

'বয়স অনেক কম দেখাত।'

'না-না। আমি ঠিক তা বলতে চাইছি না। ওই সাদা সেবা-পোশাকের চার্ম আছে না একটা। যেমন ধরুন, হাইকোর্টের জাজ একজন—বিচারপতি! উইগ-ফুইগ খুলে নিলে তিনি কি আর জাজ থাকেন। পেতলের তকমাধারী লাল টুপি-পরা পিওনটা সরিয়ে নিলে—তেমনি হাসপাতাল আর নার্স। তাই নয় কি?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেডে আমি খুব লিখতাম, দেখেছেন। তাই জানতে চাইলেন, 'আপনি কি লেখেন-টেখেন?'

আমাকে নিরুত্তর দেখে উনি হঠাৎ বললেন, 'একটা কথা বলি। বিশ্বাস করবেন?'

আমি চুপ। শোনার অপেক্ষায়।

যেন স্বগতোক্তি, অন্যদিকে তাকিয়ে সিস্টার সোম বললেন, '১০ বছর নার্সিং করছি। কোনো পেশেন্টের সঙ্গে দেখা করতে এর আগে আসিনি।'

'কেউ বলেনি!'

'না। আপনিই প্রথম। তাই এসেছিলাম। কিন্তু, এরপর কেউ বললেও আর আসব না।'

আমি ওকে সিনেমা যেতে বললাম। বললেন, না। খেতে যেতে বললাম। বললেন, না। আগেই জানতাম, উনি বিধবা। কোন্নগরে থাকেন মায়ের সঙ্গে। ৫/৬ বছরের একটি মেয়ে। আমি হাওড়া অবধি পৌঁছে দিলাম ওঁকে। ঠিকানা চাইলাম। বললেন, না। আর কখনও দেখা হয়নি সিস্টার সোমের সঙ্গে।

জুলিতে-কাটা ডায়েরি থেকে সিস্টার সোম সেভাবেই মনে এলেন যে-রকম অর্থহীনভাবে এসেছিল হাসপাতাল থেকে ছুটির দিনে সেই মরা সোনা রঙের বাফতার নিষ্প্রাণ শার্টটি। কোনো কিছু মনে থেকে গেলে, কী আর করা যাবে। মন কী মনে রাখবে সেটা একেবারেই মনের ব্যাপার। আর হ্যাঁ, যা রাখবে না, তাও। জুলিতে-কাটা ডায়েরি থেকে এখন লিখতে লিখতে এইটুকুই মনে এল। প্রায় ৪০ বছর আগের কথা!

অপঘাতে মৃত দ্বিতীয় ডায়েরিটির কথায় আসা যাক। তাতে ঠিক যে কী ছিল, তা একটুও মনে নেই। শুধু জলে-ভেজা ফিকে নীল কতকগুলো ল্যাতপেতে পাতা মনে পড়ে। আগের ডায়েরির মতো তা থেকে একটিও স্পার্ক আসে না।

সময়টা ১৯৬৬-র গোড়ার দিকেই হবে। বিয়ের পর ওই সময়টা থাকতাম দমদম রোডে। তিনতলার ছাদে পাশাপাশি দু-দুটো চিলেকোঠা। নীচু ছাদ। বাথরুম, রান্নাঘর দোতলার ছাদে। ঘর দু'খানা ছিল গেরস্তর ছাদে শুকোতে-দেওয়া দু-থালা বড়ির মতো।

তিনতলা থেকে দোতলার বাথরুম-কিচেন পর্যন্ত করোগেট টিনের শেড দেওয়া লম্বা করিডর।

নাঃ। একটা স্পার্ক এল। ভালোবাসাবাসির পর নববিবাহিতাকে ওই করিডর দিয়ে, ধরে ধরে বাথরুম পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছি...বাইরে ঝমঝমে বৃষ্টি। করোগেট শেডের ওপর তার প্রবল বাজনা। এমন একটা এন্ট্রি ওতে ছিল। ছিল একটা ঝিনুক, যাতে মুক্তো ছিল। দোতলায় থাকতেন বাড়িওলা শ্যামসুন্দর ঘোষ। গোটা একতলাটা নিয়ে থাকতেন শৈলেনবাবু, প্রাক্তন পাইলট। হোক বাড়িওলা, ফুড ডিপার্টমেন্টের ইনস্পেক্টর শ্যামসুন্দরকে তিনি কথাবার্তা বলার যোগ্য মনে করতেন না। ভাড়া পাঠাতেন চাকর দিয়ে। রসিদ সে-ই নিয়ে যেত। মোটা মাইনের চাকুরেদের যা হয় আর কি। হাইড্রোসিলের সঙ্গে নিজেকে আর আলাদা করতে পারে না। ফলে বাড়ির একপ্রান্তে খিড়কি দিয়ে শ্যামবাবু ঢুকতেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোরের মতো চুপিচুপি।

যাই হোক, নবদম্পতির পক্ষে নির্জন বিশাল তিনতলাটি আকাশের নীচে তাঁবুর মতে সর্বগুণান্বিত হলেও, দোষ ছিল একটাই। যৌথ সিঁড়ি থাকত তিনতলা অবধি খোলা। যদিও কেউ কখনও না জানিয়ে ছাদে আসত না। তা বলে কি চোরও জানিয়ে আসবে?

মাস তিনেক আগে তার মেয়ে হয়েছে। রিনা কাশীপুরে বাপের বাড়িতে। রবিবারের দুপুরবেলা পাশের ঘর থেকে সুটকেসটা চুরি হয়ে গেল। আর যা থাকে থাক। ডায়েরিটা ওর মধ্যেই ছিল।

চোর ধরে এনে পুলিশ সুটকেসটি উদ্ধারও করল। মতিঝিলে তখন অনেক পুকুর। তারই একটির জলতলে সে শুয়ে ছিল। দরকারি জিনিস যা সব বের করে নিয়ে পুরোনো সুটকেসটি জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এফ আই আর করতে গিয়ে দেখলাম, এ এস আই কনককান্তি আমার ইউনিভার্সিটির বন্ধু। ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন 'একতা'য় 'সূর্যমুখী ফুল আর বিকেলের আলো' নামে আমার একটা গল্প বেরিয়েছিল—বায়ভুক, নিরালম্ব প্রণয় কাহিনিটি তেমনি হয়েছিল, অযৌন ও রোমান্টিক বঙ্গজ প্রেমের গল্পোগুলি যেমনটি হয়ে থাকে। দেখলাম, ১২ বছর পরেও গল্পটিতে যার-পর-নেই উচ্ছ্বসিতভাবে আজও মজে আছে কনক। আমার ম্যানাসক্রিপ্ট চুরি গেছে শুনে সে বেল্ট বেঁধে তদন্তে নামল এবং চোর অবিলম্বে ধরেও ফেলল। চোর এক কিশোর বালক। ছেলেটির হাতের তালু পায়ার নীচে রেখে চেয়ারে বসে কনক একবার চাপ দিতেই সে 'বলছি বলছি' বলে আর্তনাদ করে উঠে, আহা, আমার সামনেই মতিঝিলের একটি পুকুরের কথা সে বলল। পুকুরপাড়ে উর্দি খুলিয়ে লাল জাঙিয়া ও নিত্যকাচা ধবধবে সাদা পৈতামাত্র বস্ত্রাবৃত আমার চেয়ে ৪ গুণ বড়ো নিত্যপথারী বিহারি কনস্টেবলকে সে মাঘ মাসের পুকুরে নামাল। শক্ত সুটকেসটি তুলে এবং জীবন্ত গেঁড়ি, ঝাঁজি ও পাঁক-কর্দম সরিয়ে সুটকেস খুলে, ডায়েরিটি পাওয়া গেল ঠিকই। ল্যাতপেতে পাতাগুলো তখন সুলেখা রয়াল ব্লু-র নীলিমায় নীল হয়ে আছে। তখনও ইতিউতি ২/১ টি অক্ষর পড়া যায়।

ক্রমে বাকি ডায়েরিগুলো হারাতে থাকে। ক্লাস টেনে লেখা আমার প্রথম ডায়েরি থেকে (১৯৪৯) একটি এন্ট্রি আজও হুবহু মনে পড়ে। ৫৪ বছর আগের কথা। মনে আছে বলে, তবু মনে পড়ে।

বাদামের খোসা-রঙা রেক্সিনে বাঁধানো শক্তপোক্ত সুরের ডায়েরি ছিল সেটা। প্রি-টেস্ট দেওয়ার পর হেডস্যার একদিন তাঁর চেম্বারে ডেকে কাছে টেনে, গায়ে হাত বুলিয়ে যা বললেন, তস্যার্থ, বাছা, এরকম করলে ফার্স্ট ডিভিশনে যেতে পারবে কী করে?

প্রি-টেস্টে আমি উঁচু ফার্স্ট ডিভিশন মার্কস প্রায় সব বিষয়েই পেয়েছি। ইতিহাসে লেটার মার্কস। ইংরেজি, বাংলা সবেতেই ৬৫ পেরিয়ে। তবু কেন হেন সম্ভাষণ? কারণ অঙ্কে ২২। তাই ও-রকম বলেছিলেন। গার্জেন ডাকিয়ে অঙ্কের জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখতে বললেন বাবাকে।

এখন আমি যে কথাগুলো বলব, সেদিন ডায়েরিতে যা লিখেছিলাম তা হুবহু মনে থেকে গেছে বলে। আমি সেদিন ডায়েরিতে লিখি : যাক, একটা ব্যাপার নিশ্চিন্ত হওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল। যদি অঙ্কে কোনোক্রমে পাশ করি, তাহলে আমার সেকেন্ড ডিভিশন কেউ আটকাতে পারবে না।

এটা বিশেষ করে উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে, এ থেকে আমার জীবনচর্চার একমাত্র স্বয়ম্ভু দৃষ্টিভঙ্গিটা বুঝতে পারি। টেস্টে অঙ্কে ৪৫ পেতে পড়াশোনা তাই একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। ওই অঙ্কের স্যারের সঙ্গে যা বসতাম। ম্যাট্রিকে বাহুল্যবোধে অ্যাডিশনালে আর বসলাম না। বাড়ি থেকে অবশ্য পরীক্ষা দেওয়ার জন্যেই বেরিয়েছিলাম।

জীবনের দ্বিতীয় শ্রেণিতে থাকা আমার সেই থেকে পছন্দ। ঘাম ঝরানো পরিশ্রম আর গুঁতোগুঁতি করে সামনের সারিতে টিকে থাকার লাগাতার প্রয়াসের তুলনায় নিশ্চেষ্ট দ্বিতীয় সারি ঢের বেশি কাম্য— এমনটাই ছিল আমার একান্তই নিজস্ব জীবনদর্শন।

অতি অল্প বয়সেই এটা বুঝে যেতে আমার কোনো প্রাইভেট টিউটর লাগেনি। একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা গাছপালাকে মানায়। আর... না বেড়ে উপায়ও তো নেই। শিকার ধরতে অন্যকে পিছনে ফেলা জন্তু-জানোয়ারদের মানায়। তার না ধরে উপায় নেই। কিন্তু মানুষ? তার তো উপায় আছে। কচ্ছপকে এগোতে দিয়ে খরগোশ একটু ঘুমিয়ে নিতেই পারে। সেই জন্যে সেকেন্ড ডিভিশন হলেই হল, থার্ড ডিভিশন না হলেই হল, ফেল করার যখন প্রশ্নই নেই। যেমন-তেমন চাকরি একটা পেলেই হল (প্রথম চাকরিই করে গেছি শেষ পর্যন্ত)। বিয়ে একটা হলেই হল। অশ্লীল মেয়ে দেখাদেখি দূরস্থান (মেয়েরাই বা সেজেগুজে দাঁড়ায় কী করে, লম্ফ হতে, ছিঃ!) প্রেমিকাও বেড়াইনি খুঁজে বা প্রেম। চেনাজানার মধ্যে আমাকে কারও হাতযোগ্য মনে হলেই হল। বান্ধবী যখন বলেছে 'যাই' কত সহজে তাকে বিদায় দিয়েছি! ধরে রাখলে, যেত না নিশ্চয়ই। কিন্তু সে কাজটা আমার কাজ হত না। আগে জীবনবিমা করে তারপর যে জীবন, সে জীবন আমার নয়। জীবনের শত্রু অসংখ্য ঠিকই কিন্তু বীজাণুর নাম হল মূর্খতা। সারা জীবনের পশুশ্রমলব্ধ বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে বসে থাকা যে বৃদ্ধ জরদগব জানেও না যে নিজের নয়, সে উত্তরাধিকারীর সম্পত্তির নাইট গার্ড মাত্র—তার মূর্খতা অবশ্যই ঈর্ষণীয়। ইমপোটেন্ট সুলতানের এক হারেম যুবতীকে 'আমার' ভাবার মতো হাস্যকরও বটে।

লেখালিখির ব্যাপারেও একই কথা। ভালো লিখতে চেষ্টা করা দূরস্থান, লেখালেখি থেকে শত হস্ত দূরে থেকেছি সারা বছর। তবু শ্বাসপ্রশ্বাস তো নিতেই হয়েছে। ইনস্পাইট অফ মাইসেলফ, কিছু লেখালেখিও হয়ে গেছে। তবে তারা কেউ দীর্ঘশ্বাস নয়। তারা কেউ চেষ্টাকৃত নয়। চেষ্টা করে একটি প্রশ্বাস গ্রহণ বা নিশ্বাস মোচন করতে সৌভাগ্যবশত এখনও হয়নি। কেউ কেউ বলতে পারেন, ঝেড়ে কাশ না বাপু। আসলে তুমি এক কুঁড়ের বাদশা। ভীতু আর দুর্বল। আর তাই নামোনি লড়াইয়ের ময়দানে। সে তো বলাই যায়। কিন্তু কুঁড়ে না বলে আমাকে পশুশ্রম-চেতনাসম্পন্ন বলে দেখুন, আপনার সাফল্যকে চিনতে সুবিধে হবে।

'দুর্বলতা জীবনের সহচর। সবলতা মৃত্যুর।'—লাওৎ-সে।

২৫০০ বছর পূর্বে কথিত লাওৎ-সের মহামান্য প্যারাবেলটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন মহাজ্ঞানী বৃক্ষবিদ, যাঁকে গল্পে ওল্ড মাস্টার বলা হয়েছিল—শিষ্যরা একদিন তাঁকে বলল, 'হে জ্ঞানবৃদ্ধ, এবার তো আপনার দেহরক্ষা করার সময় হল। অথচ, গাছপালা সম্পর্কে আপনার স্বোপার্জিত বিদ্যার কিছুই আমাদের দান করে গেলেন না। তবে কি আপনার সঙ্গে আপনার মহাজ্ঞানও লুপ্ত হবে?'

ওল্ড মাস্টার নড়েচড়ে বসলেন। তাই তো, এ কথা তো আমার মনে পড়েনি।

তিনি বললেন, 'চলো, চলো। এখনও খুব বেশি দেরি হয়নি। এসো, আমার সঙ্গে। তোমাদের এখনই সমস্ত গাছপালার কাছে নিয়ে যাই এবং তাদের গুণাগুণ বিষয়ে শিক্ষা দিই।'

বেশ কয়েকদিন ধরে জ্ঞানগুরু বনে বনে ঘুরলেন শিষ্যদের নিয়ে। শিষ্যদের সব গাছ দেখা হল। জানা হল। পাগলই মনে হল তাদের, বৃদ্ধকে। তিনি কোনো গাছকে সম্বোধন করে বলেন, 'তারপর, তুই আছিস কেমন বল।' 'এই দ্যাখো, ইনি এর বাবা।' হাতের ছড়িটা সামনে ধরে বললেন, 'এঁকে প্রণাম করো তোমরা। মৃত্যুর পর ইনি (গাছের ডাল দেখিয়ে) একটা ডাল কেটে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন আমাকে।' একটি ছোট্ট মেহগিনি চারা দেখিয়ে বলেন, 'একে আদর করো। মনে মনে কোলে তুলে নাও।' কোনো গাছ দেখিয়ে বললেন, 'একে আলিঙ্গন করো।' অভ্রভেদী এক সটান মহাদ্রুমের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'নতজানু হও। এঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাও। ইনি অর্জুন। ওষধিবৃক্ষ'। তারপর তাঁর গুণকীর্তন করলেন।

শিক্ষাশেষে একজন না বলে পারল না, কিন্তু সিংসিং অরণ্যে ওই যে ৯০ হাত উঁচু বিশাল গাছটা যা আপনি বললেন ২৫০০ বছর বেঁচে, ওল্ড মাস্টার, আপনি তো তার সম্পর্কে কিছু বললেন না?'

'ওটা', ওল্ড মাস্টার হেসে বললেন, 'দূর-দূর। ওটা এক অতি অপদার্থ বৃক্ষ। বৃক্ষ সমাজের দায়বিশেষ। বা লজ্জা। ওই গাছটা মস্ত বটে আর পুরাকালের, এও ঠিক। কিন্তু গুণপনা বলতে ওর কিছুই নেই। ও এত দুর্বল যে দরজা-জানালা বানালে ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়বে। নৌকো কি জাহাজ বানালে বন্দর ছেড়ে বেশিদূর যাওয়ার আগেই যাবে ভুস করে ডুবে। দেখলে না, ফল হয়নি, ফুল হয় না। এই দুরন্ত বসন্তে গজায়নি একটা পাতাও? একেবারেই নির্গুণ। ওর মতো অপদার্থ গাছ বৃক্ষসমাজে দ্বিতীয়টি নেই। বলার কিছু থাকলে তো বলব?'

গাছ সেদিন রাতে ওল্ড মাস্টারকে স্বপ্নে দেখা দিল।

'আচ্ছা মাস্টার।' বলল সে, 'তুমি তো শিষ্যদের এ কথা বললে না যে শুধু অপদার্থ আর গুণপনাহীন বলেই আজও আমার গায়ে কুড়ুলের ঘা পড়েনি? আমার ডালাপালা কেউ কেটে নেয়নি? আর তাই আমি ২৫০০ বছর বেঁচে। আর ৯০ হাত উঁচু?'

যাই হোক, ডায়েরির কথা বলতে গিয়ে এ তো দেখছি আমি আমার আত্মজীবনী লিখতে চলেছি। এখুনি বাধা না দিলে ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়িয়ে যাবে। কেন না, ঠিক সেই জিনিসটাই আমি পাতে দিতে চাই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সময় সেনের বয়সে 'বাবু বৃত্তান্ত' লিখে দিলে দেওয়া যায়। প্রাচীন বয়সে লেখা আত্মজীবনীতে জীবনের সুখ-দুঃখ ভুল করে কাছে আসে। এসে ভুল বুঝে সরে যায়। প্রাজ্ঞ বিনয় মজুমদারের ভাষায়, 'মানুষ নিকটে এলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।'

আমি তাই আমার হারানো ডায়েরিগুলির কথা এতক্ষণ বলছিলাম। আমার জোতজমিতে একদিন আমার নিজস্ব কিছু প্রজা বসিয়েছিলাম, তাদের প্রায়ান্ধকার অস্তিত্বের কথা। অনেকে হারিয়ে গেলেও ৮৭ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত নেই-নেই করেও অন্তত ১৫টি ডায়েরির মধ্যে বেশ কয়েক শত প্রজার বসত এখনও আছে। বেঁচে আছে তাদের অন্ধকার, নতমুখ অস্তিত্ব। আমার এক একটি অনুভবকে একটি করে নমস্কার জানিয়েই এরা সরে গেছে।

১৯৬৭-র ডায়েরির সবটা তবু জলে যায়নি। সুটকেস চুরির আগেই তা থেকে নির্বাচিত অংশ ছাপা হয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন ছোটো পত্রিকায়। আমার 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য' (১৯৬৯) বইটি ছিল মূলত তাদের ডিটেইলেই মুখর। বইটির চমৎকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রতিভাস থেকে গত বছরেই বেরিয়েছে। নাম-গল্পটি বাদে এখানে সব লেখাই পরে ৭ দিন ধরে জলে ডুবে-থাকা এই ডায়েরি থেকে। নীচে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এই অনির্বচনীয় দৃশ্যটি আমি দেখেছিলাম টপ অ্যাঙ্গেলে, দমদম রোডের বাড়ির তিনতলার ছাদ থেকে। এই অংশের তারিখটুকু আদৌ অননুমেয় নয়। নিশ্চিত বসন্ত পঞ্চমী, ১৯৬৬-ই হবে।

AMARBOI.COM

স্মৃতিচিত্র

দমদম রোড দিয়ে একটা মস্ত সিনেমার ব্যানার নিয়ে যাচ্ছে দুই প্রান্তে দু'জন কুলি, ব্যানারের ওপর, দুর্গের পাঁচিলে অসিযুদ্ধ, পাহাড়, ঝরনা, ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার ও সমবেত নাচের ওপর, মেঘ ও চাঁদের ওপর, ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে কলকাতার আঞ্চলিক বৃষ্টি—বসন্ত পঞ্চমীর দিনে হলুদে-ছোপানো শাড়ি পরে এক ফুটফুটে বালিকা ও খুবসম্ভব তার ভাই—তারা ব্যানারের নীচে ঢুকে পড়েছে অনুমতি বিনা—কুলিদের সঙ্গে মার্চ করে হেঁটে চলেছে...তাদের মাথার ওপর এপ্রান্ত থেকে আলুলায়িতা নায়িকা অবিরল বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ওপ্রান্তের নায়কের দিকে হাসতে হাসতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে ছুটে যাচ্ছে।

('নিষিদ্ধ স্বপ্নের ডায়েরি'র প্রথমাংশ, ২০০৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯ আগস্ট ১৯৭১

গত ১২ই আগস্ট ১৯৭১। ১৭ দিন আগে বিকেলবেলা আমি তখন 'অংশু সম্পর্কে দুটো-একটা কথা যা আমি জানি' গল্পটা লিখছি—হঠাৎ রাস্তায় ভয়ার্ত ছোটাছুটি অথচ বোমার আওয়াজ নেই গুলির শব্দ হয়নি...এ-যেন ঝড় নেই তবু একটা গাছ উৎপাটিত হতে দেখা।

অ্যাবস্ট্যাকশন : প্লেগের সিম্পটম আক্রান্ত রুগী নয়, স্বয়ং প্লেগ স্বচক্ষে দেখে এই ছোটাছুটি—ভয়াবহতায় এর তুল্য ঐ ছোটাছুটির উপমেয় কিছুই আগে দেখিনি।

পাড়ার নবজীবন সঙ্ঘের সেক্রেটারির নকশালদের একটি গুলি তৎসহ ৪৪টি ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন কয়েকমিনিট আগে এবং এটা যেন দারুণ রক্তবিস্ফার ঘটাবে তার প্রিমোনিশনেই এভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে লোকগুলোকে যা নিঃশব্দে ছুটছে, ঠিক ছোটা নয়, গুলি চললে যেমন, এ হল দ্রুততম হাঁটা, তীব্রতা যার ছোটার চেয়ে তুলনাহীনভাবে বেশি।

তারপর অন্ধকার। হত্যা-গৃহদাহ-বলাৎকার-সারারাত। মারা পড়ে অন্তত ১০০ জানি। কাছে-দূরে এক-একটি গুলির শব্দ বাড়ির কাছে চিৎকার—'শংকর ফিনিশ!' 'তড়িৎ ডেড!' 'মন্টে খতম!' গভীরতর রাতে পুলিশকে, 'আপনারা এদিক দিয়ে ঢুকুন আর আমরা ওদিক দিয়ে...' তারপর—

রক্তাক্ত তরবারি তুলে, রাস্তার নিয়ন আলোয়, কালো গাড়িকে টা-টা।

'সন্দীপনবাবু, কাম ডাউন।' হত্যাকারী অমোঘ আহ্বানের জন্য প্রতীক্ষা...প্রতীক্ষা...

নির্মলবাবুর বাড়িতে স্ত্রী ৮ বছরের ছেলে ৮০ বছরের বাবা...একটা ফোঁপানি নেই... মুভমেন্ট নেই—কোনো চলাফেরা, সারারাত দরজা-জানলা খোলা—আমাদের বাড়ি থেকে দেখা যায়—সারারাত আলোর নেবাবার কথা কারো মনেই পড়েনি—সারারাত আলো জ্বলে...

এই প্রথম, ৭-বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম সে মৃদু আপত্তি করে না। She took it quietly for the first time। এই প্রথম সঙ্গম তার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। বিবেকে মৃদুতাড়না উপেক্ষা করে আমি ওর শায়ার ভেতর ঢুকে পড়ি।

১। মাত্র আধঘন্টা চলতে দিয়ে পাম্প বন্ধ করি। যাতে গলা জাগিয়ে ছাদে জলের ট্যাঙ্কে লুকোতে পারি।

২। পালাবার চেষ্টা করি দু'বার—অন্তত পকেটে টাকা নিই। ১৪ই আগস্ট দুপুর নাগাদ নির্মলবাবুর' ডেডবডি একটা লরি করে আসে। অনর্থক না অপেক্ষা করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এলে ডেকো', বলে আমি খানিক ঘুমিয়ে নিই। অনর্থক একটা দুপুরের ঘুম মিস করতে চাই না। পাড়ার অনেকেই আমাদের ছাতে ওঠে। আমি, রিনা[২] ও মেয়েকে নিয়ে রাস্তার ধারে শোকপ্রকাশার্থে দাঁড়াই। যাতে সবাই আমাদের সহমর্মিতা দেখতে পায়। ছাতে দাঁড়ালে কে আর লক্ষ্য করত। পাড়ার কল্যাণবাবুর ছোটছেলে মস্ত মালা হাতে এগিয়ে যাচ্ছে দেখি পিছনে কল্যাণবাবু।

আমি দাড়িটা খামোকা কেটে কি ভুল করেছি!

শোকমিছিলে খানিক ঘোরাঘুরি করতে আমাকে দেখা যায়। তারপর, লোকের ডেডবডি নিয়ে ব্যস্ততার সুযোগে আমি সিঁথি মোড় অবদি হেঁটে যাই ও একটা চলন্ত বাস ধরি। এ সময়টার সদ্ব্যবহার কর, আগেই ঠিক করে রেখেছিলুম। বাগবাজারে জামাইবাবুর[৩] ওখানে পৌঁছে যাই। আমি পালিয়ে এসেছি একেবারে। আর বরানগরে যাব না। আমার স্ত্রী-কন্যাকে বরানগরে রেখে আমি পালিয়ে এসেছি।

২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

বুদ্ধপূর্ণিমা। আজ বিরাট ট্র্যাফিক-জ্যাম। গোটা সেন্ট্রাল এভিনু অনড়। একপশলা হেভি শাওয়ারের জন্যেই এই অবস্থা। বৃষ্টির পর আকাশ পরিস্কার হয়ে গেছে—একটা আস্ত চাঁদ উঠে পড়তে দেখে—এক ভদ্রলোক ভিড়াক্রান্ত ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করলেন, 'আবার বাঞ্চোৎ চাঁদ উঠেছে রে।' একজন পুরোদস্তুর ভদ্রলোক বললেন কথাটা!

২৭ অক্টোবর ১৯৭১

ভোরের দিকে। এখন ২৬ তারিখের শেষরাত ২৭-এর ভোরের দিকে। কিংবা কোথাও ভোর রয়ে গেছে মনে হয়। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে প্রথমেই বুঝি আমার অর্গ্যানিক ডিফেক্ট—আমি মানুষের ভালবাসা পাই না সেই ছোটবেলা থেকে আমি অপ্রেমে। অদূরে একই শয্যার সঙ্গিনীর দিকে নিরুপায়ভাবে চেয়ে দেখি। ওখানে কিছু পাবার ছিল? তারপর ১টি সিগারেট খেতে উঠে আসি এ-ঘরে।

অদূরে শয্যাসঙ্গিনী, অদূরে গুলির শব্দ রাউণ্ডের পর রাউণ্ড আরো দূরে অবধারিত, ব্যথিত ভোর—সবচেয়ে কাছে খাঁচায় তিনটি মনিয়ার ছোট ছোট লাফালাফি ও দানা-ঠোকরানোর শব্দ—ওরা কিন্তু স্বেচ্ছায় ধরা দেয়নি! গুলির শব্দ ক্রমাগত—এগিয়ে আসছে এগিয়ে আসছে। নির্ভয়ে ছাদে যাওয়া চলে? রাস্তায় খানায় পড়ে একটি খালি রিকসায় সর্বাঙ্গীন ঝাঁকুনি খানিক আগে শোনা গিয়েছিল, এর বেশি কী আর সত্যি কিছু মনে পড়ে? এখন কাকও ডাকছে। এবং কুকুর—এ সময় বহু দূরের কুকুরের ডাক। কাছের কুকুররা এ-সময় থাকে অবশ্যম্ভাবী ঘুমে। মানুষের স্বর জাগে—সকলের শেষে। সাধারণত কেউ কাশে, কাশি দিয়ে শুরু হয়। ভোর এগিয়ে আসছে। গুলির শব্দ। গুলির শব্দ—এখন থেমে থেমে—পিছিয়ে যাচ্ছে। যেন দূরে—বোধহয় ৩ সঙ্গীর ওপারেই এখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোরের স্বপ্ন : ফুটপাতে শুয়ে একজন চাওড়া গা লোক, অনেকটা যেন, শুধু তাকে ঘিরেই নেমে আসে প্রথমে হাল্কা থেকে পরে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত। লোকটি ঘুমুচ্ছে। বোঝা যায়।

তবু তার, এখনো তার, ঘুম ভাঙেনি। 'একটি খাঁটি আর্বান ছবি', স্বপ্নে মনে হয়েছিল, 'সংগ্রহ করো।' এবং ওখানে একটি ল্যাম্পপোস্ট তথা ডাস্টবিন যোগ দিও না।

স্বপ্নে দেখলুম সুনীল[১] বেশ রোগা ছিপছিপে আর লম্বাটে হয়ে গ্যাছে!

৩০ অক্টোবর ১৯৭১

এত ভুলোমন হয়েছে আজকাল। কাল বাড়িতে টাকা ছিল না। ২২ টাকা জোগাড় করে বাড়ি ফিরে এ-ঘরে আলমারিতে রেখে পাশের ঘরে বলি, 'যাঃ, পকেটমার হয়ে গেছে!'

'আলমারিতে কী যে রাখতে দেখলুম কাগজপত্র!' রিনার বুকটা নিশ্চিত শুনে ধড়াস করে উঠেছিল। বলল বটে, কিন্তু সে আশাই করেনি, সত্যিই তাই, তখুনি আলমারির ওপর রেখে ঘুরে দাঁড়িয়েই কেউ তা ভুলে যেতে পারে।

অন্যদিকে, প্রকৃতই, বাঁ-পা তুলে কোনো লোকেরই কি ডান-পার কথা মনে থাকে? জীবন কি আসলে তাকেই বলে যায়, ঐ ডাইন ঘুরে তা ভুলে যাওয়া!

(আরো রাতে) সমস্ত ভুলে যাওয়ার সাইক্লোন-কেন্দ্র (যাকে সাইক্লোন-চক্ষুও বলে) দেখতে পাচ্ছি। বিস্মৃতির ক্রম-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় কোরক-বিস্মৃতি বা তার চক্ষু। ঐ সেই সর্বনাশকেন্দ্র—যাকে সর্বনাশচক্ষুও বলা চলে। মৃত্যুর কথা মনে ছিল না?...

১৪ নভেম্বর ১৯৭১

স্বপ্ন : জললগ্ন মোষের কাঁধে হিলিবিলি করে লেজের ওপর দাঁড়িয়ে উঠছে ছ-ফিট সবুজ সাপ...ঠিক দুটি সিং-এর মাঝখানে মারছে শরীর দু-ভাঙা করে ছোবল। সাপকে ছোবল মারতে এর আগে স্বপ্নে দেখিনি তো!

রিনাদের বাড়িতে মেয়ে বলল আমার কাছে শোবে। রিনা শুল মার কাছে, মায়ের অসুখ আমি কী একটা বই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লুম স্বার্থপর, মেয়ে চটি 'ম্যাকবেথ'[২] পড়ে শোনাবার জন্যে অনুরোধ বহুবার করে, তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল, জেগেই শুয়ে রইল ও, আর বলল না। অধিক রাতে বুকে নিপ্‌লের নীচে চিনচিন, স্ট্রোকের অবিশ্বাস্য ভয় নেই সম্পূর্ণ সত্য উন্মোচন করে দেখি, যদি আজ মরে যাই—দুঃখ, আপশোষ তথা অসমাপ্ত কাজ রেখে যাব মোটে একটা—এবং তাহল ওকে 'ম্যাকবেথ' শোনানো হয়নি! এ ছাড়া, তখন বুকে যন্ত্রণা, তলদেশ অবধি বুঝে দেখি, আর-কোনো অপরিণতি এ-জীবনে নেই! এইসব তুচ্ছ ব্যর্থতা, মানুষের মৃত্যুকে অনুশোচনাময় করে রাখে—এরচেয়ে বড় কিছু বিফলতা মানুষের মৃত্যুতে থাকে না।

সারাদিন মনে পড়ে ঐ সত্য-আবিষ্কার এবং পরদিন ওকে সোৎসাহে অনেকটা 'ম্যাকবেথ' শুনিয়ে দিই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭২

১৩ জানুয়ারি ১৯৭২

একগাদা পিউবিক হেয়ার তুলে ধরে কালুবাবু বললেন, 'দ্যাখো হে, আমার ভ্রূর চুল কত বড় সড়!'

১৯৭৪

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

আজ দুটোর বাসে রোজিটা সিউড়ি চলে গেল। সারারাত প্রায় পাশাপাশি শুয়েছিলাম; যেন একই বিছানায় যদিও মাঝখানে ছিল মাত্র ফুটখানেক ফাঁক—যাকে শূন্যতা বললেও নির্ভুলই হয়। আসলে খাটদুটো ছিল একসঙ্গে জোড়া। শোবার আগে পার্থর প্রস্তাব মত দুটো খাটের মধ্যে ঐ ব্যবধানটুকু করে নেওয়া হয়—ঐ সভ্যতাব্যাধি—ঐ স্বনির্বাচিত ব্যবধান অনতিক্রমনীয় ভেবে, তারপর, এটাতে আমি এবং পার্থ এবং ছোট খাটে রোজিটা—আমরা এভাবে শুয়ে পড়ি। দুটি খাটেই মশারি ফেলে ও ভাল করে গুঁজে নিই। মাথার কাছে ল্যাম্পস্ট্যাণ্ড জ্বালিয়ে রাখা হয়। এটাও পার্থরই প্রস্তাব। মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে যাতায়াতকারী কেবল ছিলুম আমিই, কারণ আমার বালিশ রেজিটার দিকে, ফাঁক সে রাতে আমাদেরই মাঝখানে। দ্বিতীয়বার খাট থেকে নামতেই পার্থ বলেছিল খুবই যুক্তিসঙ্গ ত ও আন্তরিকভাবে যে, 'তুমি চটি পড়ে চলাফেরা করো? ভীষণ ধুলো।'

'ধুলো? সে কি! ঘর মোছে না?' তকতকে, দোতলার লাল মেঝের দিকে তাকিয়ে আমি জানতে চাই।

'না! না!' মাঝের ফাঁকটুকুর দিকে দেখিয়ে পার্থ ইঙ্গিত করে, 'জোড়া ছিল তো অনেকদিন...'

'অনেকদিন' বলার সময় পার্থর স্বর অস্পষ্ট হয়ে আসে। সে চায় শব্দটা থেকে তাৎপর্য কেড়ে নিতে। কিন্তু সত্যিই অনেকদিন। অন্তত ঐ ফাঁকটুকুতে মেঝেয় ধুলো সত্যিই অনেকদিনের। এবং আমাদের বিছানার বেড-কাভারও অতি মহার্ঘ—যা আমারই পায়ে পায়ে খানিকটা নোংরা হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

'তাই নাকি! আরে!' বলে আমি চটি খুঁজতে পাশের ঘরের অন্ধকারে চলে যাই ও দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে খুঁজতে থাকি ও পেয়েও যাই। যাক, আর নোংরা হবার সম্ভাবনা নেই। আমি আনউইটিং এটা যেমন সত্যি তেমনি উল্টোদিকে তিন পেগ খেয়ে এসে বাড়িতে ফিরে আমাদের দেখে আমাদের সঙ্গে আরো ২টো প্লাস কয়েকপাফ গাঁজা খেয়েও কী করে ওর মনে থাকল ঐ ধুলো এটা একটা অ্যাটেনমেণ্ট বটে। মনে রাখাও একরকম ধুলো বৈকি, যা ঐভাবে হৃদয়ে উঠে আসে ও নোংরা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮ মার্চ ১৯৭৪

দুপুরে একটানা ঘুমের শেষাংশে : প্রায়ান্ধকার ফ্ল্যাটে ব্যস্ত ঘোরাঘুরির পর গৌরকিশোর ঘোষ একটা দড়ি ধরে টান দিলে বাইরে রুনুঝুনু ঘণ্টা বেজে ওঠে। এবং উনি বলে ওঠেন, 'এই তো! বাজছে।' শুনে ওর জীবন এই মুহূর্তে একটা পরিণতিতে পৌঁছে গেল বলে মনে হয়। সারাজীবন ধরে উনি কি তবে এই করছিলেন নাকি আসলে—বাড়ির কলিং ঘণ্টা সারানো—অবশ্য যার দড়িটি ধরে বন্ধ ভেতর থেকে টানলেই শুধু তা বাজে। আমি ঢুকে পড়েছিলুম হলুদ ট্রাউজার পরে কোমরে কালো বেল্ট এবং আমার গায়ে যথেষ্ট আকর্ষণীয় নরম মেদ যা আকর্ষণীয় শাদা। আমি একটা জামা খুঁজছিলুম। একটা ছোট্ট জামা কে যেন পরতে দেয়—যাতে বাঁ-হাত ঢুকলেও ডানহাত কিছুতেই ঢোকাতে পারিনি। তার আগে ছিলুম প্রশান্ত গায়েনের সঙ্গে। প্রশান্তকে বোধহয় এই প্রথম স্বপ্ন দেখলুম। আমার ইউনিভার্সিটির বন্ধু। He used to love me. একদিন, 'সাঁকো' পত্রিকা বের করা ব্যাপারে দেরি হয়ে গেল, রাতে থেকে গেলুম ওর বাড়িতে—৫৫ সাল—সে রাতে প্রশান্তর বাড়িতে একটা আস্ত বড় হিলের ডিমসহ ঝোল খেয়েছিলুম এটা মাঝে মাঝেই গত কুড়ি বছর ধরে মনে পড়ে। প্রশান্তকে এখন রোজিটার গল্প বলি। শুনে প্রশান্ত বলে সে এখন সোজা আসছে 'আসামের দিক থেকে।' 'আসাম!' আমি সব ভুলে গিয়ে বলি, 'আবার গেলে জানাস।' আমি ওকে একটা ফোন নং সাহস করে দেব কিনা ভাবি। কেন না, দিলেই ও জিজ্ঞেস করবে, ' তোরা ফোন নিয়েছিস নাকি?' এবং আমাকে বলতে হবে, 'না, ওটা নীচের ভাড়াটের ফোন।' 'হ্যাঁ' বললে চুকে যায় না। কারণ বলতে আত্মগ্লানি হয় -বিচ্ছিরি লাগে—এবং এই ধরনের মিথ্যে যদি ধরা পড়ে—পড়ে যায়ও—যা সন্দেহাতীত মিথ্যে—মিথ্যেই লোকে তখন একটা যে কোনো লোকে—প্রায় ল্যাংটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পায়। ফোন নং দিই না। প্রশান্ত বলে, 'বছরে ১ বার মাত্র যাই।'

২১ মার্চ ১৯৭৪

রাত ১২টার পর ভোরের আগে আর একটিও ট্রাফিক যাবে না এমন পড়ে থাকা রাস্তা দিয়ে, দোতলার বারান্দা থেকে, একটা সওয়ারিবিহীন কালো গরু চলে যেতে দেখে গভীর ব্যঞ্জনাময় লাগে। আর ক'মুহূর্ত। আজই কী শেষ রাত? I'll die of the first stroke. And I am going to have it. It's pretty near. very, That I feel. That is the
only thing I know now. It'll happen this night.

প্রতিদিন ভোরে বেঁচে আছি দেখে অবাক হই।

২৪ মার্চ ১৯৭৪

বৃষ্টির পরে

দৃশ্য : ১। বাঁশের চামড়া দিয়ে ফলের ঝুড়িতে ডাস্টবিন থেকে বৃষ্টিভেজা সুনির্বাচিত জিনিশ তুলতে তুলতে রাস্তা-ছেলে যে গভীর মনোযোগে দড়ি দিয়ে বেঁধে রিপু করছে ঝুড়ি—তার চেয়ে বেশি অভিনিবেশ, দৃশ্যতই, কোনো বৈজ্ঞানিকের কবির বা সাধকের লাগে না।

দৃশ্য : ২। নিশ্চল রিক্সার ওপর ওৎপেতে থাকা ও জ্যান্ত চোখ মুখ থেকে মুখ সরিয়ে সওয়ারি খুঁজছে কিশোর বালক।

ডান কাঁধের টিউমারে যন্ত্রণা—মুহূর্তে কোটিতম ভগ্নাংশ ব্যাপী ভয়াবহ ভয়—একটা মৃদু ঝাঁকি দিলে যন্ত্রণা আর আপাতত থাকে না—হয়তো সারারাতের জন্যে হয়তো এক সপ্তাহের জন্যে তা চলে যায়—যদিও ঐ ভগ্নাংশ বিস্তৃতি পরবর্তী ভয়চেতনাহীন সপ্তাহকালের চেয়ে অনেক বেশি—কারণ সেখানে ভয় ছিল ঐ split second -এ—সেখানে ছিল যা অবধারিত তাই।

I wanted very much to settle my accounts with Anima Mukherjee–when there is this evening to find, once and for all, that, as it stands now–there remains no account to be settled at all. That is the end of the other illusion.

আজ মেঘ ডাকাডাকি হচ্ছিল সকাল থেকেই, বাইরে সগর্জনে বৃষ্টি হচ্ছে। যেন মাত্র একবছর পরে নয়। যেন কতকাল রুক্ষতার পর আবার। যেন যুগ যুগ কেটে গেছে। বড় হবার পর—মোটামুটি ৬৫ সাল থেকেই (বিয়ের সময়কাল থেকে) চলছিল অন্ধকার যুগ—তারপর আবার মেঘ ডাকাডাকি—বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রাম ধারায় এবং আবার ভাঙা শার্সিতে ঘন ঘন বিদ্যুৎ। তবে সেই শার্সি দিয়ে বৃষ্টি এক একটি ফোঁটা নেমে আসা ও ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া—সে আর নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

I mentioned the existence of my tumor for the first time since it appeared about 3 years back, which is to accept it atlast. That is fatal on my part to have unwillingly done so.

২৫ মার্চ ১৯৭৪

আমার কোনো নিসর্গছবি নেই, নদীতীরেও বসে থাকিনি কখনো—মানে বসে থেকে কিছু হয়নি—nothing happened. প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্পর্কেও ঐ কথা; ঋতুগুলি সম্পর্কেও আমার বলার কিছু ছিল। এই যে তোমার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললুম এই আমার নদীতীরে বসে থাকা—পালতোলা একটা-দুটো নৌকোসহ তুমিই আমার ক্লাসিক নদীছবি।

রোজিটার সঙ্গে প্রথম নগ্ন রাত্রিবাসের সময় বারবার বলছিলুম But nothing is happening–nothing happens.

বেঁচে থাকার ছলনা এই কি যে কিছুই সময়মত ঘটে না—অনেক আগে-পরে ঘটে কল্পনাতীত ব্যাপারগুলো তখনি ঘটতে থাকতে যখন আর কল্পনাশক্তি বলে কিছু নেই। বাবার' শ্রাদ্ধের বাৎসরিক দিন যাব। বৌ মেয়ে ভোরেই চলে গেছে। বেলের শব্দে জেগে উঠে বারান্দা থেকে দেখি বেথুন কলেজের ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর মেয়েটি—প্রতিমা। বুঝি যাওয়া হল না।

পনের মিনিটের মধ্যে তাকে ঘনিষ্ঠতায় নিয়ে আসি—সে আমার চোখে বালিশ চাপা দিয়ে আমাকে চুষে দেয় আমারই অনুরোধে। 'বাছুরকে যেমন চাটে তেমনি করে চেটে দাও।' সে চাটে। খুবই আদর করে অনেক আরামের সঙ্গে সে আমার কথা রাখে, বালিশের ফাঁক দিয়ে তাকে লুকিয়ে balance অংশ যাতায়াতের পথে নরম করে চেপে ধরা, তার ঠোঁট দেখছিলুম আমি। সে চোখ বুজে ছিল আগাগোড়া। তার খুব খারাপ লাগছিল যা বোঝা যায়।

রোজিটা অন্ধকারে কী করছিল দেখিনি। সে যেন শিশির ফেলছিল লিঙ্গের মুখে। সেও চাটছিল।

যাইহোক, এ-সব যে কোনোদিন ঘটবে তা জানা ছিল না। রোজিটাই প্রথম মেয়ে যে suck করে—৪০ বছর পেরিয়ে গেল—to get sucked– কেমন লাগে জানতে যা জানা উচিত ছিল ১৬ বছরে। এভাবে দেরিতে—দেরিতে—সবই বড় বেশি দেরিতে। ১৯ বছর একটানা চাকরি করার পর হঠাৎ যেন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি। এত বছর লাগলে প্রথম প্রকৃত সব অর্থে প্রত্যাখ্যান করতে চাকরি করাকে—নিজের প্রতি justice করতে শিখতে।

একটি ছেলে—নাম তার কীর্তন—বেশ ভালো লাগে ছেলেটিকে—বাড়িতে সুন্দর গল্প করে তাকে এগিয়ে দিতে রাতে রাস্তায় নেমে বললুম, 'তোমাকে না ডেকে আনলে আজ হয়ত লিখতুম। তাই ডেকে আনি তোমাকে।'

'আপনার লেখা হল না!' সে দুঃখ করে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু আমি যে এতক্ষণ নদীতীরে বসে রইলুম?'

'নদীতীরে?'

'হ্যাঁ, তুমিই তো আমার নদী। আমি যে নদীর পাশে বসেছিলুম।'

'কিন্তু আমি তো বঞ্চিত হলুম আপনার লেখা থেকে।'

'তাতে আমার ক্ষতি হল না। লিখতে যে কষ্ট হয়।'

'কিন্তু আপনার একটা দায়িত্ব তো আছে পাঠকদের প্রতি?'

'আর আমার নিজের প্রতি বুঝি কোনো দায়িত্ব নেই।'

'আপনি খুব সুন্দর ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে,' সে বলে।

'হ্যাঁ।' আমি তাকে হেসে জানাই, 'অম্নি সুন্দর ব্যবহার আমি তবে আমার যে সবচেয়ে প্রিয় আর আপনার সেই আমার সঙ্গে তবে কেন করব না বল? আমার আত্মা যা চায় আমি তাই করেছি। আমি লিখিনি। আমি লিখতে চাইনি আজ। আমার আত্মা চায়নি। যে তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে পারে—সে তার আত্মার সঙ্গে কেন পারবে না। তোমার চেয়েও বেশি সুন্দর ব্যবহার করেছি আমি আমার সঙ্গে। না লিখে।'

২৬ মার্চ ১৯৭৪

আজ হুশ করে চলে গেলুম রমার কাছে। আগে এ-ভাবেই যেতুম বেশ্যাদের কাছে। প্রায়ই যেতুম এমন একজনের নামও ছিল রমা। সেই রমার সঙ্গে বিয়ের পরে পরেই দমদম বাজারে দেখা। ওর ছেলে ওদিকে হস্টেলে না কোন বাড়িতে রমা বলেছিল, 'শান্তিবাবুর কাছে শুনেছি বিয়ে করেছ। যাক, কোনো অসুবিধে-টিধে হচ্ছে না তো!'

অর্থাৎ যৌন। সাদরে বলেছিল। বেশ্যা বলে তখন কিছু হতও। কিন্তু আমার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে সে-সব অসুবিধা হবে কেন! পোকা ধরা কাচা মাংস থেকে অসুবিধা হত, কিন্তু পেটিবুর্জোয়া চিলি-শস্য দিয়ে সুপাচ্য রান্না-মাংস খেতে অসুবিধা কী! সাম্প্রতিক রমা অধ্যাপিকা। অবিবাহিতা ঘিয়ের বয়েস চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দরজা ধরে। এর শ্রোণিযুগল অতীব প্রশস্ত। But She likes mediocrety. Mediocre people she always refers to.

যাইহোক; এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি। একটু ভীত আমার সম্পর্কে। ঠিক ফেলতে পারছে না—কিন্তু ভেতরে নেয়নি।

I want to have an idea about her love-affairs, if any. She had one or two no doubt. এটা জানলে, দুর্দাড় এগিয়ে যাব। She can't stop me, I know. An affair with her would be fine.

রমাকে বলছিলুম, 'হয়তো আপনি জানতে চাইলেন কাল কী আসবেন?' আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আসব'—উত্তর দেবার ঠিক আগে একটি তীর সে বিঁধল ('হৃদয়' উহ্য রাখি)। কী surcharged হয়ে গেল তাহলে আমার উত্তর। সে বলল, 'এ-রকম কিনা জানি না।' হেমন্ত বসু মারা যাবার পরেই আমি দেখেছিলুম দেওয়ালে জ্বলজ্বল করছে, 'হেমন্ত বসুকে ভোট দিন!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Is not that funny? The reply that is.

২৭ মার্চ ১৯৭৪

গ্রীষ্মের শুরুতেই সারারাত বৃষ্টি, বাসে মধ্যবয়স্ক গরীবের সহাস্য মন্তব্য : 'শালা বর্ষাকালের কান কেটে দিলে!'

রাতে দেরিতে ঘুম। সারারাত স্ফীত স্বপ্ন : একের পর এক। একটা ছিল : রোজিটা চলে যাচ্ছে ফ্রান্সে। এয়ারপোর্টে বাড়ির সবাই যাচ্ছে। আমি যাচ্ছি না। ওর সঙ্গে দেখা করছি না। স্বপ্নে যা দেখলুম ও সকলকে exploit করছে cleverly. ওর নেবার আছে দেবার কিছু নেই।

কাল রমার বাড়ি থেকে বেরিয়েই জোরে বৃষ্টি। সুনীল নন্দীর' বাড়িতে ঢুকলুম। ভাল করে বসার আগেই উনি জীবনানন্দ, কিটস না কোলরিজ, ইলিয়ট, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ নিয়ে কথা শুরু করে দেন। আমি মনে মনে উচ্চারণ করে শুধু বলছিলুম, 'Silence! Silence! why do you have to talk with voice always?' চুপ করে কথা বলতে পারেন না। ৪০-এ পৌঁছে এই নতুন ডায়ামেনশন পেয়েছি। এই চুপ করে থাকা—কথার মাধ্যমে নয়। শিল্পী অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর বাড়ি গিয়েও এই কথাই বলি। নেহাৎ উপায় নেই, থাকলে কি আমি তাদের বাড়ি যাই যেখানে কথার ফাঁকে ফাঁকে অন্তত নিস্তব্ধতা নেই! চুপ করে থেকে আমি বোধক্ষম হতে চাই এবং হতে দেখি।

আজ সকালে বারান্দায় একা বসে বুক ফুলে ফুলে উঠছিল। লিখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। তাই শারীরিক ফুলে ফুলে উঠছিল বুক। লাংসের অসুখের জন্যে ঐ রকম বড় বড় ঢেউ-এর মত ফুলে ওঠায় সাহায্য হচ্ছিল হয়তো—কিন্তু নিশ্চিত লেখার ইচ্ছাজাত emotion-ই ছিল মূল প্রেরণা।

আর একটা কী লিখতে চেয়েছিলুম ভুলে যাচ্ছি। যাইহোক; জীবনের অপূরনীয় ক্ষতিগুলির মধ্যে একটা নিশ্চয়ই সকালবেলাগুলোকে গত ২ বছর ধরে ব্যবহার করতে না পারা। একটানা ২ বছর ধরে রিনা ও মেয়ের ছিল মর্নিং স্কুল। ১০ পর্যন্ত একা। ঝিও আসে না। অবশ্য সব সকালই কী আর আজকের মতন মেঘময় বা ক্ষান্তবর্ষণ?

২৮ মার্চ ১৯৭৪

বাগবাজার স্ট্রিট থেকে বৃন্দাবন পাল লেনে ঢোকার মুখে বুঝতে পারলুম। ছোটবড় চাপা নিঃশ্বাসে ভরে যাচ্ছে বুক। কথাটা বুঝে পেয়ে বলেও দেখলুম। অবশ্য কণ্ঠস্বর ব্যবহার না-করেই এসব বলা।

আজ আশিস বলে একটি পাড়ার তরুণ ছেলের সঙ্গে সকাল বেলাটা কাটে। মেঘলা ছিল। বৃষ্টিও পড়ছিল। জানালার অল্প আলো ওর পিছন থেকে, মুখটা অন্ধকার, চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চকচক করছিল। অপেক্ষা করাকে ও বারবার নিজের উচ্চারণের ভুলে বলছিল 'উপেক্ষা'। অনেকবারই সে উপেক্ষা করল বা করালো।

দুপুরে আবার ঘুম। শেষের দিকে স্বপ্ন। পার্থর[৯] ছেলের আমি প্রাইভেট টিউটর গোছের। পড়িয়ে উঠে পার্থ কোথায় জানতে চাইলে গীতা[১০] বলে, 'ও তো ৭-৩৫-এর গাড়িতে বেরিয়ে গেছে।'

অথচ পার্থর কথা ছিল অপেক্ষা করার। সে করেনি। I felt betrayed by another being (Yesterday it was Roseta) ones again. John Updike -এর 'The Music School' বইয়ের 'The Bulgarian poetess' গল্পে একজন ফুরিয়ে যাওয়া নাতিবয়স্ক লেখকের (Fortyish) দুঃখে কাল সকালে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলুম—যে প্রথম বইটি লিখেছিল ভালই—তারপর থেকে ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে—কিন্তু যার সামাজিক acceptance ক্রমেই বেড়ে চলেছে। A theme on which I could write a novel.

শব্দশব

রূপনারায়ণের পরপার থেকে চাঁদের আলোয় শেষরাতে জলছোঁয়া হঠাৎ হাওয়ায় আমা পর্যন্ত অস্ফুট ভেসে এসে কোকিলের ডাক কোলে পড়ে মরে যেতে দেখেছি।

২ এপ্রিল ১৯৭৪

কাল রাতে ঘুম ভেঙে উঠেই পাতার খসখস—স্পষ্ট দেখলুম যে—মনে হল এক বাঁকা দীর্ঘতম কৃশ পুরুষ মুখ দাড়ি খালি গা—আজানুলম্বা হাত দিয়ে টেবিলের ওপর আমার খাতাপত্র উল্টে দেখছেন। তখন অন্ধকার। পাশের ঘরের রিনাকে দু'বার ডেকে চুপ করে যাই। আসবে না। ওর দরকার ঘুম। ওর ঘুমে কোনো স্বপ্ন, নেই জেগে ওঠা নেই।

২১ এপ্রিল ১৯৭৪

জানালার বন্ধ শার্সি মেঘমেদুর হয়ে আসছে দেখলে আজও মন খারাপ হয়ে আসে—অবশ্য এক্ষেত্রে খারাপ মানে ভাল হয়ে ওঠে মন...এটা আজো এত বছরেও বদল হয়নি। আজ থেকে এ গ্রীষ্মের দ্বিতীয় বর্ষা নেমেছে। নামতে দেখে তুমবনির কথা মনে জাগে। একমাত্র তুমবনি আসে দ্বন্দ্বহীনভাবে। বৃষ্টির উড়ন্ত ঝাপটার মধ্যে দিয়ে তীরবেগে উড়ে যাচ্ছে একা কাক—তুমবনির দিকে।

আমি কি তুমবনিতে জন্মেছিলুম? বা সঙ্গম করেছিলুম?

শুকনো তারে টাঙানো মেরুন শাড়ি ঠেলা দিচ্ছে গ্রিলে জড়ানো অপরাজিতা লতায়। এই লতায় ফোটে শাদা অপরাজিতা। I don't like that. I like the ones with blue petals.

ছেঁড়া উন্মুক্ত ছাতার মত শংকর বসু সামনে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Whenever I feel one with nature, which I very seldom do, Tumbani comes to my mind.

১১ মে ১৯৭৪

সমসময় ভয়ঙ্কর। মৃত্যু ভয়। বুকে নিপ্‌ল-এর নীচে একটু যন্ত্রণা হলে ভয় হয়।

২৫ মে ১৯৭৪

এখন অনেক রাত। বা, ভোরের যথেষ্ট আগে। বিছানা পেয়েছি। মস্ত বিছানায় চরম একা ছটপটানি। উঠে রেগুলেটার চূড়ান্ত ঠেলে দিই। কিন্তু মশা গায়ে চেপে চুপে তবু বসে বেশি হাওয়ার বিরুদ্ধে। এখন তারা সামান্যতম নড়াচড়াতেই আর ওড়ে না। এক-একটা চপেটা শরীরের নানান জায়গা থেকে চটচটে আমারই রক্ত অন্ধকারে তুলে আনে। শরীর এত জায়গায় আছে! ঘাড়, কানের লতির পিছন, কণ্ঠার নীচে, বাঁ-কোমর, উরু, গোড়ালি, নাভি, পিঠের সর্বত্র হাত পৌঁছয় না।

ঘর অন্ধকার করে রাস্তার ওপারের Flat-এ নিরঞ্জনবাবুর (ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি) খ্যাঁদা-নাক, পাৎলা বাদামি ঠোঁট, ফর্শা, গরীব স্ত্রীর সঙ্গে স্বল্পালোকে আনুমানিক দাম্পত্যক্রীড়া দেখা, কারণ ওরা নিখুঁত সাবধানী। তবে ঈষৎ আলো জ্বলে কেবল ঐ Flat-এই। ওটা নিয়ে তাই ভাবা চলে। মাস্টার্বেশান। তবু ঘুম নেই। আলো জ্বালা। আলোতেও গায়ে মশা। বিনা মশারিতে শোবার সাহস আর নেই। ঘড়ি দেখার সাহস নেই। ভোর হয়ে এল? এটা শেষাংশ তো বটেই রাতের। অন্ধকারে শুয়ে, সম্পূর্ণ অজ্ঞাবসারে হঠাৎ শূন্যে আছড়ে বিছানায় ঘুসি মেরে বলতে শুনি 'destroyed!' 'সম্পূর্ণ ব্যর্থ!' অথচ ঐ আকস্মিক উক্তির আগে কোনো ভাবনার প্রস্তুতিই ছিল না।

আমি ব্যর্থ!

১। যৌনজীবনে। এটা ধ্বংস করা হয়েছে। এবং করতে দিয়েছি চোখের সামনে। আজ পুনরুজ্জীবনের আশা নেই—সুযোগ এলেও।

২। কেরিয়ার তৈরির ব্যাপারে। সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কারণ এ সম্পর্কে প্রলব্ধ শিক্ষা ছিল না যে কীভাবে করতে হয়। কেউ বলে দেয়নি যে এইভাবে করতে হয়—যেভাবে করতে দেখলুম অনেককে। সবচেয়ে সহজ ছিল কিন্তু এই ব্যাপারটাই। আমার পক্ষে।

৩। লেখক হিসাবে। এটা অবশ্য নিজেই পণ্ড করেছি। যখন জীবনে কিছু নেই—কেন লিখব? নিজেকে কিছু দিতে পারিনি—লেখককে কেন দেব? প্রেমিককে পারিনি দিতে কিছু, যৌনপিপাসুকে দিতে পারিনি, নিরাপত্তাপ্রিয়কে দিতে পারিনি, স্বাস্থ্যলোভীকে দিতে পারিনি—কেন তবে লেখককে দেব কেন? মেয়েকে কিছু দিতে পারিনি। স্ত্রী, মা ও ভাইবোন এবং বন্ধুবান্ধব এবং অজানা দেশের জনসাধারণকেও আমি কিছু দিতে পারিনি। শুধু একজনকে তবে দেব কেন। তাকে তাই বঞ্চিত করেছি। অথচ শুধু তাকেই 'পারতুম' কিছু দিতে। লেখকটিকে।

২৮ মে ১৯৭৪

৭৪ সালের মধ্যে ঘোরতর বিপদের মধ্যে পড়ে যাব বলে মনে হয়। অন্তত শয্যাশায়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে পড়ব। আর কতদূর? ক মাস? ক বছর?

মুখ দিয়ে আবার রক্ত পড়ছে। একদিন ভোরে উঠে দেখি আন্ডারউয়্যার ভেসে গেছে রক্তে। অতীতের অসুখের জের থেকে গেছে। আর কতদিন লড়াই সম্ভব?

জীবনে প্রথম ও অন্তত একবার আমার নির্লজ্জ হওয়া প্রয়োজন হয়েছে, হয়ে চেষ্টা করা উচিত ইউরোপ পালাবার। তাহলে বাঁচতে পারি।

১ জুন ১৯৭৪

দুপুরে ডিমের ঝোল-ভাত খাওয়ার পর এই বিছানায় বসে রোজিটা আমার দিকে চেয়ে চেয়ে বলেছিল, 'ইউ আর ডিফর্মড। ইউ হ্যাভ নো হেয়ার। ওয়ান অফ ইওর হ্যাণ্ড ইজ মেল্টিং আউট অ্যান্ড হোয়ার আর ইওর আইজ—দে আর টু হোয়াইট শকেচস—'

'দ্যাট ইজ দা থিং ফর এ বাটারফ্লাই টু সিট আপন।'

'ইয়েস। দ্যাট ইজ হাউ গড ইজ বর্ন।'

জীবন পঞ্চম অঙ্কে প্রবেশ করছে।
আর কয়েকটি দৃশ্য বাকি।
তুমি এ-জীবনে কতগুলো সিগারেট খেলে?
তুমি। তুমি। তুমি।
তোমার নাম নেই।
সুর আছে?
তুমি, সংক্ষেপে, ভীতু।

'রক্তের যাত্রায় জাগো'

(একজন মৃত লোক লিখেছিল এই পংক্তি)

AMARBOI.COM

২ জুন ১৯৭৪

দুপুরে অ. লা. চৌ-এর বাড়িতে স্বযাচিত ভোজন। মুড়োর ঘণ্ট হয়েছিল স্বাদু—ভালো লেগেছিল বিরাট খাগড়াই কাঁসার থালায় ধবধবে শাদা ভাত যাতে কাকরের কালো ছিল না একবিন্দু। নিঃসন্দেহে অমরেন্দ্রর স্ত্রী একজন ভালো মেয়েমানুষ যার ব্যক্তিত্ব ঐ অন্নব্যঞ্জনের মধ্যে দিয়ে আমার রক্তে প্রবেশ করেছিল। এবং তা কি এমন বিদেশী বা বিজাতি যে তার সবটাই ঘাম ও প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বের করে দেবে? না, না। আমার গায়ে নিঃসন্দেহে মানুষের রক্ত।

৫ জুলাই ১৯৭৪

তর্জনী ও বুড়ো আঙুলে ডিমের ঠিক কী দেখে তার পচন টের পাওয়া যায় একদিন সে শিক্ষা লাভ করেছিলুম। শিক্ষক ও শিক্ষা দুইই আজ বড় প্রয়োজনের সময় ভুলে গেছি।

৬ জুলাই ১৯৭৪

কাল ভবানীপুরে তৃনার[১১] মামাবাড়ি ওকে আনতে যাই। মামা মক্কেলের সঙ্গে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছিলেন। বললেন ভেতরে যেতে। পিছনের ঘরেই তৃনা একটা ছোট চৌকিতে চিৎ হয়ে শুয়ে। ঠ্যাঙের ওপর ঠাঙ তুলে একটা পাতলা ডিটেকটিভ বই পড়ছে। আমি নিঃশব্দে ওর মাথার কাছে দাঁড়াই---দাঁড়িয়েই বুঝি, এই সে কবিপ্রসিদ্ধ 'শিয়র', আমি এখন ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে। চুপচাপ দাঁড়াই ক' মুহূর্তে—ও পা নাচিয়ে চলে—একএকবার উচ্চারণ করে পড়ে এক-একটা দুরূহ পংক্তি বা তার অংশ। ইত্যবসরে আমি পথশ্রমের ক্লান্তিতে চকচকে মেঝেয়ে বসে পড়ি, ও ওরই মাথার বালিশে মাথা ঠেকাই। এমন কী একবার ওর হাত আমার চুলে ঠেকে যায়। কিন্তু এমন পাঠমনস্ক ছিল টের পায় না।

যথেষ্টরও বেশি সময় পরে ও উঠে বসেছে টের পাই, আমি মাথা নিচু করে ওর বালিশে, শুধু আমার পিঠ.গাঢ় নীল জামা পিঠ দেখছে আর আমার ঘাড় ও মাথাও দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎ, হাউমাউ করে চিৎকার করে লাফ দিয়ে পড়ে বিছানা থেকে—এমন যে, তিনতলা থেকে মামার শ্যালক নেমে আসেন।

৩ জুলাই ১৯৭৪

প্রতিরাতে ফিরে, বেশি রাত হলে যেমন এখন রাত ১টায় দিয়ে ঈষৎ পানাক্রান্ত এবং আহারাদির পরে মশল্লা ও উইলস ফ্লেগ সহযোগে গান নয়, সঙ্গম নয়, কিছু নয়—কথা নয়—কয়েকটি চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে। চিঠিগুলো লিখতে ইচ্ছে সবই পুরুষবন্ধুদের—উৎপল[১২] প্রমুখ যারা চিঠি দিয়েছিল ও উত্তর দেওয়া হয়নি—আগে ঠিকানা না লিখে আমি কখনো চিঠি লিখতে পারিনি : এটা উল্লেখযোগ্য। I must know as to whom I'm writing to before I attempt one.

কাকে লিখছি না জেনে আমি কখনো কিছু লিখতে পারিনি—কোনো চিঠি। বস্তুত—অন্তত, গোড়ার দিকের সবকটি গল্পই ছিল অংশত কারো না কারো উদ্দেশ্যে চিঠি...যেমন রিনাকে, মায়াকে, সুনীলকে। দীপঙ্করকে (বড়)[১৩]। আর কাকে? এখন আর তেমন কেউ নেই যাদের উদ্দেশ্যে গল্পচ্ছলে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে—তাই আর 'গল্প' লেখা হয় না। তেমন ইচ্ছে নেই।

৪ জুলাই ১৯৭৪

রোজিটা কাল অনেক করে বলছিল, থাকতে। একটা ৩০০ হুইস্কি খেলুম দুজনে। ১১টা নাগাদ শেষ হল। এটা আশ্চর্য যে we have not had sex as yet. দুজনে রাত কাটিয়েছি চার রাত। মেয়েটি আমার মনে Register করেনি। Her type of agressiveness I do not like.

আজ রমার কাছে গিয়েছিলুম। She was looking very attractive.

প্রতিভার খবর নেই অনেকদিন। কেন আর যোগাযোগ করে না। I took her for granted. সহজেই ধরা দেয়। But with her also no sex.

Prolonged sexual affair with Rina only. I liked having mere sex with her all through. All through she remained dead cold always. Hardly ever participated.

Any way she has been the only woman in this world with

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

whom I had my sexual relationship. She is the one and only in my life that way.

৫ জুলাই ১৯৭৪

'আমার সঙ্গে তো অনেকেই আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলেছে—আমার কাছে এসেছে। কিন্তু আমি কি তাদের কাকে-কাকেও আন্তরিকভাবে কিছু বলেছি নাকি?'

সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যু কফিহাউসে একদিন সেদিন বড় গরম—গরম কফির পেয়ালা চামচে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জুড়িয়ে ফেলার সময় জুড়ে নিচ্ছিদ্র অন্যমনস্কতার পাথর থেকে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে শব্দগুলো...

পরে ইন্দ্রনীল এলে তাকে বলি যে এইকথা মনে এল। বা, পাওয়া গেল।

ইন্দ্রনীল সোৎসাহে বললে, 'শুনে চমকে উঠবেন না বলুন।'

'না। বল না' আমি জানতে চাইলুম।

'This could very well become the begining of an epic. Or perhaps it has already begain. May be, it already stands as the beggining of one.শুনে বিধুরভাবে মনে পড়ে, 'All happy families are alike But the unhappy family has its own way.' ৯৭৫ পাতার 'আনা কারেনিনা' বেরিয়েছিল ঐ লাইনদুটি নিঙড়ে। প্রায় ৪ বছর ধরে লেখার সময় জুড়ে যখন নিঙড়ানো গিয়েছিল—তা থেকে বেরিয়ে এসেছিল পংক্তির পর পংক্তি—প্যারার পর প্যারাগ্রাফ—পরিচ্ছেদ পর পরিচ্ছেদ 'আনা কারেনিনা'—স্বয়ং সেও আনা ঐ নিঙড়ানো থেকে ৩৪০ পৃষ্ঠায় প্রথম দেখা দেয়।

AMARBOI.COM

১৩ জুলাই ১৯৭৪

পিকদানি মুখের কাছে এনে থুথু ফেলার ঠিক আগেই টের পেয়েছিলুম ভুল। কিন্তু তখন কোনো মানে হয় না না-ফেলার।

১৬ জুলাই ১৯৭৪

মৃত্যু মানে এক আয়না, যাতে নিজের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে না। আমিই লিখলুম কথাগুলো। লিখে মুখে বললুম, 'গেঁড়ে!' এটা লিখলাম না।

তাহলে এমন একটি বাক্য আমি লিখতে চাই যা লিখে ঐ বিস্ময়চিহ্ন বা abstract noun টি বলতে হবে না।

একটিমাত্র বাক্যই হতে পারে।

'আমি একটি গেঁড়ে বা রয়্যাল বেঙ্গল বোকাচোদা।' উপসংহার হিসেবে এটারও সংশোধনের প্রয়োজন হবে না মনে হয়।

যেমন, আমি একজন দুঃখী মানুষ—গেঁড়ে।

আমি কামুক—গেঁড়ে!

আমি পিতা—গান্ডু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামী—ঐ।

বন্ধু—.....?

ইত্যাদি।

১৩ জুলাই ১৯৭৪

স্বপ্নে সুনীল মাতাল হয়ে কারো হাত কারো বা পা ধরে ক্ষমা চাইল এবং ঘাড়ের দিকের দু থাক চুল সরিয়ে চুলের মাঝবরাবর নেমে আসা সিঁথিতে ইঞ্চিখানেক লম্বা ও মোটা করে লেপা মেটে লাল রঙের সিঁদুর দেখিয়ে বলছিল—কিন্তু এর সৌন্দর্যকেন্দ্রিকতা, কিন্তু এর সৌন্দর্যকেন্দ্রিকতা—ক্যান ইউ বিট দিস—একে অস্বীকার করতে পারেন কি কেউ? স্বপ্নে আমি ওর স্মার্টনেস দেখে অবাক।

And how wonderstruck I seemed to have become—মাথার পেছনে চুল সরিয়ে, অ্যাঁ, সিঁদুর? কিমাশ্চর্যম, অতঃপরম।

I was feeling like a boy agitated by his uniqness.

৩১ জুলাই ১৯৭৪

আমাদের হাওড়ার বাড়ি ভেঙে পড়েছে। তিনতলার ঘরটি থেকে গেছে সিঁড়িসহ।

বাবা চেয়ারে বসে দোতলার একাংশ তুলছেন, তখন জানালার বদলে দেওয়ালের একাংশে সিমেন্টের হোরাইজন্টাল গ্রিল দেওয়া হচ্ছে। ভগ্নস্তূপের ওপর দিয়ে যেতে যেতে আমি ঐ গ্রিলের প্যাটার্ন সম্পর্কে একটি বিরূপ মন্তব্য করি; (যা বাস্তবিকই কুরুচিকর) এগিয়ে যাই তিনতলার একমাত্র অটুট ঘরের দিকে। চেয়ারে বাবাকে মনে হয়েছিল স্থবির। চেয়ারে ওঁর নড়াচড়া দেখে ওঁকে উত্থানশক্তিরহিত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি ভাঙা খিলান ও ঝুলন্ত আংশিক ছাদের unpredictable (অনিশ্চিত) নীচে দিয়ে দোতলা ডিঙিয়ে তিনতলায় পৌঁছবার আগে বাবা আলুথালু ছুটে এসে আমাকে পিছন থেকে ধরে ফেললেন এবং ঘুরিয়ে মুখোমুখি দাঁড় করালেন। আমার দু-কাঁধে তাঁর শিথিল তবু দৃঢ় হাত। হাতের রোমের ওপর বালি ও সিমেন্ট জায়গায় জায়গায় ফোঁড়ার মত জমাট বেঁধে আছে।

—আগে বলিসনি কেন? আগে বলিসনি কেন? আগে বলিসনি কেন?

অর্থাৎ ঐ গ্রিলের প্যাটার্ন নির্বাচনের সময় কেন নীরব ছিলুম। স্ফরিত ঠোঁটে উনি কয়েকবার ঝাঁকি দিয়ে জানতে চান—চোখে ভয়াবহ ক্রোধ।

আমি তবু ভয় পাই না।

—তুমি কোনোদিন জানতে চেয়েছিলে?

আমি ততোধিক চিৎকার করে বলি, যদিও আমার গলায় অভিমান ধরা পড়ে যায়। বাবা তখন আমাকে বুকে টেনে, (জীবনে এই প্রথম) হাউমাউ করে কেঁদে আরো কতবার বলতে থাকেন—আগে বলিসনি কেন? (বিপুল কান্না) আগে বলিসনি কেন? আগে বলিসনি কেন?

তিনবার শুনলে মনে হয় একবার, অন্যথায় 'আগে' 'বলিসনি' এবং 'কেন?' এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনটি শব্দ আলাদা করে বলবার জন্যই কথাটা উনি তিনবার বললেন।

এরপর গাঢ় পাঁকের মধ্যে নর্দমার ১টি মেদবহুল সিঙিমাছ দেখা যায়। নর্দমার মাছ! আমি ইতস্তত করি। সেজদা[১৪] হুড়মুড় করে পাঁকে নেমে যায়। ও হাঁটু সমান নোংরায় নেমে পড়ে পাঁক ও দুর্গন্ধ ও গু ও প্রস্রাব থেকে ঐ মাছ সগৌরবে তুলে আনে। কিছু পরে পূর্বোক্ত চেয়ারে আনুপূর্বিক স্থবিরভাবে বসে কুৎসিৎ গ্রিল বসাতে উদ্যোগী রাজমিস্ত্রিদের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে করতে বাবাকে ঐ মাছটি জ্যান্ত চিবুতে দেখি। কষ দিয়ে রক্ত কাঁচা গড়িয়ে পড়ে। মাছের শিং দুটো বাবার দুই কষে কালো গজদন্তের মত তখন আটকে।

মৃদু ভয় মেশানো বিস্ময়ে আমি দূর থেকে তা অপারগ দাঁড়িয়ে দেখি। দুঃখিত হই দেখে।

১১ আগস্ট ১৯৭৪

আজ রাত ১১ টার সময় বেঙ্গল ইম্‌মিউনিটির ছাদে আধ খাওয়া চাঁদ উঠেছে ঘোর হলুদ রঙের। 'রিনা, রিনা একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে যাও'—বলে রিনাকে বারান্দা থেকে ডাকি। অভ্যাসবশতই আমি ভেবেছিলুম নিশ্চয় এটা সুন্দর।

রিনা উঠে দেখতে এসে বলল, 'কী বীভৎস! যেন কেউ তাকিয়ে আছে।'

ওর বলায় এমন সততা ছিল এবং অতিলৌকিক ভয়—আমি আশা করিনি রিনা 'বীভৎস' শব্দটা আদৌ প্রয়োগ করবে এবং চাঁদের ব্যাপারে। আজ দুপুরে রিনা রথীন রায় (অধ্যাপক)-কে স্বপ্ন দেখেছে যার বাড়িতে যার বোন নমিতা ওকে খুবই সাদরে সন্দেশ খেতে বলছে। রথীন রায় ছিল বৃদ্ধ আবলুসগাত্র বেঁটে গোল কাফ্রি একজন—তার চেয়ে অন্তত বছর ১৫ ছোট রিনাকে যে বিয়ে করতে চেয়েছিল। ও রকম কুৎসিৎ লোক রিনার মত সুন্দরী তরুণীকে নিশ্চয় মরণপানে ভালোবাসত।

একটা কুকুর পাড়ায় কদিন বিচ্ছিরি কাঁদছে।

রিনার অপারেশনের দিন নিশ্চিত কাছে এগিয়ে এসেছে।

ওর মন খারাপ ও খিটখিটে হয়ে আসছে।

পরে এসব পড়তে হাস্যকর লাগবে যখন রিনা সেরে ফিরে আসবে?।

শেষে জিজ্ঞাসাচিহ্নের পরে দাড়ি দিলাম।

১২ আগস্ট ১৯৭৪

একটি ইকোয়েশান

বাসস্টপে ফুটপাথে ঘেঁসে ফেলে একরাশ চিঠি ও কিছু এঁটো খাবার-কুটনো খোশা। আজ এক যুবককে দেখলুম চিঠিগুলো ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ঠেলে সরিয়ে খাবার বাঁ-হাতে তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে আলতো তুলে খেতে। একজন যুবককে এই প্রথম।

সে যেন যোগাসনের মুদ্রায় বসে ছিল—এক পায়ে ভর দিয়ে ও বাঁ-পা ঈষৎ ভাঁজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। কৃষ্ণের যেমন বাঁশি হাতে পায়ের ওপর পা একটা ক্লাসিক ভঙ্গিমা—এও আর এক অজানা দেবতার ভঙ্গিমা।

নিখুঁত স্টাইলাইজ তার খাওয়া ও সেই আলতো নির্বাচন। যেমন একটুকরো কুমড়ো তুলে নিয়ে শাসটুকু দাঁতে কেটে সে ছালটা ফেলে দেয়। ছালের দিকটাই ছিল ছাইয়ের ওপর।

একটি ত্রিভূজের ৬ ফিট লম্বের মত ঠায় দাঁড়িয়ে আমি দেখি।

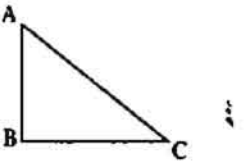

ধরা যাক, AB একটি লম্ব। BC হচ্ছে ত্রিভূজের ভূমি। দীর্ঘতম বাহুর AC -র C বিন্দুতে যুবকটি, তাহলে A বিন্দুতে আমি। তাহলে C থেকে A-ই দূরতম বিন্দু।

AB BC-র উপর লম্ব।

অতএব A বিন্দু C বিন্দু থেকে দূরতম।

ত্রিভূজের দূরতমে দাঁড়িয়ে খাবারগুলো থেকে উৎকট পচা গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছিল।

আমাদের পাড়ার ভারতমাতার ছবির নীচে কে খড়ি দিয়ে লিখে গেছে—

ভাঁত দে হারামজাঁদি

AMARBOI.COM

২০ আগস্ট ১৯৭৪

বৃষ্টির শব্দে একবার ঘুম ভেঙেই আবার ঘুম—বৃষ্টি শেষের বিকেলবেলা—এটা বহু পরিচিত এবং আজো less boring. দূরে মাঠের ওপর ইলেকট্রিক তারে কটি চড়ুই জাতের পাখি সারবন্দি বসে। আমাদের হাওড়ার বাড়িতে নতুন ঘরের জানলাগুলোই ছিল সাদা—বাকি সব কটকটে হলুদ রঙের—জানলার ফ্রেমের ওপর ছিল অর্ধবৃত্তাকার ষাঁড়ের রক্তের মত লাল যা প্রগাঢ় খয়েরি হয়ে যাচ্ছে এমন রঙের এবং সবুজ রঙের কাঁচের অর্ধগোলাকার প্যানেল এবং ঐ ঘরেই থাকত সর্বোৎকৃষ্ট খাটটি জানলা ঘেঁষে। ঐ খাটে শুয়ে কতদিন জানালার তার ঘেঁষে ইলেকট্রিক তারে বিকেলে বৃষ্টির পর দুদিক থেকে দুটি ঝুলন্ত ভরা বারিবিন্দু কেমন তীব্র আকর্ষণে ছুটে যেত দেখতুম পরস্পরের দিকে, প্রায় শব্দ করে তারা ফাটত। এটা বহু সময় অন্তত টানা আধঘন্টা ধরে দেখেছি। মন ভরে যেত।

দুপুরে স্বপ্ন : তুমবনি। আমি, সুনীল, শান্তি লাহিড়ি[১৫], শক্তি[১৬] এই চারজনকে মনে পড়ছে। আমরা তুমবনি স্কুলে থাকছি—শিপ্রাদের[১১] বাড়ি থেকে অনেক দূরে। রিনাও গেছে। সে ওদের কাছে।

সুনীল কী এক ছুতোয় আমার নাম যে পশুপতি, এটা উল্লেখ করল। সবাই শুনল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা আমার পক্ষে unendingly embarassing. কথা ঘোরাতে আমি সাগ্রহকে প্রস্তাব দিলুম মদ খাবার; নিজের উৎসাহ দেখে আমি নিজেই অবাক। সুনীল, শক্তি, শান্তি এরা এগিয়ে গেল। রিনা কোথা থেকে এসে বলল শিপ্রাদের সঙ্গে দেখা করতে, ৩ দিন এসেছি কাল চলে যাব অথচ একবারও যেতে পারনি ইচ্ছে সত্ত্বেও, এরা আটকে রেখেছে।

আমি একটা রিক্সা নিয়ে এগোই। অজানা জায়গা, কে কোথায় ঠিক বুঝতে পারছি না—Bar আছে কিনা—কী রকম দাম, এইসব। রিক্সা আমাকে সমুদ্রধারে দোকানে নিয়ে আসে। তাকে আট আনা ভাড়া দিলে ঘোর আপত্তি করে। এখানকার ভাড়া সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই বা আজকাল ৮ টাকাও হতে পারে। তবু মিথ্যে করে তাকে বলি আগে যখন খুব আসতুম তখন তো আট আনাই দিতুম, এখন নয় ৬০ প. নাও।

সে একটা ডেরায় দাঁড় করিয়েছিল। একটা চালা মতন। হঠাৎ ইঁটের ওপর বিক্রয়ার্থ সাজানো কটি বই দেখতে পাই ও দু-একটি কাজ। সস্তা থ্রি-পিস কাঠের সেলফে কটি বই।

হঠাৎ ইঁট থেকে প্রথম বইটা সরাতেই দেখি নীল মলাটের ডায়েরি, পুট এখন ছেঁড়া। দ্রুত উল্টে দেখি সমস্ত entry রয়েছে আমার বছর ২৫ আগের (তখন ১৭) মোটা নিজের হাতের লেখায়। একটা লাইনও পড়েছিলুম যা এখন মনে নেই। তবে একটা বাউল শব্দ ব্যাকেটে ইংরেজি অর্থ দিয়ে, যেমন স্পর্শগ্রাহ্য (palpable) সেখানে ছিল।

মলাটের ওপরে লেখা, 'হারানো চাবি'—এটা ছাপা অক্ষরে ডায়েরির নাম। এই নামটা কে দিল বা 'হারানো চাবি' কথাটার বাছুর দুর্লভ সারল্য আমার এখন মনে পড়ে না—কী করে এটা ফেরত পাব ওকে না জানিয়ে যে এটা আমারই, এই ব্যাকুলতায় মন ভরে যায়, কেননা জানলে এমন কিছু চাইবে দাম বা অন্যকিছু। যা দেবার সাধ্য আমার নেই আমি টের পাই তাই 'কাগজের যা দাম আজকাল যা হচ্ছে—সোনা—কিছুদিন পরে পাওয়াই যাবে না'—এই বলে ডায়েরিটি নামিয়ে একটা বই দেখতে থাকি।

'বই নয়, আমি কতগুলো কাগজ কিনব—একটা ছেঁড়া খাতা।' 'কেন?' কী করে লোকটার মন থেকে এই 'কেন?'-কে সরাব। ভীষণ বুদ্ধিমান evil-এর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমি বহুদূর দিয়ে শুরু করি। ভাবখানা—আজকাল বই না, ছেঁড়া কাগজের জন্যেও বেশ ভাল দাম প্রাপ্য হয়ে থাকে।...এ সময় পেটে Rectum-এর কাছে অসম্ভব যন্ত্রণা কলকলানি নিয়ে ঘুম ভাঙে।

রিনা সোমবার হাসপাতালে যাবে। বুধবার oparetion. শিপ্রার দেওয়া misfit জামা পরেছে। বৌদির দেওয়া একটা ছোট জামাও নিয়ে যাবে হাসপাতালে। দুজনেই ওর যথার্থ শুভার্থী।

২০ আগস্ট ১৯৭৪
রাত ১০ টা ৫০ মি.

আমি সর্বান্তঃকরণে রিনার আরোগ্য কামনা করি/করছি। আমি, যাকে বাপ-মা বড় ভুল করে নাম রেখেছিল, যে অন্য নামে পৃথিবীতে পরিচিত এবং আমি যার নাম নেই, আমরা/আমি সর্ব অন্তঃকরণে রিনা যার বাপ-মা বড় সঠিকভাবে ঐ নাম রেখেছিল, যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ নামে পৃথিবীতে পরিচিত, যার ঐ নাম আছে, যে রিনা এবং রিনা ছাড়া আর কিছু নয়, সেই সকলের এক ও অবিভাজ্য কেন্দ্রীভূত রিনার আরোগ্য কামনা করছি।

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

২২/৮/৭৪ সকালে রিনার অপারেশন হয়। এখনো বেঁচে আছে মোটের ওপর ভালোভাবেই। হাসপাতাল থেকে ফেরে ৩১/৮ সকালে। পরদিন দুপুরে তৃনা মামাবাড়ি থেকে আসে জ্বর নিয়ে—২ ঘন্টার মধ্যে ১০৪—সেই থেকে এই মারাত্মক convaltion period-এ ১ থেকে ৫ পর্যন্ত ৫ রাত রিনার ঘুম নেই—কাল সারারাত তৃনার বাড়াবাড়ি গিয়েছে। আজ জ্বর ছেড়েছে—ভোর সাড়ে ৩ টেয়। ইতিমধ্যে রিনার একটা স্টিচ পেকে গেছে—যা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছিল। গতকাল কর্টিজন খেয়ে (predvisolon), যা অন্যান্য antibiotic fail করলে last drug, জ্বর ছেড়েছে—রাতে প্রচুর ঘাম—সাড়ে ৩টে তখন—সেই সময় কোরামিন দেবার কথা। নইলে বিপদ হতে পারে।

ঠিক সাড়ে ৩টের সময় অবিশ্বাস্য স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে যায়। দেখলুম হাওড়ার বাড়ির ছোট্ট উঠোনে ননীগোপাল একটা মৃত শিশু কোলে পায়চারি করছে। তিনতলার ঘরে তৃনা ভয়ে ছুটে এল, আমায় দরজা বন্ধ করতে বলল, তারপরই জানলা খুলে দেখলুম মৃত শিশু কোলে ননীগোপাল।

ননীগোপাল ক্রুদ্ধ ও হিংসুকভাবে পায়চারি করছে কোলে একটা ৩/৪ বছরের মরা শিশু—সে একতলার উঠোন থেকে একটা হাত বাড়িয়ে দেয় বা ক্রমাগত তোলে—তার হাতের খোলা তালুটাই উঠে আসে যেভাবে প্রদীপসহ জীবনবীমার হাত—তিনতলার Top Angle থেকে আমি তা উঠে আসতে দেখে—কোলে আঁকড়ে মার শিশু—আমি যখন সশব্দে জানলা বন্ধ করি ও ননীগোপাল সক্রোধে 'আচ্ছা! আচ্ছা! পরে দেখা যাবে' বলছে, সে সময়ই আমার ঘুম ভেঙে যায় ও শুনি মুন্নির জ্বর দেখা হচ্ছে ও জ্বর ছেড়ে গেছে কিন্তু ভীষণ ঘাম দিচ্ছে—আমি দ্রুত কোরামিন ৫ ফোঁটা দিয়ে দিই। যেন ননীগোপাল আমায় জাগিয়ে দিয়ে গেল।

ননীগোপাল ছিল আমাদের বাড়ির চাকর ঠিক বলা যায়—কারখানায় মাল দেওয়া-নেওয়া করত—বাড়িতেই থাকত খেত—আমাদের বাড়ি থেকেই সে ও আমায় বিধবা দিদি ম্যাট্রিকুলেশান দেয়। দিদি ও ননীগোপালের মধ্যে তীব্র রেষারেষি—ননীগোপাল পাশ করে দিদি fail করেছিল। মনে হয় দিদির সঙ্গে একটা affair ব্যাপারেই ননী নিখোঁজ হয় বা suicide করে বলে জানা যায়।

আমার বয়স তখন ১২/১৪। ননী ২৪/২৫। দিদি ২৫/২৬। ননীর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমরা একসঙ্গে লাইব্রেরিতে পড়তে যেতুম। আমি প্রথম গল্প যা লিখি—ননী পড়ে বলেছিল, এতো তারাশংকর থেকে টোকা! এমন তার পড়াশোনা ছিল! গল্পের নাম দিল 'নবদিগমনি উদিবে আবার'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ননী আমার একটা অতি অবৈধ affair-ও জানত। সে আমাকে প্রথমে ঘৃণা ও পরে ক্ষমা করেছিল জেনেও। সে আমাকে সাহিত্যকর্মে উৎসাহই দিত। ননীগোপাল আমাকে কাল জাগায়, আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

১২ নভেম্বর ১৯৭৪

আমি নিজে বারান্দায় গিয়ে দেখে এলুম যে Amplifier প্যাণ্ডেলে বাজছে না তবু তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে তো তোমার শায়া তুলে দেখতে হয়।

৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪

'এখন এটা করছি। চিঠি লিখছি। শেষ না করে হেগোপোঁদে যাব নাকি। হেগোপোঁদে যাব?'

উপন্যাস : লেখার সময়

শিগগির দেশলাই পাঠাও। আমি দেরি করতে পারি না। মাথা একটা জেনারেটর—মাথায় ইলেকট্রিক পুড়ে যাচ্ছে।

রাতে

বছর ফুরিয়ে এল। লেখা বলতে মাত্র এই ক'পাতা। গার্হস্থ্যিক MNS বলতে। আর কিছু চিঠি যা লিখেছি। এই একবছরে সম্ভবত ৬/৭ দিন সঙ্গম করেছি, হ্যাঁ। তাও বছরের গোড়ার দিকে। আগস্টে রিনার প্রথম অপারেশানের পর ও দ্বিতীয় অপারেশানের আগে মাস্টারবেট করে গেছি। বয়স তাই বাড়েনি। বয়স বাড়ে সঙ্গম থেকে সঙ্গমে। এটা জল। এটা লাগেই। আলোহাওয়াও লাগে, কিন্তু জল চাই। নইলে বাড়ে না।

বই একটাও সম্পূর্ণ পড়িনি। একটা কারণ : চোখ খারাপ।

মদ খেয়েছি এ-বছরেই সবচেয়ে বেশি।

এ-বছর একদিন মুখ দিয়ে বুক থেকে রক্ত পড়েছিল।

২ দিন পেটের অসুখ করেছিল।

১ দিনও জ্বর হয়নি।

ক'জন বন্ধু নতুন পেয়েছি।

১৯৭৫

২৩ জুন ১৯৭৫

আমি এমন একজন লোক যে গত ৪২ বছরে একজনকেও একটা ঘুষি মারিনি।

আমি আজও বেঁচে ছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

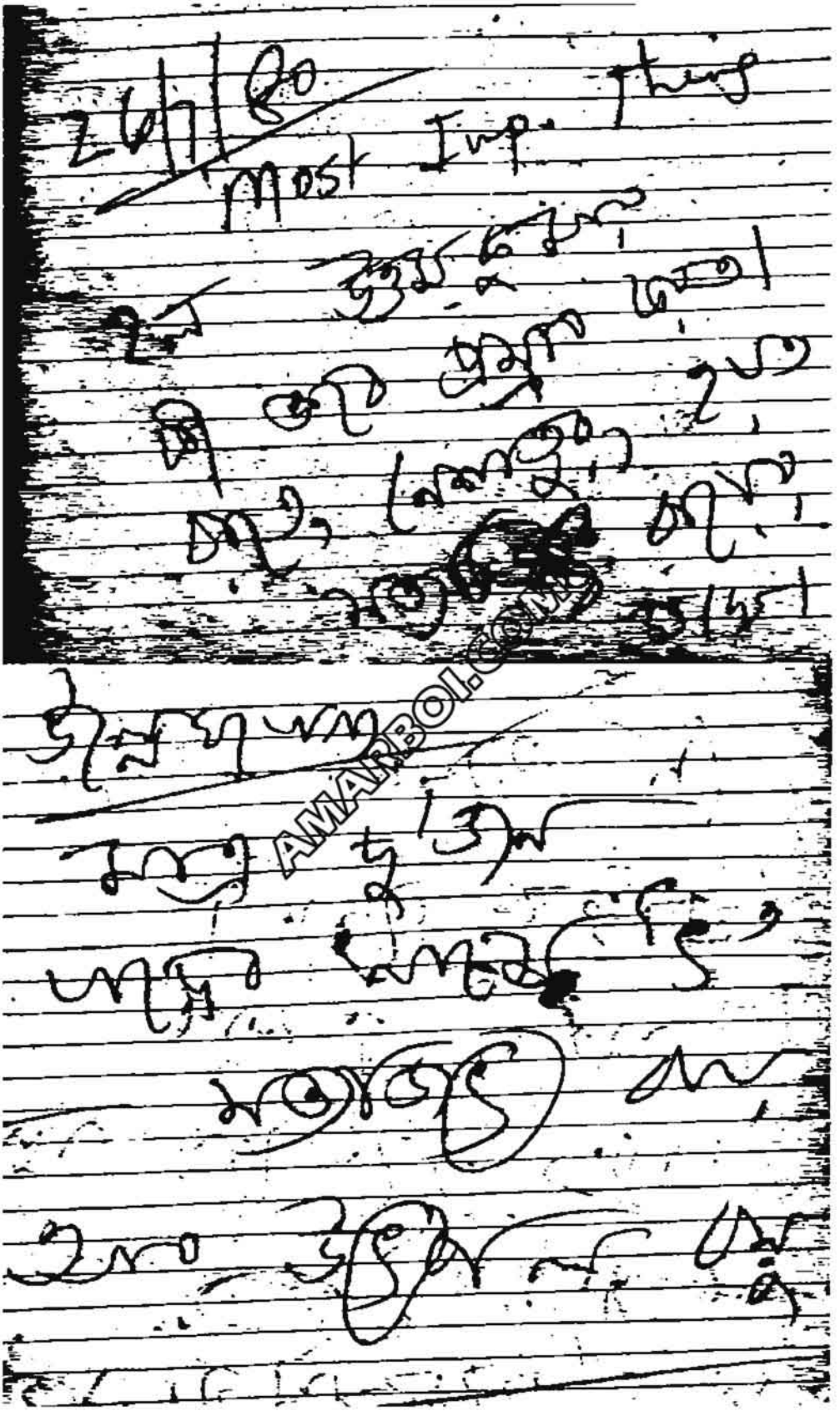

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪ জুলাই ১৯৭৫

৭৫-এর দ্বিতীয় entry। বক্তব্য? কিছু আছে? সারাদিন কত কথা বলি—আজকাল তো এমারজেন্সি নিয়ে এখানে-সেখানে—তখন মনে হয় আমি involved—এ রকম মধ্যরাতে যখন ঝিঁঝি ছাড়া সব ঘুমন্ত—তখন মনে হয় মাথার ভেতরে ঐ সমবেত সবুজ শব্দ—ঐ সুরেলা অর্কেস্ট্রার মধ্যে—একটি ঝিঁঝির একক ওয়েলিং— মেলট্রেনের ভোঁর মত থেমে থেমে হঠাৎ-হঠাৎ—

এবার মরে যাব।
চেষ্টা চলে যাচ্ছে।

আরো রাতে, ২টো তো হবেই
এখনো সবুজ শব্দ—সেই একক ওয়েলিং সমবেত শব্দের অর্কেস্ট্রাকেন্দ্র থেকে...
কোথা থেকে এবং কেন কে জানে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করে বলছি দেখি আবেগ সহকারে আবৃত্তি করে যেন with 1st-rate dramaticaly–

'আমরা কাঁপি'
কাঁপতে থাকি
ভয়ে
কেঁপে উঠে আমরা বলি
কেঁপে উঠে কেবল আমরাই বলি
আজো
'আমরা কাঁপি'
আমরা ভয় পাই...
কাঁপতে কাঁপতে
আজো আমরাই শুধু বলি।

AMARBOI.COM

ঐ শব্দগুলি অজ্ঞান থেকে আসে।
ওরা কী বলতে চেয়েছিল?

২৬ জুলাই ১৯৭৫

শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে খুব সত্য কথাগুলোর একটা হল এই যে আগের কালের চেয়ে পরের কালে সবসময়েই মহত্তর লেখক শিল্পীরা জন্মাতে থাকে ও থাকবে। শেক্সপিয়ারের চেয়ে এলিয়ট বড় লেখক অন্তত অনেক বেশি রচনাকুশল, অনুরূপে হয়ত মতি নন্দী[১৮] নয়তো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়[১৯] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের[২০] চেয়ে। ব্যবসা মাটি হবার ভয়ে অধ্যাপক সমালোচকদের এসব স্বীকার করতে অসুবিধা থাকলে আসুন আমরা চটপট এসব মেনে নিই। আসুন স্বীকার করে নিই যে পরবর্তী কালের মহত্তর লেখকের কারণেই অতীতের তার জেনর-এই অতীতের লেখকশিল্পীর খোঁজ পড়ে। তাদের পুনরুত্থান হয়। পিকাসোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে যেমন ব্রাক তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন বলেই জগদীশ গুপ্ত আজ পুনর্জীবিত। বস্তুত একজন গুণী সমালোচকের কাজ অতীত নিয়ে কচুর ঘ্যাঁট পাকানো নয়, তার কাজ বর্তমান মহৎ লেখক খুঁজে বার করা।

এদিকে শম্ভু রক্ষিত[১১] এক বিশাল লেখক। কারণ, শম্ভুই হচ্ছে একমাত্র কবি যে দুর্বোধ্য। মেঘের মতন স্বাধীন ও ফোরকাস্ট করা যায় না এমন অনবরত রূপবদল করতে পারে শুধু তার শব্দপুঞ্জ। শম্ভুর কবিতা আমি একবর্ণও বুঝতে পারি না। যেমন পারি না বুঝতে আমির খাঁর খেয়াল। উভয়ক্ষেত্রেই তবু, শম্ভুর, এক-একটি সুদীর্ঘ কবিতা বিড়বিড় করে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখুন বা শুনে দেখুন—খাঁ-সাহেবের একটি আদ্যোপান্ত দরবারী—আপনি টের পাবেন একটা কিছু তৈরি হচ্ছে, বুঝতে কিন্তু কিছুই পারবেন না। আমি পারি না বুঝতে। আর সবাইকে পারি—অন্তত কিছুটা। শম্ভুর একবর্ণও 'বুঝতে' পারি না। তাই শম্ভু আমার কাছে বড় কবি।

২৭ জুলাই ১৯৭৫
এবারের বর্ষা
বারান্দায় আমার মেয়ে হৈচৈ করে ডাকে। আমার যেতে দেরি হয়। আমি যখন গেলুম, মেয়ে দেখাল, 'ঐ যে একটুকরো লাল পড়ে আছে কালভার্টের ওপর।' লাইফবয়ের লাল আমি দেখে চিনি। একটি ছেলে রাস্তার নোংরা জলে স্নান করছিল।

৫ অক্টোবর ১৯৭৫
রেডিওয় বিবিধভারতীতে বৃন্দবাজনা সহযোগে এফ-শার্পে-
সন্ধ্যার স্মৃতির মূলে...

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
১। 'ট্রাঙ্কল আয়া ট্রাঙ্কল আয়া'—বরুণ চৌধুরী[১২]।
২। 'দাড়ি রাতে পেকে ওঠে!' রমেন চ্যাটার্জিকে সহাস্যে আমি,
'তাহলে আমাদের বৌ-রা সবই জানে বলুন!'

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
রাত ১টা
কিছুই জানতাম না। না-জানার জন্য
কোনো ক্ষতি হয় না,
বেঁচে-থাকা বুননের একটি সুতোয়
ছিঁড়তে পারে না।

শুধু একটিমাত্র না-জানাই হচ্ছে
নিজের প্রতি ক্রিমিনাল আচরণ করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহল আমি কতদূর শারীরিকভাবে
নষ্ট তা না-জানা।

গুঁড়ি মটমট করার আগে,
গাছের মত, আমি কোনোদিন
জানতে পারব না যে পড়ে যাচ্ছি।

১৯৭৬

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

তুমবনিতে বাদনা-উৎসবে সাঁওতালদের সঙ্গে নাচার সময় গ্রামের মধ্যে আস্ত চাঁদ উঠেছে।

২৩ মার্চ ১৯৭৬

স্টোভের শব্দ খুব ভাল লাগে।

প্রতুল বারবার স্টোভ জ্বালায়। নানান ছুঁতোনাতায়।

'ছোটবেলার শব্দ। মা[১৩] হালুয়া স্টোভ ছাড়া অন্য কিছুতে করতই না।'—রিনা।

'বৃষ্টির শব্দের মত।'—তৃনা।

প্রাণের শব্দ। তার অবিকল আওয়াজ।

AMARBOI.COM

২৬ এপ্রিল ১৯৭৬

'শুয়োরের পাল খোঁয়াড়ে কান ঝাড়বে এবং ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে এ-ওর পোঁদ শুকে ঘুরতে থাকবে অন্ধকার খোঁয়াড়ের মধ্যে—যখন বাইরে বাইরে প্রান্তরময় জ্যোৎস্না লাফে লাফে পেরিয়ে যাবে জেব্রার উড্ডীন হ্রেষার...'

মানুষ একা ঘুমোতে ভালবাসে। কেন?
ঘুম মানুষের অচেতন নগ্নতা।
সচেতন নগ্নতা হল, যখন ডাক্তার দেখে। বিশেষত গায়নোকোলজিস্ট।

২৭ এপ্রিল ১৯৭৬

'এখন আমার কোনো অসুখ নেই'-এর উৎসর্গ পাতায়—

১। If you should write a fable for little fishes you would make them speak like great whales.

–Gold Smith to Jhonson

২। বটতলার 'উপহার' পৃষ্ঠার ব্লক ব্যবহার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

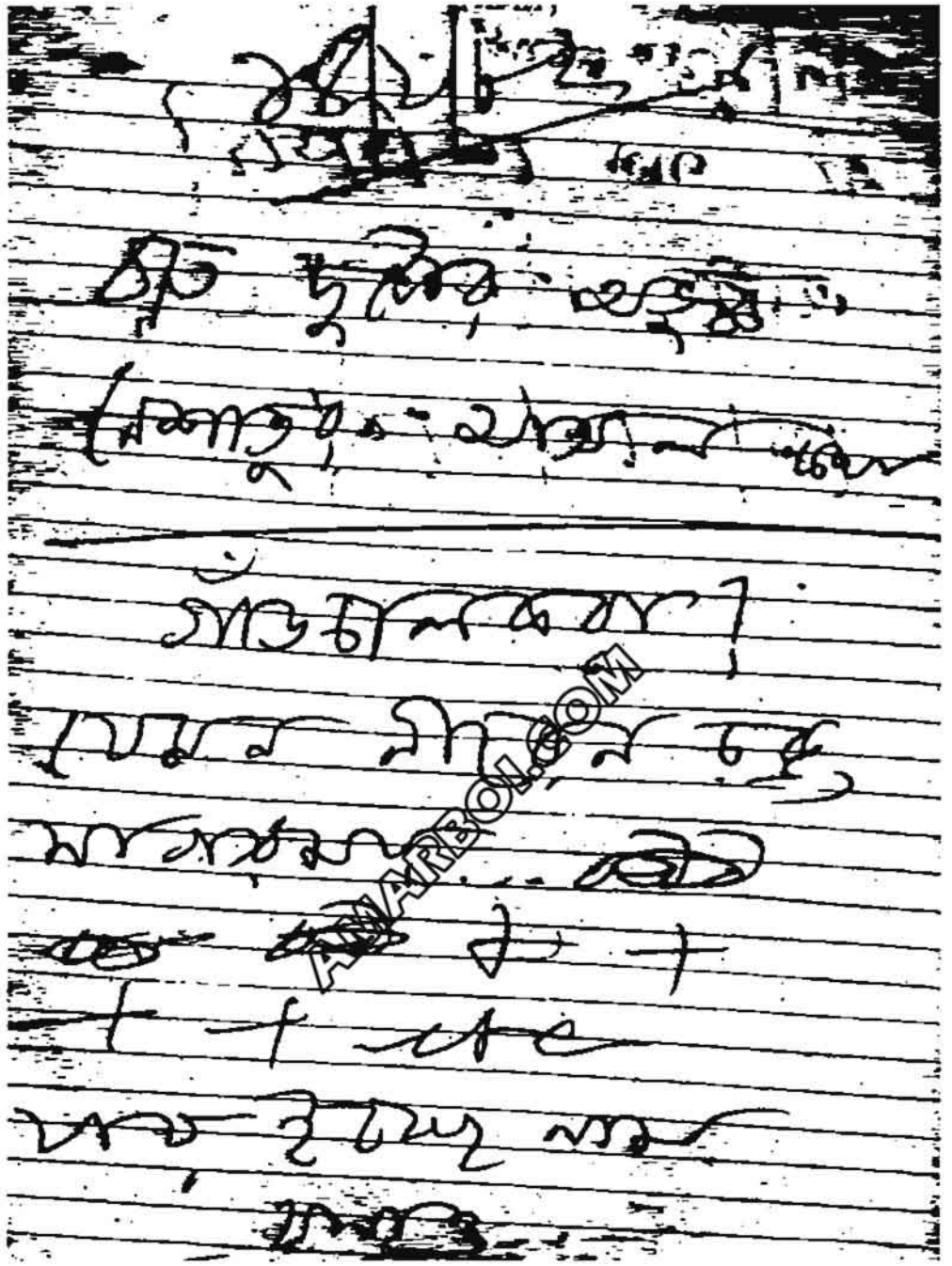

১৩ মে ১৯৭৬

'যারা আমার লেখা ভালো বলছে তাদের গায়ে সকালবেলার রোদের মত আমি লেগে থাকি।' এই কথা বলে আমি আকর্ণ হাসি।

শক্তি বলে, 'উঃ শালা কী খচ্চর!'

শুধু সেই বোঝে যে যেসব কথা বলতে পরিশ্রম হয় না, অনুভব ও মেধা নেই যেখানে, তা বলে তৃপ্তি পাই ঠকাবার। তাই হাসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ নিজেকে কত ভালোবাসে তার প্রমাণ বাস-ড্রাইভার (লং ডিসট্যান্সের) বিশেষত এবং মেল-ট্রেনের ড্রাইভার। মাত্র একজন মানুষকে ধ্বংস করে সে সহস্র মানুষকে ধ্বংস করার তৃপ্তি পেতে পারত। সে তা করে না। নিজেকে ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই। যদিও ঐ বাকি এক সহস্র যাত্রীকে সে পিঁপড়ের মত মারতে পারে।

প্লেনের পাইলটও একই। যদিও তার প্যারাসুট আছে। কিন্তু সেসব অপারেট করা রিস্কি। তাছাড়া তার প্যারাসুট যে আগ্নেয়গিরি মুখে নামবে না তার নিশ্চয়তা কী!

২২ মে ১৯৭৬

স্বপ্ন ভোরের দিকে :

আমতার দিকে গেছি। সবান্ধবে। একটা বন থেকে বেরুবার চেষ্টা করছি। বারবার এসে পড়ছি নদীমোহনায়, পথ ভুলে। আবার ফিরে যাচ্ছি। ভুলে যাচ্ছি একটি মোড়ে এসে যেখানে পথ বাঁ দিকে ও ডাইনে বেঁকে গেছে। বারবার ঠিক অব্যর্থ সময়ে ভুল হচ্ছে বাঁয়ের পথ ধরতে।

নদীর ভেতরে অনেকটা চলে এসেছি। অবশ্য মোহনার ছড়িয়ে পড়া জল পায়ের নীচে রয়েছে। নদীকূলে একটি বট বা অশ্বত্থ, ভার্জিন ট্রি, আর ডালপালা কখনো কাটা হয়নি। এক-একটা স্তম্ভমূলই গাছের মতন। এখান থেকে দেখি, জলে দাঁড়িয়ে, বাঁ-দিকের পথ ধরে ২০০ গজ গেলেই ছিল রাস্তা—আমি অবাক—ওখানেই বনের শেষ—এবং বন ঘেঁষে একটি ট্রেনও যাচ্ছে। সমাগত সন্ধ্যায় একসময় জল আমায় টেনে নিয়ে যেতে চায়। দূর দিগন্ত থেকে সে সুতো টানছে—তীর থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভাটার টান জোয়ারের চেয়ে কম শক্তিশালী—হয়ত লড়াইও অরিব—এ রকম একটা ভুল ধারণা ভেঙে যেতে দেখি ও আমি আত্ম-সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হই। এই crisis মুহূর্তে ঘুম ভেঙে যায়।

What happend? How it ended? Was there a survival again?

৯ জুলাই ১৯৭৬

সারারাত ধরে যেন সমুদ্রস্বপ্ন কুড়ি-ত্রিশ ফিট অদূর পর্যন্ত আগে থেকেই। স্নানে যাবার জন্যে ডাকাডাকি ভোর থেকেই। উৎসাহী হয়ে উঠে তোয়ালে টেনে বেরুতে উদ্যোগী হয়েছি যেই অম্নি একটি ঢেউ প্রত্যাশাতীত এগিয়ে এসে ঘরের দেওয়ালে আছড়ে পড়ে। জানলা খুলে দেখা যায় আবার বিশ-ত্রিশ ফিট অদূর পর্যন্ত এসে ঢেউগুলি ভেঙে পড়ছে। আমাদের জানলাও দেওয়ালের গা বেয়ে তখনো টপটপ ঝরে পড়ছে ক'মুহূর্ত আগে ছিন্ন সমুদ্রজল।

শরীর এত খারাপ হয়েছে?

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

পেটের মধ্যে হুরুম হবার গোপন গুরুগুরু ধ্বনি। এই শব্দ নাকি যার হয় সে ছাড়া কেউ শুনতে পায় না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

আজ রাতে যদি হঠাৎ বুকে 'হুল' ফোটে (শংকর চট্টোপাধ্যায়[২৫] থেকে ঐ শব্দ)—কাল সকালে পড়ে থাকবে—হিন্ডোলোয়িমের ভর্তি জলপাত্রের টেবিলে উপুড় সবুজ প্লাসটিকের গ্লাস (হ্যাণ্ডেলঅলা)—গায়ে এখনো জলের ফোঁটা লেগে—শূন্য দেশলাইকাঠি থেকে অদূরে একটি কাঠি—আঃ নিবটা খারাপ করল কে কলমের—নিশ্চিত মুন্নি—পুটপুট আওয়াজে অস্তিত্ব পর্যন্ত বিরক্ত—অবনত টেবিলল্যাম্প—কিন্তু বই রইল তাকে—USIS থেকে পাও বুরস্টিনের 'The Americans' তিন ভল্যুম বিক্রি করে যাওয়া হল না। তৃনার ছবি রেখে গেলাম সুইচবোর্ডের নীচে—জামাপ্যান্ট বলতে কিছু রইল না—সবই ছিঁড়ে এসেছিল—যা জমা দিলে সে হয়ত ৭/৮ হাজার টাকা পাবে।

ওঘরে রেখে গেলাম—মুন্নি ও তৃনাকে। তিন-চারখানা বই—পুনর্মুদ্রণ হলে বইগুলির—হয়ত একটির বহুপঠিত হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। 'এখন আমার কোনো অসুখ নেই' বইটির।

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

মহালয়া। ১৩৮৩। অন্যান্য বছরের মত এবারেও মহালয়া শুরু করলেন আকাশবাণী। রেডিও-শাঁখ বেজে উঠল। এবারের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাগুষার অন্ধকারে বোমা ফাটানো এবং বস্তির ছেলেরা বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল অনেকেই। তাদের কারো কারো গায়ে জামা।

ঘুম যখন ভেঙেই গেছে এই সুযোগে একটি সূর্যোদয় দেখে নেওয়া যাক। ফায়ারিং স্কোয়াডের মতে পাঁচিল সূর্যোদয় দেখতে দেবে না।

'আ আ আ আ'-করে মর্মে সাইরেন শব্দ।
ছেলেদের চেঁচামেচি। 'লিওঃ লিওঃ লিলুহোঃ'
প্রথম কাক ডেকে উঠল।
কন্ডাকটর বোঝাই উজ্জ্বল বাস চলে গেল।
গিয়ার পাল্টাল।
পঁক পঁক পঁক...শব্দে সাইকেল রিক্সা।
একটি দোকান খুলেছে।
রাস্তায় রিক্সার ঝনঝন।

৫ অক্টোবর ১৯৭৬

পরশু পূর্ণিমা। অন্ধকার হবার আগেই বারান্দায় আলো গ্রিলের প্যাটার্ন রূপবদল করে ছায়াময় লুটিয়ে।

'চাঁদ দেখে মনে পড়ে কৃষিসমবায়।'

উৎপল লিখেছিল। সমাজ-ব্যথা কত বেশি ছিল তার মনে। আমাকে সত্য কথা লিখতে হলে লিখতে হবে...চাইবাসার অন্ধকার মনে পড়ে; তুমবনির প্রান্তরের আলো চাঁদ দেখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬ অক্টোবর ১৯৭৬

যখন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত একটা মুহূর্তও ভালো লাগে না, যখন হাত তুলে অবশেষে বলার সময় 'আমি পারলাম না' বা 'আমি পরাজিত'—সেইসময়ে প্রতুল একটা কাজে হাত দিল।

২৭ অক্টোবর ১৯৭৬

পুজোয় (৮ থেকে ২০/১০) চাইবাসা ঘুরে এলুম। সঙ্গে মুন্নি ও রিনা। যাবার সময় সে কী ছটপটানি। যেন জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। আসলে জেল থেকে পলায়ন ও ফিরে আসা পরাধীনতায়। Where is the mind ? মন সহযোগিতা করে না কেন এইসব লেখায়?

১ নভেম্বর ১৯৭৬

'ছেলেটার নাম কী?'

'জীবন।'

শংকর মণ্ডল (আর্টিস্টের গল্প) যে ছোটবেলায় (১২) চাইবাসায় যাবে বাস্টার্ড ভাই জীবন ও বিমাতা সাঁওতাল রমণীর খোঁজে। এবং খুঁজবে।

'আমার সব চিহ্ন আছে।'

গুড়াকু ফ্যাক্টরি ছিল। কালীমাতা গুড়াকু। ছজাওলা। নদী।

১১ নভেম্বর ১৯৭৬

আবদুল জব্বারের সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে দেখা। Central Coffee House (Lords)-এ বসি। দীপক আগে থেকে ছিল। আবদুলের সঙ্গে ২০/২১ বছরের চুল-পাতলা, গৌরাঙ্গ কিন্তু গ্রামীণ সোদে পুড়ে তামাটে তরুণ। সে 'আজকাল' বলে একটি নিরীহ পত্রিকা বের করে দেখাল। গ্রামের ছেলেদেরই লেখা বেশি। সেও লেখে। তার দাদা অমুক চক্রবর্তী বেহালার CPI-এর MLA ও বঙ্গবাসী না কোথাকার অধ্যাপক (বাংলা)।

ছেলেটির নাম শিবনাথ চক্রবর্তী। সে অনেক করে বলল তার গ্রামে যেতে। মুন্নির পরীক্ষার পরেই এই শীতে যাওয়া আছে (একটা চিঠি দিয়ে)। ঠিকানা—শিবনাথ চক্রবর্তী। গ্রাম/ডাকঘর—হারোপ। বাগনান। হাওড়া। বাগনান স্টেশন থেকে খাদিলাল ঘাট রিক্সায়। পোল পেরিয়ে হারোপের বাস। এখানে খাদিলাল পোল পেরিয়ে শিবনাথের বিষয়ে চায়ের দোকানে-টোকানে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে।

২০ নভেম্বর ১৯৭৬

Ultimately কী মনে থাকে?

আলুকাবলি-বুড়ো হাওড়ার বাড়িতে আসত।

'তিনটে বাইল বেঁটে বুড়ি আইল' মুরারী বলত।

পাখার কিটকিট শুনে মার মালপো করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব

সেই নবদ্বীপ হালদারের শোনা কমিক—

লংকা ডিঙিয়ে ছিল তার নাম কী?

তুলসী চক্রর উত্তর : ভাগের বেলা বেশি নেবে আমি জানি কী!—বলতে আজো সমান মজা।

২১ নভেম্বর ১৯৭৬

একজন আউটস্ট্যাণ্ডিং লেখক যার কথা সকলেই শুনছেন কিন্তু যার কোনো বই পাওয়া যেত না...তার জন্য একটি কাজই করার ছিল, তাহল—কোনো বড়সড় প্রতিষ্ঠান থেকে তার একটি বই বেরনো।

প্রকাশিত হল

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

এখন আমার কোনো অসুখ নেই

যাঁরা তাঁর লেখা এখনো পড়েননি তাঁদের পক্ষে ডিনামাইট

২২ নভেম্বর ১৯৭৬

মেয়ে তখন ক্লাস ফোর-এ। স্ত্রী যখন মারা যায়। She died young। মেয়ের সেলাই পরীক্ষার দিন...খুব কষ্ট পেয়েছিল মহেন্দ্র। স্ত্রী থাকলে...স্ত্রী ছিল নার্স।

২৩ নভেম্বর ১৯৭৬

ক) 'তুমি রবে নীরবে' গানে 'নিষিদ্ধ নিশীথ পূর্ণিমাসম' দেবব্রতর গলায় এতদিন মনে হত অমাবস্যা।

খ) শেষ পাণ্ডুলিপি রেখে যাব : 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

গ) স্বপ্নে দরজা ভাঙা দেখে জেগে উঠি। রিনাকে ডাকছি 'ছোড়দি' বলে আর সে বেশ মোটাও হয়ে গেছে ছোড়দির মতই, টেনে তুলতে পারছি না আর বলছি, 'আমার স্বর বেরুচ্ছে না, তোমরা ওঠ, বারান্দায় গিয়ে 'চোর' বলে চেঁচাও'—ওরা জেগে—মুন্নিও—তবু ওঠে না—Response করে না—মৃত?

স্বপ্নের এমন জোর যে জেগে উঠে, স্বপ্ন টের পাবার পরেও উঠে গিয়ে দেখি দরজা ভাঙা কিনা...তবে নিশ্চিত হই।

আজকাল দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই দেখি না। এভাবে জাগার মধ্যে স্বপ্ন, স্বপ্নের মধ্যে জাগা, রিনার মধ্যে ছোড়দি ও ছোড়দির মধ্যে রিনা এবং ওদের চাক্ষুষ জেগে থাকা ও নড়াচড়ার মধ্যে রিনা ও মুন্নির মরে থাকা।

২৪ নভেম্বর ১৯৭৬

'এখন আমার কোনো অসুখ নেই' প্রসঙ্গে চিঠি—

আপনার গদ্যের সারল্য—পুঙ্খানুপুঙ্খময়ভাবে সরলতায় খুলে যাওয়া—আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দিত করে। ঐ আনন্দ শোক থেকে খুব দূরের নয়। আপনার গদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এ-সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

—সুব্রত চক্রবর্তী[২২]
১৮/১১/৭৬

এরূপ মন্তব্য Phoney. unreal—অনধিকারীর। এগুলির tri-foil ধারণা।

২৭ নভেম্বর ১৯৭৬

ভোরে জানালার শার্সি থাকে
নীলার দ্যুতির মত নীল...
হল না, কিন্তু এই নীল আমি
আগে দেখেছি।
এইজন্যে একটি
উপমা লাগবে. বা, সেই মূল-নীলটা চাই।

রিনা ভোরে ওঠে বটে কিন্তু তার জীবনে এই ভোরে-ওঠা আছে কিনা সন্দেহ। এই নীল নেই।

হাবেভাবেই চেনা যায় এমন সরল মানুষ বিরল হয়ে যাচ্ছে। বাঙালিদের মধ্যে কম ছিলই বরাবর। ও-রকম সরল মানুষ জীবিকা হিসাবে পাওয়া যায় ড্রাইভারদের মধ্যে। কত যে অবিস্মরণীয় ড্রাইভার দেখেছি। গত বছর দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে সেই নেপালি ড্রাইভারটি—তার জঙ্গলগ্রিন টুপির সান-ব্রেকার চোখের আধইঞ্চি ওপরে। ঈষৎ উঠে গেলে সে আবার তা টেনে নামিয়ে দিচ্ছিল। আর বিশাল স্ট্রিয়ারিঙের দুদিকে প্রায় দু বাহু বাড়ায়ে ধরে—সে বাঁকে বাঁকে ডাইনে-বাঁয়ে ইচ্ছে করে ভয়াবহ বেশি কাৎ হয়ে পড়ে তরতর করে নেমে আসছিল যেন পেট্রল নয়, মাধ্যাকর্ষণ টেনে নামছে একটি দোলনলোভী বেলুন!

যাচ্ছিলুম শিমলিপাল রেঞ্জের দিকে। বারিপদা থেকে। তাকে নায়েক বলেই ডাকা হয়। ভালো নাম...। এই নামে একজন বিখ্যাত লোক আছে তোমার জাতে (উড়িষ্যার) তুমি জানো নাকি হে—! সে জানে। তিনি একজন লেখক। সে ট্রাক থামায়...কুলিদের মদ খাওয়াবার নাম করে—নামে। নিজে খায়...আমাদের দাম দেয়। বাবু রাগ করবে...আপনারা দাম দিলে।

আমার বাবু বড়লোক আমার ভয়টা কী। পুলিশ সিগন্যাল এড়িয়ে যায়। আলো নিবিয়ে হু-হু করে। বৌয়ের সঙ্গে দেখা করে। বেশ দেরি করে ফেরে। হেলেদুলে। আমরা রাগ করি।

মিনিবাসের ড্রাইভার...মুখে 'ডানহিল' নিয়েই মৃত্যুর মধ্যে ঢুকে যাবে মনে হয়। গ্রাসে মৃত্যু বসে। পুলিশের সঙ্গে কথা বলে হা-হা করে হাসতে হাসতে ঢোকে।

ফরেস্ট গেটে ঢোকে দুদ্দাড় করে মাঠ আল ভেঙে। ট্রাকে খড়ের বিছানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বছরটা কি ঠিকঠাক কাটবে? না বোধহয়। Strong Premonition। খাঁড়া পড়বে ঘাড়ে। এককোপে ছিটকে যাবে মুণ্ডু। মুণ্ডু ধরের দিকে চেয়ে থাকবে। আজীবন ধড়পড়ানির দিকে। শান্ত চোখে।

একটি পোস্টার। ফ্লুরোসেন্ট হলুদ ও লাল ও বেগুনি ও সবুজে।

একটা ঢোলা প্যান্ট পরা বেগুনি লোক একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি হতে ছুটে আসছে,একটা সবুজ গরীব মানুষের দিকে। নীচে 'কুড়ি দফা কর্মসূচীর একটি অঙ্গ।' দেখে মনে হয়, যারা চুনসুড়কি বা ইটকাঠের ব্যবসা করত তারা change করবে press ব্যবসায়। কারণ তাতেই পয়সা, তারা বুঝবে। বাড়ি তো হবে। Poster ছাপা হবে কোটি কোটি। প্রচুর প্রেসের কাজ হবে। দেবী শুনে বলল, 'আপনি একজন স্মার্ট লোক। শো উইনডোর দামি কলকাতার Smarter লোক। । কিন্তু তাকে বিবস্ত্র করলে সে কিছুই করতে পারে না।'

২৮ নভেম্বর ১৯৭৬

কিংবা কত তারিখ। do not need to know anymore । ঘাড় ফিরিয়ে ক্যালেণ্ডার দেখারও 'প্রয়োজন' নেই। ঘাড়ে ব্যথা নেই।

অনশনে এত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার কোনো রেকর্ড নেই কোনো জন্তুর। মানুষে এরও বেশি সময় অনশনে বেঁচে থাকে?

৬ ডিসেম্বর ১৯৭৬

স্বপ্ন:

আমার নাড়িভুড়ি সব বেরিয়ে পড়েছিল। চেপে চুপে ভেতরে উল্টোপাল্টা ঠেসে কিছু বাইরে থেকে গেল এমনভাবে চামড়া মুখ বাঁ-হাতে হ্যান্ডেল-ছেঁড়া ব্যাগের মত চেপে ধরে মেডিক্যাল কলেজ থেকে উৎখাৎ আমি রাস্তায়—কলেজ পেরিয়ে সামনে থেকে পিছনে বহুদূর ট্রাম-জ্যাম, ঠিক হেয়ার স্কুলের সামনে—হঠাৎ—কতগুলো উন্মুক্ত লাল বা তার অংশ—যেমন একটা প্রকাণ্ড প্যাংক্রিয়াস প্রায় একটা মোটরগাড়ি ধরনের—অনেকগুলো লাশ—একটা শিশু উলঙ্গ—চোখ পিটপিট করছে সে মরেনি—রাস্তায় সে ছাড়া জীবিত কেউ নেই এবং আমিও হাঁটছি সে-দিকে না তাকিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি যুবক-শবের দিকে আমি দেখি না যা ভয় করছিলুম তা নয়—চেনা নয় কেউ অমন স্কোয়ার মুখের কেউ আধুনিক স্থাপত্যে দেখা যায়। এদের সব হাসপাতাল থেকে উচ্ছেদ

করা হয়েছে—বেড ছাড়তে চাইছিল না, নতুন রোগিদের জায়গা দিতে হবে (মনে হয় ইদানীং ব্যাপক চাকরি ছাঁটাই ব্যাপারেই এই স্বপ্ন)।

কিন্তু এইসব শব, শবাংশ ও ঐ odd শিশু চোখ পিটপিট করছে যে রাস্তায় চিৎ হয়ে শুয়ে একা দীর্ঘ সময় ট্রাফিক জ্যামের কারণ হয়েছে।

একটি নবগঠিত বলিষ্ঠ আউট সাইজ ব্লু পুলিশভ্যান এসে পড়ে...তার ভেতর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাফিয়ে নেমেই পুলিশরা ঐসব শব ও শিশুটির দিকে মেশিনগান তুলে ধরে। বুঝি টিয়ার গ্যাস—শেল ছুঁড়বে এখুনি—স্বয়ং আই. জি—ডি. আই. জি.-রাও এসেছেন এমনই গুরুত্ব এই শব-অবরোধের। আমি ভেবে পাই না শবের ওপর টিয়ার গ্যাস—ব্যাপারটা কী! আশ্চর্য লাগে। বলতে চাই, তাছাড়া ওখানে একটি জ্যান্ত শিশুও রয়েছে আমি দেখেছি কিন্তু এ-সময় আমার নাড়িভুড়ি চেপে ধরা হাত আলগা হয়ে আসে অন্যমনস্কতার দরুন—বমির মত বেরিয়ে আসে কিছুটা ওয়াক দিয়ে—সেইসব পদার্থ ভিতরে ঢুকিয়ে (কিছু আবার পড়ে যায়) হ্যান্ডেল-ছেঁড়া ব্যাগের মত মুখোমুখি লাগিয়ে চামড়া চেপে বাঁ-হাতে—নুলোর মত আমি সিগারেট ধরাই—সেলাই না করেই ওরা বের করে দিয়েছে হাসপাতাল থেকে কেননা নতুন পেসেন্টকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে।

আমি কফি হাউসে এসে বসি।

৩/৪ দিন আগে—ঈদের দিন —রশিদের[১৬] বাড়ি থেকে রাত বারোটা নবপরিচিত যুবক পার্থর মোটরসাইকেলের পেছনে উঠে পড়ি। রাত বারোটা তখন। শীতকাল। ঘন কুয়াশা। সাধারণত মদ খেয়ে এর-ওর গাড়িতে উঠি। বহুদিনের মধ্যে মোটরসাইকেল এই প্রথম।

এত মদ খেয়েছিলুম যে উঠে কিছু সময় সেটা মোটরগাড়িই মনে করি—সিটে হেলান দিয়ে বসি—সিগারেট ধরাই—কী একটা খুঁজছিলুম কাঁধে-লগ্ন ব্যাগে বহু সময় ধরে—তারপর একসময় ভুল বুঝে পার্থকে আঁকড়ে ধরি। সে যাবে হেঁদুয়া। কলেজ স্ট্রিটে কুয়াশার মধ্যে একটি শেয়ার ট্যাক্সি শ্যামবাজারমুখী। হাত দেখিয়ে থামিয়ে তাতে উঠি। ট্যাক্সিতে বসে দেখি সে মিলিয়ে যাচ্ছে হেদুয়ার দিকে। তার অবিলম্বে মিলিয়ে যাওয়া দেখে বুঝি সে কে।

বুঝি যে এ সেই যার সঙ্গে আরো দু-একবার দেখা হবে। তারপর আর হবে না। সে বেঁচে থাকবে। আমি থাকব না।

বাজারে

'পলতা পাঁই নয়া' 'পলতা পাঁই নয়া' বলে রোগা রিকেটি মেয়ের শীতে কোঁকড়ানো চিৎকার। পাশে সাবলীল বিক্রেতা আরো দামি আনাজপত্র নিয়ে বসে ঝুড়ি ঝুড়ি বেগুন, টমাটো এইসব।

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৬

খুকির বিয়েতে ডোমজুড়গামী বিয়ের বাসে—শঙ্কু[১৭] : ওরা সব রকের ছেলে-এ-এ-এ চাকরিবাকরি করে না-আ-আ-আ, 'গোলেমালে গোলেমালে পীড়িত কোরো না' বাউল গানের সুরে গাইল। মূল গান জানে না। 'আমরা প্যারডি-ফ্যারডি ছাড়া কিছু জানি না' বলল। অথচ তার crazy নাচ বাসের মধ্যে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'৪৪ বছর'

উপন্যাসের নাম। Kafka[১৮]-র গল্প পড়ার পর থেকেই দুটো লোক আসবে একদিন মনে হয়...

হাওড়া স্টেশনে টিকিট বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যখন বাস্তবিক, তিনটে লোক ছিল বা একটা। দুটো লোকই intercept করে।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৬

To Start a Novel :

১) 'প্রস্তুতি' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিতে জেলে নকশাল মেয়েদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের বিবরণ পড়ে প্রতুল ভাবে এই অত্যাচার সে সহ্য করতে পারবে না। কাজেই তার নীরব হয়ে যাওয়া শ্রেয়।

২) সে হেনার কাছে পাওয়া টাকার (ভালো Lopulation-এর জন্য) অপভ্রংশ ৭.৮৭ পয়সা আল্পনাকে রাত্রে দেয়। বাকি ২.১৩ Lavishly খর্চা করে, মিনিবাসে।

On Hypocrisy

If you call me a hypocrite, I would call you an absolutely honest man & vice-versa, because it is better that to lies of tremendous magnitude should meet eye to eye.

দুটি প্রতাপশালী মিথ্যা।

অদৃশ্য মানুষ
আমরা সব অদৃশ্য মানুষ।
কারো কোনো অভিজ্ঞতা হয় না।
ওর অভিজ্ঞতা কী আমি জানি না।
আমার অভিজ্ঞতা ও জানে না।
আমরা জানি যে এই না-জানা এও নয় অভিজ্ঞতা।
অভিজ্ঞতা হয় না।

যখন লাখে লাখে
মহাভারত-ইত্যাদি লেখা হচ্ছে তখন
নীরবতা হতে পারে একমাত্র
ভাষা। মূর্খের ভিড়ে একজন
জ্ঞানী নীরবে হাসতে পারে।

২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৬

বিনয় ঘোষ[১৯] চাইবাসায় বললেন, 'আচ্ছা, কমল মজুমদারের[২০] 'এ' সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?'

'এ' মুদ্রাদোষ। সবেতেই লাগে। এক্ষেত্রে 'এ' মানে লেখার ক্ষমতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭৭

৮ জানুয়ারি ১৯৭৭

পুরীসমুদ্রের ওপর আবার ঝঞ্ঝা ফিরে আসছে।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭

আজ মেরি (?) টেলরের 'কারাগারের স্মৃতি'র রিভিউ কাগজে বেরিয়েছে। সে জেলে তৃতীয় শ্রেণী পায়। হাজারিবাগের শীতে ঠাণ্ডা মেঝেয় তার পা ফেটে যায়। পড়ে শক্তি ছুটে গেছে গৌরদার কাছে। ঐ বইটা তার চাই। ব্রজ[১১] ছাপবে। শক্তির পয়সা হবে। তার মদ খাবার টাকা দরকার। শক্তি (পদ) চট্টোপাধ্যায়ের।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭

কোনো একসময় সেন্ট্রাল এভিনিউ কফি হাউসে অনেকের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে জীবনের উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা মনে মনে মার্কিং করেছিলাম। এর মধ্যেই সব ভুলে গেলুম। শুধু মনে আছে, মনে হয়েছিল, আমার এই খুদে বেঁচে-থাকাটুকুও কম চাঞ্চল্যকর নয় তো। লক্ষ্যই করিনি!

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭

সেদিন শ্যামল বলছিল কালীদার[১২] ওখানে রক্তচাপ তিনেক হুইস্কি খেয়ে যে ভারতবর্ষে এবার ৩ কোটি লোক থাকবে বাকি ৫৭ কোটি ফৌৎ হয়ে যাবে। এই ৩ কোটির মধ্যে থাকবে বেশ কিছু লেখক ও সাংবাদিক। শ্যামল ঐ ৩ কোটির মধ্যে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত ও আমাকে বহিস্কৃত করেছে টের পাই।

ক্রমস্ফীতিমান টেলিফোন গাইডটার দিকে তাকাই। শুধু কলকাতার গাইড—লাখ দেড়েক হবে?

এ	দ	শ	স	অ	ল
০	০	০	০	৫	১

এই শহরে ১৫০০০০ লোকের মধ্যে আমি একজন হতে পারিনি। ঐ তার প্রমাণ। ও! কী ভয়াবহ ওর স্ফীততর গতর। তুলে দেখি একটি কালো পিঁপড়ে পুটুস করে পেটে ওর চেপ্টে লেগে আছে কবে থেকে—দু তিনমাস মনে হয়। শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭

A very special consecutive two-days without alchohol (don't know the spelling though as yet.)

Fear of a stroke after running a lot to catch the train at Ballygunge stn on the way back from Partha's. went to Dipak. Had wonderful sex with M in the noon. Enjoyed the wormth

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

of Dipak's company.

Trying to remember some thing while writing all these– one 'sentence' that came to me—very significant—some time today. But when & what?

১৬ মার্চ ১৯৭৭

কাল ছিল নির্বাচন। লোকসভা। ১১ টার সময় দীপকের বাড়ি থেকে ফেরার পথে দেখি—মত্যুপুরীর মত লাগছে নরেন্দ্রনাথ স্কুল—ইলেকশান বুথ। দু'একজন লোক (এজেন্ট) গম্ভীর মুখে...। সঙ্গে ৭টায় 'on election duty' প্ল্যাকার্ড মারা hired lorry গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। corleige মনে হল। শববহনের গাড়ি।

১৭ মার্চ ১৯৭৭

নির্বাচনের পরদিন

মুন্নি : 'পুলিশ ইস্কুলে এসেছিল।' কী সব ভোট নিয়ে গোলমাল হয়েছে। স্কুলে বুথ ছিল।

'আমরা কী করব, পুলিশভ্যানটাকে ঘিরে চোর-চোর খেলছিলুম। বুড়ো ড্রাইভার ঘুমুচ্ছে। জয়ন্তী বলছিল, ঐ বন্দুকটা নিয়ে পালালে হয়।'

২৬ মার্চ ১৯৭৭

উপন্যাসের শেষ

সে একটা হাই তোলে। তুলে জীবনের সব সমস্যার সমাধান করে দেয়।

'No Triumple' call করে (ব্রিজ খেলা) মৃত্যুতে ঢলে পড়ে।

১ এপ্রিল ১৯৭৭

কাল সারারাত দুটি স্বপ্ন। স্বপ্ন দুটো এমন যে দেখার সময় বারবার পরখ করে দেখেছি এ স্বপ্ন নয়। শুধু তাই নয়, বিশেষত দ্বিতীয়টি আমি এখনো (সকাল ১০টা) বিশ্বাস করতে পারছি না যে এটা বাস্তবে ঘটেনি।

১। আমাদের হাওড়ার বাড়ির সামনে আমি অবাক আনন্দে দাঁড়িয়ে আছি। ঘুরে ফিরে দেখছি। এও কি সম্ভব। হ্যাঁ, তবু এতো আমাদেরই বাড়ি। বাড়িটায় রং করা হয়েছে—ডিপ বটলগ্রিন ব্লু ঘেঁষা—এবং তেলরং করা হয়েছে। বাঁ-দিকে গোল বারান্দার পর থেকে পুকুরের দিকে টানা নতুন বারান্দা তার make অতি আধুনিক। সেখানে একটি নতুন ঘরও উঠেছে। ভেতরে ঢুকে দেখি সব কিছু ঝকমক করছে, বসার ঘরের আসবাবপত্রে পালিশ—যেন, এই তো হবার ছিল—কিন্তু কী করে হল। টাকা দিয়েছেন বড় জামাইবাবু (মৃত) কেন সেটা মেজদি বিড়বিড় করে বলল কিন্তু ঠিক স্পষ্ট হল না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একটা টেলিফোনও এসেছে বসার ঘরে। এ আমার বহুদিনের স্বপ্ন। কতবার স্বপ্ন দেখেছি টেলিফোনে আমার মনে হল।

দোতলার সিঁড়ির কাছে এসে এক জায়গায় দেখি সেখানে রং করা নেই, শুধু দুটি পোঁচড়ার শেষ টান যাতে আর রং ছিল না। মেজদি explain করল—টাকা ফুরিয়ে যায়। তাই আর হয়নি।

সিঁড়ির ওপর আমার ঘরে দেখি, সে ঘরে কিছুই হয়নি। তবে ঝুল ঝাড়া হয়েছিল—বোধহয় রং হবে বলে চেঁচে ঝাড়া হয় ঝুল—সাবধানে আলতোভাবে নয়—ঝুলের বিশ্রী দাগ দেওয়াল ও সিলিংময়। খুব সস্তা টিনের সুটকেশের ওপর যেমন অ্যালুমিনিয়াম ও সবুজ রং ফুলপাতা আঁকা থাকে, একটা কাঠের টেবিলে সেইরকম আঁকা। বিশ্রী। 'এ কে করল?' জানতে চাইলে মেজদি বলল, 'মা'। মানে মা আমার ঘরেও কিছু হোক এটা চেয়ে শেষ রংটুকু দিয়ে আমার ঘরে যা হয় কিছু—অন্তত করবার চেষ্টা করে। আমি কেন বঞ্চিত হব ভাবখানা এই।

নিজের ঘরে স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থাকি।

২। বিশ্ববাণীতে ব্রজর কাউন্টারে এক ভদ্রলোক এলেন। প্রৌঢ়। মুখে লাবণ্য—রোগা—ধুতি-পাঞ্জাবি—বেশ ইরেক্ট ও স্টেডি পেনশনভোগী টাইপের।

দেখলুম উনি যে বই নিঃশব্দে কিনে নিয়ে গেলেন সেটা 'এখন আমার কোনো অসুখ নেই।'

উনি কেনামাত্র ঘুরে দাঁড়ালেন ও আস্তে আস্তে কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নেমে গেলেন।

এটা ঘটেনি আমি এখনো বিশ্বাস করি না।

১২ এপ্রিল ১৯৭৭

১ বৈশাখ ১৩৮৪

আজ রঘুনাথ গোস্বামীর[৩৩] বাড়িতে নববর্ষ। টোটো বলে একটি যুবক চমৎকার 'দেশ' গাইল। ছেলেটির গলা শুনে অজপাড়াগার আদিবাসীদের স্যাঁকরার কথা মনে আসে, দাওয়ায় বসে লম্ফ জ্বালিয়ে শরীর উপুড় করে নরুন হাতে যে পিতলের কানপাশায় কারুকার্য করছে।

ছেলেটে গোঁফ উঠে গেছে। তবে দাড়ি কামাবার প্রয়োজন এখনো হয়নি। বক্ষপট চওড়া। গলা চিসেল্ড। ব্যারিটোন নেই—অর্থাৎ সফিসটিকেটেড নয়। ব্যারিটোন আর্বান ব্যাপার।

মোটের ওপর তাকে সুদর্শন বলা চলে না আদৌ। আসরের সুন্দরীতমা তরুণীটি যেন তাকে ডেকে নিয়ে যায়। গিয়ে বলে, 'যে এতক্ষণ গান গাইল, তাকে বলো আমায় চুম্বন করতে। আমার ব্লাউসের বোতাম ও শায়ার দড়ি তাকে খুলতে বলো, কেন না সে জানে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে নববছরের মেঘ। এরা দূর থেকে উড়ে আসে। এক সকাল বৃষ্টি। স্নাতক কুকুরের মত গা থেকে ঝেড়ে, এরা দূরান্তে চলে যায়। জমে না।

তারপর কনে-দেখা-আলো জ্বলে হাতে। একেকদিন এইসব বিকেল এত দীর্ঘ সময় জুড়ে বেঁচে থাকে যে তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। বাইরে থেকে আসা জোলো হাওয়ার ঝাপ্ট। আর ঘরের ভিতরের ঝুলন্ত শৈতান যে পরস্পর বিরোধিতা তৈরি করেছিল বোধহয় সেজন্যে ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত দুটি মাটির কারুকার্যময় শেড বাল্ব বিপরীতমুখী দুটি পেন্ডুলামের মত, ধীর ও নিশ্চিতভাবে বিপরীত দিকে দুলছিল।

আজ ১লা বৈশাখ সকালে স্নান করতে গিয়ে দেখি স্ট্র্যাপ দেওয়া হাওয়াই চটি পরে পরে আমার পায়ের ফর্সা অসম্ভব ময়লা হয়ে গেছে। সাবান ও ছোবড়া দিয়ে যথেষ্ট ঘসাঘসি করেও তা উঠবে না—জল দিয়ে একটু ঘসাঘসি করেই সেটা বুঝতে পারি।

বুঝি, এজন্যে পুরী যেতে হবে।

৭ মে ১৯৭৭

আবার শুরু হল হালখাতা।

৬মে রাতে কালীদার ডিসপেনসারিতে একটি হুইস্কির বোতল খোলা হয়েছে। সুনীল ঢেলে দিল আমার সমীরের[৫৫] গ্লাসে। এক চুমুক দিতে না দিতেই, কফ উঠে এলো গলায়। সরল বিশ্বাসে তা বাইরে ফেলে, আধো অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পাই। রক্ত? হ্যাঁ, কফ নয়, তার বদলে ঠিক অতখানি রক্ত একদলা।

তখুনি বিশ্বাস করে নিই। অবিশ্বাস্য নয়, কিছু সময় ধরে অবিশ্বাস্য লাগতে থাকে তবু। পা দিয়ে সেই রক্ত মুছতে মুছতে মনে পড়ে, আমি নিজের পা দিয়ে নিজের রক্ত মুছছি। আবার শুরু হল...

২ জুন ১৯৭৭

বিশেষত সাম্প্রতিক রক্ত পড়ার কথা ভেবে। আমার ছোট জীবন এককালে এসে ঠেকেছে। নিঃসন্দেহে দুই-তৃতীয়াংশ কেটে গেছে জীবনের। আমি অতি আশাবাদী। বা ইন্নোসেন্ট—রিয়্যালিটি ওরিয়েন্টেড নই আদৌ। তাই বিশ্বাস করি যে আরো $\frac{১}{৩}$ অংশ বাকি আছে এখনো।

এই এক-তৃতীয়াংশ আমার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করে, আমি অহরহ টের পাই।

তাই, প্রথমত, মদ খাওয়া ছেড়েছি।

১৭ জুন ১৯৭৭

প্রত্যাশিত ২টি সামাজিক বিপদের মধ্যে একটি ঘটেনি। সেটাই ছিল major। পরেরটি ঘটতে পারে, নাও পারে। অবশ্য সেটা ছোট ঢেউ। কাটানো যাবে।

আসন্ন সামাজিক বিপদগুলির মত, অতিব্যক্তিগত, বিশেষত শারীরিক বিপদ আসে অকস্মাৎ। এবং তাকে বাধা দেওয়া প্রায়ই যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল দীপক বলছিল বিহার রেস্তরায় কিছুটা গাঁজা খেয়ে, 'এই কথাটা আমি মরে গেলে মনে রেখো যে বলেছিলুম...' কী যেন ছিল কথাটা!

সারাদিন মনে করার চেষ্টা করছি।

কলম ও কাগজের সংস্পর্শ একটা শক্তি তৈরি করে যা চুম্বকে যেমন সাট সাট করে আলপিন—ঐভাবে স্মৃতিকে টেনে আনে।

আমার স্মৃতি এত দুর্বল, এক ঘণ্টা আগের কথা মনে পড়ে না। আমি কী করে লিখব? গতকাল কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আজ মনে পড়ে না।

মে-র শেষ সপ্তাহে আমি রিনা ও তৃনাকে নিয়ে দীঘা গিয়েছিলুম। কী চূড়ান্ত ব্যর্থ ঐ ভ্রমণ।

২৯ জুন ১৯৭৭

পিতৃস্মৃতি

তোড় অব্যাহত রেখে ৪/৫ দিন ধরে একটানা বৃষ্টি। বৃষ্টি-অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ঐ লোমবহুল বামন এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। পথ বলে কিছু নেই। তাই ওঁর প্রগতি খুবই মন্থর; পথ নেই বলে উনি আসছেন এক স্বরচিত জ্যামিতিক প্যাটার্ন তৈরি করে। মাঝে মাঝে (ধ্রুবতারার জন্যে?) উনি মাথা উঁচু করছেন। পিঠে ঠেকে যাচ্ছে মাথা। ফলে বুক চওড়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অরণ্যশীর্ষ আকাশ বলে কিছু রাখেনি অটুট অথচ টলটলে জলকাণ্ড সব—অভ্র ভেদ করে নিরভ্র অবধি উঠে গেছে।

ওঁর গা খালি, পা-ও নগ্ন। চওড়া বুকে উপবীত থাকার জায়গা জুড়ে বৃষ্টি-অরণ্যের শাদা দাগ। মুখ স্বাধীকার-প্রমত্তঃ উনি আমাকে নিতে আসছেন।

AMARBOI.COM

৩১ জুলাই ১৯৭৭

রাত কত হল? বাইরে তোড় অব্যাহত রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বৃষ্টি চলেছে। ঘুম ভেঙে গেছে তীব্রতম দুঃস্বপ্ন দেখে। মাত্র কদিন আগেও একটি এমনি সুতীব্র স্বপ্ন দেখি। সেটা এই মুহূর্তে মনে নেই। কদিন ধরে ছিল। আজকের দুঃস্বপ্ন তার ওপর নেমে এসেছে পাহাড় থেকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে গড়িয়ে আসা মস্ত বোল্ডারের মত। বোল্ডারের ফুটকি দুটি ঠিক করে দিলাম। যদি posthumously ছাপা হয়। 'ধন্য আশা—কুহকিনী।' (ড্যাস আমার) আগের স্বপ্নের শেষের দিকের ১টা ব্যাপার শুধু মনে হচ্ছে। সে স্বপ্নটির এমন ছলনাভয় যে আমি যা দেখছি তা দুঃস্বপ্ন না, এটা বদ্ধমূলে বিশ্বাস করাবার কারণে তার শেষের দিকে আমাকে দিয়ে পা নাড়িয়ে মশারি তোলবার চেষ্টা করা হয়—দেখা যায় স্বপ্ন নয়—কারণ আমি এখন 'এ বোধহয় স্বপ্ন' এই শেষমুহূর্তের আশায় মশারি তুলে পরখ করতে গিয়েও তা পারছি না। (তখনো স্বপ্নে) ঠিক তার পরেই পা দিয়েই মশারি তুলছি 'দেখি'—অনুরূপভাবে (এখন জেগে গেছি)। এই দ্বিতীয় মশারি তোলাটি (এটি ছিল জেগে ওঠার অন্তর্গত) আমার বিশ্বাস করতে এক মিনিটের চেয়ে কিছু বেশি লাগে (যে জেগে উঠেছি)—বারান্দায় গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকি—রিনা ও মুন্নিকে জানালা দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের ঘরে দেখি তারপর।

আজ একটু আগে স্বপ্ন দেখলুম—

স্থান : অতি ট্রাজিকভাবে আনন্দবাজার।

সমীর আনন্দবাজারে চাকরি পেয়েছে। সন্ধ্যার পর। রাতের ডিউটি। আমি আমার মেয়ে তৃনাকে নিয়ে গেছি। সে এবছর জন্মদিনের হলুদ চিকন পোশাকে। অফিসের অতি দরকারি খাতা ও ফাইল ব্যাগে ঢোকাবার সময় সমীর সাগরদাকে[১২] বলে সন্দীপনের পকেটে আজ টাকা রয়েছে। সে দশকুড়ি টাকা দেখতে পায়। সাগরদা বললেন, 'তাহলে আজ খরচ করো।' এই যে নিন বলে বের করতে গিয়ে ২/৩টি ১০০ টাকার নোট বেরিয়ে পড়ে। সাগরদা দুটি নিয়ে নেন। সমীর একটি। সাগরদা বলেন, 'দেশ' অফিসে আছি, তুমি এসো।' তৃনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে এই অজুহাতে আমি অব্যাহতি পাই না। হঠাৎ দেখি আমার পোর্টফোলিও ব্যাগটি উধাও। কোথায় গেল? আমি মণিহারা সাপের মত তা খোঁজ করতে থাকি। 'এটা অফিস। এখন ডে-ডিউটি অফিসের সময়। কেউ তুলে নিয়েছে হয়ত।' এমনি unconcerned উক্তি পাই। সাগরদার বেয়ারা এসে তাগাদা দিয়ে যায়, 'বাবু অপেক্ষা করছেন।' আমি তৃনাকে রেখে সাগরদার খোঁজে যাই। দেখি 'দেশ' অফিস আগের জায়গায় নেই। আমি অনেকদিন আসিনি। ইতিমধ্যে পাশের গলিতে চলে গেছে। সেটা Labyrinth -এর গলির মত ঢুকে আমি বহুদূর চলে যাই। 'দেশ' অফিস পাই না। (মিনটারের সঙ্গে সাগরময় ঘোষের মিল এই প্রথম পেলাম—সেই দুর্গন্ধ নাকে লাগে)

টাকা ও চাকরি যাবার দুঃখ ভুলে (ব্যাগের কারণে) আমার এতক্ষণে তৃনার কথা মনে পড়ে। বাসে আসতে চাই তবে পয়সা বাঁচত। পরে ট্যাক্সি খুঁজি। একটি বাস পাঞ্জাবি ড্রাইভারের সঙ্গে শীর্ণকায় বাঙালি প্যাসেঞ্জারের ঝগড়ার কারণে বোঁওও করে ঘুরে stand-still হয়ে যায়। নানাভাবে 'দেশে' ফেরার চেষ্টা। গিয়ে দেখি তৃনা হারিয়ে গেছে। এবার আমার রিনার (মা) জন্যে ভয় হয়। গিয়ে face করব কী করে। আমি বিকেন্দ্রিত হতে থাকি। তবু খোঁজা ছাড়ি না। এই খোঁজার অংশ কী ভয়াবহ! খুঁজতে খুঁজতে আমার মনে পড়ে—আমি একটি গল্প এভাবে হারিয়ে ফেলেছি যা আমার একটুও মনে নেই—একটা Image (গল্প থেকে) মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ে না। তবে mns থেকে গেছে মনে হয় ইত্যাদি। এই অবস্থায় স্বপ্ন ভাঙে। বিশ্বাস করতে পারিনি যে ভেঙেছে।

আমার জাগরণগুলি স্বপ্নের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে কমজোরি তথা **অনির্ভরযোগ্য** হয়ে পড়ছে।

১৬ আগস্ট ১৯৭৭

জীবন বনাম বত্রিশপাটি

বৌবাজার মোড়ে বাস দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখি কিন্ডারগারটেনের পোশাক পরা দুটি বাচ্চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে একটি রিক্সায় চেপে হজমির টাকরা জিভে লাগাতে লাগাতে মহানন্দে চলেছে। ভিন্ন ভিন্ন মা হলেও—একাধিক অর্থে তারা এখন যমজ। যেমন, এখন আজ তাদের সারথি এক, জিভের স্বাদ এক, পোশাক এক ইত্যাদি। স্কুল পোশাকে মেয়ে দুটির বয়সও দেখায় একরকম। হঠাৎ মনে আসে—'একটি লরি এসে ধাক্কা দেয় রিক্সাটি?' বুকে মাথায় হাত ঠেকাই। তারপরেই মনে হয়, 'ছি-ছি, একী দুশ্চিন্তা!' পারভার্টেড অমানবিক প্রকৃতি ক্লিশেগুলো মাথায় খেলে যায়। বুঝতে পারি নিঃসন্দেহে শুভ এবং নিঃসন্দেহে অশুভ চিন্তা দুটির একটিও register করে না আর আমার মনে। ওয়ান-ডায়ামেনশানাল বলে কিছু নেইও, এক হার্বার্ট মার্কিয়ুসের[৭] বইয়ের টাইটেল ছাড়া। আমার মনন ঐ এক-ডায়ামেনশানাল দুটির একটি দিয়ে বা ঐ দুইয়ের সমবায়ে, গুণিতকে, বিয়োগ বা ভাগফলে গঠিত নয়। ওদের দ্বন্দ্বজাত নয় আমার জীবন বা চরিত্র। আগে বাচ্চা পাঁঠার হাড় গুড়োতেও পারত এমন কষের দাঁত দুটি পড়ে গেছে। আজ বারবার সেখানে আমার জিভ চলে যায়। দিনের মধ্যে কতবার যে আমার অবুঝ জিভ ঐ ফাঁকা শূন্য জায়গাটিতে আমি বোলাই।

অনন্ত জীবনের কাছে একজনের মৃত্যু একটি দাঁত পড়ে যাওয়ার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

একটি সর্বমানবিক অনিচ্ছা :

ডিকসনারি দেখার প্রয়োজন হলে রাগ আসে। ইচ্ছে করে না দেখতে। কেন?

AMARBOI.COM

১৯৭৮

৩ জানুয়ারি ১৯৭৮

রাত ১২।। টা

ল্যাচ পকেট থেকে

হুঁ... ২০্ রশিদকে দিয়েছি (রামের জন্যে) ৭৭২-২=৭৭০-২০=৭৫০-২ (ট্যাক্সি) =৭৪৮্

বের করো শালা...

৭৩৮্ ...হুঁ আর ১০্ গেল কোথায়...হুঁ...খোঁজো শালা...হুঁ... এই যে রয়েছে ...শালা...হকের টাকা, যাবে কোথায়? উঁ...হুঁ...হুঁ...হুঁ...হুঁ...

টেবিলের ওপর 'ঋত্বিক' নামে সুরমা ঘটকের[৮] বই। you swaine who wanted to die like মাইকেল, মানিক etc. you fool...I don't want to die like you, after all!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮

চরণ ফেলিও/ধীরে ধীরে প্রিয়/আমার সমাধি 'পরে...
দেখো মোর ঘুম ভেঙে যায় নাক যেন...
ইত্যাদি
শেষে—
আমার আঁধারসমাধিতে প্রিয়
তোমার প্রেমের দীপ জ্বেলে দিও
ঝরা মালিকার পরিমল যেন
থাকে তব হিয়া ভরে।

কার গান? সুপ্রভা, কানন, কে? যুথিকা রায়?
মেজদির গান। বড়দিও গাইত। মেজদি বিধবা ও বড়দি একরকম স্বামী-পরিত্যক্তা হয়।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮

Last Warning!

STOP DRINKING. The Alarm has Either struck or is about to strike.
A hand has risen from the centre of a cold & quiet Lake.

১ মার্চ ১৯৭৮

Ha! Ha! Ha!
at 12:45 p.m.

২ এপ্রিল ১৯৭৮

এর মধ্যে একদিন খুব মেশা—ঘুম ভেঙে ভোরবেলা চোখের পাতা খুলেই, একপলকে মনে পড়ে গেল 'সাত নম্বর বাড়ি' ফিল্মের একটি গান সুরসহ সুপ্রভা সরকারের গলায়—'গানের সুরে জ্বালব তারার দীপগুলি...'

গত ১০ বছর ধরে চেষ্টা করেছি ঐ ছবির এই গান মনে করতে—পারিনি। কয়েকদিন আগে সুন্দরবন যাবার সময় স্টিমারে ফাটাফাটি চেষ্টা করি সবাই মিলে। সুনীল, শীতল, অমিতাভ চৌধুরী কেউ পারল না।

তারপর হঠাৎ ...

মন শ্রম করে চলেছে আমার জন্যে। যদিও আমি ভুলে গেছি। সব শুনে মতি (নন্দী) পরশুদিন অত মদ খাবার পরেও লেক ক্লাবে জলের ধারে বসে বলল : ওটা 'স্বপ্ন ও সাধনা'র গান! সে 'স্বপ্ন ও সাধনা'র আরো কটি গান গেয়ে শোনাল।

Oh! What frailty, what Infidelity.

২৫ এপ্রিল ১৯৭৮

মদ খেয়ে বাসে ফিরতে ফিরতে, যখন গাড়ি চেপে আর সবাই জ্ঞানপাপী নীড়ে, মাঝে মাঝে চোখ খুলে, 'ঐ যে বিশ্বনাথ বস্ত্রালয়' 'ঐ যে শংকর ঘোষ লেনের মুখটা' 'ঐ যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাটা'—যতই মদ খাও বাবা দত্তপুকুর চোরবাগান এরা যথাস্থানে থাকবে—থাকছে—ছিল।

১৪ মে ১৯৭৮
রাত ১টা
খুব দুর্ভাগ্যগ্রস্ত—গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে ওঠে—নেশাজব্দ বলে উঠি—হাঁ-হাঁ-হাঁ! অর্থাৎ আসছে। পিট-পাট করে টিনের চালে বৃষ্টি। হাওয়া নেই। মানে সারা রাতের ব্যাপার। শ্যামবাজার মোড়ে Pocked-up মিনিবাস থেকে নামতে গিয়ে এক ছেলে—শাদা ফ্লেয়ার্স পরা—এক ইঞ্চির জন্যে চাকার নীচে গোড়ালি দুটো miss করল—আমিও একদিন ঐভাবে পেচ্ছাপ করতে করতে Bathroom-এ—হাঁহাঁহাঁ বাড়ি ফিরেছি আজো—Lodged লাগছে—মৃত্যুও এমনি— Ledged হওয়া—তবে তাতে 'লাগা' নেই।। মাথা ঢুলে পড়ছে। 'আমি ঘুষি মারি না'—কারণ মারে ও মারায় শুধু লম্পট ও বেশ্যারা—I want to keep my virginity। এটা ভীরুতা নয় ঠিক। কখনোই না।

১৭ জুলাই ১৯৭৮
অনেক দিনের মধ্যে দুটি মদ্য বিবর্জিত দিন। পর পর। দু'দিনেই কত ঝর্ঝরে আর সাফসুফ আর স্বাভাবিক লাগছে! অফিসের কাজের চাপে ফাইলপত্র নিয়ে যে-কোনো বাধ্য কেরানির মত বাড়ি ফিরে লোডশেডিংয়ের কারণে টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় লিখছি। পাম্প খারাপ, বাড়িতে মাস-দেড়েক জল নেই এই গরমে, তবু, যতদিন হৃৎমেসিন চালু, ততদিন ভালো আছি, ভালো আছি, ভালো আছি। এতদিন শরীর কোনো কষ্ট দেয়নি, কোনো অর্গান আজো বিকল হয়নি—এত অপরাধেরও—সে, শরীর, আমার প্রতি যে ব্যবহার করে গেছে—সেই শরীরেশ্বরের কাছে আমি জানু ভেঙে কৃতজ্ঞতা জানাই। যদি কারো প্রতি এ-জীবনে দুর্ব্যবহার করতে সে ঐ শরীর—'আমার শরীর' আমি কখনো বলি না—সে তবু আমাকে ভালোবেসে গেছে—কাছে এসেছে যখনি ভালোবেসে তাকে ডেকেছি—জল দেখিনি কখনো তার চোখে—মারের চিহ্নগুলি মুছে—সে ততবার কাছে এসেছে।

হাফ-স্লিভ শার্ট পরলেই আমি তাই, বিশেষত বাঁ-হাতে বাসের হ্যান্ডেল ধরে যখনই দাঁড়াই আমি আমার যৎসামান্য বাইসেপের সুডৌল অপরাজেয় আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেখানে সবার অলক্ষ্যে বারংবার মৃদু চুম্বন রাখি যতবার, ততবার বুঝি এত ভালোবেসে এত মিনিংফুলি চুম্বন একে ছাড়া আর কারুকে করা যায়নি, যায় না, যাবে না।

এ-কিছু না! এইসব লেখা। একটু পরেই অফিসের কাজ করব, তাই এত লিখে Flow টা ঠিক করে নিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু, কই, হলো না তো ঠিক। বরং আরো খারাপ হয়ে এল।

হায় এবং ছিঃ, একটা ভালো pen–A PEN FOR A KINGDOM !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে, এই মোম ও লণ্ঠন জ্বালা অন্ধকারে—Flat-এ শুধু রিনা ও আমি—তৃনা বাগবাজারে—nothing doing. একটা stupid ধরনের conversation-ও আর হবার নয়। এদিকে হাতে এই বাঙ্ময় কলম। What a life to live. তবু একেও bear-out করে যাচ্ছি—হাসিমুখে। কোথায় লাগে শহীদফহিদরা। বুড়িবালামের তীরে শহীদ যতীন দাস তো আমিই—স্ত্রীর দিক থেকে।

তবু ওকে আমি অপছন্দ করি না। I respect her single-minded sincerity. এখন বেলচার মত কলমের পেছনটা ধরে ঠেলছি।

হ্যাঁ, এটা কোদালই। কলম নয় কিছুতেই।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

রিনার মা (৮০) বিছানায় চলৎশক্তিহীন বসে। বড় শালার দিকে চেয়ে বলছিলেন, 'রমেনকে (ছেলেকে) ডাকো। এখুনি ইঁদুর মুখ দেবে।'

গৌরীদি (রাঁধুনি), 'কেন হুশ-হাশ করতেও পারে না, তাহলেই তো চলে যায়।'

রিনার মা, 'তা করলে ওরা যায় না মা। তখন গুরুদেবকে ডাকি। গুরুদেবকে ডাকলে ওরা আর পাতে মুখ দেয় না।' পর পর দুটো গল্প লিখেছি। দুটিই বড় গল্প ('এক্ষণ' ও 'কৃত্তিবাস' শারদীয়ার জন্য)।

Happy লাগছে। জ্বর সেরে যাবার চরিত্রগত আনন্দ অবিকল। এটায় উপমার মিথ্যে লেগে নেই।

AMARBOI.COM

১৯৭৯

১ জানুয়ারি ১৯৭৯

অনেকদিন পরে আজ কিছুটা লিখে ফেলার আর্জেন্সি বোধ করলাম এইজন্যে যে কাল অফিস যেতে হবে এবং রাখাল ভট্টাচার্য (কলিগ!) চশমাটা কেড়ে নেবে। কিছু রূঢ় কথাও বলবে নিঃসন্দেহে—'এইজন্যে উপকার করতে নেই কারো!'—ইত্যাদি। ব্যাপার এই যে কিছুদিন আগে উৎপলের দশতলার ফ্ল্যাটে মধ্যরাতে নেশা-জব্দ বারান্দায় দাঁড়িয়ে মধ্যরাতেরও দু-এক ঘণ্টা পরের গড়িয়াহাট রোডের দিকে তাকিয়ে নিজে লাফিয়ে পড়ার পরিবর্ত হিসাবে বরং চশমাটা ফেলে দিই ও অত উঁচু থেকে কয়েকক্ষণ পরেই রাস্তায় চশমার কাঁচ-ভাঙার শব্দ শুনতে পেয়ে ঐ অস্তিত্বচূর্ণ রক্তে অদ্ভুত শিউরানি জাগায়। অর্থাভাবের কারণে শীঘ্র চশমা করাতে পারব প্রশ্নই ওঠে না—এমতাবস্থায় চশমা ভাঙার ঐ গল্পের ভদ্রস্থ কিশোর সংস্করণ শুনে (মদটদ বাদে—'হাত ফসকে পড়ে গেল দশতলা থেকে তখন সন্ধ্যাবেলা' এবং অর্থাভাবের ওপরেই গল্পের বনিয়াদ যে শীঘ্র করাতে পারব না) রাখাল একটি spare চশমার কথা ঘোষণা করে ও পরদিন সেটা আনে...তার পরের দিন সেটা আমার চক্ষুগত হয়। চশমাটি একটি রাখাল নামে বালকেরই উপযুক্ত—আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান পর্যন্ত অতি কষ্টে পৌঁছয় তার ডাঁটি—তবু রাখালের ছোটখাটো মুখের কারণে ডাঁটিদুটো বেশ চেপে বসে থাকে যদিও পীড়াদায়কভাবে—রাখাল বেশ শাসন করে বলে, 'আমি পরদিন দেখতে চাই তুমি ওটা কোনো চশমার দোকানে গিয়ে Fit করিয়ে নিয়েছ...' (আমার সারাজীবনই এরকম বামন-শাসিত)। হাউএভার দিনকয়েক পরার পর ওটা এমনিতেই একটু লুজ হয়ে আসে আর তত লাগে না—একজন 'ওহে এ তো দেখছি বায়-ফোকাল' বল্লে বেশি না ঘাবড়ে 'বায়-ফোকাল' মানে কী জানতে চেয়ে + - দুইই জানতে পারি কিন্তু তখন ৭ দিন পরা হয়ে গেছে এবং অন্ধ হয়ে যাইনি যখন হবোও না এই বিশ্বাস জন্মে গেছে। আর-একজন বলে, 'ঐ পাওয়ারই কিন্তু set করে গেল'—শুনে মনে হয় তা যাক! (আমার মাইনাস আদৌ ছিল না—I needed a were reading glass)

'How not to use a spectale' বইটা কেন যে দেখামাত্র কিনে নিইনি ভেবে আফশোস হয়। পুরনো বই তৎকালে মাত্র আধ আনা দাম চেয়েছিল।

যাইহোক, সেদিন রাখাল হন্তদন্ত হয়ে আমাকে পাকড়াল। এখনি চায় সে চাশমাটা। সে কী? হ্যাঁ, সে তো আমাকে অনেকদিন সুযোগ দিয়েছে...কিন্তু এখন মাসের শেষে যে 'আমি জানি না। ইউ হ্যাভ বিন গিভেন এনাফ টাইম' ইত্যাদি সে বলে। তার এক আত্মীয় সে অধিকতর needy তার প্রয়োজন হয়েছে। এবং তার এখুনি চাই।

অনেক অনুনয়-বিনয় করে তার কাছে দুদিন সময় চাই। এর মধ্যে পাওয়ার দেখিয়ে—কেন না এই চশমার 'নতুন পাওয়ার set করে গেছে' মনে পড়ে যায়। সেই থেকে চোরপুলিশ চলছে। অফিস গেলেও ওকে এখনো পর্যন্ত বুদ্ধিদীপ্তভাবে avoid করতে পেরেছি।

কিন্তু কাল আত্মসমর্পণ করতেই হবে।

'তোমার এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে তুমি দিয়ে দিতে আজই—যথেষ্ট পেয়েছ—এই সুযোগই বা কজন পায়'—রাখাল বলেছিল।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯

দাঁতের ব্যথা কমে আসছে একটু একটু করে। মৃত্যু আর বেশি দূরে নেই।

এপিটাফ
ভুল নামের সেই ঢ্যাঙা ছেলেটা
যাকে বামনের সামনে আর
নতমাথায়
দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

১৭ মার্চ ১৯৭৯

পৃথিবীতে এসে যে-কটি কৃতকর্ম মা ফলেষু করতে পারিনি বা উপভোগ করতে পেরেছি তার মধ্যে একটি হল নিঃসন্দেহে 'বসন্তের' আগে 'মনোরম' শব্দটি বসাতে পারা : একথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ এই প্রত্যুষায় খুব ভাঙা কিংকর্তব্যবিমূঢ় সহসায় মনে পড়ল।

কতদিন কিছু লিখিনি।

কতদিন একটা বই পড়িনি।

কতদিন সঙ্গম করিনি।

কতদিন কাস্তে হাতে যাই নিক মাঠে।

এই চারটির বেশি নেতি নেই।

এর সঙ্গে জানি, একদিন যোগ হবে :

কতদিন B. K. পান করিনি।

দ্যাখো বোকারা

১৭ মার্চ ১৯৭৯ coned be 18 March 1979 or 17 March 1779

who cares since I have a cigarette between the fingers and am 5 pegs on & ahead & who cares whether it is English proper or not I feel either more or less than a man who is satisfied with the rest that is remaining is to.

মাংস কাদা ঘাঁটা যাতে হাতের সুখ ও সুখ। একথা সত্যি। কবি, তোর বাপ লিখে গিয়েছিল। এইসব।

৮ মে ১৯৭৯

সেদিন ৮টা নাগাদ রাস্তায় হঠাৎ লোডশেডিং। রিক্সা স্ট্যান্ডের গাঢ় অন্ধকার থেকে একজন বাঁশ-চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'তোদের মা-বুন নেই র‍্যা?'

৩১ আগস্ট ১৯৭৯

একটি গান শুনছিলুম—রেডিও-দোকান থেকে—মাইকে—'যদি দিন না ফুরাতে...' (এই মুহূর্তে লোডশেডিং রাত ১১টা) অন্ধকারে লিখে যাই...'আমার দিনমনি ডুবে যায়।' লোডশেডিং-এর আগে 'যদি দিন না ফুরাতে' লেখা হয়ে থাকলে বাকি অংশ 'আমার দিনমনি ডুবে যায়' হবে।

'ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী'র গল্পগুলি লেখার পর ছিল দীর্ঘ লোডশেডিং...তারপর 'আমার দিনমনি ডুবে যায়' অংশ আর লেখা হয়নি। না জানি মৃত্যু-পর আলোয়, এই কেমন দেখাবে! অন্ধকারে লেখা পংক্তিগুলো (বাতি জ্বালিয়ে) টের পাবার উপায় নেই পূর্বপাতার পংক্তিগুলোতে ছিল আলো-নেবা আকস্মিক অন্ধকার—এইসব রচনায় জীবন ছিল, জীবিত ছিল... মন ছিল না। আলো ছিল না, যা আসে অনুভূতিদেশ থেকে। অন্ধকারের পংক্তিমালা এইসব। অনুভূতিহারা। তবু এরা ছিল জীবিত—অন্ধকারের যে জীবন—দেখা যায় না—তবু ছিল এদের চলাফেরা ও ধ্বনি—পিঁপড়েরও পদধ্বনি হয়—শোনা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১ নভেম্বর ১৯৭৯

বহুদিন পরে একবছরের সপ্তমতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন এইভাবে বোধ করলাম। সকালে ঘুম ভাঙল মুন্নির সুরেলা 'গৌ গাবৌ গাবঃ' শুনে, একটু পরেই রেডিওর 'যদি জানতেম' গানটি আমার সদ্যোজাত চেতনার ওপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কে গাইছে এমন করে জানতে ইচ্ছে হলই। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম শুয়ে শুয়ে। শুনতে শুনতে যে শেষে পৌঁছলেই রেডিওর কাছে যাব ও শুনে নেব গায়িকার নাম। নতুন কেউ বুঝেছি, আর বুঝেছি এই গান গায়িকার জন্য এবং ভোরে গীত হবে বলে।

রিনা সমানে পাঁচিদির সঙ্গে বকবক করে চলেছে। অথচ রেডিও চলছে এর থেকে এক হাত দূরে ঈষৎ নীচু স্বরে কারণ মুন্নি পড়ছে। আমি রাগ সামলাতে পারি না। গিয়ে বলি, 'এই গানটা তুমি শুনছ না? কে এর গায়িকা জানতে চাও না?'

দাম্পত্য কলহে আমার বিষয়গুলি ছিল বরাবরই এই। 'সানলাইট' সাবান বিষয়ে পূর্বে আছে। চাল-ডাল-তেল-নুন-লকড়ি ব্যাপারে রাগ আমার কোনোদিনই হয়নি।

AMARBOI.COM

১৯৮০

১২ জুন ১৯৮০

A dialogue on sex : একটা তীর বেরুবে, তাই ধনুককে এই কষ্ট দেওয়া। (নারীর প্রতি)

৪ জুলাই ১৯৮০

রাজাভাতখাওয়ার নেপালি-বাঙালি সাহিত্য-সম্মেলনে গত মার্চ মাসে যাই।

৫ জুলাই ১৯৮০

গতকাল সন্ধ্যায় রাজাভাতখাওয়া-ব্যাপারে কী একটা লিখতে চেয়েছিলুম—আজ ভোরে ভুলে গেছি। ভুলে যাওয়াটাই সেইসব প্রবালকণা যা দ্বীপ হয়ে জেগে ওঠে—স্মৃতি যায় তলিয়ে। সেটাই মৃত্যু—আমি পূর্বেও বুঝেছি। আমার জীবন মূলত অ-সুখ দিয়ে তৈরি—সুখের কথা এই নোটবুকে নেই। দুঃখের বিষয় এই যে মানুষের সুখগুলোও মানুষ বিস্মৃত হয়। হয়তো রাজাভাতখাওয়ার একটি সুখ-স্মৃতির কথাই লিখতে চেয়েছিলুম।

আজ এই নিয়ে অন্তত ১০বার একটি স্বপ্ন দেখে আমি জেগে উঠলুম, তা হল, ঘাটশিলায় একটি পাহাড়ের পেছনে একটি দর্শনীয় থাম আছে (কলকাতার গোয়ালিয়র মনুমেন্ট টাইপ) যা আমার কখনো দেখা হয়নি। যেই থামটি আমি স্বপ্ন-কল্পনায় দেখতেও পাই বারবার। কোনোবারেই (স্বপ্নে) যাওয়া হয় না কিছুতেই। বাধা পড়ে যায়।

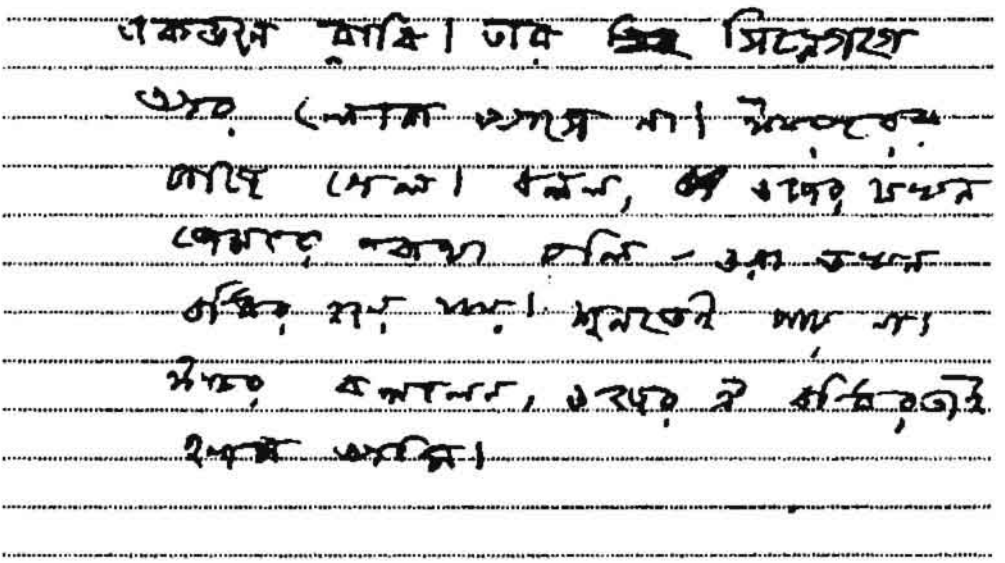

২৬ জুলাই ১৯৮০

Most Imp. thing হল উত্তমকুমার কীভাবে প্রস্তাব করত। রাতে, নেশাতুর, হয়তো সত্যজিৎ রায়ের মুখে।

উল্লেখযোগ্য

মাত্র দুজন যাদের নামে 'ৎ'—সত্যজিৎ রায় আর উৎপল বসু।

'সে অনেকদিন হল ঋত্বিক বলেছিল, 'গান্ধিজী একটি আদ্যন্ত শুয়োরের বাচ্চা।' প্রতি 'বিদেশপ্রত্যাগত'র পর অনুরূপে একটি নাউন বসে এবং তা হল—'খচ্চর।'

২৭ জুলাই ১৯৮০

রেডিওয় প্রৌঢ়া উৎপলার গান : 'একবারো/যদি তুমি/বলতে/ ভালোবেসেছিলে তুমি আমারে/হয়তো বা হারাতো না এ জীবন/ ব্যথার গহনে ঘন আঁধারে...'

চটুল সুরে। এসব গান আমাদের ঝি-মানসিকতার কাছে কত রিয়াল। রবীন্দ্রনাথের একটি গান, পূর্বা দামের রেকর্ড, 'আজ কিছুতেই যায় না যায় না যায় না মনের ভার' গানটির সঙ্গে এর প্রতিতুলনা কর। পুলক বন্দ্যো রচিত ঐ গানের সঙ্গে। আমাদের ঝি-রা, গৃহিনীদের চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ ও চটুল তাদের যোনি, স্তন ও নিতম্বে। They are move real.

২০ আগস্ট ১৯৮০

একটি তথ্যচিত্র

'বড়লোকের বিটি লো' গানটি বাঁশিতে চমৎকার বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধ শিল্পী, তার হাত ধরে তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের গামলা হাতে চলমান চক্ষুষ্মান কাউন্টার। গামলাটি বড়সড় কারণ মিনিটে ২০বার (অন্তত) গামলায় ঠং করে পয়সা পড়ছে। একে ভিখারি বলবে কেন। যদি এই শ্রমিক আইন মোতাবেক ৬।। ঘন্টা পরিশ্রম করে তাহলে এ লাঞ্চব্রেক বাদে মাসে চার ফিগারে উপার্জন করে থাকে (প্রতি ঠং = ৫প. ধরে) মূল রেকর্ড-শিল্পী মেয়েটিকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাই। একেই কি শিল্পীর সাফল্য বলে? যখন পথে পথে তার শিল্পরূপ মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে।

যাঁরা পারিশ্রমিক দিলেন :

১। কালিমন্দিরে নমস্কার থামিয়ে একজন প্রৌঢ়া সুখী বিধবা।

২। পর পর দুটি হাফপ্যান্ট পরা স্কুল বয়।

৩। আগত বাস ও শিল্পীর টানাপোড়েনে ব্যস্ত কেরানি।

৪। বাস থেকে এক তরুণী পয়সা ছুঁড়ে দেয়।

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮০

হ্যাঁ। '৮০।

'রাত কত হল?'

রাত ১টা হল, ব্রাদার, ভন্ড, আমার প্রতিবিম্ব, আমার ভ্রাতা! ভেবেছিলুম, এত মদ খেয়ে, এত রাতে সিগারেট নেই বাড়িতে। এসে দেখি—অবাক, অবাক, অবাক, দুটি আছে, রিজেন্ট ফিল্টার!

'সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা' এর চেয়ে সাফল্য হতে পারে না। I beat one & all ! I feel being on top of the world!

যেভাবে ফিরলাম বাড়ি, আজ, আমি ছাড়া কে জানবে! Now, with this cigerette and the other waiting. I feel being on top of every other success. Other than ofcourse, I must be eligible. If ever, there had been a person with a male genital who could make a cunt a spanish one or a Bengali one, or ...flood with satisfaction. The end of this journal.

৬ নভেম্বর ১৯৮০

শ্যামবাজারে মধ্যরাতে সুবলের গল্প।

মিডনাইট কাউবয় Subal trying to get a rear entry into a 35-ish woman. giving strokes in the air embracing her from behind. She with clothes on. On the pavement, old bearded man in an admonishing tone : Hey, Subal ! Falls asleep immediately, Queer inexplicable enigmatic smile of the woman turning over to embrace Subal (age 6).

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮১

১২ জানুয়ারি ১৯৮১

অনেকদিন পরে একজন মানুষের সংস্পর্শে এসেছি আর সে হচ্ছে বিকাশ ভট্টাচার্য[৩৯]। মানুষ শব্দটির আগে একটি বিশেষণ বসাবার অবসরটুকুও সে আমাকে দিল না সে এমন মানুষ।

বিকাশ একজন আর্টিস্ট। কিন্তু আরো কোনো শিল্পী শিল্পসত্তা তার মানুষতায় এমন মূর্ত হয়ে নেই, যেমন বিকাশে। শিল্প তাকে ছেঁকে ধরে আছে। সে তার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বেজায় মজায় আছে ও সানন্দে অসুস্থ।

'কী হয়েছে আপনার?'

'পেটের অসুখ। হয় বুঝলেন, আর কিছুতেই সারেনা। সাইনাসও হয়েছে, হাঁপানি বেড়েছে এ-সব হয়' সে হেসে বলছিল, 'ঐ যে শাদা ক্যানভাসটা দেখলেন, ঐজন্যে। যেই শুরু করব, অমনি সারতে শুরু করবে। যত এগুতে থাকবে, মানে মাঝামাঝি পৌঁছাবার আগেই, একদম সেরে যাবে। এ-রকম প্রত্যেকবার হয়।' 'এ-সবই জানি।' সে হাসতে হাসতে বলছিল, 'তাই হোমিওপ্যাথি খাই।' অনিমা মুখার্জির বাড়ি থেকে ফেরার সময় শীতাতুর রাতে আজ, 'না, এ-বাসটায় উঠব না।' 'না, এ মিনিবাসে যাব না।' এ-রকম বলতে বলতে, 'আজ এখানেই কিছু একটা হবে। জায়গাটা থেকে বেরুতে পারছি না কেন।' লক্ষ্মীপুজোর ধানভর্ত্তি হাড়িহাড়ি তোলা হয়ে গেলে, হঠাৎ, শূন্য মেঝের দিকে তাকিয়ে, 'দেখুন, এখানে কিছু ছিল, এখন নেই। কেউ লক্ষ্য করিনি কিন্তু আমরা, কখন সব উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।' মেঝেয় পাতা চালগুঁড়োর দিকে সে তাকিয়ে থাকে।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১

রামবাগানে আদুরির ঘরের সামনে কাল রাত ১১টায় আমি এবং প্রকাশ কর্মকার[৪০]।

ছাদের ওপরে টেম্পোরারি স্ট্রাকচার। ১০' × ৬" । দেওয়াল চালের মাঝখানে আধহাত ফাঁক। টিনের চাল।

একটি লোক বেরিয়ে যেতে, প্রকাশ তার দিকে চেয়ে, 'একটা চিতা জ্বলে গেল' বলে ঘরে ঢোকে। আদুরি-ঘরে ঢোকে। খালি গায়ের ওপর সস্তা মিক্সড পশমের চাদর। কোল্ড ওয়েভ চলছে এখন। হি-হি শীত। ঘরে ঢুকেই আদুরি বলল, 'কিছু মনে করবে না।'

আমি : '?'

আদুরি : আমার ঘরটা বড় ছোট।

কাঁথার ওপর পাতা সবুজ সস্তা চাদরের ওপর তক্তপোষের দেওয়ালের দিকটি নিখুঁতভাবে ভাজ-করা লেপটি নতুন আর বেশ গরম দিতে পারবে আমায় বোধহয়। প্রকাশ কখন যে একবাক্স টাকা দশের সন্দেশ কিনেছে। 'খা তোরা।' প্রকাশ জোর দিয়ে বলে, 'তোদের খাওয়া দরকার।'

সেই শুরু থেকে আদুরি ক্রমাগত প্রতি কথায় হাসছে। তুলনাহীন সরলতা। আমার গল্পের 'মাঝখানের দরজা'র সিন্ধু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩১ জুলাই ১৯৮১

কাল সুপ্রিয়ো (Suprio) বোনার্জির (Bonerjee)[৪১] কাছে USIS-এ যাই। 'আজকাল'-এর জন্যে একটা ছবির দরকার ছিল। তখন ৫টা বাজতে ১ মিনিট যখন তার ঘরে ঢুকি।

সে একমিনিট সময় দিল, কারণ ৫টায় ছুটি, যার মধ্যে ছবি 'আজকাল'-এ পাঠিয়ে দেবে বলল ও ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার দরজা গায়ের জোরে ঠেলে বেরুতে বেরুতে বলল 'উপ্‌স!' (ooops!)

লক্ষ্য করলাম,

১। 'উঃ!' বলতে তার মনে নেই।

২। বেরুবার দরজা তার পক্ষে ক্রমেই ভারি হয়ে আসছে।

৩। ৫টা বাজতে ১ থেকে ৫টা পর্যন্তর কোনো এক জায়গায় বেঁচে আছে—তারপর সে আর কোথায়ও নেই। অন্তত যে-রকম এলোমেলোভাবে একটি লাঙ্গারি বাসে উঠল তা দেখে এইরকমটাই মনে হল। আমি স্পষ্ট বুঝলাম, ৫টার পর সে কোথাও নেই। তার জন্যে এই প্রথম দুঃখ হল। সুপ্রিয় কথায় কথায় বলল, 'এই সপ্তাহে এসো না। week after next–last week -এ এসো।'

'?'

'বাইরে যাচ্ছি।'

যেন বুঝেই নিতে হবে আমাকে যে 'আমেরিকা!'

আচ্ছা যদি জিজ্ঞেস করতুম :

'ছোট না বড়?'

অর্থাৎ 'ছোট বাইরে না বড় বাইরে?'

AMARBOI.COM

৩০ আগস্ট ১৯৮১

কালি লালির একসঙ্গে যথাক্রমে ৩টি ও ৪টি বাচ্চা হয়েছে। লালির বাচ্চা হয়েছে বাগানের মধ্যে। লালির (কালির মেয়ে) নীচের ভাড়াটে শুভেন্দু কাকুরা লালির জন্যে কাঁথাকুঁতি এমন কি মশারি খাটিয়ে দিয়েছে। মেয়ের ৪টি বাচ্চাই বেঁচে আছে। মা লালির ৩টিই মরে গেছে। মধ্যরাতে যখন বাঁট টনটনিয়ে ওঠে তখন কালি (মা) আসে, গেট ধরে টানাটানি করে। গেট ঝনঝন করে। সে এসেছে লালির বাচ্চাদের দুধ দেবে বলে। কিন্তু, লালি খ্যাক-খ্যাক করে তেড়ে আসে। বিরাট মুখ-ব্যদান করে মাকে তাড়ায়।

এদিকে দোতলায় রিনা ঠিক এভাবেই 'সেন্টো'কে তাড়াচ্ছে। মেয়েকে আগলে রেখেছে যেভাবে তার সঙ্গে লালির তফাৎ নেই।

নীচের ভাড়াটেরা কেন লালির এত সেবাযত্ন করছে? আজ বাড়িঅলা একলরি বালি ফেলল, বাড়ি সারানো হবে। নীচের বাপ-ব্যাটা চমৎকৃতভাবে স্তূপাকার বালির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—সব কাজ ফেলে। বাড়িঅলার সঙ্গে প্রীতি-আলাপ করতে থাকে।.

কেন?

'ওরা তো বই পড়ে না।' আমি রিনাকে বলি, 'আমরা পড়ি। এই সবই ওদের বই পড়া।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন লোক আমাকে চিত্রপরিচালক নব্যেন্দুর[৫২] বাড়িতে 'সরীসৃপ'-এর গল্পটা কী শোনাচ্ছিল। সে প্রায়ই গল্পের একটা সিকোয়েন্স থেকে আর-একটায় যাবার আগে 'কালক্রমে' শব্দটা use করছিল। যেমন, 'তারপর বেনী চলে গেল।...কালক্রমে বেনীর একটি সন্তান হল।' ইত্যাদি।

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮১
সুব্রত চক্রবর্তী

এই পাতা কে ছিঁড়েছে?

আমি ছিঁড়িনি।

কে ! কে। কে।

১৯৮২

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২

রাত দুটোর অভুক্ত নেশাতুর আসল কথা

গাঁড়চালাকরা?

যেমন নীরেন চক্র[৫৩], সাগরময়[৫৪] + + + etc যার ইচ্ছে নাম বসাও...

রাত দুটোর আসল কথা যেমন আসল 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' তেমনি আসল কথা যা মহাভারিত গীত্যাদির (গীতা+ ইত্যাদি) চেয়েও আসল কথা, আসল কথা: 'গাঁড়চালাকরা আর কতদিন গাঁড়চালাকি করবে?'

উত্তর : পৃথিবী যতদিন।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

২৬/৯ বিকেল ৪টে মার মৃত্যুর খবর। শ্মশানে ১২।। টা নাগাদ। ইলেকট্রিক চুল্লিতে ৩-১৫ নাগাদ ৪টের মধ্যেই ডাক এল সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে চিতায় জল দেবার। শ্মশানে যা দেখলাম:

১। ছাগল রজনীগন্ধা খাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে।

২। একটি মন্দিরে ভোরের দিকে জোর কাসরঘণ্টা ও ঢাক বেজে উঠল। পুরোহিত চাতালে গভীর নিদ্রামগ্ন।

৩। একটা শ্রমিকশ্রেণির গরীব লোককে ধরে এনে চিতার কাঠ তুলে প্রহারোদ্যত মধ্যবিত্ত প্রতিবেশী। কারণ বাবা মারা গেছে জেনেও সে মদ খাচ্ছিল এবং চিতায় ওঠার পর এসেছে—খর্চার ভয়ে। খর্চা প্রতিবেশীদের হয়েছে। প্রেমচাঁদের গল্পের হিরো বাস্তবে।

৪। এই প্রথম মানুষের মুখে আগুন দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৩

৪ জুলাই ১৯৮৩

লেকিন মেরা দিল, মেরা দিল রো রয়া হ্যায় (নাজিয়া হাসান[৪৪]), বেঁচে থেকে ভালই লেগেছিল, আর একটু মেয়েদের ভালবাসলে ভাল হত, সবচেয়ে ভাল লেগেছিল মেয়েদের, মেয়েদের স্বাস্থ্য!

(এসবই মাতালের লেখা)

২১ নভেম্বর ১৯৮৩

জানালা-সংলগ্ন নিমগাছটির বয়সকালে ভীমরতি। শীত সবে পড়েছে, পাতাও ঝরবার কথা—একটি উৎফুল্ল ডালে কিছু খয়েরি-সবুজ কচিপাতা গজাতে দিয়েছে। ভেবেছে বসন্ত।—'মুন্নি গাছটা কী বোকা দ্যাখ' বলে বক্তব্য বিশদ করতেই মুন্নি হাসল এবং রিনাও ছুটে এসে দেখল ও প্রশংসাসূচক হাসল। বোধহয় বুঝল, তবে বুঝি একজন সাহিত্যিকের সঙ্গেই বাস করছি। অথচ, যখন রোজ হাতঘড়িতে দম দেওয়াত—ও নিজে দম নিত সপ্তাহে একবার—যখন সে-কথা বলেছিলুম তখন বোঝেনি যে সেও ছিল কবিত্ব কথাই। সাহিত্যিক-সমাচার।

২২ নভেম্বর ১৯৮৩

ঐ নিমগাছে রোজ সকালে একটা নীলবর্ণ ছোট্ট পাখি আসছে (আজ আসেনি)। সে ডাকে—'তাও-কি-হয়?' 'তাও-কি-হয়?' বলে। কেউ কেউ বলে ঐ গাছ থেকেই সাপটা এসেছিল বাড়িতে। সাপটা এখন কোথায়? তাকে এ-যাবৎ একবার দেখা গিয়েছে। এবং সে একবার দেখা দিয়েছে।

AMARBOI.COM

২৩ নভেম্বর ১৯৮৩

একটা লোকের মত না নিয়ে বাবা-মা নাম রেখে গিয়েছিল ভোঁদা। সে সেই নামের বোঝা সারাজীবন বহে বেড়ালো। This is equal to —একজনের পরামর্শ না নিয়ে তাকে জন্ম দেওয়া হল ও পৃথিবীতে ছেড়ে দেওয়া হল—সে সেই বোঝা বহে বেড়ালো।

মুন্নির টেস্ট পরীক্ষা। রোজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি আসছি। আচ্ছা আমি কি মুন্নিকে পড়াতে আসছি—না, এভাবে মদ খাওয়া avoid করে স্বার্থ রক্ষা করছি? মনে হয় দ্বিতীয়টিই বেশি জোরাল।

এই যে পুরী গিয়েছিলাম ওদের সঙ্গে, পুজোর সময়, আমি তো জানি, মূলত, মদ্যপান avoid করার জন্যই। তাহলে এটাও তাই।

তবে সমুদ্র-আকর্ষণ কিছুই ছিল না। যে, আবার, ১০ বছর পরে সমুদ্র? নিশ্চয়ই সেটাও ছিল। আমি নিশ্চিত মুন্নির জন্যেও কিছুটা ফিরে আসছি।

এই পর্যন্ত লিখেই মুখ তুলে, নিমগাছে সেই নীল পাখিটা। সারা সময় লম্বাটে ঠোঁট দিয়ে খালি গা পরিষ্কার করে যাচ্ছে। পাখিটা একা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৪

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

কাল মুন্নির জন্মদিন। হাম হয়েছে। ৫ তারিখ থেকে অবিরাম জ্বর। খুব কষ্ট। এখনও জ্বর ১০১। আমি রোজ তাড়াতাড়ি বাড়ি আসি। মদ খাই না। এখন জ্বর কমছে। সেরে উঠছে।

আজ সকালে দেখলাম হেঁটো ধুতি ও ফতুয়া-টাইপ জামা পরা দীর্ঘকায় উত্তরপ্রদেশী গোয়ালা খালি বালতি হাতে পাশের ধনিয়াদের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসছে।

লক্ষ্য করলাম, বামুনের যেমন পৈতে, তার পায়ে প্লাসটিকের নাগরা। খুব aware আছি মনে হল, ঐ নাগরার বিবর্তন বুঝেছি বলে।

এইসব লক্ষ্য করা জীবনের শ্রেয়তর কাজ বলে চিরকাল জেনেছি ও এ-রকম লক্ষ্য করতে পারলে বরাবরই কৃতী লেগেছে।

৬ নভেম্বর ১৯৮৪

Notes for my last Novel Entitled. উপন্যাসের নাম : সুরঞ্জনা। 'অইখানে যেও নাক তুমি', জীবনানন্দের 'সুচেতনা' কবিতাকে উপন্যাস-রূপ দিতে হবে।

মনে হয় নিয়মিত ডায়েরি লেখা ফের শুরু হল। জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে চলেছে গত ২৫ অক্টোবর থেকে, যা এই প্রথম প্রমাণ করেছে মৃত্যুই অ-দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। 'দ্বিতীয়' আছে। এর notes রাখতেই হবে।

কাল সারারাত ঘুম হয়নি। কুষ্ঠব্যাধির মত চুম্বনগুলি শরীরময় ফুটে উঠেছে। সারারাত এত কান্না যে তাতে একজন মানুষের স্নান হয়ে যায়।

সকালে দাঁত মাজতে মাজতে দেখলাম নর্দমা থেকে তোলা স্তূপাকার শুকনো পাঁকের ওপর দুটি বিড়াল বসে আছে। কারণ আসন্ন শীতের প্রথম রোদ ঐ আস্তাকুঁড়ের ওপরেই প্রথম পড়েছে। পাশের মন্দির চত্বরে নয়।

শিক্ষা : প্রাণী হিসেবে। রোদ যেখানে সেখানেই থাকতে হবে। তা যত আস্তাকুঁড়ই হোক না কেন।

সুরঞ্জনা : ১৯৭৫-এর জানুয়ারির কথা মনে পড়ে। একদিন তখন চাকরি করি না, পাগল-গারদ থেকে বেরুনো পাগলির মত ভালবাসতাম। সব ছেড়ে বসে আছি USIS লাইব্রেরিতে। জমে গেছি শীতে। 'আপনি ওদের অডিটোরিয়ামে 'গোল্ড রাশ' দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসিয়ে এখুনি আসছি বলে চলে গেলেন।' তারপর সে বলল, 'দ্যাখো, পিঙ্কি বলছে থেকে যেতে, নইলে বুঝতে পারবে না। তুমি চলে যাও।'
তীর থেকে জাহাজের মত সরে যাচ্ছে। ধীর ও নিশ্চিত। তীরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে—লম্বালম্বি নয়।

৮ নভেম্বর ১৯৮৪

'সুরঞ্জনা'র নায়ক আজ ভরত। নায়িকার নাম সুরঞ্জনা। ঐখানে যেও নাক তুমি।

কারণ, এক অফিসের ছেলে। ভাইবোন। ছোটভাই অরুণাংশু বলেছে : গরীব 'দিদি তো ছন্নছাড়া।'

ভরত : অফিসের ছেলে। এরা বিয়ে করে প্রচন্ড শভিনিজমে ভোগে। যখন জানবে তোমার-আমার কথা, তুমি চুপ করে থাকবে। এতে সন্দেহ বাড়বে। এরা গালে চড় মারতে পারে।

I shall be always at the rope's end.

তুমি কি ডাকছ? তাহলে আসব। আমি সান্ত্বনা-সাক্ষাৎ চাই না।

দাদার বিয়েটা তো প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।

১। বরাবরই বলেছ, যেতে। তাই গেছি। অবশ্য এসব কথার অন্তঃস্থল দেখতে পাইনি। দেখার সময় কোথায়। কত কাজ! কাজের ফাঁকে একটা নিঃশ্বাস নিতে গেছি। সপরিবারে ছুটি কাটাতে নয়।

২। You have always said that you will not marry & remain as such. সুতরাং সেইভাবেই মিশে গেছি।

আমার সব লেখা তোমার মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে এসেছে। যেমন টেলিপ্রিন্টারের মধ্যে দিয়ে খবর।

আমি বিশ্বাস করেছি জয়ন্তীর মত তুমিও একটি শারদ সংখ্যার প্রচ্ছদে পরিণত।

আমি কি রাস্তায় অফিস ফেরত ভীড়ের মধ্যে তোমাকে খুঁজে খুঁজেই সারাজীবন কাটাব। যে প্রচণ্ড মায়া ছিল আমার জন্যে যে করুণা—আমি সব জায়গা থেকে মার খেয়ে তোমার কাছে আসতুম যে একজন আছে যে চেটে দেবে—যেভাবে বাছুর আসে।

He took an afrodiasic before seeing her for the last time. In case of sexual

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

involvement, he must be strong enough.

জয়ন্তী তো রানার হাত ধরে সহমরণের দিকেই টেনে নিচ্ছিল যখন ভাবি, তোমার কথাই, ভেবেছিলুম রানা হয়ে যখন অসুখ করে বাড়ি ফিরি তোমার আর তোমার মেয়ের কাছেই ফিরছিলাম।

পুরী থেকে যখন ফিরি, তোমার সঙ্গেই ফিরছিলাম, বাঙ্কে শুয়েছিল তোমার মেয়ে। তুমি আমার মৃত্যু-অভিজ্ঞতা জানতে চাইছিলে। ওভাবে ভরতের বৌ চাইতে পারে না। রানা যেভাবে জয়ন্তীর কাছে আবেদন করেছিল সেভাবে তোমার কাছে আবেদন করছি। Don't kill the baby. জয়ন্তী যেভাবে রানাকে ছেড়ে হেমাঙ্গদের কাছে যেতে চেয়েছিল, সেভাবে আমি চাইছি।

I want to act like Rana to get you in marriage.

১৫ নভেম্বর ১৯৮৪

৮ নভেম্বর সুরঞ্জনা শেষ এসেছিল। ভরতের ঠিক সাহস হল না। সুপারিনটেনডেন্ট অনুবাবুকে সে দেখেনি। গলাটা ভারি। disapproching. ৭ নভেম্বর সে দীপুর অফিসে যায়। দীপু ঘরে নেই। বসে রইল। সামনেই ফোন। দীপু একটা যোগাযোগ করে দিল।

'তাহলে আপনি আমাকে কিছু ট্যাবস ফোনে দিন।' সু. বলল শিয়ালদার সিনেমার পাশে এক রেস্তরায়। কেবিন নয়। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসেছি সারারাত 'আজকাল' থেকে। ১১ নভেম্বর তুমবনি থেকে ফিরে ফোন করলাম। She agreed, we had sex. She had orgasm. ভরত বিছানায় যা-তা বলে sex করে। 'তোর এই পাছা, এ তো ৫টা বাঘের খাবার। এ শালা কি আমার একার কাজ।' কিছুদিন ধরেই বলছিল। সেদিন why dont you get married ইত্যাদি বলেছিল।

She left by herself. All alone. Met her at S. Bar and Restaurant.

মাঝে আরও দুদিন দেখা। কফিহাউস। কবিতা। তারপর রিকশা। upto A.

শেষদিনে ভ. বলল, 'দেখো, আমি ভাবছি আর একটু কম দেখা করব।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই বলছিলুম।'

'না মানে দ্যাখো, কফিহাউসে যাওয়া দরকার। এই যে লিখলাম তরুণ লেখকরা কী বলল জানতে পারছি না। জানা দরকার। তাছাড়া establishment-এর touch-এও নেই—ওদের সঙ্গেও যোগাযোগ নেই।'

'হ্যাঁ। সে তো নিশ্চয়ই। মাসে ১ দিন।'

'না-না অতদিন নয়।'

'দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছি। আপনি যখন সপরিবারে তুমবনিতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সময় আমাদের অফিসের একটা ছেলে—অনেকদিন ধরেই সে আমার ওপর ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছিল...আর সেটা কী সে রকম নয় যেভাবে আরো অনেকে—আমি ঐ সময় খুব একাও বোধ করছিলুম—ইলুকে কত বললুম, থাক-থাক—অন্তত পুজোর কটা দিন—সেই ছেলেটার ব্যাপারে ঐ সময়ই আমি প্রথম ভাবলাম, ও কেন নয়!

২৩ নভেম্বর ১৯৮৪

ভরত : রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমি আর ঘুমাই না। তোমার কথা ভাবি। কত কথা মনে পড়ে। তুমি বোধহয় সঞ্জয়ের কথা—তাই না?

সুরঞ্জনা : না, আমি আমার নিজের কথাই বরং ভাবি। সেদিন ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে কাজের মেয়ে দুটো শোয়, তাই আলো জ্বালালাম না। বসে রইলাম। গির্জার ঘড়িতে যেই তিনটে বাজল, অমনি এ-বাড়ি ও-বাড়িতে পরপর অ্যালার্ম। বুঝলাম, নভেম্বর, পরীক্ষা এগিয়ে আসছে তাই। আমারও স্কুল জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করল।

দাদার বিয়ের মেয়ে দেখতে আসমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম ব্যারাকপুর। দাদা একটা ক্যাসেট চালিয়ে দিয়েছিল—'যাবার বেলায় পিছু ডেকে কেন কাঁদালে আমায়...আমার এমন বুঝি মন নয়?'

'নয়' টাকে একটা দারুণ অভিমান-ভরা কাঁদো-কাঁদো '?' বসিয়ে দিল বলার সময়। ভরত মেয়েকে এসে জিজ্ঞাসা করল, কার গানরে?

'আশা ভোঁসলের।'

২৪ নভেম্বর ১৯৮৪

'আচ্ছা, আজ ৯ বছরে তোমার জন্মদিন কবে জানা হয়নি।'

'ভুলে গেছেন। কতদিন বলেছি। ১৪ আগস্ট সকালে বলেছি। ভুলে গেছেন বিকেলে। বলেছেন, মৃত্যুদিনটা জানার, মনে করার। জন্মদিন নয়।'

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ প্রথম দেখা। ১৪ আগস্ট ১৯৫৮ সুরঞ্জনার জন্ম।

২ দিন পরে ভরতের রাত তিনটেয় ঘুম ভেঙে গেল। সে সুরঞ্জনার কথা ভোর পর্যন্ত ভাবতে লাগল। মনে হল, 'আচ্ছা, মনে থাকবে বা কী করে বল তো? আমার মনটাই তো তোমার কাছে।' এ-রকম silly কিছু বললেও অন্তত খুশি হত।

সে কেন স্মার্ট নয়, ভরত ভাবল।

সঞ্জয় বলছিল এই সবুজ শাড়িটা বদলে আসবে কাল।

কাল শনিবার 'হৌ-হুয়ায়' গিয়েছিলাম আমরা। এই শাড়িটা পরে।

আমি বললাম, তুমি তাহলে ঐ গেঞ্জিটা পরে আসবে। এসেছিল।

তবে আর বলছ কেন কিছু হয়নি। তোমরা তো আমি তোমায় ভালবাসি বলেই ফেলেছ।

প্রসঙ্গ : ভরত রোজ জানতে চাইছে, সঞ্জয় ভালবাসি বলেছে কিনা, যার উত্তরে সুরঞ্জনা: আপনার বলতে ৩ বছর সময় লেগেছিল। তাও ইংরেজি বলেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

tuesday

১৩।১১।৫০

মৃত অনন্ত ঘোষের কথা যখনি উঠে, আমাদের চোখে জল নেমে আসে। সবাই তা লক্ষ্য করে। আমার ভাবনা তারা প্রত্যক্ষ করে। হেমচন্দ্র এক অন্ধকারে এলো। আমরা ঘনিষ্ঠ ও সুন্দর তাৎক্ষণিক আলাপ করেছি। সহজ [illegible] [illegible]।

লক্ষ্য করি যে আমার (তাদেরও) অনেক মেয়েরা এবং তা অনুমান যায় উঠতে চায় না। তা, পারে না।

আমি তাকে এইদেশক-আব দিই। এবং সোহরা [illegible] নামাই (তিনি আমার আপা।)

সমরেন্দ্র জন্ম-সংক্রান্ত টীকা আমার ভাই-বোন জানে। ওর সম্পর্কে কে পারে, যে ~~[illegible]~~ অবৈধ সন্তান ওর হয়ে গেছে তা ওর কিনা — ইত্যাদি।

আমি সারা জীবন ধরে বসছি দেখি — এখন এই অভিজ্ঞতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— সমরেন্দ্র, আমি সমস্ত কথা
বলি — টাকা-খানা নিয়ে অনেক
যা আমার নেই, যশ নেই,
সুখ বা খ্যাতি যখন আমার
আসে নেই — যেমন অনেক বা
চিত্র (কৃত) বা জীবন [illegible] (যে
সব উচ্চকাল (যেমন হয় না) —
— এরা সবাই আমার সঙ্গে
থাকে। যা অনুভূতি ও উপস্থিতি
আশেপাশে থাকে, তা আমি
সব সময় টের পাই। এ-সব
সাহিত্য নয়। জীবন নয়।
এ-সব আমার নিজের।
হয়ত লিখিনি বা, বাঁচিনি;
আমি পারি না।
শুধু আমি জানি, থাকো।'

আমি এ-বিষয়ে সমরেন্দ্রকে
এ-সব বলি (দ্র: রঞ্জনা সমরেন্দ্র-
হিসেবে লেখা হল। Injustice হল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৫

৮ জানুয়ারি ১৯৮৫
রাত ১২টা
তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি একা থাকতে শুরু করি। পার্কসার্কাসে। শামসেরকে[৩৩] বলি। ওর বাড়িতে। আমি একা থাকব। শনিবার বাড়ি আসব। আমি একা থাকা শুরু করি। অনুমতি দাও। নীচেই সই কর। অন্তত thumb-impression দাও।

১৯ জানুয়ারি ১৯৮৫
অনেকদিন পরে আজ সকালে বলরাম দে স্ট্রিটে গিয়ে ৫২ নম্বর বাড়ির খোঁজ করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম ১৭/১/বিএ বা ১২৫/৩ বা এমনি ৭২, ৯১, ২১৩ এই ধরনের odd নম্বরের তুলনায় even number-এর ঠিকানাই আমাদের ভাল লাগে।

১ মার্চ ১৯৮৫
আজ রাতে প্লেয়ারে যখন, 'ও আমার দেশের মাটি' (হেমন্ত)...মুন্নি বিছানার পাদদেশে দাঁড়িয়ে, বলছে : আজ একটা প্রেসি দিয়েছিল বাবা কলেজে...আমারটাই সবচেয়ে ভাল হয়েছে...দিদিমনি বলছিল...প্যাসেজটা ছিল...মানে ইংরিজিতে—কাকে আমরা হিরো বলব, ফিল্মস্টার, নেতা...নাকি তাদের যারা নীরবে কাজ করে যায়, মেডেল পায় না, পুরস্কার পায় না...

হঠাৎ ও মুন্নির পাশে দাঁড়িয়ে। একই স্বাধীন জীবন যখন ও আমার বৌ আর আমি বাড়িতে আগত অতিথিকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—'এই যে আমার বড় আর ছোট মেয়ে...'

আমার দুই মেয়েই হাসছে। অতিথিরা হাসছে..

In spite of sex—she becomes my daughter also. কোনো অসুবিধা নেই।

(রাইটার্স থেকে নিউ মার্কেট অবধি ফলো করা)
'We will find me hotter in bed.'
গল্পের শুরু : আচ্ছা কী ভবিষ্যতে হতে পারে আমাদের?
M : একাকীত্ব বাড়বে। পল ক্লোদেলের বোন। রদেনস্টাইন mistress রেখেছিল। যেমন সমর তালুকদারের[৩৪] ছেলে মরে গেল। ও কী এখন বুঝছে ব্যাপারটা কী। তুমি একটা ঘর দেখ।

'আমার সুব্রতর সঙ্গে যেতে ভয় করে না। ভালো লাগে। তোমার সঙ্গে করে।'
আগে নাম বলেছিল, 'সঞ্জয়'। কেন?
'কত একা হয়ে পড়ব কী করে জানব? এই যে সমর তালুকদারের ছেলে মরে গেল।—এতে কত সন্তানশোক ও কী এখন বুঝবে? কত বছর লাগবে বুঝতে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সিঁথিতে সিঁদুর পরলে কেমন দেখায় সব মেয়েরই জানতে ইচ্ছে করে।'

৬ এপ্রিল ১৯৮৫

শূন্য উপত্যকায় গির্জার ঘন্টার প্রতিধ্বনির মত একা—যা টিলায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। সংক্ষেপে: ঘণ্টার ধ্বনির মত একা আজ।

১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৫

কাল রাতে ঘুম এল না। ভোরে জানালা খুলে দেখি পিছনের বাড়ির বাগানে প্রচুর ফুল গাছ লাগিয়েছে। ফুল তেমন আসেনি এখনও; কিন্তু...মাঝখানে একটি পাতাবাহার...শাদা-বেগুনি-লাল ছিট পাতা...প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষা হয়।

এত ভোরে বহুকাল উঠিনি।

বারান্দার দরজা খুলে দেখি আমাদের নয়নতারা গাছে ৫টি গোলাপ তারা...গ্রিলের অপরাজিতা লতায় একটি শাদা অপরাজিতা। মনে পড়ল মুন্নি একদিন বলছিল, 'মা, আমাদের নয়নতারা গাছে খুব ফুল হয় না?' মাকে বলছিল। এভাবে, এসব বিষয়ে সে আমার সঙ্গে কমিউনিকেট কখনও করে না। মনে হল, চলে যাবে। মনে হল, মনে পড়বে। এইসব মনে পড়া bear করতে পারব তো! আমাদের ফুলগুলি যত সামান্যই হোক, কত বিনা-আয়াসে বিনা-যত্নে ফুটে উঠেছিল ও ঝরে গেছে কত অজান্তে। মুন্নি বা একটু জলটল দিত।

আলো ফুটছে বাইরে।

ভোরের খালি বাস। সাগ্রহে হর্ন বাজিয়ে যাত্রী ডাকছে। তাড়াহুড়ো নেই। তেমন একটা আন্তরিকতা আছে হর্নে। ইঞ্জিনের শব্দও অনেক কম কর্কশ। ঘুম-ভাঙার কোমলতা আছে তাতেও।

তার আগে একটি খোল-করতালসহ শোভাযাত্রা গেল। ভোরের নারীপুরুষ, কুয়াশায়, গায়ে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে। হরিনামের গান গাইতে গাইতে। অশিক্ষিত রক্তে তবু নবদ্বীপ কোলাহল করে। অন্তত শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত।

১৯৮৬

২৬ মার্চ ১৯৮৬

গত ২৩ ফের/দুপুরবেলা/২টো নাগাদ। বাথরুমে গিয়ে স্নান করব বলে (তাড়াতাড়ি) ডানহাতে টাবে গরম জল ঢালছি কেটলি থেকে এমতাবস্থায় ঈষৎ বাঁকিয়ে বাঁ হাতে কল খুলতে গিয়ে, ধরেছি কি ধরিনি, বাঁ-কানের পাশে গিয়ে পৌঁছল, থাকল ক' মুহূর্ত, তারপর মিলিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝলাম 'সটকা' লেগেছে। নড়তেও পারছি না। কিন্তু যন্ত্রণা। হয় কি? সটকায়? মনে পড়ল না। যদিও, ঘাম দেয়নি, বমি পায়নি ইত্যাদি—যন্ত্রণাটিও মুহূর্ত কয়েকের—এবং বুক-পিঠের সঙ্গে আপাত-সম্পর্ক নেই—তবু, বাঁ-হাতে উৎস এবং স্থান-মাহাত্ম্যের কারণে (বাথরুম) হার্টের ব্যাপার কিনা জানার জন্যে ডাক্তার এলেন। জানা গেল, তা নয়। নিউরলজিক পেন। বস্তুত, Brufen analgesic খেয়ে সেরেও গেল একদিনেই। যদিও ডাক্তারবাবু 'হার্ট অ্যাটাক আপনার হতেই পারে—এবং আজই—তবে এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না তার' বলে উড়ে যেতে পারে এমন ঘুড়িতে একটা বাহারি লেজ লাগিয়ে দিয়ে গেলেন।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত E.C.G.-তে মাইল্ড ইসকিমিয়া পাওয়া গেছে। ২৫ ফের E.C.G. হয়। তারপর, একমাস বাড়িতে Rest ও ওষুধ (Neocor)। ২৫ মার্চ দ্বিতীয়বার E.C.G. হল। 'Improvement on the previous E.C.G.' —এই রিপোর্ট। ওষুধ চলছে। ২ মাস পরে আবার E.C.G. হবে।

মুন্নির ব্যাপার এবার কিছু কিছু না লিখলে নয়। সাবর্ণীর ব্যাপারটাও note রাখতে হবে।

প্রসঙ্গত, আমি একটা গল্প শুরু করেছিলাম। ৩১ ফেব্রুয়ারি হরতাল আর ১৩ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজো—একটা লোক ১২ তারিখে ছুটি নিয়েছিল। বৌকে বলেনি এই প্রথম। ১২ তারিখেই তার stroke হল। গল্পের বিষয় ছিল সে (নিখিল), তার কোন Premonition ছিল নাকি এটা স্রেফ কাকতালীয়। নায়ক এটাই বিভিন্ন সূত্রে তদন্ত করে জানছে। ইত্যবসরে আমার নিজের stroke! এমনটা এই প্রথম। ঘরে সাপ বেরয়, তবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি লিখতে শুরু করে দিই 'সাপের চোখের ভিতর দিয়ে।' সাপটা তখনো লুকিয়ে আছে কোণায়। এই প্রথম আগে রামায়ণ। তাই রামও চটপট এসে পড়লেন।

তবে এ যদি মৃত্যুর প্রথম ঘণ্টা হয়, তবে কিন্তু গল্পটি রীতি-গর্হিত হয়নি। কেন না, সাপ তো লুকিয়েই রয়েছে। হার্ট-স্ট্রোকে মৃত্যু—সাপের ছোবল ছাড়া কী। A snake in the darkness of the Veine some where. তবে রাম আসার পরেই পূর্ববৎ রামায়ণ শুরু হয়েছিল। তবে লেখাটা এগোল না কেন?

১২ মে ১৯৮৬

জীবন একটা unproductive নারীর গায়ে দামি বেনারসির মতন।

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

১৬ সেপ্টেম্বর ১০৩ নং ফ্লাইটে মুন্নি আমেরিকা গেছে। ছাড়ার কথা ১৫ রাত ১২-৪৫। প্লেন এল ১৬ সকালে—গেল ৯ টায়।

যাবার সময়—কাচের দেওয়াল গ্যাংওয়ের মধ্যে মুন্নির কিট ব্যাগ নামিয়ে রাখা। মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদা। ওহো, সে একটা impact বটে। যেন, বলছে—বাবা, আমায় রাখতে পারলে না? নিরাপত্তা দিতে পারলে না? অথবা—সান্ত্বনা ব্যাখ্যা: বাবা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা এত ভালবাসতে জানতাম না।

লন্ডন থেকে ফোন। স্নেহাংশুর ছেলে। safe so far। ওয়াশিংটন থেকে ফোন : বাবা, পৌঁছে গেছি। সেদিনই রাত্রে : বাবা কেউ নেই। একা। (কাঁদছে) মন কেমন করছে।

শুনতে শুনতে রিনা কেঁদে ফেলে। ফ্যালে। ফোন কেড়ে নিই। পরদিন রাত ১১টা নাগাদ আতঙ্ক। 'বাবা, একা লাগছে।' ঐ বুঝি ফোন এল।

উপন্যাসের শুরু

২০ সেপ্টেম্বর ভোরে শেখর ভাবছে ইন্টারভিউ করে দিয়েছি সুপর্ণার। আজ যদি সে নিয়ে ডিসকাস করতে বলি। পিংকে তো চলে গেছে। বৌ-নমিতা দাদার বাড়িতে। to discuss the interview আসুক ওদের ফ্ল্যাটে। দুপুরে। পাছার যেটুকু উথলে উঠেছে কোমরের কাছে—তাতে জাগবেই। সে ইমপোটেন্ট। সে চায় একজনের কাছে জাগুক। তাই মেয়ে খুঁজছে। সুপর্ণা জাগাবেই। নমিতার দাদার বাড়িতে এইসব ভাবছে। এমন সময় মেয়ের ফোন।

আহার-নিদ্রা এবং মৈথুন—এই তিনটি। এছাড়া পায়খানা-প্রস্রাব। মৃত্যু-পর্যন্ত যে জীবন—এর বাইরে তা থাকতেই পারে না। আহার নিয়ে যায় মৈথুনের দিকে—মৈথুন ঘুমে। এভাবে সেই ঘুমিয়ে পড়া যা থেকে জেগে ওঠা নেই। প্রকৃতি-ফ্রকৃতি না হলেও চলে।

১০ অক্টোবর ১৯৮৬ : সপ্তমী

১৬ সেপ্টেম্বর মুন্নি গেছে। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৩ দিন পরে ওর আমেরিকা থেকে লেখা যে চিঠি এসেছে তা ভয়াবহ। ও ওখানে থাকতে পারছে না। চিত্তর[৪৭] ছেলেরা ওর সঙ্গে কথা বলে না। 'দুটি আমেরিকান বাঁদর।' ও লিখেছে। 'কী এমন অপরাধ করলাম যে এই আস্তাকুঁড়ে পাঠিয়ে দিলে' ও লিখেছে। এই চিঠির কথা রিনা আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বলছে। 'প্রতিদিন রাত ১২টা থেকে জেগে থাকি। কারণ, ওদের তখন বেলা ১২টা।' তার মানে মুন্নি একা। বিশাল খাটে, বিশাল বাড়িতে একা শুয়ে। 'ফ্রিজভর্তি খাবার। কিছু খাই না।' ও লিখেছে, রাত্রে ১ ঘণ্টা ঘুমুই না।'

চিঠি লিখেছে রাত দুটোয়। কাঁদতে কাঁদতে। লুকিয়ে পোস্ট করেছে। ওহো, একী করলাম।

রিনার কান্না যখন শুনছি, তার আগে সম্পূর্ণ মদ্যপ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে বরানগর ছাড়িয়ে দূর নিয়োগি-পাড়ায় চলে যাই।

রিকসায় ফিরি।

তারপর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এই অপ্রত্যাশিত চিঠির খবর। আমরা জানতাম ভালই আছে। ভালই হবে ওর। কিন্তু একী। ভাবতে পারছি না কিছু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১ ডিসেম্বর ১৯৮৬

কেষ্টবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু। সামনের ফ্ল্যাটের। ৪২ বছর একসঙ্গে। ৯টি ছেলেমেয়ে। শেষ দুটি মেয়ে এখনো অবিবাহিতা। বলছিলেন, পরশুদিনও নেমন্তন্ন খেতে গেছে (বড় অসুখ থেকে সেরে উঠে) ঐ চারুবাবুদের বাড়ি (গর্বের সঙ্গে) চেনেন তো আপনি ঐ চারু মার্কেট চারু এভেনিউ কাছেই। শবদেহ বেরিয়ে গেছে মাত্র ৫ মিনিট আগে।

'শি ওয়াজ সো স্পোর্টস লাভার। খেলোয়াড়দের নাম মুখস্ত। যা চাইত ছেলেরা দিত। 'হোপ ৮৬' দেখতে যাবে বলে বায়না ধরেছিলেন। ৬২ বছরের বালিকাটি। ফ্রিজ, টিভি, ৯টি ছেলেমেয়ে, জামাই, নাতিনাতনি ও ফ্ল্যাট কেনার সম্ভাবনা ছেড়ে চলে গেলেন।

'অসুখ থেকে সেরে উঠছিলেন। আশা জেগেছিল।'

ব্রেন হেমারেজ।

'ইনভ্যালিড হয়ে থাকত, ভালই হয়েছে।'—কেষ্টবাবু।

'তবু তো বেঁচে থাকত', আমি বললাম।

স্মৃতি

১। In absence of Rina চা করতে গিয়ে দেখি তৃনার কাপটা তুলে রাখা হয়েছে।

২। ডা. জয়ন্ত সেনের[৯৮] ফোন খুঁজতে গিয়ে দেখি শুধু ডাক্তারের নং-টা তৃনার হাতের লেখায়। এক পাতায় লেখা যেন বলছে—ঐ দিকে। হস্তাক্ষর দেখে ঝিরঝির করে ওঠে বুকের মাঝখানটা। Physically ঝিরঝির করে।

AMARBOI.COM

১৯৮৭

৮ জানুয়ারি ১৯৮৭

১। স্কুল মাস্টার প্রকাশের সঙ্গে বাজারে দেখা। কমবেলা থেকেই বৃদ্ধ দেখতে। তাই আর বুড়ো হয় না। আমি 'ভালো?' জানতে চাইবার আগেই বাঁ-দিকে ঘাড় কাৎ করে সে স্মিত-হাস্যে বাজারের শূন্য থলি হাতে সে 'ভাল' এটা জানিয়ে গেল।

২। আজ বসন্তের প্রথম হাওয়া। মাঝে মাঝে এক-আধদিন এ-জীবনে নিশ্চয়ই ভাল ছিলাম। জেলগেটের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম উন্মুক্ত রাস্তায় আইসক্রিমওয়ালাকে।

৩। উপন্যাসের আরম্ভ: হাওড়ার বাড়ির গোলবারান্দা থেকে, এরোপ্লেন ওড়ানো (কাগজের), সেই সূত্রে, সেই মুহূর্তে মুন্নিকে নিয়ে জেট প্লেনের মেঘের মধ্যে ঢুকে যাওয়া। কাগজের প্লেনটাই যেন দু'হাতে আঙুলের স্পর্শে প্রপেলর ঘুরিয়ে জেট প্লেন হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর উড়ে যেতে যেতে মেঘের মধ্যে ঢোকার আগে আবার ছোট্ট হতে হতে গর্জনহারা সেই কাগজের প্লেনটা হয়ে গেল।

১৭ জানুয়ারি ১৯৮৭

বিশেষত দেশপ্রেমের গানগুলো যখন শুনি ('একলা চলো রে' ক্যাসেটটি) তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাছেই আমাদের ঋণ—বাবা-মা'র কাছে কোনো ঋণ নেই।

'ও আমার দেশের মাটি' গানে 'অনেক তোমার খেয়েছি মা'—এই 'খেয়েছি' বা মায়ের নারীত্ব ভুলে গিয়ে 'বৃথা তুমি শক্তি দিলে শক্তিদাতা'—এই 'শক্তিদাতা' সম্বোধন—এইসব...এর সততার তুলনা পাই না। পৃথিবীতে অনেক জাতি জন্মেছে—জন্মাবে—কেউ রবীন্দ্রনাথ পায়নি। কখনো পাবে না। এ জিনিস হতে পারে না। হয় না।

১৯ জানুয়ারি ১৯৮৭

'আঃ! এই শীতের রাতে খিঁচুরি আর আলুলু ভাজা!'

থাকি মার্কেটের ওপরে। বড় রাস্তায় অটো ধরতে বাজারের ভেতর দিয়ে গেলে শর্টকাট হয়। ব্যাপারিরা এতদিনে অনেকেই নামে চেনা। সমস্ত বিপদ-আপদে এঁরাই আমাদের বন্ধু। আগুন লাগল ৮ নং ফ্ল্যাটে। ছুটে এল দলে দলে। কেউ মারা গেলে শ্মশানসঙ্গী হয়। এঁরা আছে বলে কোনও ফ্ল্যাটে আজও ডাকাত পড়েনি। বাজার রাত দুটোয় ঘুমোয়। ৪টায় জেগে ওঠে। চিনি এদের কণ্ঠস্বর।

এখন চেঁচাচ্ছে সবজিঅলা রসময়। এখানে সি আই টি ফ্ল্যাটে আসার প্রথম দিকে বাজার করতে গেলে সে একদিন সকালবেলা 'উইলিয়ম শেক্সপিয়র' বলে চিৎকৃত স্বগত-ঘোষণা করেছিল। যে ধ্বনি ও স্বরে ভক্ত 'বোম শংকর' বলে থাকে। আমি সদ্য ওর দোকান ছাড়িয়ে এসেছি। নিঃসন্দেহে আমারই উদ্দেশে এ প্রণতি। লিখিটিখি শুনেছে আর কি। কেন উইলিয়ম, কেন শেক্সপিয়র—এত কবি সাহিত্যিক থাকতে—সেটা রহস্যই থেকে গেল। সম্ভবত নিজের গুরুত্ব বাড়াতে। 'বং-কি-ম-চ-ন্-দ্র' বললে কি তত আকর্ষণীয় হত, যত উইলিয়ম শেক্সপিয়র বললে হতে পারে, হয়ত মনে হয়েছিল তার। তাছাড়া, শেক্সপিয়র বলতে পারলে, কেন-বা বঙ্কিমচন্দ্র বলবে। কেই-বা বলে।

আমি ঘুরে দাঁড়াতেই শিবনেত্র হয়ে গেল। এখানে লোকেদের চালচলন, মেজাজ, সম্পূর্ণ আলাদা। আদিতে চেতলা আর কালীঘাটের মধ্যে ছিল একটা কাঠের ব্রিজ। অনাদিতে তাও ছিল না। স্রেফ একটা কাটা খাল। নৌকা ফেলা থাকত। তার ওপর দিয়ে লোক আসত। জোয়ার এলে খালের জল উঠে আসত রাস্তায়। এখনও আসে। আমি শুনেছি, অতীতে অধুনা লুপ্ত 'রূপাঞ্জলি' সিনেমায় নাকি স্লাইড পড়ত 'বান আসিতেছে, পা তুলিয়া বসুন।' সত্যি-মিথ্যে জানি না। কাঠের ব্রিজের পাশ দিয়ে সিমেন্টের ব্রিজ হল। কিন্তু, খালের ওপারে কালীঘাট কি আদি ভবানীপুরের হাওয়া তবু এদিকে এল না। চেতলা থেকে গেল তার নিজস্ব ঘরানায়। এর আগে থেকেছি বরানগরে। তার আগে দমদমে কিছুদিন। আর, হাওড়ায় তো আমাদের বাড়িই আছে। বরানগরে নামগন্ধ নেই বাগবাজারি লপেটা চালের। সেও ওই মাঝখানে একটা খাল আছে বলে। দমদমে কলকাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়নি কেষ্টপুর খালের কারণে। আসলে, কলকাতার একটা জলভীতি আছে। যে জন্যে জলাভূমি পূবে বাংলায় কলকাতা কোনোদিন পা ধুতেও যায়নি।

হাওড়ার কথাই ধরা যাক। মাঝখানে বিশাল পতিতোদ্ধারিণী। দু'দুটো শতাব্দী পেরিয়ে গেল। কলকাতা সংস্কৃতি যে গঙ্গা পেরোতে পারল না, সেও ওই জলাতঙ্কের কারণে। এমনকি যুদ্ধের সময় ২/১ ঘণ্টার জন্যে রোজ খুলে রাখা হত হাওড়া ব্রিজ। ওই সময় বড় বড় জাহাজ যেত ব্রিজের তলা দিয়ে। ততক্ষণ হাওড়ার লোক দাঁড়িয়ে থাকত ওদিকে। অধোবদনে অপেক্ষা করত। ততক্ষণ কলকাতায় ঢোকবার পারমিশন নেই। বাবার অফিস কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রিটে। ব্রিজটা হেঁটেই পার হতেন। অফিসে লেট হত। যদিও কখন থেকে কখন ব্রিজ খোলা থাকবে তা কাগজে বেরোত। কিন্তু তখন ঘরে ঘরে কাগজ রাখা হত না। সর্বাধিক প্রচারিত 'যুগান্তর' ছিলে মেরেকেটে ৫০ হাজারে, অবিভক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা সব মিলিয়ে। মোট কথা, স্টেশন ছাড়া আর কোনও কারণে হাওড়াকে কলকাতার প্রয়োজন হয়নি।

তো, এমন নালঝরা আন্তরিকতা ছিল রসময়ের প্রার্থনায়, যে, বধির তাই, নইলে ঈশ্বরও সাড়া দিতেন। আমি বাথরুমে পর্দা তুলে 'তাহলে এখুনি চলে এসো' বলে পর্দা টেনে দিই।

সম্ভবত, আমাদের ফ্ল্যাট থেকেই খিঁচুড়ির গন্ধ তার নাকে গিয়ে থাকবে। 'অ্যাঁ!' বলে উঠে রসময় সেভাবে শিবনেত্র হয়, যেভাবে একদিন 'উইলিয়ম শেক্সপিয়র' ঘোষণা করে হয়েছিল। তার মাথা ঘুরতে থাকে। ঠিক কোন ফ্ল্যাট তাকে আওয়াজ দিল তা সে ধরতে পারে না।

সিঁড়ির নীচে থেকেই বাজার। কবি কালিদাস নিত্যনতুন ছড়া না কেটে সবজি বিক্রি করতেই পারে না। যেমন: আসুন দাদা/দেড় টাকা বাঁধা।...ইত্যাদি

বাজারে এমন কত অভিজ্ঞতা হয় তার ঠিক নেই। ও পাড়ার Y-বাবু নামজাদা অধ্যাপক। একদিন মাছ-বাজারের নিরাপদকে বললেন : 'ও নিরু, তোমার একটি সিঙি নর্দমায় পড়ে যে।'

নিরাপদ (হাসতে হাসতে) : থাকুক মাস্টারমশায়। থাকুক কিছুক্ষণ। নেকাপড়া শিখুক।

Y-বাবু প্রম্পট শুনতে না-পাওয়া অভিনেতার মত কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

তবে সাহিত্যিক বলে মুখঝামটা গতকাল যা খেয়েছি সেটাই বর্ষসেরা। আমি জানতে চেয়েছি হামিদের কাছে, 'কী গো, পটলে বিচি হবে না তো?'

আমার কনুই অবধি পৌঁছুবে না এমন এক প্যান্টালুন-শার্ট পরা বৃষস্কন্ধ ব্যক্তি আমাকে বললেন : 'শুনেছি, আপনি এঁকজন লেখক। আমার স্ত্রী আঁপনাকে টিভিতে দেখিয়ে তাই বঁললেন।'

আমি চুপ।

রীতিমত ভর্ৎসনা করে বললেন, 'বিচি বলেন আপনি? সাহিত্যিক হোঁয়ে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি কী বলেন?'

'কেন। দানা বলতে পাঁরেন না?'

'দানা তো বেদানার হয়।'

'কেন?' ভদ্রলোকের ফর্সা মুখ টকটকে লাল, 'আর কোনও শব্দ কি নেই?'

'আছে একটা। অণ্ডকোষ। কিন্তু 'তোমার পটলে অণ্ডকোষ আছে নাকি হে হামিদ' কি ভাল লাগবে শুনতে?' কথার পিঠে এরকম বলতে গিয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। এত বড় বড় চোখ থাকে শুধু প্রস্তরমূর্তির। আর সেখানে শেষ চাহনি যা লেগে থাকে সাধারণত তা হয়ে থাকে অন্ধের। সেখানে ক্রোধ কখনও দেখিনি।

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

রাস্তার ওপারে দোতলার ছাদ জুড়ে পোলট্রি। প্রায় পুরো ছাদটাই জালের ঘর।

'কোনও ভোরে মোরগ ডাকে না তো?' রিনার কাছে জানতে চাই, 'তুমি শুনেছ কখনও?'

'পোলট্রির মোরগ বোধহয় ডাকে না' রিনা বলল।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

অরুণা ভৌমিক নামে এক লেখিকা রাঁচি ঘুরে এসে 'অমৃত'-তে একটি ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন। দশম ফলস্ দেখতে গিয়ে আর একটা জিনিস তিনি দ্যাখেন। ঝর্নার ধারে খুব কাছে প্রথম কিছু চেয়ার এনে বসানো হল। তারপর জনাকয়েক স্কুল ড্রেস পরা কিশোর কিশোরীকে কোলে করে বসানো হল চেয়ারগুলোয়। তারা প্রত্যেকে অন্ধ। তারা চেয়ারে বসে দশম ফলস্ দেখতে লাগল। পড়তে পড়তে যা দাঁড় করিয়ে দেয় তা হল, সংখ্যায় তারাও দশজন। গুনে দেখেছেন অরুণা।

AMARBOI.COM

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

কাগজে একটা ছোট্ট খবর। একজন ছেলে *(এই ছেলেটিই পরে চন্দনদস্যু নয় তো?)* চাকর বীরাপ্পান (হায়দরাবাদ) বন্ধুদের সিনেমা দেখাবার জন্য মাত্র ৩০ টাকা নেবে বলে উকিলবাবুর আলমারি খুলে দেখে দু-থাক ভর্তি থরে থরে সাজানো নোট। সব ১০০ টাকার। সে তাই একটি বান্ডিল নেয়। সে এই কথা বিচারপতিকে বলেছে। জেল হয়েছে ছেলেটির। 'পুলিস প্রায় সব টাকাই উদ্ধার করেছে।'

তারিখহীন

—একদিন আমি বলতাম, এরপর তোমাকে কবে আসতে হবে। এখন থেকে তুমি বলবে আমি কবে আসব।

—সোমবার এসো (৩ দিন পরে)।

—কোথায়?

—এখানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কখন?

—৬টায়।

—ঠিক ৬টায়?

—ঘণ্টাখানেক দেখবে। ঠিক এক ঘণ্টা। একান্ত না এলে বুঝবে ছাড়েনি। তাহলে ফের ৩দিন পরে। এখানে, ওই সময়।

—যদি সেদিনও না আসো।

—দু'দিনের একদিন নিশ্চয়ই আসব।

—দ্যাখো, এরপর যে কোনও আত্মসম্মানসম্পন্ন লোক হয়ত বলত তাহলে আমি আর আসব না।

—এত বড় কথা বললে?

—বললাম কই। বললাম, বলত। হয়ত। কিন্তু বলা তো গেল না। মৃত্যুর আগে কেউ তো মরে না।

'ক্যানোও!' রুবি হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল, 'কেন বলছ এমন কথা।'

রুবি যখন এরকম করে ফেলে, এখনও জীবনে উপহার পাওয়ার আনন্দ ঘনিয়ে আসে আমার মনে। আমার অস্তিত্ব থেকে সে অনুরণন তখনও মুছে যায়নি। কিন্তু রুবি সামলে নিয়েছে নিজেকে।

'দ্যাখো, এটা একটা নেসেসিটি।'

রুবি যা করতে চলেছে, আমি বুঝি। তার দশ বছর ধরে প্রেম করা শেষ। এবার সে বিয়ে করবে। একটি অধ্যায় শেষ। সে এবার সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করবে। আমাকে ফেলে যাচ্ছে কুমারী মাতৃত্ব অবৈধ সন্তানের মত।

রুবি আমাকে নিয়ে গেল টি জি ছাড়িয়ে ভবানীপুর রোডের নির্জন সেমেটারিতে। শত শত মৃতকে সাক্ষী রেখে সে বলে গেছে, ক্ষীণ হলেও একটা যোগসূত্র আমাদের থাকবে। কী আশ্বাস দিতে চায় সে। রাজাকে তার রাজস্ব দিয়ে যাবে? বঞ্চিত করবে না?

১৯৮৮

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

ব্রেখটের[১১] কাছে এসেছে কিছু তরুণ। 'আমরা কিছু বামপন্থী তরুণ ঠিক করেছি...' বাধা দিয়ে ব্রেখট বললেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও! তোমরা যে বামপন্থী, এটা কি সাব্যস্ত হয়ে গেছে? তোমরা কি ডেন্টিস্টের কাছে জেনেছ যে, হতে পারো তরুণ, কিন্তু তোমরা ফোকলা নও?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫ নভেম্বর ১৯৮৮

চেতলা

ঠিক এক বছর হল চেতলায় এসেছি। এখন আর জার্নাল লেখার ইচ্ছে নেই। পাছে ভুলে যাই, তাই কিছু কিছু Notes এখন থেকে। যেমন, একটা T. V. Serial হতে পারে নাম করা লোকদের একটা ছুটির দিনে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দেখানো। দাঁত মাজা থেকে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত। শুটিং হবে তার নিজের ফ্ল্যাটে। বানানো ব্যাপার ঠিক না। ক্যামেরা শুধু তার পিছন পিছন ঘুরবে। ছুটির দিনে যারাই বাড়িতে আসুক সবাই হবে চরিত্র। যতগুলি ফোন আসবে সব ধরতে হবে।

১৯৮৯

৩১ জানুয়ারি ১৯৮৯

খসড়া

একটি মেয়ে। নাম রুবি। তার বিবাহিত প্রেমিক। হোটেলে তাদের দেখা হয়। স্ত্রী সুমিত্রার অজ্ঞাতসারে sex হয়। তাদের দাম্পত্য ছিন্নভিন্নায়।

ডায়ালগ :

রু। কাল ছিল প্রসাদের বিয়ে।

রুবি প্রসাদকে হিসেবের মধ্যে ধরেছিল।

রু (অন্যদিন)—স্বর্ণালী বলেছে শ্যামলকে বিয়ে করবে। রাজি হয়েছে শেষ পর্যন্ত। আমি খুব খুশি। বললাম, তাড়াতাড়ি দিন ঠিক কর। নইলে আবার মত পাল্টাবে।

আর একদিন

হে। সোমবার কেন, তার আগে শনিবার এসো না।

রু। না। তুমি তো বলেছ দু'একটা ট্রাই করতে।

হে। করছ নাকি?

রু। হয়তো করছি।

হে। যদি সিরিয়াস হয়—নাথিং লাইক ইট, I shall be happy. দেখবে এবার আমি বাধা দেব না সরে যাব। একটু পরে হাঁটতে হাঁটতে,

হে। দ্যাখো আমার সিচুয়েশনে যে কোনো লোক তোমাকে সেক্সুয়ালি এক্সপ্লয়েট করে নিত। আমার তো বয়েস হচ্ছে।

তারিখহীন

শশাঙ্ক । কী ব্যাপার আজ এত অন্যরকম কেন?

অমিয়। সূর্যাস্ত!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শশাঙ্ক। এই দুপুরবেলায়?

অমিয়। দেখুন আপনার মত আমার দিনে একটা সূর্য নয়। এখানে অনেক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। একটু আগেই একটা সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। এখন অন্ধকার।

তারিখহীন

নায়ক চরিত্রদের নাম—সত্যেন, অমিয়, চঞ্চল, অনাদি।

নায়িকা—শুভলক্ষ্মী, শেলি, ঝর্না, অঞ্জনা, বুলবুলি, বনানী, বনজা।

উপন্যাস-খসড়া

১

রুবিকে মঞ্জুদি (ইনসপেক্টর) : দ্যাখ, নিজের হাতে ডিলারের কাছ থেকে টাকা নিতে ভয় করে। যদি কোথাও যেতে বলে।

(শুনে) অমিয় : এভরি উওম্যান উড ফিল লাইক দ্যাট। হ্যাভিং আ প্রাইস।

রুবি : না, সবাই নয়। ডিরেক্টরেটও তো এসেছে কুপার্স ক্যাম্প (বাস্তুহারা) থেকে। আমরা এসেছি নিজের যোগ্যতায়। পরীক্ষা দিয়ে। আমরা কাজ জানি। ছেলেদের ওপর নির্ভর করি না। আমরা টাকা নিলে ইনসপেক্টর হিসেবেই নেব। মেয়ে হিসেবে নয়।

অমিয় (অন্য সময়ে) : Honesty, this name is Ruby.

অমিয় (মনে মনে) : শুধু তা কেন। তুমি আরও বলতে পার, ভাল ছেলে-টেলে দিন। হোটেল বুক করুন।

রুবি : আমি ২ জনের সঙ্গেই অ্যাফেয়ার কী করে চালিয়ে যাব! আমার আগে একটা অ্যাফেয়ার ছিল, এটা তো দোষের কিছু নয়। কিন্তু এখন যখন আমি সর্বজিতের সঙ্গে মিশছি—তখন আর একটা অ্যাফেয়ার থাকতে পারে না।

অমিয় : আমি হারাব আমার সঙ্গিনীকে। আমি কার সঙ্গে কথা বলব। কে আমার কথা শুনবে। বাড়িতে কিছু বলা তো গত ১৫ বছর ছেড়ে দিয়েছি। জেমাকে সিরিয়াল কেমন দেখলাম বলতে যাচ্ছিলাম মনে হল কী হবে বলে, কদিন পরেই তো আর বলতে পারব না।

এতদিন তুমি বলেছিলে বিষ এনে দাও। আজ আমি বলছি, তুমি এনে দাও।

এতদিন আমি বলতাম এরপর তুমি কবে আসবে।

এখন থেকে তুমি বলবে আমি কবে আসব।

রুবি : সোমবার এসো (৩ দিন পরে) তারপর ১৫ দিন পরে। অ্যাঁ?

অমিয় : আমি চাই তোমার আমাকে মনে থাকুক। তুমি যা বলবে তাই হবে।

রুবি : এতটা ছেড়ে দিও না। তুমিও কিছু বলবে।

অমিয় : আমার আয়ু আর কতদিন? কবে ফাঁসি? তখন তো ফাঁসির আসামীকে ভিজিটিং আওয়ারে দেখা দেওয়া। তাই না!

মারসোর সঙ্গে দেখা করতে আসত তার প্রেমিকা। কারাগারে। এই সিচুয়েশনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনার জন্যে কাসুকে খুন করাতে হয়েছিল নায়ককে দিয়ে। অথচ, সে-সব কিছু না করেই শুধু ভালবাসাই আমাকে এখানে এনে দাঁড় করাল।

২

—আমি গত ১৫ বছর ধরে তোমার ওপর ডিপেন্ড করতে শিখেছি। অফিস, বাড়ি, সব ব্যাপারে—অসুখ-বিসুখ তোমার পরামর্শ। যা বলেছি তাই করেছি। এখনও যা বলছ তা করব। আস্তে আস্তে সরে যাব। তুমি যে রাতারাতি—কাল ভোরেই আমাকে লটকে দিচ্ছ না—সে জন্য কৃতজ্ঞ।

রুবি : হ্যাঁ, এটাই তোমার সমস্যা। এই ডিপেনডেন্স।

অমিয় : হ্যাঁ, Whom to fall back upon ?.

রবি : (চুপ)

অমিয়: কিন্তু কী জানো, আমরা দুজনেই ভাবের ঘরে চুরি করছি। আসল সমস্যা হল আমি তোমাকে ভালবাসি। এটাই সমস্যা। এবং তোমার ক্ষেত্রেও যদি তাই হয়—তাহলে এটা জেনেই fall apart করা ভাল। এতে complications কম হবে। এই 'চুরি' না করলে।

রুবি : (চুপ)

কিছুক্ষণ পরে—

রুবি : আমি তো বলেছি এটা একটা requirement। প্রয়োজন। ভালবাসার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আমার প্রয়োজন একসঙ্গে এক ছাদের নীচে থাকা। একটা security. বাবা-মা মারা গেলে—একা এ সমাজে থাকব কী করে। কোথায় থাকব। আমার কারণ যৌন নয়। সন্তান নয়। ফ্যামিলি নয়। আমার স্বামী impotent হলেও থাকব। আমার শুধু একা থাকার ভয়।

AMARBOI.COM

তারিখহীন

চিত্তর হয়ে বাবার শ্রাদ্ধ করতে যাওয়া।

তারিখহীন

একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ফোর্থ কভারে পাতা জুড়ে বেরিয়েছে 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সজাগ হোন।' নীচে পত্রিকার নাম লেখা। অর্থাৎ পত্রিকার তরফে। আচ্ছা, যদি একটা রেড়ির তেলের বিজ্ঞাপন পেত ওখানে, ওদের কি তাহলে ফ্যাসিবাদের কথা মনে পড়ত?

তারিখহীন

খসড়া (গল্প)

একটা লোক একদিন রাতে পর পর ৫টি সিগারেট খায় ভাত খেয়ে। যুক্তি কাল থেকে আর খাবে না। ডায়েরিতে লেখে L. C. অর্থাৎ লাস্ট সিগারেট।

পরদিন একটি সিগারেট ধরায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

কালীকৃষ্ণর সঙ্গে মদ্যপান। মুন্নির হাম হয়েছে। রাত এখন ১১-২০। বরুণ কাল হাসপাতালে ভর্তি হবে। আজ খুব অ্যাংসাস দেখলাম। আমি ওর জন্যে কিছুটা চিন্তিত। আমি জানি, ও বেঁচে যাবে। I know, for sure.

তারিখহীন

গল্প শুরু

যে রোজ একদিন-একদিন করে বেঁচে থাকে—সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি সে দেখে কালকের দিনটাও তাহলে কেটে গেল—তাহলে বিছানা ছেড়ে দৈনিক দুশ্চিন্তায় পা রাখার আগে পর্যন্ত তার বেশ ভালই লাগে। সেদিনটাও ছিল এমনি। মাত্র কিছু মুহূর্তের ভাল লাগা নিয়ে সে চাইছিল বিছানায় শুয়ে থাকতে।

২০ পয়সা নিয়ে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে। যে জল তোলে প্লাস্টিকের পাম্প-সু পরা সেই দেহাতি হিন্দুস্তানি রামসেবক লোকটা বোকা। আজ তার জল তোলার দিন নয়।

Theme of a story

রুবি। কাল এত মনটা খারাপ ছিল। সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল, তুমি অপেক্ষা করছ আর আমি যেতে পারছি না। I felt so sorry about it.

তারিখহীন

৫৫ বছর বয়সে দু'জনের প্রতি বন্ধুতা আছে বলে জানি—১। বরুণ চৌধুরী ২। পার্থ চৌধুরী। আমার জীবনের অনেকটা সময়ই গেছে ওদের বন্ধুত্ব উপার্জনে।

এ নয় এরা দুজন সেইকিছু ঠিক যেমনটা আমি চেয়েছিলুম। তাছাড়া কী চাই তা কখনও স্পষ্ট থাকে না। পাবার পর চাওয়া স্পষ্টতা পেতে থাকে। ফারাকটা তখন চোখে পড়ে যে কী চেয়েছিলাম আর কী পেলাম।

১০ মার্চ ১৯৮৯ (লাল কালিতে লেখা)

কেন যে লালে পড়ল তারিখটা। কেন উল্টোদিকে লিখলাম ভুলে। রেড লেটার্ড ডে—মানে কী ? ভালো না মন্দ। আজ বরুণের অ্যাঞ্জিওগ্রাফ হবে। একটা ছোট্ট কাগজে ও লিখেছে (পড়ল)—'এসব না করে যখন আর উপায় নেই, মানুষ তখনই এসব করে। যখন মরে উপায় নেই, তখনই না মানুষ মরে।' হি হ্যাজ অ্যান একসেলেন্ট সেন্স অফ হিউমার।

যে লোকটা ওর রোমরাজি কাটতে এসেছিল, কজন পেসেন্টই বা তার সম্পর্কে কৌতূহলী হবে। বিশেষত ক্যালকাটা হসপিটালের বুর্জোয়া পেসেন্টরা। ও কিন্তু জানতে চেয়েছিল আর তাই জানতে পেরেছে ওর নাম—দেবেন্দর ঠাকুর।

আমার আলোচ্য বা কৌতূহলের বিষয় অন্য—যার note আমি রাখতে চাই। আমি ওকে বললাম, তুই পড়তে ভালবাসিস, তাই এই লিটল ম্যাগগুলো আনলাম। এভাবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরোপ করা হয় যখন বলা হয়—আপনি তো জানেন যে এসবই তো আপনার জানা। (উদা: আপনি তো জানেন যে ঐ ব্যাপারটায় আমি নির্লোভ!) আসলে আমি কিছুই ভালবাসি না। আমি কিছুই জানি না। এগুলো আরোপ করা হচ্ছে যে আমি জানি। আমি এটা বা ওটা ভালবাসি। যে বা যারা আরোপ করছে— এতে তাদের সুবিধে। আমার নয়।

তারিখহীন

কেউ কেউ পাঠক! সকলেই নয়। বাংলাদেশে অনেক কিছু হয় না। সাহিত্য বা শিল্পসমালোচক বলে কিছু হয়নি। হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে লেখকদের ডাকা উচিত।

ছাত্রদের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মুক্ত-বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা। যেখানে কবি-সাহিত্যিকদের কাছ থেকে তাঁরা সাহিত্যের পাঠ নেবেন। এখান থেকে ডিগ্রি দেওয়া উচিত।

ওয়াইদার[১০] **দাঁতন** এবং **কনডাকটর**।

শ্রেষ্ঠ গদ্য কবিতার বাস্তবতা নিয়ে গড়ে উঠবেই।

কোনো কিছু ঠিকমত বলতে না পারলে পূর্ববর্তী লেখকদের সাহায্য নেওয়া যায়। একে প্ল্যাজিয়ারিজম বলে না।

ঐতিহাসিক উপন্যাস। সুনীলের 'সেই সময়'। প্রমাণ রেখে যাবার জন্য। পাছে কারও সন্দেহ থেকে যায় যে সে লেখক কিনা, তাই সুনীল এমন একটা বই লিখে রেখে গেছে।

কীভাবে লিখেছিলাম—এরচেয়ে গুরুতর বিষয় হল কীভাবে চিন্তা করেছিলাম।

মনে হয় প্রতি লেখাতেই একটা বীজ আছে। যা সে বহে নিয়ে যাচ্ছে।

একটা আইন থাকত যা দ্বারা যারা লেখক নয় কবি নয় তাদের দেশ থেকে দূর করে দেওয়া যেত—তাহলে গত ২০/৩০ বছরে নাম-ডাকওয়ালা প্রায় সমস্ত কবি-সাহিত্যিকরা প্রায় প্রত্যেকেই তার মধ্যে পড়তেন। তার মধ্যে আমি পড়ব। একসঙ্গে এত অক্ষম স্ক্রিবলার—লেখক-কবি নামে যারা চালু—এটা একটা জাতের অসুস্থতার লক্ষণ। যাঁরা নতুন লিখতে আসছেন—নতুন কিছু লিখবেন বলে নতুন কায়দায় লিখছেন—তাঁদের অনেকেরই মনসা বিকিয়ে যাচ্ছে।

তারিখহীন

অনাদি মুখার্জি প্রসঙ্গে (The only ever entry in my diary) —'সারা গায়ে শু মেখে কেন তুমি আমার সামনে বারবার এসে দাঁড়াও অনাদিচরণ?'

এটি আমার জীবনের সেরা অলিখিত উপন্যাসের প্রথম পংক্তি। উপন্যাসের নাম হতে পারে 'অনাদিমোহন'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখহীন

গল্পের নাম : নেকড়ে ও মেষশাবক or Earning Friendship.

বিষয়—বন্ধুত্ব উপার্জন করা। 'আজকাল' রবিবাসরের গল্প।

১। কানাই-এর যখন সিফিলিস হল। বলল, 'লজ্জা করে না। তুমি যাচ্ছ হনিমুনে? বন্ধুকে ফেলে!' এভাবেই কানাই আমাকে প্রথম সচেতন করে বন্ধুত্ব সম্পর্কে।

২। বাবার ড্রয়ারে টাকা রেখে আসা। যেন NSC তে টাকা জমা।

৩। হেসাডির গল্প : লক্ষ্য মা যখন মেরে ফেলছিল।

৪। বাসন্তীর সঙ্গে বন্ধুর জন্যে সঙ্গম না করে উঠে আসা। সেই বন্ধু বড় হল। নেকড়ে ও মেষশাবকের গল্প।

কে যেন লিখেছিল, কার গানে, 'ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত জড়ায়ে ধরিছে গলে...'

২১ মার্চ ১৯৮৯

কাল সমর তালুকদারের সঙ্গে ৭ পেগ রাম।

ইম্প্রেশন : একটা জিব-ছোলার কুকুর বুকের ওপর বসে। আমি চিৎ হয়ে শুয়ে। কুকুরের অবিরত মুখব্যাদান ও গোঁ-গোঁ।

আজ বরুণের কাছে ৩ পেগ হুইস্কি। এখন বাড়িতে ১টা। বরুণ বলছিল, 'সুনীল এসেছিল। হিরের বোতাম-পরা পচা লাশ একটা। তাও মানুষের নয়, দানবের। বলছিল, 'আমার বাড়িতে আবুল বাশার[৫১] এসেছিল। দশতলায় আগে ওঠেনি তো। খুব আশ্চর্য। এসে দেখে, একটা French মেয়ে, আর একজন আমেরিকান। বলল, 'আপনার বাড়িটা তো দেখছি সারা পৃথিবী।'' (জিভ চাটা)

স্বাতী[৫২] এসেছিল। খুব সেজেগুজে। সুনীলের সামনে বলছে (বরুণ বলছিল) 'TV-তে' 21 days of Dostoevsky'দেখে অনেকে বলছে সুনীলের সঙ্গে ডস্তয়েভস্কির খুব নাকি মিল আছে। তা, সুনীল কি অমনি একটা কমবয়সী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে চায়? কী জানি!'

ধরণী দ্বিধা হও!

কী উচ্চ ধারণা স্বাতীর, দস্তয়েভস্কি সম্পর্কে!

আজ রিনা-মুন্নি গেছে শান্তিনিকেতনে। বহুকালের মধ্যে বাড়িতে আমি একা। মদ খাচ্ছি।

অফিসে লাখ-লাখ টাকা ঘুষ উড়ছে। কাল কালী (ইনস্‌পেক্টর) 'নেবে নেবে' বলে এক তাড়া ৫০ টাকার নোট আমার সামনে নাচাচ্ছিল!

নিয়ে নিলে হত।

কেন নিই না। লোক জানাজানি হবে বলে। লোকে জানবে শেষ পর্যন্ত অমি তাহলে ঘুষ নিলাম, এই ভয়ে। এমনিতে কোনো নৈতিকতা তো নেই। ঘুষ নিলে আর যাই হোক immoral মনে করব না। আমি immoral। ঘুষ না নিলেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখহীন

সলিল চৌধুরী। 'Soviet land so dear to every father'-এর সুর ঝেড়ে 'শ্যামল বরনী ওগো কন্যা' তারপর 'ছায়া' ফিল্মে সেই সুরে 'আখো মে মস্তি সবার কি লালি গুলফো মে...' গান।

২৩ মার্চ ১৯৮৯

জীবন ফুরিয়ে এল। মর্যাদা দিতে চেয়েছিলাম বেঁচে থাকাকে। যদি একটু লোভ থাকত। কিছু ঈর্ষা। থাকার মধ্যে ছিল শুধু ভয়। যদি উচ্চাশা থাকত।

চোরাবালি ভেবে গেলাম প্রতি পদক্ষেপের মাটিকে। এই বুঝি গেলাম তলিয়ে। বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তই ছিল পরমুহূর্তে তলিয়ে যাবার সঙ্কটে ভরা। তাই confidence ছিল না। Use করতে পারিনি সময়কে। যদি একটু লোভ থাকত। কিছু ঈর্ষা। আর যদি না-থাকত তলিয়ে যাবার ভয়। বাঁচা যেত।

৩১ মার্চ ১৯৮৯

প্রতিদিন জেগে উঠে সুপ্রভাত জানাতে হয় আগের দিনটিকে। ভালভাবে কাটার জন্য। নতুন দিনটির রণমূর্তি ক্রমে ফুটে ওঠে। সমস্ত নতুন দিনকে ধন্যবাদ দিতে পারে শুধু আগামী কাল।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

লেখক দু'রকমের হয়। একজনের খ্যাতি হয়, আর-একজনের হয় না। একজনের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স হয়। আর-একজনের হয় না।

খ্যাতি বড় কাল-ব্যাধি। জীবদ্দশায় ঐ রোগ হলে প্রায়ই সারে না। জীবদ্দশায় যাদের খ্যাতি হয় তাদের বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। তৃতীয়, চতুর্থ...এভাবে হতে থাকে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখতে গিয়ে তাই ভয়ে হাত কেঁপে উঠল।

AMARBOI.COM

৭ এপ্রিল ১৯৮৯

কাল ধর্মতলা মোড়ে। একদম চৌরাস্তার মোড়ে ভরা-ভর্তি বাস থেকে নেমে গেঞ্জি পরা ক্রুদ্ধ ড্রাইভার শাদা পোশাকে পুলিশের প্রতি : আমাকে তুমি শুয়োরের বাচ্চা বললে কেন? বলো, জবাব দাও।

তাকে ঘিরে ভিড় বাড়তে থাকে। পুলিশও বাড়ে। বাস ট্রাম সব বন্ধ হয়ে যায়। যে রেটে ভিড় বাড়ছে সিধু কানু ডহরের অধিক মাগ্‌গি-ভাতার জন্যে সমবেত মিছিলটিকে তা ছাপিয়ে যেতে পারে। দ্রুত মোটর সাইকেলে একজন সার্জেন্ট : ভাই, কী হয়েছে, হোয়াটস আপ!

ড্রাইভার : আমাকে শুয়োরের বাচ্চা বলল কেন?

সার্জেন্ট : কে?

ড্রাইভার : ঐ যে।

পুলিশটা তখন কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে। তার সহকর্মীরাই সরিয়ে দিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার্জেন্ট : আচ্ছা, সে আমি দেখছি। তুমি গাড়িতে ওঠো। এই ভীড় হাটাও। চলো। চলো।

ড্রাইভার বাসে ওঠে। বাস চলতে থাকে। সঙ্গে ট্রাম। ঠেলাগাড়ি সব।

তারিখহীন

গল্প : পাগল জলওয়ালা ও হাইড্রোফোবিয়া

বিশ্বনাথ (শ্যামচাঁদ) পাগল। তাকে নিমন্ত্রণ : মেয়ে নিয়ে একদিন খেতে এল। সব কথা দুবার করে বলে-'জল এনে দেব, জল এনে দেব।'

—বিয়ে করলে কবে?

—২০ বছর বয়সে।

—নিজেই করলে?

—হ্যাঁ, ঐ রাস্তায় চেনা হল, চেনা হল।

—বৌ থাকে কোথায়?

—বাবুদের বাড়িতে। ছেলেমেয়ে নিয়ে। বৌকে দেখতে সুন্দর। দেখতে সুন্দর।

—তুমি?

—আমি থাকি বাপিদের রকে। ঐ টিউকলের পাশে। বৌ খেতে দিয়ে যায়। বৃষ্টি হলে বড় কষ্ট। ঘর খুঁজছি। ঘর খুঁজছি।

রিনা (রান্নাঘর থেকে) : কী দরকার অত কথার। কোথায় থাকে ভাল করে জেনে নাও। (অর্থাৎ রাত-বিরেতে জলের দরকার হলে...)

চঞ্চল : (পরে) ঐ যাকে তুমি মাসে ১০ টাকা দাও। সে আমাকে ৬০০ টাকা দেবে। আমি ওকে নিয়ে একটা গল্প লিখব। চঞ্চলের মনে পড়ে অনাদির কথা সে গরীবদের পুজোয় জামাকাপড় দেবে বলে 'ঘুষ' নিয়েছিল।

১১ এপ্রিল ১৯৮৯

১৬ তারিখে বরুণের বাই-পাস।

অপেক্ষা করছে। একটাই প্রশ্ন: বাঁচব, না মরব? কাল পার্থ আর আমি ওর সামনে স্কচ খেলাম। ও তিনবার এনে দিল। আমরা ওকে দেখতে গেছি। ছেলে 'রেনম্যান'[৫০] ক্যাসেটটা নিয়ে গেল। অন্য T.V.-তে দেখবে বলে। আমরা T.V.-র ঘরে বসে। সে বিরক্ত। মিনা 'কমলা' বলে একটা ফিল্মের ক্যাসেট এনেছে। দেখবে বলে। বিজয় তেন্ডুলকরের নাটক। 'কমলা' নিয়ে পার্থ আলোচনা করল।

পুরস্কার

লটারির টিকিট না কেটেও কেউ পুরস্কার পেয়েছে এ যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমিও অন্তত বঙ্কিম পুরস্কার পেতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪ এপ্রিল ১৯৮৯, ১ বৈশাখ

প্রত্যেকটা দিন অন্যান্য দিনের মত। বেঁচে থাকা শেষ হয়ে গেছে। লেখা-সংক্রান্ত একটি বাক্যও আর মনে আসে না। এক-একটা গোটা দিন চলে যায়। ভাবি না কিছুই। মরে যাইনি তো?

গল্পের নায়ক

একজন মানুষ রোজ রাতে জীবনের 'শেষ সিগারেট' নেবায়। পরদিন সকালে আবার ধরায়। মনের জোর নেই। বিশ্বাস নেই। আদর্শ নেই। নীতি নেই। যে নিজেকে বাঁচাতে জানে না।

১৬ এপ্রিল ১৯৮৯

যদি রিটায়ার করা পর্যন্ত চাকরি থাকে (যেতে পারে) বা বেঁচে থাকি (থাকতে পারি)— তাহলে পেনসন-গ্রহণকারীদের মত করিডোরে বসে থাকব স্তূপাকার আবর্জনার মত— করিডোর দিয়ে অ্যাটেন্ডেন্সে সই করতে যাবার সময় যে প্রাক্তন সহকর্মীদের মধ্যে দিয়ে ছুটে যেতে যেতে একবারও ফিরে তাকাই না।

এভাবে তখন কেউ আমার দিকেও তাকাবে না। তবু তখনও আমার নিজেকে অন্যান্য পেনসন-গ্রহণকারীদের সমগোত্রীয় মনে হবে। আশা, আনন্দ, উৎসব বা দুর্দশায়— সমকালীন মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারিনি বেশীদিনই।

বেঁচে থেকে সন্ধ্যাবেলা কোনোদিন তাকাইনি আকাশের তারার দিকে। মূত্র, মল ছাড়া কিছু ত্যাগ করিনি।

১৭ এপ্রিল ১৯৮৯

কাল ব. চৌ-এর বাই-পাস অপারেশন হল। বোম্বে থেকে সার্জেন সুধাংশু ভট্টাচার্য করলেন। সারাদিন ছিলাম। আজ ভোর সাড়ে ৬টায় গেলাম। ছেলে জয় সারারাত ছিল। আমাকে দেখে খুশি। গাড়িতে বসে আছে। সার্জন যদি আসে কথা বলে বাড়ি যাবে। অপেক্ষা করছে। আমাকে গাড়িতে উঠতে বলল। আমি যাতায়াত ভাড়া করে অটো নিয়ে গিয়েছিলাম। অটো ছেড়ে দিলাম। আমি দেখলাম একটা ছোট বটগাছ গাড়ির সামনে। নীচে ইঁট। বেশ পরিষ্কার দেখে একটা ইঁটে আমি বসলাম।

মনে হল, আমি ওর চেয়ে মুক্ত। স্বাধীন। আমার মাথার ওপর আকাশ। চারদিকে ভোরবেলা।

'সারারাত মশা কামড়েছে'—জয় বলল।

সার্জন হাসপাতাল থেকে বেরুতেই ২৫০০০ টাকা প্ল্যাসটিকের ব্যাগে মুড়ে দিল। ঢোকার সময় ২৫০০০ নিয়েছিল।

'দা পেসেন্ট ইজ ফাইন' সার্জেনের দালাল ডা. সাধন রায় বললেন।

লম্বা দাড়িঅলা সার্জন আমি এর আগে দেখিনি। সে বাল্ময়ভাবে হাসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

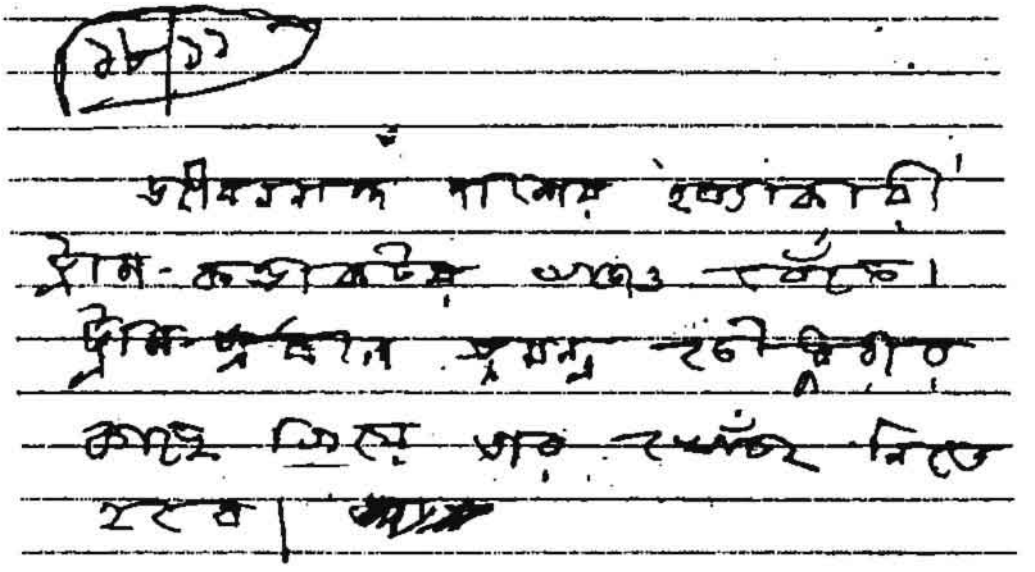

১৮ এপ্রিল ১৯৮৯

রিটেয়ারমেন্টের ঠিক ৬ বছরের মাথায় রাখালের মেয়াদ হয় সে ১৯৯৩-এ রিটায়ার্ড। 'আর মাত্র ৬ বছর' একথা স্ত্রী মিনাকে বললে সে বলে, '৬বছর, সে অনেক দেরি।'

জীবন ফুরিয়ে আসছে।

হেলে পড়ছে। সোজা হবার ক্ষমতা আছে। ইচ্ছে মরে গেছে। এই তাহলে তোমার জীবন! একে বলে বেঁচে থাকা। এই ক্ষুন্নিবৃত্তি, মলমূত্র ত্যাগ, কিছু যৌনতা, দেশ-ফেশ নিয়ে কিছু কনসার্ন যা বাক্যালাপেই সীমাবদ্ধ।

এমন সীমাহীন ভালবাসা, শেষহীন ডিজায়ার এত বড় মানবজীবনের মেসিনারিতে কোথাও ফিউ-ইন করা দেশপ্রেমে, অপত্যপ্রেমে, নারীপ্রেমে, শ্রদ্ধায়, ভক্তি, বিশ্বাসে...কোথাও... কোথাও স্থান নেই। কারো প্রয়োজন নেই। কেউ আমাকে use করল না। কোথাও useful হলাম না। fit-in করলাম না কোথাও। না প্রকৃতিতে, না গানে, না মানুষে। মানবজীবনে।

১৯ এপ্রিল ১৯৮৯

কাল চৌরঙ্গি YMCA-র বিশাল গাড়ি বারান্দার ছাদে বসে চা খাচ্ছে। সামনে গঙ্গার ওপার পর্যন্ত বা তদোধিক আকাশ অব্দি খোলা। আকাশে রুখুসুখু মেঘ ধূলিধূসর মেঘ। থমথমে।

গঙ্গার দিকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত খোলা। সন্ধ্যা আসন্ন। ওখানে এখনও দিকচক্রবাল ঘেঁসে একফালি আলো।

পড়ছে simenon-এর একটা বই। suspected murder ধরা পড়ল বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেন সময় চোখ তুলেই—ঐ আলো।

আমি এখন কী করব। নিবে-যাওয়া পর্যন্ত ঐ আলো দেখব না আবার বই-এ অভিনিবেশ করব। মহাসঙ্কট! একটু পরে নায়িকা এসে পড়ে। দেরি হয়েছে।

অ্যাপোলজেটিক। রুবিকে সুন্দর দেখাচ্ছে। কেন, প্রসাদ বোঝে না।

রুবি: চুল বাঁধার জন্যে। উঁচু করে বেঁধেছি গোটা মুখটা exposed, তাই। অন্যদিন গালটাল ঢাকা থাকে।

আর একদিন বলেছিল: আজ একটু লম্বা দেখাচ্ছে। শাড়িতে vertical stripe. optic illusion.

আজ রুবি শুনেটুনে বলল : এতেই মহাসংকট? তা কী করলে?

প্রসাদ : শেষ পর্যন্ত বই পড়া শুরু করলাম। তারপর যখন মুখ তুললাম—তুমি। এবং তোমার চারদিকে অন্ধকার।

একটু চুপ করে থেকে রুবি বলে: রং জাজমেন্ট।

—কেন?

—বই পরে পড়তে পারতে। একই থাকত। কিন্তু ঐ সূর্যাস্ত-আলো এ-জীবনে আর আসবে না।

প্রসাদ : হ্যাঁ। কিন্তু আমার সমস্যা ছিল ঐ মুহূর্তে কী করব। কী করা ঠিক হবে। কীসে বেশি ফায়দা। সূর্যাস্ত না বই? বইই শেষ পর্যন্ত টেনে নিল।

AMARBOI.COM

২০ এপ্রিল ১৯৮৯

জীবনধারা এবার অববাহিকা বদল করবে। এতদিন অন্তত বুধবার আর শনিবার ছিল। ক্লাবে যেতাম। বরুণ ছিল দলের পাণ্ডা। ওর আগ্রহে আকর্ষণেই মূলত যাওয়া। ফেরার ট্যাক্সি-ভাড়া পকেটে নিয়েই চলে যাওয়া যেত। কিছু টাকা—২০টা টাকা দিলেও ও কত সন্তুষ্ট হত। মোটকথা, মদ্যপানের সঙ্গে টাকা থাকা না-থাকার কোনো সম্পর্ক ছিল না। গিয়ে পড়লেই হত। আমাদের দুজনের বিল হত একসঙ্গে। 'তুই কি কিছু দিবি?' জিজ্ঞাসা করত। থাকলে দিতাম। না থাকলে নয়। অনেক সময় থাকত না।

কিন্তু টাকার কথা শুধু নয়। বরুণই ছিল আকর্ষণ। বুধ শনি মদ্যপান। বৃহস্পতি রবি হ্যাংওভার। সপ্তাহে ৪টে দিন ঠিকই কেটে যেত। বাকি ৩ দিন হাইবারনেশান। কিন্তু এখন ৭-৭টা দিন। কী করে কাটবে।

বাড়িতে মদ খাওয়া যায়। একা খেয়ে লাভ কী? সামাজিক জীবন ছিল সেই ১৯৭৫ থেকে ক্লাব-কেন্দ্রিক। দীর্ঘ ১৪ বছর। একটানা। এখন কী করে কাটবে সময়। জানি না। বরুণের অভাব জীবনকে কী খাতে বহাবে, সেটাই এখন দেখার।

২১ এপ্রিল ১৯৮৯

বাড়িতে এসেই 'সুখবর'—'বাবা, কাল শুক্রবার থেকে গভীর রাতে ফিচার ফিল্ম আবার শুরু হচ্ছে।'

—শনিবার রবিবারেও তো ফিল্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হ্যাঁ, তাছাড়া শনিবার রাতে ১০টায় হয় টেলিফ্লিম না-হয় পুরনো ফিল্ম।

—আর রবিবার দুপুরের আঞ্চলিক ফিল্ম তো আছেই।

এটা অনুমান করা যায় যে আর ৫/১০ বছরের মধ্যেই অনেক বাঙালি বাড়িতেই সেভাবে বাংলা ও হিন্দি বা ইংরেজিতে mixed কথাবার্তা হবে যেভাবে প্রবাসে বা বিদেশে হয়। কিন্তু এটা কী আমার concern? আমার কি আখের গোছানো হয়ে গেছে যে দেশ নিয়ে ভাবব?

আমার সমস্যা : আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। হাত-পা নাড়াতে পারি না। যারা পারে না—তাদের জন্য স্বীকৃতি আদায় আমার আদর্শ—সে আমারই স্বার্থে।

[illegible]ত্তর কথা দিবারাত্র মনে পড়ে।

২২ এপ্রিল ১৯৮৯ : রাত সাড়ে ১১টা

আজ কফিহাউসে গিয়েছিলাম, কলেজ স্ট্রিটের। প্রথম কফিহাউস ১৯৪৯-এর কোনো একদিন। যখন, যে-বছর প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হই। এপ্রিলেই। ৩৯ বছর আগের কথা। আজও আগের মতই লাগল। দুজন তরুণ লেখকের মধ্যে ভাষা—বাক্‌প্রতিমা এবং বিষয়—বিষয়বোধ যথাক্রমে language, diction, theme, concept নিয়ে কথা হল। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে।

তবে সেই হৃৎস্পন্দনগুলো খুঁজে পেলাম না। আগে কত খোঁচাখুঁচি করা হত পরস্পরকে। কেউ জ্ঞান দিলেই—মার। মার। আজ সশ্রদ্ধভাবে ওরা শুনল। শ্রদ্ধা অতি জঘন্য জিনিস। গ্রহণ করা যায় না।

AMARBOI.COM

বাথরুম গেলাম। ওরা পাশের ঘরে শুয়ে। শুনিয়ে বলি ওদের দরজার পর্দার এপাশে দাঁড়িয়ে; কাল আবার একটা রবিবার। ঠিক আগের রবিবারের মত।

ভাবি, একবছর আগেও তো এমন ছিল না। boredom শব্দটিই শুধু নয়, ঐ concept টাই মনে হত বিদেশী। মানুষ এই sense of boredom বাড়তে থাকলে কী না করে। 'outsider'-[৩৩]এর নায়ক খুন করেছিল। শান্তিরঞ্জন[৩৪] করেছিলেন আত্মহত্যা।

২৫ এপ্রিল ১৯৮৯

বহুকাল পরে একটা বড় বাইরে যাবার উদ্যোগ। কেদার-বদরি। ৩ জুন-১৭ জুন।

লেখালিখি পুরোপুরি বন্ধ। তার আগে ইনভলানটারি রিটায়ার করতে না হলে চাকরি আর ৪ বছর। এর মধ্যে মুন্নির বিয়ে আর Flat -এর বাকি দুটো installment দিতে পারলে একজন সামান্য মানুষ সাফল্যের সঙ্গে বিদায় নেবে।

এই তাহলে জীবন। জমা: শুধু একটি অপত্য-স্নেহ। বাকিটা খরচ। এখনও পাখা চলছে, জল পড়ছে কলে—সংসারও চলে...বিলকুল বিনা প্রয়াস উদোগ বা পরিশ্রমে...কী করে। আশ্চর্য।

আজকাল without choice ডায়েরি লিখি। যা মনে হয়। যা মনে আসে। এতে ভাষা বা দর্শন-উর্শন কিছুই থাকে না। থাকে না কোনো বোধবুদ্ধি। জানি এসব। তবু লিখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই। যেমন, আজ আলোর দিদির (গৌরী) মেয়ে শম্পার বিয়ে। বর বোম্বেয় চাকরি করে—মাইনিং-এ। ইঞ্জিনিয়ার হবে। ফোর্ট উইলিয়ামে 'সঙ্গম' নামে বিবাহক্ষেত্র জুড়ে ঘ্যাম বিয়ে। টুনি দিয়ে লেখা 'SHAMPA WEDS DEBASHIS'। মিলিটারি ব্যান্ড। সানাই। পঙ্কজ উদাস। বুফে ডিনার। নিমন্ত্রিত ৮/৯০০। সে কথা শুনে মুন্নি এই প্রথম বলল: আমাদেরও ঐ রকম হবে। অর্থাৎ আমার বিয়েতে।

বুঝলাম, বিয়ের জন্যে ও প্রস্তুত। বা, হচ্ছে। রিনা বলল, 'অত নয়। আমাদের ৪০০/৫০০ হবে।'

মুন্নি : আমাদের আত্মীয়ই তো ৩০০/৪০০। তারপর বাবার বন্ধুরা। সে তো ২০০ হবে। হবে না বাবা? আমি তাড়াতাড়ি বললাম, তাহলে আমি বাড়ি বিক্রি থেকে আরও যা পাই দেখি (হাজার ৩০ পেতে পারি যদি উইল প্রবেট করাতে পারি)। তুমিও আমাদের তোমাদের বাড়ি বিক্রি থেকে যা শেয়ার পাও...

রিনা : বেশ তো তাহলে এসো কথাবার্তা বলি যে কীভাবে কী করা যায়। এঘরে শুয়ে থেকে ধীরে ধীরে কথাবার্তা বলে গেলে তো হবে না। অর্থাৎ (মনে মনে বলি): স্বামী-স্ত্রী কি শুধু সুখ-দুঃখের কথা বলে—কত প্ল্যানিং করে—কত পাই-পয়সার হিসেব করে...। যাই হোক, এখন গভীর রাতে মুন্নির জন্যে দুঃখ হয়। কত বিশ্বাস ওর বাবা-মা'র ওপর। যে, আমার ভাল বিয়ে বাবা-মা দেবে। আজ পর্যন্ত সবই তো করেছে। এমন ধারণাই হবার কথা। এ পর্যন্ত বড় খরচার ব্যাপার কিছু হয়নি। এমন কি আমেরিকা ঘুরে আসতেও আমার পুরী-টুরি ঘুরে আসার চেয়ে বেশি খরচ হয়নি। ম্যানেজ হয়েছে।

কিন্তু মুন্নির বিয়ে? আজ চিত্ত নেই যে ১০/২০ হাজার নদাকে পাঠিয়ে দেবে। বেঁচে থাকলে দিত। বেঁচে থাকলে তো মুন্নি ওখানেই (আমেরিকা) থাকত। কথায় কথায় রিনা বলল, আমেরিকার ছেলেকেও ও বিয়ে দেবে।

শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। তাহলে তো মুন্নি আসার পরেই চেষ্টা করা যেত —যখন ওর ভিসা ছিল। আমি জানতামই না। জানব কী করে আমরা তো পাশাপাশি ঘরে থাকি। যাই হোক এই মুহূর্তে টাকা বলতে সব মিলিয়ে ৫৫ হাজার। এর মধ্যে ৫ কেদার-বদরিতে খরচ হবে। টেনেটুনে থাকে ৫০ হাজার। এতে হবে কি?

১১ মে ১৯৮৯

মুসলিম রেস্তরাঁয়

—লিমকা খাও। যা গরম।

—না।

—ফিরনি খেও না।

—খাই না একটা! ইদের ফিরনি!

ইদের দিন দুজন ভিখিরি তাদের ছেলেকে সবুজ ফেজসহ নববস্ত্রে সাজাচ্ছে।

—আমাদের মুসলমান পাড়া। ইদই আমাদের দুর্গাপুজো। ইদের দিন মনে হয় আজ খুশির ইদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুবি : তোমার জামাকাপড় শুঁকে আমি বলে দিতে পারব এগুলো তোমার। আমি তোমার গায়ের গন্ধ চিনি।

১৭ মে ১৯৮৯

আজ ঋত্বিককুমার ঘটকের নাতি (মেয়ে টুনটুনির ছেলে) বিশ্বর আমাদের ফ্ল্যাটে আগমন। বেশ সুন্দর মিশুকে ছেলেটা। অনেকক্ষণ কথা বলে না। প্রথম কথাই বলল, 'দুতো পাখি আছে?' নেই শুনে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই! তারপর বলল, 'দুতো চকলেট আছে?' ওকে দুটো বুর্বো বিস্কিট দেওয়া হল। ভেতরে চকলেট। বলা হল, কটা? বলল, 'পয়সা দাও!' বললাম, তোর দাদুর নাম কী? বলল, 'জানি না।' ঋত্বিক ঘটক কার নাম? 'জানি না।'

উপন্যাস : খসড়া (contd)

১

রুবি : ছোটভাই অমির বিয়ের পর থেকে এই অস্থিরতা এল। দাদার বিয়ের পরও এতটা হয়নি। যদিও দাদা আলাদা হয়ে গেল। যদি অমি আর তার বৌ ভাল ব্যবহার করে—কিন্তু বিবাহিত ভাই-এর তো আর কোনো বোন থাকে না। শুধু তার বৌ থাকে। ভাই-এর মৃত্যু হয়। সে হয়ে ওঠে স্বামী, বাবা, এমনকি জামাইবাবু। ভাই আর থাকে না। দাদা থাকে না। রাজীবকে বিয়ে করব এইজন্যে যে অন্তত ঝগড়া তো হবে। অশান্তি তো হবে। এই এখন যে নিঃসঙ্গতার শান্তি—একা—তার চেয়ে তো ভাল হবে।

সত্যেন : দ্যাখো, এরপর যে কোনো আত্মসম্মান সম্পন্ন লোক বলত, তাহলে আমি আর আসব না।

রুবি : এত বড় কথা বললে!

সত্যেন : কিন্তু তা তো বললাম না। বললাম, 'বলত।' কিন্তু বলা তো গেল না। বোধহয় এইরকম অবস্থা না হলে সেই উপলব্ধি হয় না—(মৃত্যু) সময় না এলে যেমন বোঝা যায় না বাঁচা ছিল কত জরুরি—যে আমি ভালবাসি। এবং তোমাকে। এ তো আত্মসম্মানের প্রশ্ন নয়। ভালবাসার প্রশ্ন। I do not care anymore whether you care for me or not, but I love you. (এখানে উপন্যাসের প্রথম চ্যাপ্টার শেষ)

২

দ্বিতীয় চ্যাপ্টার শুরু হবে যখন রুবি বলবে : আমার sense of quiet অনেক কমে গেছে—কারণ সবই তোমাকে বলেছি।

রাজীব বিষয়ে কথাবার্তা সত্যেন ও রুবির—

—কই এখনো তো কিছু বলেনি। সিনেমা দেখেছি। কখনো touch করেনি। বলল, ২ তারিখে আসব। আমি বললাম ৩টের বেশি অফিসে থাকব না। রাজীব বলল, না, ৪টে অবধি থেকো।

সত্যেন : তাহলে তো অনেক বলল। আর তুমি তা মেনেও। A relationship has certainly started growing.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুবি : বলব—শিলিগুড়ি পৌঁছে চিঠি দিও একটা। আমি হেসে ফেললাম। বললাম, ওমা, আমার মা যে কখনো একথা বলেনি।

রাজীব : ঠিকানা তো জানো।

রুবি : ভুলে গেছি।

রাজীব আবার একটা কাগজে লিখে দিল।

রাজীব : ইনল্যান্ড হলে বিবেকে লাগত না?

রুবি : বিবেক? আটআনা দাম নাকি তার?

সত্যেন : তুমি কি চিঠি দেবে?

রুবি : পাগোল!

সত্যেন : দিও। অবশ্যই দিও। আচ্ছা, তুমি মাঝে মাঝে tempting কথা বল না কেন?

রুবি : কী রকম?

সত্যেন : যেমন বয়স বাড়ছে। বড় নিঃসঙ্গ লাগে আজকাল।

রুবি : মাথা খারাপ হয়েছে তোমার। এভাবে তো বৃদ্ধ বিপত্নীকরা বিজ্ঞাপন দেয়। নিঃসঙ্গ, বিপত্নীক। ৪০। নারীসঙ্গ চায়। ছিঃ!

সত্যেন (অপ্রস্তুতভাবে) : না আমি ঠিক জানি না তো। কীভাবে বলে। ৪ মাস তো হয়ে গেল।

রোজ যেমন খাই, দিয়েছে। রাতে। কিন্তু আজ আমি কম খাব। বললাম : ভাত তুলে নে রে মুন্নি (মেয়েকে)। আজ আমার খিদে নেই।

রিনা : আমি আম কেটে ফেলেছি। ফেলা যাবে? দুধে চিনি দিয়েছি। ফ্রিজে তুলব না।

আমি : কিন্তু আমিও নই খাঁচায় পোরা চিড়িয়াখানার জন্তু, যার রোজ দেড় কিলো খিদে।

আমার খিদে নেই কিংবা ইচ্ছে নেই খাবার। সেই খেতেই হল।

১৮ মে ১৯৮৯

বছর ১৫ আগে শুভলক্ষ্মীর[৫৬] একটি গান 'হরিচরণধ্বনি আওয়ে' দেবদাস পাঠকের বাড়িতে শুনে আমার প্রত্যয় হয় যে 'ভজন' ছাড়া এমন রক্তমাংস-অশ্রু-স্বেদময় গান আর হয় না। বিশেষত কবিরের ভজন।

আজ টিভিতে শোভা গুর্তু[৫৭] নামে মধ্যবয়সী ঠুংরি গায়িকার (বাইজি?) গলায় কবিরের 'ভজন বিনা' গানটি শুনে সেই ধারণা আবার প্রত্যয়িত হল। পণ্ডিত যশরাজ পাশে টিমটিম করলেন। উনি গাইলেন 'মুর্দা গাঁও' বিষয়ে ভজনটি। বক্তব্য ছিল এ গাঁয়ে সবাই মুর্দা, রাজা মুর্দা, প্রজা মুর্দা, শিশু মুর্দা—সব। তাই ভজন-প্রতীতি নেই এই গ্রামের। গানটি প্রথম শুনলাম। শুনে উঠে মুন্নিকে বলতে গেলাম আমি তো ঠিক এই কথাই লিখেছি—'হিরোশিমা, মাই লাভ'-এ। এই লাশ-ভ্রাতা, লাশ-পিতা, লাশ-বিচারক, লাশ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমিক—এই লাশ-শহরে। বলা বাহুল্য, একরকম তাড়িয়ে দিল। এভাবেই...যদিও কিছুদিন আগে খুব ঘটা করে লাশ-দম্পতির বিয়ের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। কিন্তু, এই বাহ্য। যা বলছিলাম। ঐ গানটা 'ভজন বিনা' আহা! বক্তব্য : ভজন বিনা জীবন শূন্য।

অস্থায়ী—

মন্দির শূন্য বাতিদান বিনা। বাতিদান শূন্য দীপজ্যোতি বিনা।

স্থায়ী—ভজন বিনা...

সঙ্গীত শূন্য সুর বিনা, সুর শূন্য গায়ক বিনা

ভজন বিনা...

গানের শেষের দিকে এক ফোঁটা অশ্রু আঙুলে তুলে অন্তত ব্যথাবারিধিতে বিচ্ছেদবারিধিতে মৃত-অমৃতে শৃঙ্গার সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন গায়িকা। ভজন বিনা...। এমন গান কবিরই লিখতে পারে। মিরার ভজন এর কাছে অশিক্ষিত পটুতা। কবিরের লেখা কত সরল অথচ সফিসটিকেড।

২৮ মে ১৯৮৯

কাল রাতে তারাপদ[৮৮] যা করতে পারল একে বলে 'পারা'। ক্লাবে গেছি ভাইপো শ্যামলের সঙ্গে। শ্যামল খাওয়াবে। কারণ আমি তার কাকা। অছাড়া সে যে ব্যবসা করে পয়সা করেছে তা আমার initiation -এ। সে কৃতজ্ঞ। তাছাড়া আমি লেখক। আমার image আছে।

'সন্দীপনের ভাইপো' এই পরিচয় তাকে সফল হতে সাহায্য করেছে, অন্তত শুরুতে।

ক্লাবে গিয়ে দেখি তারাপদ রায় পরিবারে বসে। খুব খাবারদাবার অর্ডার দিয়েছে। শ্যামল ও আমার জন্যে দুটো 'director's special' বললাম। শ্যামল বলল, D. S. খাবে না। সে 'Royal Challenge' খাবে। আর একটু দামি মদ। আমি জানি D. S.-ই ওকে R. C. বলে দিলে ও তফাৎ ধরতে পারবে না। তবুও R. C. খাবে। এই তফাৎটুকু রাখবে। যে He is for better taste & living standard. আর কে না জানে যা বেশি দামি, তাই বেশি ভাল।

'ঠিক আছে আমি খেয়ে নিচ্ছি' বলে তারাপদ D. S. টা টেনে নিল। তারপর আমাদের পয়সায় আরও মদ খেল। বলল, আমি ২/১টা আগে খেয়েছি। শ্যামল তুমি মদের দামটা দিয়ে দিও। আমি খাবারের দামটা দিয়ে দেব। ও প্রায় একই পড়বে। ওরা আরও অর্ডার দিল এবং ৭টা প্লেট খেল মোট। আমাদের এক প্লেট মাটন রোস্ট ১২ টাকা। সেটাও তাতাই[৮৯] পুরোটা খেয়ে নিল।

অথচ খাবারের দামটা এমনভাবে দিল যেন সবাই মিলে খেয়েছি। ওর সামনে মদের বিল এল। যা 'আমরা' pay করলাম। ১৬৫ টাকা। তারাপদ খাবারের দাম ৬৫ টাকা দিয়ে উঠে গেল। সত্যি একেই 'পারা' বলে। ওর বে-রোজগেরে বউ ওর এইসব নীচতা দিনের পর দিন সহ্য করে। একই সঙ্গে কমিক, বেদনাবহুল, হিংসুটে—আসলে কেরিয়ারিস্ট। নরমাংসভোগী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬ জুলাই ১৯৮৯
মাঝে মাঝে নিজেকে এত
অপদার্থ মনে হয়, বা
মনে হয় নিজেই নিজের
পোঁদে একটা লাথি মারি।

গল্প: বিয়ের ২৫ বছরের উৎসব নিয়ে।

মাঝে মাঝে নিজেই নিজের পা জড়িয়ে ক্ষমা চাইতে হয়।

৭ জুলাই ১৯৮৯
অমর আদক, স্কুলের বন্ধু, তাকে বলেছিলাম, মৃত্যুশয্যায়, তখন ক্লাস নাইনে পড়ি, মেডিকেল কলেজের কেবিনে সে তখন মৃত্যুশয্যায়। হাতে ড্রিপ নাকে অক্সিজেন...একটা ওষুধ এসে পড়ার সম্ভাবনা আছে বিলেত থেকে, এলে—সে বলেছিল, ক্লাস নাইনের ছেলে 'সানতোনা দিচ্ছিস?'

দাঁতে দাঁত লেগেছিল জ্বরের ঘোরে যখন বলে। সেটা ১৯৪৭ হলে, ৪১ বছর আগের কথা। সেই থেকে মিথ্যে বলে যাচ্ছি।

স্বীকারোক্তি
মৃত্যুর আগে যাদের মনে হয় 'ছিঃ! এই ছিল তোমার জীবন'—স্বীকার করছি আমি তাদেরই একজন।

AMARBOI.COM

১১ জুলাই ১৯৮৯
সকালে ঘুম থেকে উঠে, চেঁচিয়ে—

দীপ্তি : বিস্কিটে মাখনটাখন দিতে হবে নাকি—?

অমিয় : জিজ্ঞাসা শুনেই বোঝা যাচ্ছে উত্তরটা কী, তুমি চাও না মাখন দিতে। আমার দরুন তোমার যদি একটু মাখন বাঁচে তো বেঁচে যাবে। জীবনের সবচেয়ে ভাল সময়টা এভাবেই নষ্ট করছ?

দীপ্তি : কাল সারারাত কেশেছি। ঘুম হয়নি।

অমিয় : বেশ তো। না হয় তুমি মরে যাবে। যারা মরে যায় তারা যারা বেঁচে আছে তাদের অভিসম্পাত দিয়ে যায় নাকি?

১২ জুলাই ১৯৮৯
আজ পেনসন সেলের সন্দীপকে নিয়ে গেলাম কফি খেতে। কথায় কথায় বললাম—তোমরা হচ্ছ শ্মশানের ডোম। তোমাদের কাছে সবাই এক। তোমরা তো সৎকারকারী। বলতে চাইলাম, আমি রিটায়ারের পর খুব একটা তদ্বির করতে না পারলেও আমাকেও নিশ্চয় তোমরা দেখবে। সন্দীপ বলল, 'না-না, আমরাও ফাইল ঘুরিয়ে দিই। একটা query বা প্রশ্ন তো তোলাই যায়। আর তুললেই ছ'মাসের ধাক্কা।' ওরাও টাকা খায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসের ডোমেরা।

তারিখহীন

গল্পের নাম : চুমুপোকা

একটা চুমুপোকা এসে বসল ওর ঠোঁটে।

১২ আগস্ট ১৯৮৯ শনিবার

স্বপ্নে টিভির চরিত্ররা দেখা দিচ্ছে। নতুন জিনিস। সাধনা (announcer) কাল স্বপ্নে দেখা দিল। এই প্রথম এরকম।

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

উপন্যাস : খসড়া (contd.)

অমিয় : হ্যাঁ অন্য কোথাও যেতে পারি—যদি তুমি গত ১৫ দিনের development বল।

রুবি : বলব (হেসে)।

মুঘল-এ-আজমে

(একথা-সেকথার মধ্যে)—আগের দিন হঠাৎ বলল, বাড়িতে মেয়ের ফোটো দেখাচ্ছে। আমি কি বারণ করব। অমিয় বুঝতে পারেনি, সে তার মেয়ের সমস্যা নিয়ে কথা বলছিল। ভেবেছিল সেই সূত্রেই কিছু বলেছে। রুবি আবার বলল। অমিয় বিস্মিত।

—আমি বিশ্বজিতের কথা বলছি।

—তুমি কী বললে?

এর উত্তরে পৃথিবীতে কত মেয়েই না কত রকমভাবে বলেছে। রুবি বলেছে—আমি কী বলব! প্রশ্ন করছে তোমাকে আর উত্তর দেব আমি?

অবশ্য হেসে বলেছি। বলে হাসিটা দেখাল।

AMARBOI.COM

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

কাঠঠোকরা

একটা কাঠঠোকরা সারাজীবনে কত কিউবিক কাঠ ঠোকরায়?

বেড়াল

ঠাকুর-ঘরে কে রে?

কাক

সঙ্গমরত দেখা যায়নি।

চড়াই

মানুষের কত কাছে এসে এরা উড়ে যায়।

ছারপোকা

মানুষের রক্ত যার কাছে লাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

আবেগসমূহের মধ্যে ভয়, আহ্লাদ, ক্রোধ এগুলোর মধ্যে জটিলতা নেই। এগুলো সরল প্রকৃতির।

তবে 'ভয়' যদি কাফকা-টাইপের হয় তখন তার জটিলতা অনুশোচনীয়। ভয় ও ক্রোধ মিশে গেলেও জটিল ব্যাপার। আমেরিকার দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা যে ক্রোধের পথ নিয়েছিল—ভেবেছিলাম আর কোনো কিছুই ভয় করবে না।

আনন্দ একটা জটিল আবেগ। শোকও তাই।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

সাধারণত খালি গায়ে থাকি বাড়িতে। গ্রাম্য বলে নয়। জুতোর তুলনায় চটি পরতে চাই। যেদিন জুতো পরতে হয়, কে যেন পরিত্রাণ চায়। এভাবে আত্মার অস্তিত্ব টের পাই।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

আজকের দিনটা বাজে। কিসসু না। লেখার মত ঘটনা একটাই। আজ টিভিতে নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণাকারিণী দুবার সর্দি টানল (যখন পর্দায় নিরুদ্দিষ্টের স্থিরচিত্র)।

৫ অক্টোবর ১৯৮৯

দিনতিনেক হল ভোরে হাঁটছি। হর্টিকালচার পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে, হর্টিতে এক পাক দিয়ে, বাড়ি ফিরে দেখি ৬টা। ৫টা নাগাদ বেরিয়েছিলাম। হর্টিতে দেখলাম, একজন বডি বিল্ডার রীতিমতন ট্র্যাক-স্যুট পরে জনা-পনেরোকে এক পুরো মাড়োয়ারি পরিবারকে ব্যায়াম শেখাচ্ছে। সকলেই তার দেখাদেখি কোমরে হাত ভাঁজ করে পায়ের পাতার ওপর উঠে দাঁড়াচ্ছে। ইজন, বিড়লাসহ কলকাতার যত ঘ্যাম মাড়োয়ারি, সব ধারে-কাছে থাকে। ক্রিজহীন শ্যাবি শার্ট-প্যান্টুল পরা এক বাঙালি যুবক দেখলাম, দূরে দাঁড়িয়ে, চুরি করে মহার্ঘ ব্যায়ামগুলো শিখে নিচ্ছে। তার মুখে কদিনের দাড়ি। তারা হপিং শুরু করলে সেও হপিং শুরু করে দেয়। ওই দরিদ্র কৃশকায় ভঙ্গবঙ্গীয় যুবকটি কি জানে অর্শ হয় বলে বড়লোকরা গাঁড়েরও ব্যায়াম করে থাকে। আর সে গুপ্তবিদ্যায় নাগাল সে পাবে না কোনও দিনই।

১ নভেম্বর ১৯৮৯

৫ অক্টোবর মুন্নি বিয়ে করল আমার ভাইপোর শালা মিলা বা অঞ্জনকে[৩০]। ১৮ অক্টোবর রিসেপশন, ২১ অক্টোবর ওরা ইন্দোর গেছে। কোনো খবর নেই তারপর। ফলে, টেলিগ্রাম ও চিঠি speed-post-এ একসঙ্গে দিয়েছি। টেলিগ্রাম অফিসে (একবালপুরে) গিয়ে দেখেছি কোনো টেলিগ্রাম আসেনি।

১১ নভেম্বর ১৯৮৯

আজ বাজারে দেখলাম : মধ্যবয়সী হেডক্লার্ক-লুকিং সফেদ মাড়হীন শাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা বা ইস্ত্রি না-করা মেদময় শরীরের এক ভদ্রলোক একটা-একটা করে জ্যান্ত তেলাপিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গা থেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত জল ঝেড়ে পাল্লায় তুলতে বিক্রেতার হাতে দিচ্ছে।

মনে হল, ওরে বাবা, আমি তাহলে কোথায় আছি। এই যদি বাঁচা হয়, আমি বেঁচে আছি কী করে!

২৭ নভেম্বর ১৯৮৯

১। ইলেকশান রেজাল্ট বেরুচ্ছে। এই প্রথম কংগ্রেস ছাড়া সরকার হবার সম্ভাবনা। নেহেরু-বংশের শাসন শেষ হোক এই প্রবল ইচ্ছা থেকে এই প্রথমবার সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছি।

২। ম্যাপে নেই তবু আছে এমন জায়গা হিসেবে আমি আর কতদিন?

৪ ডিসেম্বর ১৯৮৯

রিনাকে ইচ্ছে হয় বলি : পোড়ার সময় এসে গেল। কী কী সত্যিই মনে পড়ে একদিন বসে তার তালিকা করতে হবে। এত যে রাগারাগি রিনার সঙ্গে তার একটাও তো মনে নেই।

১২ ডিসেম্বর ১৯৮৯

মুন্নি এসেছে। ১১/১২ সোমবার। মুন্নি আসায়

She is happy –Rina

She is happy –Trina

ভোরে ঘুম ভাঙতে রিনার গলা : কমলা শায়াটা কি ওখানে কাচা হয়েছিল?

মুন্নি : না।

রিনা : তাহলে রং উঠবে। (বাথরুমে মুন্নির শায়া কাচতে নিয়ে যায়) উল্টোদিকে দত্তদের বাড়ির বিরাট ছাদে টাঙানো শাড়ি শায়া শেমিজগুলো শুকনো কিনা দেখতে নববধূটি উঠে এসে আজ দুপুরে (মেঘলা) ওগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে নেমে যায়। এখনো শুকোয়নি।

১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৯

কাল রাতে রেবাদিকে[১] স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ১৭এ পাবলিক বাসে ফিরছি—রিনা আর মুন্নি ওদিকে লেডিজ সিটে। বাস আসছে ময়দানের ভেতর দিয়ে মেটিয়াবুরুজ খিদিরপুর দিয়ে—সেকেন্ড হাওড়া ব্রিজ—পিছনের সিটের কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়—বাকি জানলা শীতের জন্য বন্ধ—আজও পুরনো হল না। আজও দু-চোখ ভরে দেখি।

মুন্নি এসেছে। আমার পেটের অসুখ। এই প্রথম অন্য ধরনের। সারছে না কিছুতেই। মুন্নি সারাদিন মার সঙ্গে বকবক করে। খালি ওর বরের গল্প। ইন্দোরের গল্প।

নতুনভাবে ভাষা ব্যবহার কেউ করলেই ভাল লাগে। আজ মুন্নি বলল, 'মা, বাবাকে দিদার চাদরটা দিও না। বাবা চাদরটার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। মুখটুখ মোছে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৯

অমিয় (রুবিকে in bed) রুবির বিয়ের তারিখ যেদিন বলল হাত ধরে বসে রইল অনেকক্ষণ। এই কথাটা শোনার জন্য ১৩ বছর অপেক্ষা। রুবিও ভাবতে পারেনি এ-সাফল্য তার কোনোদিন আসবে, যে একদিন এমন হবে যে বলতে পারবে।

কী প্রতিক্রিয়া হবে অমিয়র—তা ভাবা মুশকিল ছিল। গ্রহণ তো তাকে করতেই হবে কথাটা—কিন্তু কী ভাষায়। সাহিত্যে বা শিল্পে যেমন কী 'ভাষায়'!

প্রথম শারীর-ভাষা কেমন হবে? একটি ছোট নিঃশ্বাস পড়বে কী অমিয়র—নাকি ছোট-বড় শ্বাস-প্রশ্বাসে ভরে যাবে বুক? কিংবা কিছু হবে না—কিছু হবে না তা হতে পারে? নাকি কিছু হলেও অমিয় তা বুঝতে পারবে না? সে শুনেছে পা কাটা গেলে সহসা মানুষ তা তৎমুহূর্তে টের পায় না। সেভাবে সে হয়ত ধীরে ধীরে বুঝবে এর ফলে অমিয়র কী হল? রুবিকে একদিন অমিয় বলেছিল : ' তোমারই বা কী প্রতিক্রিয়া হবে? কিছুই হবে না।'

শুধু মানুষ যে মরণশীল তা তো নয়—সম্পর্কও মরণশীল। 'যারা বাঁচেইনি, তারা মরণশীল হতে যাবে কেন? মরে তো শুধু তারাই যারা বেঁচে ছিল। তেমনি সম্পর্ক যদি থেকে থাকে তাহলে মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া হবেই। তা যদি না হয় তাহলে তোমায় সঙ্গে আমার জীবনের ১৪টা বছর অস্বীকার করতে হয়।' সাহিত্যের নায়িকার সংলাপ এ নয়। রুবি এভাবে বলে থাকে। বলতে পারেও। শুনতে বেশ লাগে। যেন, সিনেমার সংলাপ।

অমিয় : তোমার তো মোটে ১৪টা বছর রুবি! আমার তো জীবনের ৫৫টা বছরই মিথ্যে। এমন কী তোমার সঙ্গে ১৪টা ধরেও জীবন-যাপনের মানে যাদের কাছে নেই—তারা তো শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে গেছে বেঁচে তো থাকেনি।

যাই হোক। অমিয় শুনে হাত ধরে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমরা বহুবার করেছি। বিছানায় অনেক খারাপ কথা বলেছি তোমাকে। পরে ক্ষমা চেয়েছি এই বলে যে নইলে আমার ইরেকশন হয় না। কিন্তু আজ এমন একটা কথা বলব যার মত কু-প্রস্তাব সব কৃতিত্বকে ম্লান করে দেবে।

রুবি : বলো না।

অমিয় (হাত ধরে, চূড়ান্ত প্রেমিকের মত) : কথা দাও, বিয়ের পরে একবার, শেষবার 'হবে'। বিয়ের পর তুমি আসবে দ্বিচারিনী হয়ে। সেটা হবে আমার প্রতি তোমার সম্পর্কবোধের চূড়ান্ততম প্রমাণ। তাহলে আমার আর সন্দেহ থাকবে না যে তুমি আমাকে ভালবাসতে।

'সে হবে এখন' হাই তুলে রুবি বলল, 'এ আর এমন কি বড় কথা; আমি কথা দিচ্ছি আসব। প্রমাণ দিতে। কিন্তু তুমি যে আমাকে ভালবাস তার প্রমাণ কী করে দেবে?'

অমিয় : আমি ভালবাসি না রুবি। তোমাকে। কাজেই প্রমাণ দেবার মত কোনো দায় আমার নেই।

রুবি : তাহলে আমি কেন আসব?

অমিয় : আসবে না কেন? তোমার কি সন্তান হবার দরকার নেই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুবি : সে তো আমার স্বামীও আমাকে করতে পারে।

অমিয়: হ্যাঁ। সে তো পারেই। কিন্তু দুটি সন্তানের মধ্যে একটি হবে আমার। এটা কি সমাজের মুখে শ্রেষ্ঠ মূত্রত্যাগ হবে না। যে সমাজ আমাদের ভালবাসতে দেয়নি, বিয়ে হতে দেয়নি—তুমি কি একটা প্রতিবাদ রেখে যাবে না?

৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৯

দীপ্তিকে (যেদিন লিখবে অমিয়) : মাথা ঘেঁটে দিও না, মাথা ঘেঁটে দিও না, তাহলে কাজে বসতে পারব না।

১৯৯০

২ জানুয়ারি ১৯৯০

Will there be singing in the dark times?
Yes, there will be singing of the dark times.

–Bertolt Brecht

আমাদের অন্ধকার দিনগুলিতে গান হবে কি?
হ্যাঁ, আমাদের অন্ধকার দিনগুলি নিয়ে গান হবে।

—বারটোল্ট ব্রেখট

১৩ জানুয়ারি ১৯৯০

মুন্নি চলে গেছে ৩ তারিখে। ১৩ই ফেরার কথা পরীক্ষা দিতে। ফিরবে না জানতাম। তবু টিকিট কেটে দিয়েছিলাম। সঙ্গে গিয়েছিল স্বপন। স্বপন একা ফিরে এল।

আমি বেশ বুঝতে পারছি ওর মনোভাব। ও চায় ওর বিয়েটাকে বাঁচাতে। বি. এ. পরীক্ষা দেবার চেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ। ১৭০০ কিমি দূরে ইন্দোরে থাকে ওর বর। একা। কলকাতা বা আশেপাশে থাকলেও ও থেকে যেত। ও যে বিয়ের পরে মাস দেড়েকের মাথায় এসেছিল ও দিনপনের থেকে গেল এটাই যথেষ্ট। এই প্রথম ও বাস্তবসম্মত কাজ করছে। ওর মানিয়ে নেবার ক্ষমতা আছে। ইন্দোরে ঠিকই adjust করবে। লিখলাম বটে এসব। কিন্তু জীবনের ধারাকে চিন্তা-ভাবনা দিয়ে কতদূর বা বোঝা যায়? মানুষ তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে, অনিশ্চয়তার মধ্যে বন্দী।

সবটা, সবদিক, দেখা যায় না, বোঝা যায় না। শরীরের ব্যাপারটাই যদি ভাবি। মাথা সহ সর্বত্র সেলগুলো মরে যায়। যারা মরে তারা আর বাঁচে না। নতুনরা আসে। তাদের জায়গা নেয়। কিন্তু লিভারের সেলগুলো, শুধু লিভারের সেলগুলো মরে গিয়ে বারবার বেঁচে ওঠে। একই শরীরের একজায়গায় শুধু ফাংশনিং অন্যরকম। যাতে কিছুতেই সৃষ্টির ধারা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে না আসা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু মানুষের জানায় পৌঁছাবার ইচ্ছা যাবার নয়। এই ইচ্ছার কাছে সে পরাধীন। সে যে বলবে, না আমি জানতে চাই না, সে হবে না।

'আমি বাঁচতে চাই না' বলতে পারবে না। বাঁচার ইচ্ছের কাছে সে পরাধীন। পরাধীন জেগে থাকার কাছেও অজ্ঞতার অধীনতা আমি বাঁচব এবং আমি জানব—এই দুই শৃঙ্খল।

পরাধীনতাই জীবন। মানুষ ক্ষুধার কাছে পরাধীন। ঘুমের কাছে পরাধীন। পরাধীন জেগে থাকার কাছেও। অজ্ঞতার অধীনতা করতে গিয়ে এবং করে আমরা জানবার ইচ্ছার পারধীনতাকে শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছি। এ আমাদেরই পছন্দ।

১৭ জানুয়ারি ১৯৯০

আমরা সিংহাসনকে কমোড ভেবে পরিত্যাগ করেছি। আর এরা কমোডকে সিংহাসন ভাবছে।

২৬ জানুয়ারি ১৯৯০

বলে না, খিদেয় বাঘে ধান খায়?

২৭ জানুয়ারি ১৯৯০

রাত সাড়ে ১২ টা।

কে বলে মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকা নেই?

এই তো বেঁচে আছি।

AMARBOI.COM

২৯ জানুয়ারি ১৯৯০

বৃষ্টি থেমেছে।

বইমেলায় গিল্ডের অপিস থেকে বেরিয়েছি। অম্নি এক টিভির ছেলে ধরল। জোছন দস্তিদার যখন খুব টিভি করত, তখন একটা স্ট্যান্ডিং জোক ছিল : বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না আর টিভির ছেলে জোছন।

এ ছেলেটি মুখের সামনে একবার মাইক্রোফোন ধরে-টরে বলল, 'দাদা কিছু বলুন।'

'কী নিয়ে?'

'এই বইমেলা নিয়ে। ধুলোটুলো।'

'কিন্তু আমি তো বৃষ্টিতে ভিজিনি।'

'?'

'যারা ভিজেছে তাদের কাউকে ধরো।'

'?'

'টিভিতে কথা বলা মানে তো গায়ের জল ঝাড়া।'

'তুমি কোনও জলে-ভেজা কুকুরকে ধরো।'—এই কথাগুলো মনে মনে বললেও ছেলেটি মনে হল শুনতেই পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাদের নতুন চ্যানেল। ছোট প্রতিষ্ঠান। 'খাসখবর'কে[১] আপনি পারতেন এ-ভাবে বলতে' সে বলল। অপমানিত।

১৯ জানুয়ারি ১৯৯০

আমি ভালোবাসায় বিশ্বাস করি। যেখানে ভালোবাসা নেই, আমি সেই অবস্থান স্বীকার করি না।

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

A imp, personal theme as experienced by M

মহীনের যেতে একঘন্টা দেরি হয়েছে। রুবি বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ওর জন্যে। ইন্দ্রমহলের সামনে। মহীনের দেরি হল বৌকে অন্যত্র যাবার জন্যে বাসে-ট্যাক্সিতে-মিনিবাসে তুলে দিতে।

ট্যাক্সি নিয়ে গেল। সেখানেও হিসেব ছিল। বাস থেকে নেমে শেয়ার ট্যাক্সি। এসপ্লানেডে co-passenger নেমে গেলে সেটারই মিটার ডাউন করাল। রুবি ভাবল, টানা আসছে।

রুবি পরে in bed বলল, দাঁড়াতে দাঁড়াতে হঠাৎ আমার মনে হল আমি কার জন্যে অপেক্ষা করছি। এমন তো নয় যে অভিজিৎ। তখন আমি অভিজিৎ-এর মত লোকদের মধ্যে অভিজিৎকে খুঁজতে লাগলাম। তারপর মনে হল তুমি। তখন আমি মহীনের মত লোকদের মধ্যে মহীনকে খুঁজতে লাগলাম। শেষপর্যন্ত মহীনের মত লোকদের মধ্যে অভিজিৎকে এবং অভিজিতের মত লোকদের মধ্যে মহীনকে খুঁজতে লাগলাম।

তারপর ক্রমে যে কোনো লোকের মধ্যে মহীনকে, যে কোনো লোকের মধ্যে অভিজিৎকে খুঁজতে লাগলাম। ক্রমে সব ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল।

তখন খুঁজে পেলাম আমাকে। দেখলাম পৃথিবীর সব লোক একদিকে। আর আমি বাসস্টপে একা। তখন ঠিক করলাম বাড়ি ফিরে যাব। আর ঠিক তখনি তুমি এসে পড়লে।

সত্যি বলছি, তুমি আসার আগে ভাবতে পারিনি যে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

মহীন : কিন্তু এখন কী পারছ?

রুবি : সত্যি বলছি, এখনও পারছি না। মহীন, আমি যে পাগল হয়ে যাব বা যাচ্ছি। আমার 'মেঘে ঢাকা তারা'র মেয়েটার মত চিৎকার করারও ক্ষমতা নেই। আমি তো পাগল হতে চাইনি। আমি পাগল হতে চাই না।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

Story-line (Continue)

রুবি আজকাল ঘনঘন দেখা করছে। সিনেমায় এল সেদিন। Rear circle না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেটে Front circle কাটায় আপশোস। রুবি হেসে বলল, তা আমি কী করব? Rear circle-এ দেওয়াল ঘেঁসা couple-দের দেখে মহীনের আপশোস। দেখল, একটি ছেলে মেয়ের শালের খুঁট নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। ইন্টারভ্যালে।

ইন্টারভ্যালে সে উঠে পড়েছিল। যথাসম্ভব সামনের দিকে মুখ রেখে সিটগুলো পেরয়। কেউ না দেখতে পায়, সে বুড়ো। সেদিন বাস স্টপ পেরিয়ে গেছে। 'একটু বাজারের সামনে দাঁড়াও না ভাই।'

বাজারের সামনে ঘন্টি মেরে বাস দাঁড় করিয়ে কন্ডাকটর ড্রাইভারকে বলল, 'এই একদম বেঁধে দাও। বুড়ো মানুষ নামছে।'

চায়ের দোকানে রুবি স্বীকার করল (হেসে) : অভিজিৎ শিলিগুড়ি গেছে।

ও তাই!! মহীন ভাবল। তাই এত সময় দিচ্ছ। আসলে মহীন গিয়েছিল ঈর্ষাবশত। অভিজিৎ আর রুবি একদিন দেওয়াল-ঘেঁসে Rear-circle-এ বসে প্রচুর চুমু খায়। তখনো অভিজিৎ শোয়নি রুবির সঙ্গে। রুবির উরুর আঁচিল জানে না।

১ মার্চ ১৯৯০

লেখক অভিজ্ঞতা থেকে লেখে না

লেখক কোনো অভিজ্ঞতার ভিতরে থেকে লিখতে পারে না। সে বেরিয়ে আসে অভিজ্ঞতা থেকে। বা অভিজ্ঞতাই তাকে অভিজ্ঞতার বাইরে ঠেলে দেয়। যেমন একজন লেখক একটি প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে লিখেছিল, 'ভালবাসাই, আমি ভালবাসতে গিয়ে দেখেছি, আমাকে ভালবাসার বাইরে ঠেলে দিয়েছে।'

এই যে বাইরে থেকে লেখা—আউটসাইডার হিসেবে—নইলে ফর্ম এবং বিষয় সেভাবে চেহারা নিতে পারে না। জল যখন নড়ছে তখন মুখ দেখা।

এ হয়তো সেই ইমোশান রিফলেকটেড ইন ট্যাঙ্কুইলিটির কথাই বলা হল। আরও স্পষ্ট করে। যে লেখক প্রকৃত অভিজ্ঞতা থেকে লিখতে পারে না। তার ফর্ম ও কনটেন্ট মৌলিক অভিজ্ঞতাকে চাহিদামত কেটেকুটে নেয়। প্রকৃত অভিজ্ঞতা থেকে লিখতে গেলে হয় 'গঙ্গা'। ফর্ম ও কনটেন্টের দাবি মেনে অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে লিখলে হয় 'পদ্মানদীর মাঝি'। এভাবেই সমরেশ বসু এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি রেখে ভাবা যেতে পারে।

৮ মার্চ ১৯৯০

আমার শব্দ-বিপর্যয় (ম্যালাপ্রপিজিম) : 'গঙ্গাজলটা (স্নানের জল Meaning) চাপিয়ে দাও।'

এই ফ্ল্যাটের প্রতিটি জিনিস রাখা বা সরানোয় টাঙানোয় মুন্নির সাহায্য লেগেছে। কিছুই একা করতে পারিনি। ল্যাট্রিনের দরজায় আঁটা ছবিগুলো 'span' থেকে select করেছি দুজনে। কেটেছি আঠা লাগিয়েছি দুজনে। মুন্নির interesting বিবৃতি ছিল, 'বাবা, টয়লেটটা Bore করে। অতক্ষণ বসে থাকতে হয়। তুমি কিছু ছবি লাগিয়ে দাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৭/৪২

যে কোনো কুৎসিত-পুরুষ
যেমন তোমার প্রতি একটা
তুচ্ছ মেয়ে যায়; অন্যথা তুমি
কি একটা deserve
করো?

অথচ প্রত্যেক সোচ্চার-
আচরণও একটা দোষ;
আমি কি deserve
করি?

অথচ, যে সহিষ্ণু-সহানুভূতিশীল
তোমার মেয়ে, সন্তান,
মধুসূদনের ~~[illegible]~~ ক্ষতি
তোমার, তুমি বঞ্চিত
অনিশ্চিত হলে অন্যত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

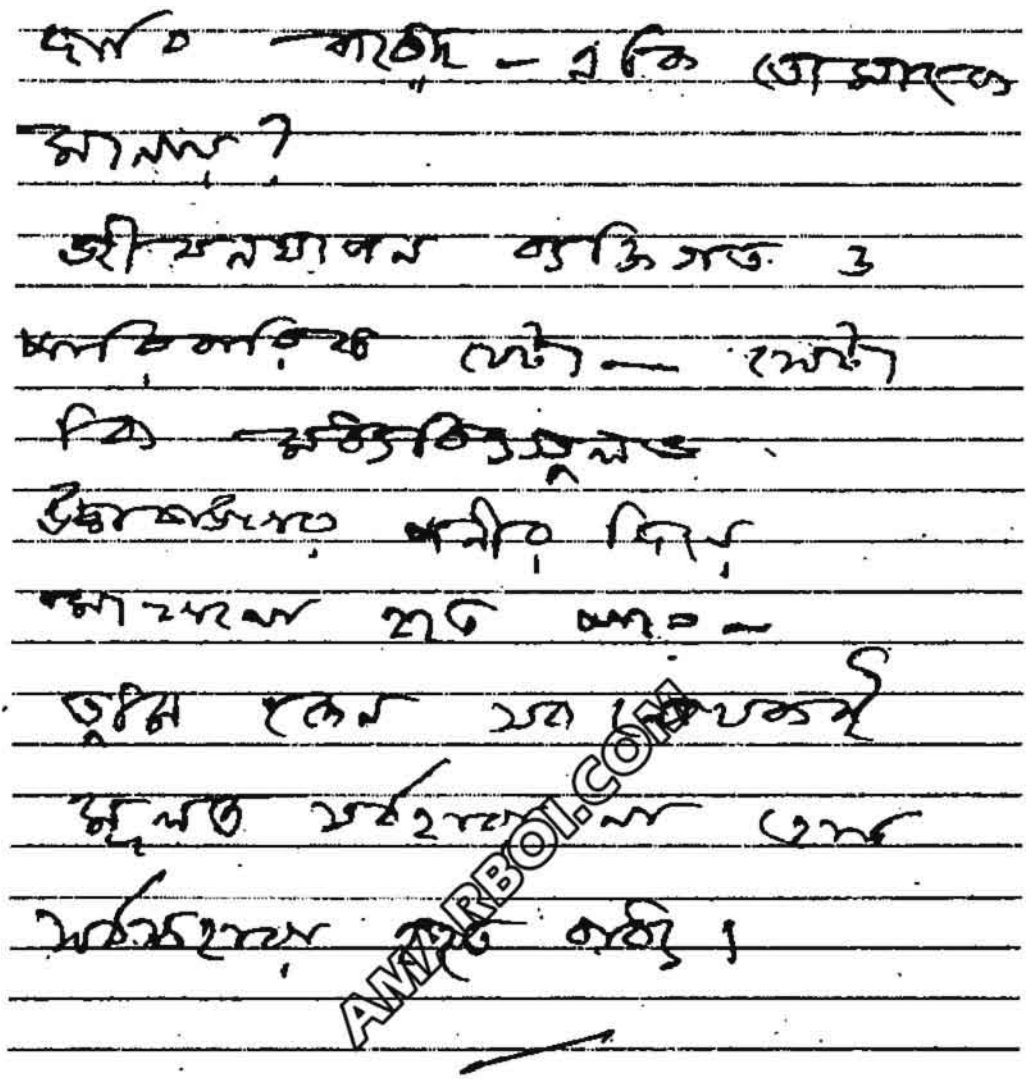

১০ মার্চ ১৯৯০

অ্যাটেন্ডেন্স সই করতে গিয়ে প্রতিদিন অবসরপ্রাপ্তদের সঙ্গে দেখা হয়। তারা যূথবদ্ধভাবে বসে থাকে। তাদের নম্বর ধরে ডাকা হয় মাইকে।

দাশরথির প্রমোশন হয়েছে। ঘর পেয়েছে। যে যার ঘরে যাবার আগে তারা ট্রাস্ট সেকশনে বসে। কিছুক্ষণ। দাশরথি আজকাল চুপ করে যাচ্ছে। তার রিটায়ার করতে তিন বছর বাকি। সে সেদিন বলল, দেখো, বাজারে ঝুলন্ত পাঁঠা দেখে দূরে জ্যান্ত পাঁঠাদের দাঁড় করিয়ে রাখাটা আমার খারাপ লাগে। ওরা কি কিছু বোঝে না, ঐ কসাই মনে করে। পেনসন-প্রাপকদের সামনে দিয়ে এভাবে রোজ হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের—দিনে দিনে মুহ্যমান করে দিচ্ছে হয়তো এটাই।

একেকদিন মন খারাপ হয়ে যায়। তার দুর্বোধ্য আধুনিক পেন্টিং-এর সামনে মনোজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মণ্ডল বলে—কিছু বুঝছিস না বলিস কী করে? রংটা দেখ না। ঐ একটু শাদা ছুট মেরুন আর উড়ন্ত হলুদ—ঐ রংদুটো আর টেক্সচারটা তো বুঝতে পারছিস—দেখ হলুদটা উড়ছে... তাহলেই তো হল।

—ছবির নাম দিয়েছিস 'অটোবায়োগ্রাফি', কেন?

—অটোবায়োগ্রাফিই তো। নয়। একেকদিন মন খারাপ লাগে না! সেটা কি অটোবায়োগ্রাফি নয়? মন খারাপকে আঁকব কী করে, ওভাবে ছাড়া? তুই বল না একজন শিল্পীকে কি শুধু বাড়িঘর নদী নৌকো আঁকলেই হবে—মন খারাপ আঁকতে হবে না? একেকদিন মন খারাপ লাগে না? লাগে বৈকি। দাশরথিরও লাগে। কিন্তু সে জানতে চেষ্টা করে, কেন। আজ কেন। কই কাল তো লাগেনি। সে জানতে চেষ্টা করে আজ বিশেষ কী হয়েছিল? সে সকালে পেনসন-প্রাপকদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে অ্যাটেন্ডেন্সে সই করতে আবার মুহূর্তে গিয়ে দাঁড়ায়। তবে কি সেখান থেকেই শুরু?

১৩ মার্চ ১৯৯০

মুন্নি ছিল যেন এক dictionary. আমাদের দাম্পত্য অর্থ হারালেই মানে খুঁজতাম সেখানে।

তুমবনি ছিল শীতের লেপের মধ্যে সান্নিধ্যকামী নারী।

মাঝে মাঝে সন্না দিয়ে নিজেই নিজের ভ্রূর পাকা চুল তুলি। কেউ নেই যে তুলে দেবে। চোখে চশমা, হাতে আয়না। চশমা খুললে ভ্রূ-চুলে কাঁচাপাকা আলাদা করতে পারি না। চশমার ভেতর দিয়ে ভ্রূর সবটা দেখা যায় না। পাকা চুলগুলো মিলেমিশে থাকে—লুকিয়ে। প্রায়ই সন্নায় এক-একটা কাঁচা চুল উঠে আসে। অন্তরাত্মা হায় হায় করে ওঠে তা দেখে।

AMARBOI.COM

১৪ মার্চ ১৯৯০

বিশ্বাজিৎ চ্যাটার্জি[৩৩] একদিন এগিয়ে এসে ফুটপাতে আলাপ করল। ৬ মাস ধরে ভাবছি জুতো পালিশ করাব। হয় না। সেদিন অবশেষে। বলল, 'আচ্ছা, আপনি কি...'

বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট আর. এন. চ্যাটার্জির ছেলে। নিজেও হৃদি-বিশারদ। বছর তিরিশ বয়স। মুখ চৌকো। চওড়া চোয়ালে দাড়ি। খুব বাড়তে দেয় না। ঠোঁট ছড়ানো। সব-সময় ভেজা-ভেজা। কবিতা লেখে। নবতম মানব-সম্পর্ক। তাই বিশ্বজিতের কথা লিখলাম। ওকে বললাম, আমার প্রেমিকার প্রেমিকের নামও বিশ্বাজিৎ। শুনে ঘাবড়ে গেল।

১৫ মার্চ ১৯৯০

কাল রাতে বসব বলে চেয়ারটা বারান্দায় রেখে এসেছি অনেক আগে। রাত ১২টা নাগাদ টিভি শেষ। গিয়ে বসলাম।

দেখলাম, কলকাতার আকাশ। মেঘ নেই। কিন্তু তারাও নেই একটাও। অদ্ভুত কালো। যেন আলো-খাওয়া দৈত্য এক। তাই একটা গ্রো-ও বেরুচ্ছে তার সর্বাঙ্গ থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখহীন

From the Desk of : C. R. Chatterjee, M. D. শিরোনামের আমেরিকান প্যাডের মাথাটা ছিঁড়ে রিনার ব্যাঙ্ক বদলের (a/c-এ ১৩০ টাকা!) আবেদনপত্র লিখতে বেশ কষ্ট হল। তবে অসহনীয় কিছু নয়। ভ্রাতৃশোক কি দাঁতের যন্ত্রণার চেয়ে বেশি না কম তাৎক্ষণিক, কোনোদিন বোঝা যাবে না।

বেশি-কম এগুলো ব্যবহারিক প্রয়োজনের হিসেবে। যেমন ১, ২, ৩। সংখ্যা—তেমনি।

বেদনার হিসেব এসব দিয়ে হয় না। ওজন সংখ্যা ইত্যাদির মত বেদনা নন-প্রোগ্রেসিভ অবস্থায় থাকে না। সমস্ত অনুভব তাই তার কত ব্যক্তিগত। 'তার' বলতে অনুভবের। আমার নয়। শুধু অনুভূতির অন্তর্গত। অনুভবই তা জানে। ভুলকে বোঝে গভীরতর জটিলতর ভুল। ঠিক কখনও ভুলকে বুঝবে না।

২২ মার্চ ১৯৯০

কাল বরুণের সঙ্গে দেখা করলাম বেশ কিছুদিন বাদে। কলেজ জীবনের গল্প করছি—হঠাৎ বলল, এসব পুরনো কথা শুনতে আর ভাল লাগে না, বলে উঠে গেল।

বড়লোকের আত্মাভিমানী ছেলে। মতে না মিললে উঠে যায় ও পাশের ঘরে গিয়ে পিতৃদত্ত পিয়ানো বাজায়। আমার হাতে একতারা। তার ছিঁড়ে গেলে জীবনটা পরিণত হয় কুমড়োর খোলে।

AMARBOI.COM

২৪ মার্চ ১৯৯০

আজ কালীকৃষ্ণ গুহকে[৬৪] দেখতে যাই। জন্ডিস। সঙ্গে চৈতালি চট্টোপাধ্যায়[৬৫]। মেয়ে কবির সঙ্গে এই প্রথম। এক রিক্সায়। পথে বৃষ্টি এল। তাই পর্দা ফেলে দিল রিক্সাঅলা। তার আগে অনুমতি নিয়েছিল। 'পর্দা ফেলে দেব বাবু?' না—বলার মত বৃষ্টি পড়ছিল না।

টিভির পুরস্কার প্রাপকদের দেখান হচ্ছিল। দেখে ভাল লাগল যে কুমার গন্ধর্ব[৬৬] পদ্মবিভূষণ পেলেন। মনে হল ভীমসেন যোশি[৬৭] কি পেয়েছেন। মনে হল ভীমসেন যোশির একটা কিছু ক্যাসেট আমি কিনব। কিন্তু কী কিনব? কুমার গন্ধর্ব বললেন, প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে : ওদের পুরস্কার দেওয়া কাজ, পুরস্কার দিয়েছে। আমার কাজ গান গাওয়া। গেয়ে যাব। লোকটাকে আজ ৩০ বছর ধরে একরকম দেখতে আছে। টিবি হয়েছিল ও একটা লাংস নেই। ওর একটা গান খুব মনে আছে। কথাগুলো ঠিক জানি না। বোধহয় : 'শুনতা হ্যায় গুরুজ্ঞানে...' এরকম।

২৯ মার্চ ১৯৯০

কফিহাউসে সমর তালুকদার আজ যা বলল :

শিবানী (ওর বউ) যখন ওর বন্ধু নিখিল মুখার্জির সঙ্গে স্যাটার্ডে ক্লাবে দেখা করছে ও মদ খাচ্ছে—তখন সমর-শিবানীর ছেলে বাপসুও যেত। ছেলে video games খেলত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাপসু যখন নার্সিংহোমে মরে যাচ্ছে, শেষ ১৫ দিন, তখন বাপসু সমরকে একদম কাছ-ছাড়া হতে দিত না। সমর ছাড়া মার কাছে যেত না।

হঠাৎ কী হল মাতৃতান্ত্রিক ছেলের? সমর উঠতে চাইলে ছেলে বলত, 'মদ খেতে যাবে তো? ওখানে ঐ বাথরুমে গিয়ে খেয়ে এসো। বোতল কিনে আনো।' সমর তাই করত।

মৃত্যুর পর শ্মশানে নববস্ত্র পরাতে গিয়েই সমর দেখল, আরে বাপসুর 'বাল' (ওর ভাষা) হয়েছিল নাকি!

সে দেখল, তার বস্তিপ্রদেশে কচি কচি পিউবিক হেয়ার। সমর জানত না। তখন সে বুঝল, কেন ছেলে অমন করত। আউট অফ পিটি ফর হিজ বোহেমিয়ান ফাদার!

যে মার তো তবু একটা হিল্লে হতে যাচ্ছে—নিখিলকাকুর সঙ্গে। আমার বাবার কী হবে? তাই আটকে রাখত। এই বিষয় নিয়ে গল্প লেখা খুব দুঃখের। প্রায় অমানুষিক। কিন্তু আমি লিখব। এই গল্প শুনে পার্বতী[৬] যখন 'হায় হায়' করে উঠল, অরুণ চক্রবর্তী[৬] বলে উঠল 'বোলো না, বোলো না!' তখন সমর রেগে বলল, 'ইউ শাট আপ। আই ফাক ইওর সিমপ্যাথি। আমি র‍্যাশানালি ব্যাপারটা দেখতে চাইছি। তোমরাও তাই কর। Because one must see the truth—চোখের জল ঝাপসা করে দেয়।' কামুর 'স্ট্রেঞ্জারের' প্রথম পাতায় মার ফিউনারালে যোগ দেবার জন্যে মাননীয় বসের কাছে ছুটি চাইবার সময় বলেছিস, 'কী করব বলুন! এতে আমার কোনো উপায় নেই ছুটি না নিয়ে।'

বস ছুটি দিয়েছিল। কিন্তু তার মনে হয়েছিল, অতটা অ্যাপোলজিটিক না হলেও চলত। মার মৃত্যু নিয়ে। পরে ভেবেছিল, যাক কালো পোশাকে যখন অফিস join করব—তখন বস নিশ্চয়ই বুঝবে ব্যাপারটার গুরুত্ব।

AMARBOI.COM

৯ মার্চ ১৯৯০

Story line

যতই হেলাফেলা করুক ভারতবর্ষকে, এই ভারতবর্ষই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। কারণ, এমন দুজন মানুষ এদেশে জন্ম নিয়েছে যারা অমর।

পৃথিবীতে প্রথম এরকম। বিজয় আর গীতিকা। এরা জানে তা। জেনে বেশ মজায় থাকে। দিন যাক মানুষ ঠিকই জানবে। সবে তো পঞ্চাশ পেরুল। ৮০/৯০ এমন কি ১০০ হলে কিছু প্রমাণ হবে না তখনও সম্ভাবনা থাকবে মৃত্যুর। কিন্তু খেলা শুরু হবে তখন থেকে। তারপর একটি করে বছর যাবে আর লোকে টেরটি পাবে। দেশ টের পেলে পৃথিবী টের পাবে। মোটামুটি ১২৫ পেরিয়ে গেলে লোকে ভাবতে শুরু করবে তবে বুঝি তারা অমর। ১৩০/১৪০... কিংবা বড় জোর ১৫০-এ তারা 'অমর' ঘোষিত হবে আশা করা যায়।

১১ এপ্রিল ১৯৯০

কাল মুন্নির জন্মদিন। জন্ম সম্পর্কে সবটা জানাই, পরের মুখে ঝাল খাওয়া। মানুষ সারাজীবন পরের দেওয়া নাম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বড় হবার পর প্রত্যেক মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকার আছে পরের দেওয়া নাম গ্রহণ অথবা বর্জন করে নিজের নাম নিজে রাখার।
এ তার মৌলিক স্বাধীনতা।

১৭ এপ্রিল ১৯৯০

রুবির সঙ্গে দেড়মাস পরে দেখা। ১৬ এপ্রিল। এলো দু ঘণ্টা পরে। সত্যেন ছাড়ছে না। রাতদিন অফিসে ওর সিটের সামনে বসে থাকে। বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। আজ বহুকষ্টে ছাড়া পেয়েছে। আগের দিন বলেছিল, 'কী ব্যাপার আজ যে এত সাজগোজ?'

আজ বলেছে, 'খুব অন্যমনস্ক। বাড়িতে কি ডাক্তার আসবে? মানে বাবা-মার অসুখ?'

রুবি : না।

ঠিক কী জানতে চায়নি। তবে মৌলালিতে ছেড়ে দেবার সময় পিছনের গেটে উঠে ও ফলো করেছে কিনা রুবি জানে না।

'তাই নাকি?' মহিম বলল, 'চলো আমরা তাহলে ঐ গেট দিয়ে বেরিয়ে যাই।'

'না-না, তার দরকার নেই। খাবার অর্ডার দাও।'

'কী খাবে?'

'ঐ যা খাই। স্পেশাল ছাউ-মিয়েন।'

অর্ডার দিয়ে মহিম বলল, 'না, আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছিলাম। ও যদি সত্যিই তা করে থাকে এবং এসে তোমাকে এভাবে দেখে, তোমার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে।'

রুবি আজ পরে এসেছে মাকে কিনে দেওয়া সাদা তাঁতের শাড়ি (১লা বৈশাখে) —কালো ও নীল নকশার পাড়, আঁচলে সাদা-কালো ধাক্কা। কালো ব্লাউজ। এতে ওকে অভূতপূর্ব সুন্দরী দেখাচ্ছে।

'মুখে কি ফাউণ্ডেশান লাগাচ্ছ আজকাল?'

'না তো। ওসব আমি কোনোদিন লাগাই না।'

'তাহলে এত সুন্দর দেখাচ্ছে! একি তবে প্রেমের গুণাগুণ?'

'আমি আজকাল মন খারাপ হলে ওর বাড়িতে চলে যাই। অফিসে যাবার আগেই ওকে ধরি। তারপর দুজনেই অফিসে যাই না। সারাদুপুর ওর ঘরে থাকা।'

'দরজা বন্ধ করে দাও?'

'না-না। দরজা খোলা থাকে। ওসব কিছু হয় না।'

'তোমার প্যাশানের কী হল?'

'ওটা তো, আমি বলেছিলাম তোমাকে। আমার কোনোদিনই স্ট্রং পয়েন্ট ছিল না।'

'কী জানো', মহিম একটা স্বীকারোক্তি করল, 'আমাদের যৌন-জীবনের ডিটেইলস কতই তো—কিন্তু একটা মাইনর ডিটেইলও আমার আর মনে পড়ে না।'

'আমি তো বলেছিলাম তোমাকে ও কিছু না। তুমিই বিশ্বাস করতে না।' রুবি বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯ এপ্রিল ১৯৯০

অনন্য রায়ের[১০] 'আলোর অপেরা' পড়ছি। এই বইটা অনেক ধ্যানধারণা উল্টেপাল্টে দিতে চায়।

২৮ জুলাই ১৯৯০

সারা জুন মাস যথেষ্ট চেষ্টায় (ছুটি নিয়ে) কোনোক্রমে তীরে উঠেছি। 'আজকাল'[১১]-এর কুকুর-সম্পর্কে উপন্যাস শেষ হয়েছে। মনে হয় এবার তত খারাপ হয়নি। ২০/২২ দিনে লেখা যদিও।

যদি কেউ প্রশ্ন তোলে তাহলে উত্তর :

কাফকার 'ইনভেস্টিগেশান অফ ডগ'[১২] শব্দ তিনটি ডিক্সনারিতে আছে। কাফকা কি শব্দ তিনটি ওখান থেকে চুরি করেছেন?

কাফকা নিজে একটি ডিক্সনারি। সেখান থেকে এবং অন্যান্য লেখক থেকে—গান-ছবি এবং পূর্ব-প্রজন্মের যে কোনো জিনিসের তদন্তসূত্র ধরে ধরে এগবার অধিকার লেখকমাত্রেরই আছে। দস্তয়েভস্কি থেকে কাফকা, ইয়েটস থেকে জীবনানন্দ —এসব শু সমালোচকেরা অনেক ঘেঁটেছেন।

আসল কথা হল, ইন্টার-টেক্সচুয়ালিটি। এ সম্পর্কে ভাষা-বিজ্ঞানী মিখাইল বাখতিন[১৩]—যথেষ্ট বলে গেছেন। একটি সাহিত্যকর্ম সম্পূর্ণ মৌলিক হতে পারে শুধু নিরক্ষরের ক্ষেত্রে—যেমন আউল-বাউল? তেমন কি আমাদের আজকের মুখের ভাষাও মৌলিক নয়। তা সহস্র সহস্র বৎসর ধরে বিবর্তনময় সামাজিক নৃতাত্ত্বিক ভাষাগতির পরিণতি।

এ ধরনের প্রশ্ন সেই সব সমালোচকদের যাঁরা লেখাকে মনে করেন 'মাল'। এবং তাকে সেভাবে নাড়াচাড়া করেন। লেখার নিয়তপরিবর্তনশীল পরমাণু ব্যাপার তাঁরা জানেন না।

১১ আগস্ট ১৯৯০

On plagiarism

এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে আমাকে বধ করার জন্য কাফকা-মান প্রমুখ ব্রহ্মাস্ত্রগুলো প্রয়োগ করতে হয়। এই তো সেদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায় সমরেশ মজুমদার টোকাটুকির চিঠিপত্র হল। পার্থ সমরেশ থেকে টুকেছে। আর আমি? মান, কাফকা।

আমি সেখান থেকেই টুকি যেসব গল্প-উপন্যাস এখনো লেখা হয়নি। বা সেগুলি আমি পড়িনি। কাফকার 'ইনভেস্টিগেশান অফ ডগ' আমি পড়েছি। কাজেই তা থেকে কিছু নেবার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ যা লেখা হয়ে গেছে, লেখক সেটা পড়ে নেয় শুধু একটি কারণে যে তারপর কী লেখা যায়। সেজন্যেই পড়ে। যে কতদূর কাজ ইতিপূর্বেই হয়ে গেছে।

কাফকার ঐ গল্প আমার লেখাটার আগে সেভাবে ছিল যেভাবে কাফকার আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডগসহ শব্দকটি ছিল ডিক্সনারিতে।

১২ আগস্ট ১৯৯০

'Buppre nex' ছোট্ট গোল ঘড়ি। টেবল ক্লক। ২৭৮৬ হোয়াইট গেট ড্রাইভে মুন্নির লম্বা ঘরে থাকত। মুন্নিকে ঘুম থেকে তুলত।

তারপর ধ্বংস। মুন্নির ঘড়ি। মুন্নির সঙ্গে এল। ২ বছর আমাদের বাড়িতে থাকল। এখন যাচ্ছে ইন্দোরে। মুন্নির দাম্পত্যে বিছানার মাথায় এখন বাজবে টিকটিক করে।

১৩ আগস্ট ১৯৯০

আমি রয়েছি আমার Height of failure-এ। যা যে কোনো Height of Success-এর চেয়ে অনেক উঁচু—যেখানে success-চাঞ্চল্য নেই। যা রূপহীন, বর্ণহীন, স্তব্ধ—এবং সত্যিই, মহিমাময়।

১৭ আগস্ট ১৯৯০

ভাল বই শেষ করে বরাবর শব্দ করে বইটা বন্ধ করেছি। যেমন জীবনানন্দের। দাশগুপ্ত প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের 'গ্রাম-শহরের গল্প' পড়ে আবারও করলাম।

১ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

ডা. তালুকদার বললেন, দেখুন, একদিন ছিল যখন ডিপ্রেশান হলে মানুষ সাফার করত। কিছু করার ছিল না। কিন্তু এখন জানা গেছে ডিপ্রেশান কেন হয়। এন্ড্রোক্রিন গ্লান্ড থেকে একটা সিক্রেশান হয় মানুষ শক পেলে, আর সেটা ওষুধ খেলে বন্ধ হয়। ডিপ্রেশান হয় না। মাও সন্তানশোক সামলে ওঠে। আপনি '—'এই ওষুধটা খান। নইলে, ডিপ্রেশান শেষ পর্যন্ত হার্টের খুব ক্ষতি করবে। ব্রেন-সেলের তো বটেই।

AMARBOI.COM

তারিখহীন

মহীন রুবিকে : ক্ষীণ হলেও একটা যোগসূত্র থাকবে বলেছিলে। 'যোগসূত্র' বলে আমি ঠাট্টা করতাম। তুমি বলতে নইলে জীবনের ১৫টা বছরকে অস্বীকার করতে হয়।

যোগসূত্র রাখলে পারতে। বছরে দুবার হলেও। তুমি একজন হয়তো সিনসিয়ার কার্যকর মানুষকে বিয়ে করবে। তোমার সিঁথেয় সিঁদুর উঠবে। তোমার মঙ্গল হোক। কিন্তু জীবনের মাথায় যেটা সিঁদুর—সেই তর্কময়, যুক্তিতর্কাতীত দার্শনিক অন্বেষা—সেটা একেবারেই মুছে যাবে?

এভাবে তো হয় না। একটা অধ্যায় থেকে আর একটা অধ্যায়। আগের অধ্যায়ের ছায়া থাকে।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

অফিসে গিয়ে (পিওনকে) : কেউ এসেছিল?

আশা ছিল আসতেও পারে। কাল অমন চিঠি পেয়েছে। আসেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

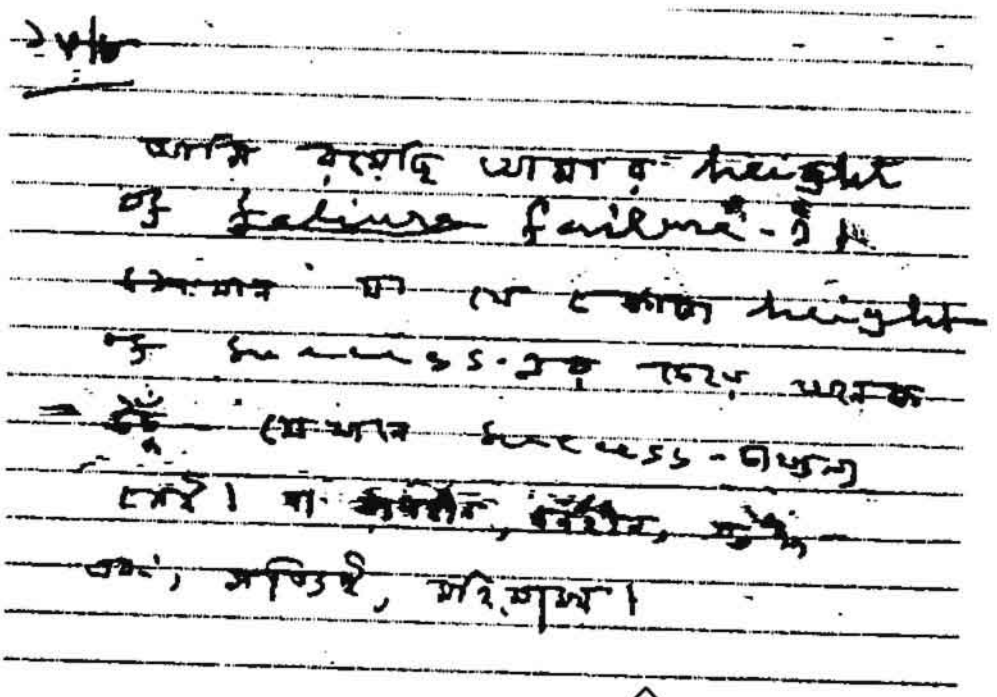

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

প্রেমিক-প্রেমিকা কীভাবে কাছে আসে। ডাবল বেড বিছানার চাদর। ভাঁজ করার জন্যে সাহায্য চায় প্রেমিকের প্রেমিকা। দুজনে দুদিকে।

যত ভাঁজ হয়, ভাঁজ হতে হতে ডাবল বেডের চাদর তাদের কাছে টেনে আনে। শেষ ভাঁজের সময় যখন খুবই কাছাকাছি তখন একের নিঃশ্বাস অন্যের গায়ে। এভাবে চাদর পাতার সময় দূরে এবং গোটানোর সময় কাছিয়ে আসে তারা।

AMARBOI.COM

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

মুন্নিকে শাড়িটাড়ি (পুজো উপলক্ষ্যে) ইন্দোরে পাঠানো হয়েছে ক্যুরিয়ার মারফত।

পাবে না পাবে না?

রিনা বলছে, পাবে না। কাল এই নিয়ে ঝগড়া যে কেন ডাকে না দিয়ে ক্যুরিয়ারে দিলাম। আজ সকালে আমি যে প্রসঙ্গে বলতে যাছিলাম, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি ও পাবে না। যদি পায় সেটা হবে আশ্চর্যের ব্যাপার।

এ রকম বলতে গিয়ে না বলে, কথা পাল্টে বলি, 'আমি কিন্তু অবিশ্বাস করি না যে ও প্যাকেটটা পাবে না। না পেলে তখন বিশ্বাস করব।'

ডাবল-নেগেটিভে এমন কথার মানে চট করে বোঝা যায় না। তবে আমি এভাবে বলতে পারি।

আসলে, বিশ্বাস বা অবিশ্বাস দুটোই সমান ব্যাপার। নিরপেক্ষ। আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসে যা ঘটবে তা পাল্টায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

শারদ ষষ্ঠী

আর এক পুজো। আজ অফিস। ষষ্ঠীর দিনটা কেন যে ছুটি দেয় না, বরাবর মনে হয়।

কাল অফিসে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ভাবছিলাম : ৩৫ বছর হল। দীর্ঘশ্বাস।

মুন্নি প্রায় ১ মাস চিঠি দেয়নি। ওর ৮ মাস প্রেগন্যান্সি চলছে।

পুজোর উপন্যাস যে-কটা লিখেছি শীতের কথা লিখতে ভুলে গেছি। গরম (কেউ ফ্যান চালিয়ে দেয় বলে) থাকলেও, শীত নেই। বর্ষা অবশ্য খুব থাকে।

একটা শব্দ উপন্যাসে লিখেছি (কুকুর সম্পর্কে 'তে)—মর্মে-মেরে। হেমাঙ্গকে 'মর্মে-মেরে' বিউটি (কুকুরী) কুকুরগুলোর দিকে ছুটে গেল—তাদের যৌন আহ্বানে সাড়া দিতে।

হাইফেনটা দেওয়া কত জরুরি ছিল! তাই ওটা হয়েছে। কিন্তু এ-ভাষা কজন বোঝে। বিশেষত, গদ্যে।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

পুজোর দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। আজ একাদশী। আজ ডাবল ছুটির দিন। একে পুজো। তায় রবিবার। এখন সকাল পৌনে ১১। জল-ভরা চোখে লিখছি। কেন? সেটাই গল্প। একটা বাজে টিভি সিরিয়াল। হিন্দু-মুসলমান। হিন্দু স্কুল মাস্টারের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে গেল টাকার অভাবে। মেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। বৃদ্ধ মুসলমান দোকানদার টাকা দিল। মেয়েটাকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে সে আগেই বাঁচিয়েছে। তার সরকারি ফ্ল্যাটের লটারি উঠেছিল। সেই টাকাটা দিয়ে দিল। ফ্ল্যাট কেনা হল না। কিন্তু বিয়ে হল। হিন্দু বন্ধু আগেই তার অসুখে রক্ত দিয়েছিল। কোনও মুসলিম পরিচিতির 'গ্রুপ' মেলেনি।

শেষ দৃশ্যে হিন্দু-মুসলিম আলিঙ্গনাবদ্ধ close-up। এই দেখে কেউ কেউ কান্না। ভাবি, এ কান্না কি পাপীর যে কারো জন্যে কিছু করেনি। তা কেন। কদিন আগেই আমি অসীম সামন্তকে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নিঃশেষ করে ৯০০ টাকা ধার দিয়েছি। কিন্তু আমি জানি অসীম শোধ দেবে। দিতে পারবে। অর্থাৎ আমি দান করিনি। ধার দিয়েছি হিসেব করে। তাই পাপী।

অফিসের দেবতোষ[৭৪] কেমন চালাকি করল। বিয়ে নয়। মেয়ের বিয়ের গয়নার টাকা কম পড়েছে। দেবব্রত চৌধুরীকে আমাকে দিয়ে ট্যাপ করাল। যে পারবে কি দিতে। দেবব্রত পারবে বলল। আমি দেবব্রতকে বলে রাখলাম, কবে নাগাদ দেবে, জেনে রাখ। 'ছিঃ।' দেবু বলল 'তা কখনও বলা যায়।' দেবুর ঘুষের টাকা। সবাই জানে। ৫০০০ দিয়েছে। আমাকে মেয়ের বিয়েতে ২৫০০ দিয়েছিল। আমি শোধ করেছি। কিন্তু দেবতোষ সম্ভবত করবে না।

ধার পাবে আমার কাছে জেনে, যেন জানে না, এমন ভাবে দেবতোষ কীভাবে ভাল ব্যবহার করতে লাগলে। কত অকুণ্ঠিত। একটুও কৃতজ্ঞ ভাব নেই। কেন না, ও তখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানে না যে দেবু দেবে।

ধার পেল। আমাকে দেবু তার আগেই বলেছে। দেবতোষও বলল, 'পেয়েছি। তোমাকে জানানো উচিত, তাই বলে রাখলাম।'

কেউ জানে না। আমি ছাড়া ব্যাপারটা। কেউ জানে না, এছাড়া থিয়েটার করাটা দেবতোষ কীভাবে কাজে লাগাচ্ছে। আমাকে এত বছর পরে অনেকের সামনে বলল, আমার থেকে ও কী কী উপকার পেয়েছে। যেমন ওর বৌয়ের চাকরি। রশিদ সাহায্য করেছিল। আমার অনুরোধে।

একদিন নাকি আমি ট্যাক্সিতে নেশা করে সঙ্গে মাতাল বন্ধু—আমি ঘুরে এসে বাস স্টপে ওদের তুলে বাড়ি পৌঁছে দিই।

আমার দুটো ব্যাপারই একদম মনে ছিল না। ও গর্বের সঙ্গে সকলের সামনে বলল, 'কেউ কিছু করলে আমি ভুলি না কখনো।'

দেবব্রত (দেবু) শুনল কথাটা। আমি এর মানে করলাম, আমি ভুলি না, এটাই কী যে আমার জন্যে কিছু করেছে তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যারা করেছে তারা ভুলে গেছে—কিন্তু আমি গ্রহীতা কৃতজ্ঞভাবে মনে রেখেছি।

এর আর একটা মানে এই হয় টাকা শোধ দিতে পারি বা না পারি—আমি কিন্তু মনে রেখেছি। রাখব। থিয়েটার ওকে নামটাম না দিতে পারুক—জীবনে তার প্রয়োগ ওকে কিছু কিছু সাফল্য দিচ্ছে। বেশ ইউজ করছে। কিছু কিছু নাটকীয় ঘটনাও ঘটেছে যা অবাস্তব সিলিয়ালে বা নাটকে হয়। এইসব সিন ও নিজেই সৃষ্টি করছে ও অভিনয় করছে ও নাট্যপরিচালনাও করছে। আমাকে দিয়ে দড়ি টানিয়ে পর্দা ওঠাল।

একটাই প্রশ্ন করা যায় দেবতোষকে। করা যেত। কে তোমার জন্যে কী করেছিল তার তুলনায় তুমি কার জন্যে কী করেছ মনে করার চেষ্টা করলে অনেক সুবিচার করতে নিজের প্রতি।

যাইহোক, বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে বন্ধুর টাকা দেওয়া সিরিয়ালে কিন্তু কত সরলভাবে সম্পূর্ণ হল। চোখে জলও টেনে আনল। কিন্তু জীবনে এসব ব্যাপার যেভাবে ঘটে তাতে চোখের জল শুকিয়ে যায়।

৪ অক্টোবর ১৯৯০

ঠিক চাকরি ছেড়ে নয়, আপাতত ৬ মাসের ছুটি নিয়ে হেমাঙ্গ দূরে চলে যাচ্ছে। ৭ মাস হতে চলল। শুধু দেখতে চায় যাবার আগে। এবং এজন্যে বাড়ির সামনে, আফিসের সামনে একদিনও দাঁড়ায়নি। দাঁড়াতে চায় না।

সে চায় রুবি একবার আসুক। হেমাঙ্গ তো continue করতে চাইছে না। চাইছে ৯ মাসে ৬ মাসে একবার দেখা হোক।

এক-আধবার কি দেখা দেবার কথা ছিল না? তাহলে তো অনেকদিন করে থাকতে পারতাম। এখনও তো বিয়ে হয়নি। বিয়ের পর কী হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮ অক্টোবর ১৯৯০

সে এল না। কফিহাউস।

—তাহলে এলে শেষপর্যন্ত! একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে। মহীন তাকিয়ে দেখছে। তার দেখা লক্ষ্য করে বুঝতে চেষ্টা করছে—মেয়ে না ছেলে উঠছে। ১৭-এ-তে উঠেও নেমে পড়ল। একটা মেয়ে বাস থেকে দেখল কফিহাউসের সামনে দাঁড়িয়ে।

৩১ অক্টোবর ১৯৯০

সেদিন কফিহাউসে (২৮/১০/১৯৯০)

সকাল পৌনে ৯টা। তখনো খোলেনি। পায়খানার চেষ্টা। Men's room নোংরা। Ladies room-এ রূঢ় প্রত্যাখ্যান। সুশীল ভদ্রর[৫] মগ ও বালতি নিয়ে পায়খানা (র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট অফিস নাম)।

সুশীলদা : একটা পাবলিশিং করব। লাইসেন্স চাই।

স্কাইলাইট দিয়ে রোদ এসেছে। সেখানে বসি। একটা লোক সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। তার নাড়াচাড়া দেখে বোঝার চেষ্টা করছি সে এসেছে কিনা।

১৩ নভেম্বর ১৯৯০

মৃত অনন্য রায়ের কথা যখনি ওঠে, আমার চোখে জল চলে আসে। সবাই তা লক্ষ্য করে। আমার আবেগ তারা প্রত্যক্ষ করে। যেমন জজ সমরেন্দ্র[৬] করল। অভী সেনগুপ্ত[৭] ও সমর তালুকদার আগে করেছে।

লক্ষ্য আমিও করি।

লক্ষ্য করি যে আমার আবেগও মূলত সেরিব্রাল। এবং তা অশ্রুময় হয়ে উঠতে চায় না। বা, পারে না। আমি তাকে ঐ মেকআপ দিই। এবং নোংরা নাটকে নামাই ('তিন পয়সার পালা'য়[৮])।

সমরেন্দ্র অনন্য-সংক্রান্ত টাকা-আনা-পাই-এর কথা তোলে। ওর সম্পত্তি কে পাবে, যে মরণোত্তর সন্তান ওর হতে যাচ্ছে তা ওর কিনা—ইত্যাদি।

আমি মনে মনে ওকে বলছি দেখি—এখন এই মধ্যরাতে—'সমরেন্দ্র, আমি যখন কথা বলি টাকা-আনা নিয়ে তখনও যা আমার নেই, যারা নেই, মৃত বা জীবিত যারা আমার পাশে নেই—যেমন অনন্য বা চিত্ত (মৃত) বা দীপক[৯] (যার সঙ্গে বহুকাল দেখা হয় না)—এরা সবাই আমার সঙ্গে থাকে। যা অনুপস্থিত, উপস্থিতির আসপাশে তার অস্তিত্ব আমি সব সময় টের পাই। এসব সাহিত্য নয়। শিল্প নয়। এসব আমার লিভিং। হয়তো লিভিং দা রায়িটিং: আমি জানি না। শুধু জানি তারা থাকে।'

আমি এ-মধ্যরাতে সমরেন্দ্রকে এসব বলি। (দ্র. এতদ্বারা সমরেন্দ্র চরিত্রকে ভুল বোঝা হল। Injustice হল তার প্রতি। হয়তো। বা, নিশ্চিত)

কিন্তু নিজের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখহীন

Post-Structural

Structuralism—এই স্ট্রাকচার বা object-এর ভেতরেই সব আছে।

Logos = জ্ঞান।

যে কোনো বিষয়ের অভ্রান্ত সত্য ও Logos-তে কী করে পৌঁছানো যাবে।

Sub-altern (রণজিৎ গুহ[৮০], অস্ট্রেলিয়া)

১। সশুর[৮১] ফরাসি। জেনিভা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। তাঁর ক্লাসরুম বক্তৃতাগুলো পরে ছাত্রদের notes থেকে গ্রন্থায়িত হয়।

২। বাখতিন '৭০ নাগাদ মারা যান।

গ্রন্থকার যেভাবে দেখাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে ভাবতে ভাবতে পড়া—এটা একটা পদ্ধতি text পড়ার। যেমন, 'রক্তাম্বর পরণে মেঘজ্যোতিপুঞ্জময় কাপালিক।'—কপালকুন্ডলা। এই যে শ্রদ্ধা আকর্ষক লেখকের ভাষা—এর বিরুদ্ধে যাওয়া—ঐ কাব্য ও রেটোরিক বর্জন করা।

অবশ্য অলঙ্কার বাদে কোনো বক্তব্য রাখাই মুস্কিল। যায় না বলা চলে। বিশেষত সাহিত্যে।

যে কোনো একটা শব্দ-সমন্বয় ফ্রেজ বা বাক্য যে মানে তৈরি করে—যা ব্যাকরণ সম্মত তার বাইরে তা অনেক সময় চলে যায় কবিতা বা গদ্য-সাহিত্যে। এবং তার প্রভাব ফলতে থাকে। ব্যাকরণে ব্যাকরণদুষ্টত যা নয়—তাকেই আর্ষপ্রয়োগ বলেছে।

অতিদেশদুষ্টও বলা হয়। 'অতিদেশ'কে গুণ হিসেবেই বৈয়াকরণিকেরা দেখেছেন।

AMARBOI.COM

১৬ নভেম্বর ১৯৯০

রাত ১টা

বারান্দায় গিয়ে বসি। আকাশের দিকে তাকিয়ে আবারও হতাশ হই। 'চরাচর' শব্দটি অনেকদিন পরে পেলাম, উদয়নের[৮২] আমার সম্পর্কে লেখায় (কৌরব)। তার বক্তব্য : আমার চরাচর চেতনা নেই। যা নাকি জীবনানন্দের ছিল।

'চরাচর' বলতে? প্রাকৃতিক আকাশ, নক্ষত্র, শূন্যতা, অসীম—এইসব।

এসব তো বাইরে নেই। বেঁচে থাকার অর্থহীনতাই তো আকাশ। তাকে চিহ্নিত করতে তো যত নক্ষত্র। আবেগের চেয়ে প্রবহমান কি বাতাস—নারীর কামনার (প্রেমের) চেয়ে বেশি উদ্ভাস কি রৌদ্রে?

ভালবাসতে হয় আমার মেয়ে মুন্নিকে বাসব—কি ওপরের ফ্ল্যাটের জয়কে। চরাচর তো সেখানেই।

বাঁজা মেয়েমানুষ সন্তান adopt করে—তাদের চরাচর লাগে—কবিত্ব সাঁতলাতে তার চেয়ে ভাল সম্বরা বুঝি হয় না। কিন্তু যে সন্তান ধারণ করতে পারে ও জন্ম দিতে পারে—লালন ও পালন করতে পারে—পুষ্যিতে তার প্রয়োজন কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮ নভেম্বর ১৯৯০

জীবনানন্দ দাশের হত্যাকারী ট্রাম-কন্ডাকটর আজও বেঁচে। ট্রাম-প্রধান সুমন্ত্র চৌধুরীর কাছে গিয়ে তার খোঁজ নিতে হবে।

২৬ নভেম্বর ১৯৯০

একজন মানুষ যখন মরে যায়—শুধু সে ধ্বংস হয় না—ধ্বংস হয় পৃথিবী নামে এই গ্রহটি।

তার পরেও পৃথিবী থাকে—এটা ভাবা ভুল। সেই মানুষের দিক থেকে।

আজ ভোরে ঘুম ভেঙে প্রথমেই মনে হল একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নাম হতে পারে : টুনটুনির ক্লাস।

২৮ নভেম্বর ১৯৯০

মৃত্যু সম্পর্কে আমার পড়া সবচেয়ে সার্থক পংক্তিটি লেখা হয় আমাদের বাংলা ভাষায়—'কেউ দিনের বেলায় মরে—কেউ মরে রাত্তিরে।' তুষার রায়ের[৮৩] মৃত্যু পর্যন্ত লেখককে অপেক্ষা করতে হয়েছিল—বাংলা অক্ষরে পংক্তিটির জন্ম দিতে।

৫ ডিসেম্বর ১৯৯০

গত ২৮ নভেম্বর রাত ৮টা ১৫য় মুন্নির একটি কন্যাসন্তান হয়েছে। মেয়ের বদলে কন্যাসন্তান লিখলাম আমার সম্পূর্ণ বিস্মৃত মায়ের কথা ভেবে (স্মৃতিবাহিত হবার মত যাঁর কোনো যোগ্যতাও ছিল না)।

একটা স্মৃতি আছে। একবার বড় হয়ে হাওড়ার বাড়ির সিন্দুক খোলা হয় ও একটি নোটবুক পাওয়া যায়। বাবার স্টেনো-গ্রাফার্স নোটবুক। এরোপ্লেন মার্কা। তাতে একটি এন্ট্রি দেখি—'Today Nandrani gave birth to my fourth son at...the child gave much pain to his mother.'

মেয়েটার ওজন ৩ কেজি। ডাকনাম মোম। রিনা রেখেছে।

৬ ডিসেম্বর ১৯৯০

গোলকুন্ডা ফোর্টে ওঠার সময় তারাপদ বলল, তোমরা যাও, আমি যাব না। (মোটা বলে। পারবে না বলে) আমি মিনতি আর তাতাই উঠলাম।

অবশ্য ছাড়া-ছাড়া ভাবেই।

আমরা দুজনে চোখের আড়াল হয়ে গেলেই তাতাই দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল যাতে আমরা খুব বেশিক্ষণ একা না থাকতে পারি। বাবা নয়, ছেলে পাহারা দিচ্ছিল মাকে।

৯ ডিসেম্বর ১৯৯০

রাত ১২-১৫

জীবনে বাংলা ডিক্সনারি দেখিনি। খুলিনি। শ্রেষ্ঠ বাংলা ভাষা জানি। জীবনে একটা নারী নেই। শ্রেষ্ঠ যৌনমনা। একটা কলম পেলাম না, যার মন আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭ ডিসেম্বর ১৯৯০

যে কোনো পুরস্কার-প্রাপক যেমন দেবেশ রায়কে[৮৫] একটা প্রশ্ন করা যায় : আঁচ্ছা, তুমি কি এটা deserve করো? আসলে প্রত্যেক নোবেল লরিয়েটও এটা ভেবেছে : আমি কি deserve করি?

আঁচ্ছা, এই যে লাইফ-স্টাইল তোমার দেবেশ, গাড়ি, স্বচ্ছলতা তোমার, তুমি একজন কমিউনিস্ট বলে আজও দাবি করেছ—একি তোমাকে মানায়?

জীবনযাপন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক যেটা—সেটা কি মধ্যবিত্তসুলভ উচ্চাকাঙ্ক্ষার পনির দিয়ে মাখানো হতে পারে—তুমি কেন সব লেখকই মূলত সর্বহারা না হোক সর্বস্বহারা হতে বাধ্য।

তারিখহীন

উৎসর্গ

মৃত অনন্য রায়

কৃতি ফাঁসুড়ের চেয়ে ঝুলন্ত খুনি ভাল

উৎসর্গ

রুবিকে

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার

AMARBOI.COM

১৯৯১

২১ জানুয়ারি ১৯৯১

'যে ধর্ম ধর্মান্তরবিরোধী তাহা কখনো ধর্ম নহে।...পরস্পর-বিরোধী ধর্মই প্রকৃত ধর্ম।...যে ধর্মে কোনো বাধা নাই বা সীমাবদ্ধতা নাই সেই ধর্মই অনুষ্ঠান করিবেন।'

রাজা উশিনরের প্রতি শ্যেন পক্ষীরূপে ইন্দ্র—যখন কপোতরূপী অগ্নি তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছে। শ্যেনের বক্তব্য কপোতকে ছেড়ে দাও, ওটা আমার আহার।

উশিনরের বক্তব্য: আশ্রয়প্রার্থীকে ত্যাগ করা অধর্ম।

শ্যেন : ক্ষুধিত আমাকে আমার আহার থেকে বঞ্চিত করাও অধর্ম।

উশী : অন্য আহার গ্রহণ কর। যেমন, বৃষ, মহিষ, মৃগ বা ছাগ।

শ্যেন : কপোতই চিরন্তন বিধি।

তারপর শ্যেন ঐ কথা বলে। যা প্রথমে উদ্ধৃত।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

কাল টিভিতে একজন সি. পি. এম. নেতা বক্তব্য রাখছিল। কথা বলার সময় যার শুধু ঈষৎ ঝুলন্ত নিচের ঠোঁটটা নড়ে। লক্ষ্য করি আজকাল, কংগ্রেসের মুখে দাঁড়িগোঁফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গজিয়েছে অধিকাংশের—যদি নেতৃত্ব যুবসম্প্রদায়—সি. পি. এমের সব বৃদ্ধ কিন্তু শুক্রহীন, মুখ চাঁচাছোলা।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আজ দোল। ফুটবল মাঠের মত বিশাল ছাদে সরকার বাড়ির পাগলি যুবতী তার লাল শায়া শুকোতে দিয়ে গেল। পাশে হলুদ ব্লাউজ ও শাদা ব্রা। সে ছাদে উঠছে স্নান সেরে। মেয়েটি নাকি গত সাত বছর কথা বলেনি। অবিবাহিতা।

কাল লেক ক্লাবে এসেছিল শুভ্রাংশু ও সোনালি। সোনালির দাদা-বৌদি বরোদায় ১৫ বছর থেকে, কলকাতায় এসে ফ্ল্যাট কিনেছেন। এসব জায়গায় যে যত মজার কথা বলতে পারে সে তত আকর্ষণীয়। চাই একটা হা-হা।

প্রথম দিকটা কথা হল, পুরুষরা রাস্তায় প্রসাব করতে গিয়ে কে কী রকম ঝামেলায় পড়েছে, সেই নিয়ে। আমিও বললাম একটা। তেমন জমল না।

সোনালির দাদা বলছিল বরোদায় মদ পেতে লাইসেন্স লাগে (পারমিট)। বলতে হয় আমি অসুস্থ এবং শরীরের তন্দুরস্তির জন্য আমাকে মদ খেতে হয়। ওঁর হার্টের অসুখ এবং সেজন্য ডাক্তারি শংসাপত্র দিয়ে পারমিট পেয়েছেন।

আবেদনপত্র হিন্দিতে। এবং তা বেশ অপমানজনক। উনি বললেন। যেমন

শরাবিকা নাম .....

শরাবিকা পতা .....

শরাবিকা বাপ কা নাম ..... ইত্যাদি

শুনে সবাই সহাস্য।

AMARBOI.COM

৫ মার্চ১৯৯১

প্রতিদিন রিনা লাইটার দিয়ে গ্যাস জ্বালায়। প্রথমে অন করে তারপর বেশ কবার স্পার্ক দেবার পরেও জ্বলে না। তখন আরো স্পার্ক দেয়। গ্যাস জ্বলে ওঠে। এতে গ্যাস নষ্ট হয়। আমি যখন জ্বালাই প্রথমে বার্নারে জ্বলন্ত দেশলাই ধরি। তারপর সুইচ অন করে দিই। এতে অনুকণা গ্যাসও নষ্ট হয় না। এইকথা গ্যাসে স্নানের জল গরম করতে গিয়ে ক্বচিৎ চা করতে গিয়ে আমার প্রতিবারই মনে পড়ে। আজ দুজনের এই দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ ঘোষণা করতে গিয়ে আমি ওকে বলি, 'একটু একটু করে রোজ যা নষ্ট হয়, শুধু তাই খতরনাক। যেমন আয়ু।' একদিন অনেকখানি রক্ত বেরিয়ে গেলেও বাঁচা যায়। কিন্তু একটু একটু করে যা যায়, তা থেকে পরিত্রাণ নেই।

৭ মার্চ ১৯৯১

আমার শুধু তোমার কথা মনে পড়ে (ইচ্ছে ছিল না লিখতে, খুব কষ্ট হল, তবু লিখলাম)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

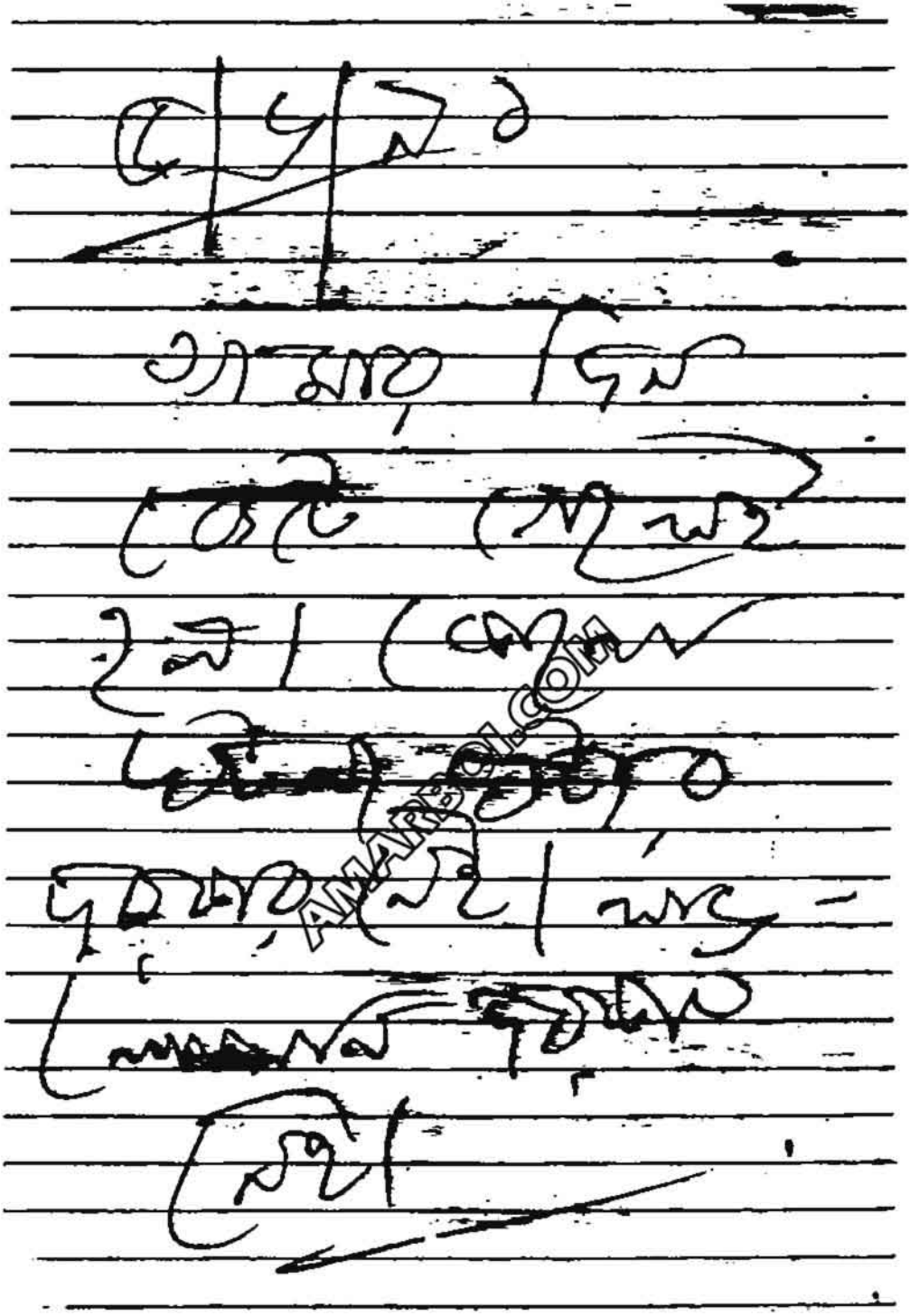

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২ মার্চ ১৯৯১

(স্বগত সংলাপ)

ডলি : তোমাকে তো রাস্তায় আমি কতদিন দেখেছি। আমরা পাশ দিয়ে চলে গেছি। আমি আর অভিজিৎ। দূর থেকে দেখেছি তোমাকে এগিয়ে আসতে। পাশ দিয়ে চলে গেছ। দেখতে পাওনি।

আমি : আমি তো আমার বাইরে তোমাকে কোনদিন খুঁজিনি। তাই দেখতে পাইনি।

১৩ মার্চ ১৯৯১

নাম ও সম্বোধনহীন চিঠি এল। নীচেও সই নেই। যেন মুখ ঘুরিয়ে যা বলার বলছে। চোখে চোখ না রেখে।

১৮ মার্চ ১৯৯১

টেলিফোন

'শোনো অনেকদিন পরে বিরক্ত করছি তোমাকে। তুমি কেমন আছ।'

'ভালো' (ভালো আছি কি নেই সেটা তোমাকে জানাতে চাই না বা আমি খুব ভালো আছি, কিন্তু তা তোমাকে জানাবার অধিকার আমার নেই)।

'শোনো আমি বিদেশ চলে যাচ্ছি' (মিথ্যে)। 'টিকিট এসে গেছে। কিন্তু তার আগে তোমাকে একবার দেখে যেতে চাই।'

'—'

'তুমি একবার আসতে পারবে?'

'—'

'কুড ইউ মিট মি ফর দ্য লাস্ট টাইম।'

'না' (ঠিক আগের 'ভালো' বলার tone-এ। যেন ভালো-টা বলার সময়ও আসলে বলেছিল—'না')।

'আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাদের কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।' (এখানে 'না' নেই)।

'কনগ্র্যাচুলেসন্স।' চুপ দু মুহূর্ত। তারপর (ওদিক থেকে) 'আচ্ছা রেখে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে।'

'কুড ইউ...লাস্ট টাইম' বলেছিলাম চার্লির একটা নির্বাক ফিল্ম থেকে। আর্ট-ওয়ার্ক করা ফ্রেমের মধ্যে কথাগুলো আমার মাথাতেও জ্বলে উঠল।

The end of an affair of 12 years standing. This is how the world ends. With a whimper–that is.

চার্লি মাথায় গুলি করেছিল তার পর। ছবি শেষ। কিন্তু আমি তা করব না। আমি বেঁচে থাকব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭ মার্চ ১৯৯১

'বনবিহারী, আত্মপরিচয় দাও'—পরের উপন্যাসের নাম।

২২ মার্চ ১৯৯১

ঠিক যেন 'লাইফার' একজন আসত, এখন আর ভিজিটিং আওয়ারেও কেউ আসে না। কেউ বলতে, জীবনের কোনো স্মৃতি, বেদনা, সাফারিং—অনুভব কোনো। এটাও কিন্তু সন্ধিক্ষণ একটা জীবনের, যখন সব মৃত। যখন দেখতে পাচ্ছে যারা অন্ধ, শুধু তারা।

১ এপ্রিল ১৯৯১

আজ সকালে জেগে উঠে বিছানায় শুয়েই টের পাই, আজ মেঘ করেছে। জানলা খুলে নীলাঞ্জন ছায়া দেখে যা মনে হয়: আজ স্কুলে যেতে যমুনার তত কষ্ট হবে না। দেড় ঘন্টার বাস জার্নি! একেকদিন বসতে পায় না। এখানে যমুনার 'আহা' অব্যয়টির প্রয়োজন ছিল কিনা সেটা সত্যিই গুরুতর ভাবনার বিষয়।

একটু পরেই শুনি একতলার বাজার থেকে ভেসে আসা ননীর (ফাটাচ্ছে?) চিৎকার

টমেটম দেড় টাকা

টমেটম দেড় টাকা

দেড় টাকা কিলো

দেড় টাকা কিলো

সে দেড় টাকার উপর জোর দেয়, অন্য জিনিসের দাম হাঁকে না। যে দেড় টাকায় আজও আনাজ পাওয়া যায়। এখানে ভাসো।

উল্টোদিকে কিছু দূরে রামেশ্বরের তীক্ষ্ণ চিৎকার।

হাফ কিলো বারো আনা

হাফ কিলো বারো আনা

তার সামনেও স্তূপাকার টোমাটো। হাফ কিলো শব্দটি সে বলছে উচ্চারণ প্রায় না-করে।

AMARBOI.COM

১ এপ্রিল ১৯৯১

এবার উপন্যাসের একমাত্র বিষয়—একটি মেয়ে যে দুজনের সঙ্গে একসঙ্গে এ্যাপো করছে। একজন বিবাহিত যার সঙ্গে তার বারো বছর ধরে সম্পর্ক রয়েছে। আর একজন যাকে যে বিবাহ করবে। বা সম্ভাবনা আছে। ৩০-উত্তীর্ণ মেয়েটি এখন সরে যেতে চাইছে বিবাহিত প্রেমিকের কাছ থেকে। বিবাহিত পুরুষ (চঞ্চল, সুবেশ) তাকে initiate করছে দুটো সম্পর্কই রাখতে। মেয়েটি বলেছে একসঙ্গে দুটা affair রাখা উচিৎ নয়, অনৈতিক।

৩ এপ্রিল ১৯৯১

এসপ্লানেড ধরে হাঁটতে হাঁটতে সুরেন ব্যানার্জি রোডে সবে ট্রাফিক ছেড়ে তার ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে রাস্তা পেরিয়ে যেতে যেতে সুবেশ চিরুনি বের করে চুল আঁচড়ে নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু না-ভেবেই সে এ-রকম করে ফেলে। তার মনে হয়, এ কাজটি তার আগেই-করা উচিত ছিল। ভাগ্যিস দীপ্তির সঙ্গে এখনও মুখোমুখি হয়নি। হতে তো পারত। দীপ্তির সঙ্গে যখন দেখা হবে চুল উস্কোখুস্কো থাকা উচিত ঠিক হবে না। ওরা দুজনে থাকলে, এটাই স্বাভাবিক। দেখুক দীপ্তি যে আগের মতই ফিটফাট আছি।

বায় চান্স—একা থাকলে?

সেতো কোনো সমস্যাই নয়।

তখন চুল এলোমেলো, মুখে ঘাম—সবই থাকতে পারে। কিন্তু সঙ্গে অভিজিৎ থাকলে বহু-রিহার্সাল দেওয়া ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করতেই হবে। আলাপ করিয়ে দেবে কি?

১৫ এপ্রিল ১৯৯১, ১লা বৈশাখ

আর-এ, আর-এ! টুথপেস্টের ক্যাপটা কোথায় গেল? সে কি খোঁজাখুঁজি। সে কি উদ্বেগ। স্বপ্নে। মাটি সরে গেছে যেন। পায়ের তলা থেকে।

২২ এপ্রিল ১৯৯১

১৯৮৯ সালে বঙ্কিম পুরস্কার কমিটিতে আমায় রেখেছিল। রাইটার্সে মিটিং।

১। কমলকুমার মজুমদারের বই (গল্পসমগ্র) যখন অন্যতম বিচার্য বই তখন আমার কোনো স্বাধীনতা নেই। এই বই—সমর্থন করা ছাড়া।

২। এটি প্রথমেই ভোটে দেওয়া হোক।

৩। অন্তত এটা রেকর্ড হোক যে এই বইটিকে পুরস্কার দেওয়া হয়নি এবং এঁরা ছিলেন বিচারক।

৪। ননী ভৌমিকের[৮৫] 'ধুলোমাটি'কে সেবার পুরস্কার দেওয়া হল। এবার দেওয়া হল কমলকুমারকে।

AMARBOI.COM

২৪ এপ্রিল ১৯৯১

Theme

রিটায়ারের বছর দুই আগে মহিমের হঠাৎ একদিন এই বোধ এল, এবার আমাকে ছেড়ে যেতে হবে। (মৃত্যু) তার প্রস্তুতি নিতে হবে। বৌকে বলল, হ্যাঁ, তুমি সব লিখে-টিখে রাখ। কোথায় কী আছে। কথা উঠেছিল, ট্রাঙ্কের চাবি নিয়ে। ইন্দোরে পাঠানো হল। কিন্তু দ্বিতীয় চাবিটি এখানে। সেটা কোথায় লিখে রাখা উচিত। মহিম বলল, না-না, শুধুই চাবি নয়—টাকাকড়ি—গয়নাগাটি সব। সব লিখে রাখো। যেভাবে অন্তর্জলীতে নিয়ে যায়, সে ভাবে সে নিজেকে এই চেতনার কাছে নিয়ে যেতে চাইল।

২৫ এপ্রিল ১৯৯১

বাজারে

পোনামাছের আঁশ কাটিয়ে পিস করতে দিয়ে মাছওয়ালা বৃদ্ধকে গ্রীষ্মকালের রোমশ বুকখোলা ঘর্মাক্ত ক্রেতা : আরে আরে বঁটিতে ছাল ছাড়িয়ে ফেলছ কেন? ছালেই তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসল টেস্ট। শুধু আঁশ ছাড়াও।

পাকা পোনার পেটির নরমের সঙ্গে খলবলে যোনির মিল।

মহিম নায়কের নাম।

একজন বিচারক বলতে কী। হয়তো তার আইন-জ্ঞান, বিবেক ইত্যাদি।

কিন্তু নিশ্চয়ই তার উইগ, হাতে হাতুড়ি—গাউন—এবং তার শাদা লাল কারুকার্যময় পোষাকের আর্দালি।

গতবছরের ডায়েরি এন্ট্রির সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যাবে কত ভোঁতা, mundane হয়ে গেছি।

২৬ এপ্রিল ১৯৯১

'The Happy Husband' by Marquius de Sade[৮৮]
from Biography by Donald Thomas.[৮৯]

জীবন যে রকম

একটা নিষ্পাপ মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। Prince of Baraffremont-র সঙ্গে। মা শুনে চিন্তিত। প্রিন্স তার মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে সোডোমি (Sodomy) করে থাকেন। মা মেয়েকে শিখিয়ে দিলেন ফুলশয্যার দিন যেই কাজ শুরু করতে আসবে, অমনি বলবি, 'Sir, এখানে নয়।' মা সংকোচবশত এর বেশি বলেননি কিছু।

এদিকে প্রিন্স সোডোমি ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়েই বিয়ে করছেন। এবং স্বাভাবিকভাবেই হেট্রোসেক্সুয়ালি, অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু তরুণী স্ত্রীর কথা শুনে তিনি চমৎকৃত এবং খুশি। স্বামী বললেন, বিয়ের প্রথম রাতে তোমাকে অখুশি করব, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

যারা সোডোমি করে তারা যদি খারাপ বা বিধর্মী হয় তাহলে Nun-এরা খারাপ। Nun-এরা যদি ভালো বা ধার্মিক হয় তাহলে Sodomite-রাও ধার্মিক বা ভালো। কারণ দুজনেই প্রোক্রিয়েশান তথা প্রকৃতি-বিরোধিতা করছে।

২৮ মে/মঙ্গলবার ১৯৯১

(কোনো এন্ট্রি নেই)

৫ জুন ১৯৯১

আমার দিন কেটে গেলেই হল।

কোনো ঘটনা ঘটার দরকার নেই।

লাভ লোকসান দরকার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩ জুলাই ১৯৯১; রাত ১২:৪৫

পরবর্তী উপন্যাসে যা শ্রেষ্ঠ হবে

তুমবনি নিয়ে। সত্যসাধন নায়ক। আদিবাসী পটভূমিতে উন্মূল কিছু মাস্টারমশাইদের পারিবারিক ব্যাপার।

এর চেয়ে intimately আমি জানি না কিছুই। অথচ ছলনা এমন যে এ-কথাটা এর আগে কোনোদিনই মনে পড়েনি।

৫ জুলাই ১৯৯১

আমার এবারের পুজো-উপন্যাসের নায়কের নাম হবে চঞ্চল। এবার নায়িকার নামটা পেলেই কাজ শুরু করা যায়। লেখালিখির পুজো এসে গেল।

কেন না, মানুষের বেলায় যা, এইসব নাম অন্যে (লেখক) রাখে না। উপন্যাসের চরিত্ররা নিজেদের নাম রাখে নিজেরাই। আগে নাম ঠিক করে নিজের। তারপর দেখা দেয়। এক্ষেত্রে পায়ের মাপে জুতো নয়। জুতোর মাপে পা। আন্না কারেনিনা, বনলতা সেন, এইসব অয়ি-ভুবনমোহিনীরা অন্য নামে হয়?

মার্কেজের[৮৮] গল্পে নায়ক বা নায়িকার নাম প্রায়ই প্রথম বাক্যেই এসে যায়। তারপর চরিত্র আসে। যেমন, 'দ্য ফার্স্ট থিং সেনোরা প্রুডেনসিয়া লিনেরো নোটিসড...', 'ওয়ান স্প্রিং আফটারনুন, হোয়াইল মারিয়া দে লা লুজ সার্ভেন্টেস ওয়জ ড্রাইভিং অ্যালোন, হোয়েন...' এমন কত উদাহরণ দেওয়া যায় তাঁর গল্প থেকে। উপন্যাসেও এর অন্যথা নেই। 'ক্রনিকল অফ এ ডেথ ফোরটোল্ড' শুরুই হয়েছিল নায়ক নাদারের নাম দিয়ে, যে খুন হবে। ফার্স্ট নেমটা কী যেন। আর কলেরায় ডা. হবিনাল উরবিনোর অবতরণ প্রথম বাক্যের ঠিক পরেরটিতে। মরজন লেখক বড় একখানা উপন্যাসের (পেঙ্গুইন সফট কাভারে ৩৪৮ পাতা) প্রতিটা বাক্য এত ঠিকঠাক লেখেন কী করে। বিধাতা পুরুষ বললে বলা যেতে পারে। বাকসিদ্ধ বললে আরও ঠিক হয়। ক্রনিকল-এর কথাই ধরা যাক না কেন। এই ছোট্ট বইয়ের শব্দ-শৃঙ্খলার কাছে বর্ষায় বাস্তুত্যাগী পিপীলিকা-শ্রেণিও লজ্জিত।

১৯ আগস্ট ১৯৯১

১৪ই আগস্ট উপন্যাস জমা দিয়েছি।

নাম : কুষ্ঠরোগিণীর জন্য চুম্বন। বা, কলেরার দিনগুলিতে প্রেম?

হরিণের শিং সুন্দর।
পা কুতসিত।
কিন্তু পা-ই বাঁচায়।
শিং-এ লাতাপাতা জড়িয়ে যায়।
আটকে যায়। পালাতে পারে না।

মুদ্রাদোষ : বাক্‌ভঙ্গির

'তারপর আমার পা মচকে গেল। গেল, তো? তখন ডাক্তারের কাছে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলাম তো। তারপর ওষুধ খেলাম। খেলাম তো? তারপর...'

বা,

'তারপর ও আমাকে খুব ধমকাল। ধমকাল তো? তখন আমি ওকে বললাম। বললাম তো?'

২৬ আগস্ট ১৯৯১

ধ্বংসের দিকে স্থাপিত

উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ আদি বিবিধ দিক আছে। কিন্তু ধ্বংসের দিক কোনটি?

কোনদিকে?

পিরামিড স্থাপত্যের কোনও দিক ছিল না। উত্তর-পূর্ব-ধ্বংস-সৃষ্টি কোনও দিকে ছিল না তার মুখ। প্রবেশপথকে যদি দিক ভাবি, তা ছিল পিরামিড থেকে দূরে। আমাদের পিরামিড 'হৌ হুয়া' রেস্তারাঁটিরও কোনো দিক ছিল না।

Few reference

১। পার্বতী (লেডিস সিটে বসে): কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

২। কন্ডাক্টরকে 'এ গরু' ডাক।

৩। 'কিন্তু আমার যে প্রেস্টিজ গেল'—কে যেন বলেছিল।

৪। চাইবাসায় বৃন্দাবনের গালে থাপ্পড় খাওয়া।

৫। অফিসে ঘুষ।

৬। অনাদি মা ও মেয়ে নিয়ে ঘাটশিলায়।

৭। সুনীল: আপনি খারাপ লোক।

৮। তারাপদ ক্লাবে যা করত যেদিন শ্যামল চ্যাটার্জি ছিল। প্রতিবাদ করল না, তার স্ত্রী।

৯। সুরপ্রিয় মুখার্জিকে কফিহাউসে মোহন চড় মারল। সবাই দেখল। ওয়েফার্স খেল।

১০। পার্বতী প্রতিবাদ করল না আর্ট-ফেয়ারে যখন শুভাপ্রসন্ন[১৯] আমাকে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে গেল। ক্ষমা চাইতে বলল মাইকেও।

১১। খাদ্য আন্দোলনের (১৯৫৯) সময় হাড়কাটা গলিতে। আমি আর শান্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়।

১২। যত প্রতিবাদ বৌ আর মেয়ের সঙ্গে আমার। আর সর্বত্র চুপ শুধু দেখে গেছি।

১৩। ভানু ঠাকুরের বাড়ির ঘটনা। সুনীল, শক্তি, সমর সেন[২০], লাট্টুদা, সুভাষ মুখার্জি[২১], গায়িকা অঞ্জলি মুখার্জি—এরা ছিল।

১৪। অফিসে মানস রায়চৌধুরীকে[২২] Receive করা পার্বতীর। সুরজিত (CPIM) -এর সামনে। আর কত বামফ্রন্টের কমিটিতে থাকবে?

১৫। মৃণালের (হাওড়া) সঙ্গে ফ্যাসিস্ট ব্যবহার।

১৬। প্রতিটি কথাই বলে নিজের স্বার্থের কথা ভেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭। আমাদের প্রফেশনাল ট্যাক্স দিতে হবে—বলল।

১৮। অনাদি pose করে আমরা ভীষণ close, আমিও ওকে সেভাবে ঠকাই।

১৯। ওকে জানতে দিই না যে আমি ওকে পুরোপুরি বুঝতে পারি।

২০। Flattery 100% মিথ্যে হলে ধরা পড়ে যায়। 1% সত্যি থাকা দরকার।

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সকাল ৬টা

আমার ধারণা ছিল জুঁই গাছটা মরে যাচ্ছে। অনেকগুলো ডালই শুকনো হয়ে যাচ্ছিল। গুঁড়ির দিক থেকে যখন সবুজ সরিয়ে খয়েরি মাথা চাড়া দিল তখন আর আশা রইল না।

কিন্তু আজ দেখি অবাক কান্ড। আজ দেখি অনেক নতুন মুখ গাছের ডালে ডালে। যদিও ফুল নয়। আপাতত পাতা। সেন্স অফ পজেশন কি অমর জিনিস? এই যে এত ভাল লাগল, সে নিজের গাছ বলেই তা! অন্যের টবেও তো এ জিনিস ঘটে। লক্ষ্য করি না তো।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

আজ বৃহস্পতিবার। বাজারে ফলওয়ালার বন্ধু বিকাশ দূরের ফলওয়ালাকে চেঁচিয়ে—মাইরি, আগে কত ফল বিক্রি হত বেস্‌পতিবারে, এখন হয় না। কেন বল তো?

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

উপন্যাসের নাম : ১। এইসব দিনরাত্রি

২। নিষিদ্ধ পাখির ডায়েরি।

AMARBOI.COM

৭ অক্টোবর ১৯৯১

আজ মহালয়া

বছর কয়েক আগের ব্লু-কভার বড় ডায়েরিতে মহালয়ার দিন যে এন্ট্রি ছিল তা খুঁজে দেখতে আর পেরে উঠলাম না। যদিও হাত বাড়ালেই ডায়েরিটা। ঐ যে।

এখানে আছে, জেগে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মানুষের শোভাযাত্রা দেখা। আজ...ঘুম থেকে জেগে উঠে... প্রথমত জেগে উঠলাম সেই ছোটবেলার বীরেন ভদ্রর মহালয়া শুনতে শুনতে। তারপর বিপুল আবেগে একটা পুরী সমুদ্রের ঢেউ উঠল মনে। শাদা নীল ভোর নরম ঢেউ জেগে উঠল। তারপর আর কয়েকটা যতক্ষণ ওদের বিশ্বাস করেছি ততক্ষণ ওদের মাথায়...

৮ অক্টোবর ১৯৯১

আজ ঘুম থেকে জেগে মনে হল : প্রথম চিন্তা—যা আইনসঙ্গত তাই কি ন্যায়সঙ্গত? এ বিষয়ে যাবতীয় কথা আছে 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্টে'[১০]।

এছাড়া উদাহরণবশত মনে হল—আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে এবং রাস্তায় প্রস্রাবরত অবস্থায় ধৃত হলে—দু-ক্ষেত্রে পুলিশ ধরে। আত্মধ্বংসকামীর কারণগুলি কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্রাবকামীর সারল্যের তুলনায় অনেক বেশি জটিল তথা অ-প্রাকৃত তথা মানবিক নয়?

প্রথম ক্ষেত্রে শাস্তি পাবার যোগ্য তো সমাজ পরিবেশ। মূলত প্রাকৃতিক হলেও—সামাজিক মানসিক যন্ত্রণাই আত্মহত্যাকামীকে উৎসাহিত করে। এ হত্যাকান্ডে সমাজও accomplice, প্রস্রাব শুধুই প্রাকৃতিক ব্যাপার।

৯ অক্টোবর ১৯৯১

কাল শী. চৌ. বলছিল, পেগদুই খাবার পর মাতলামি আক্রান্ত হতে হতে, 'এটা জেনে রাখ, এই আমার শেষ কথা। যে লোভী নয়, আমি শ্রদ্ধা করি শুধু তাকে। এই আমার শেষ কথা। এটা ভুলিস না।' আমি বললাম, 'আমার শেষ কথাও তুই জেনে রাখ। কামনা বাসনা নয়, বেঁচে থাকাই আমাদের জীবনকে ৯৯% বাঁচিয়ে রাখে—বেঁচে থাকার কামনা-বাসনা নয়!' শীতল বলল, 'যার ডিজায়ার নেই সে তো মৃত।'

দুঃখ হয় ওর মুখে এইসব পাঠশালার কথা শুনলে। এইসব তোতা-বুলি। যেমন আমি যখন বললাম, 'যার কিছু নেই—সেই আছে শ্রেষ্ঠ অবস্থায়।'

ও হেসে বলল, 'বুনো রামনাথ?'

আমি : 'তা নয়। শ্রেষ্ঠ অবস্থা ওটাই। এর পরের শ্রেষ্ঠ অবস্থা হল যার যত কম প্রয়োজন আছে— সে।'

প্রথম ডায়লগের উত্তরে বলতে পারতাম, 'শুধু নির্লোভকে Patronise করলেই হবে না। তোকেও নির্লোভ হতে হবে।'

পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা হাস্যকর।

AMARBOI.COM

২০ অক্টোবর ১৯৯১

লেখক বলতে কী?

যে লেখে সে তো নয়। সে তো রাইটার মাত্র। অনুলেখক। কলমচি।

যে ইনার ডিসিপ্লিন লেখায় সেই লেখক। নিজের পুরনো লেখা পড়তে গিয়ে। (অস্তিত্ব অতিথি তুমি-র ইন্টারভিউগুলো) অবাক হই। কী করে এমন সুশৃঙ্খল লেখা—এতো সুচিন্তিত। লেখার এত কৃৎকৌশলই (টেকনোক্রেসি) বা শিখলাম কোথায়? কোন পাঠশালায়?

২৬ অক্টোবর ১৯৯১

জীবনের সেরা অভিজ্ঞতাগুলো কী হবে পায়খানায়? আজ সন্ধ্যেবেলা বিকেলে প্রথম স্তবকটি পড়েছে—মনে পড়ল আরে কাল ছিল আমার জন্মদিন।

স্টুডেন্টস হলে সভা ছিল। অনন্যর মৃত্যুতে স্মরণসভা। অফিসে কতবার কত ফাইলে লিখলাম ২৫.১০.৯১।

কাল নিজে ২৫ তারিখ দেখে নিয়ে late ও absent মার্ক দিলাম কতজনের attendance-এ। ২৫ শে অক্টোবর কিনা মনে পড়ল এখন এইখানে এই অবস্থায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন সভা চলছে। কিন্তু যাবার উপার নেই। এখান কলেজ স্ট্রিটে। জানি আমার অনুপস্থিতি সবাই লক্ষ্য করবে। এত ভালোবাসত আমাকে অনন্য। অনুজদের মধ্যে ছিল আমার প্রিয়তম বন্ধু।

রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে—' এই সেই ছলনা। জীবনের। আমার ক্ষেত্রে এভাবে।

তারিখহীন

গান

মেরা পিয়া গিয়া রেঙ্গুন,
কিয়া হ্যায় উঁহাসে টেলিফুন
তুমহারি ইঁয়াদ সতাতি হ্যায়
জিয়ামে আগ লাগাতি হ্যায়।

১৮ নভেম্বর ১৯৯১

২২ অক্টোবর ট্রেনে চাপি। শিপ্রা এক্সপ্রেস। ঐ একই ট্রেনে ৭ নভেম্বর ইন্দোর থেকে চাপলাম। মুন্নি, মুন্নির বর, মেয়ে, আমার মেয়ের সংসার দেখে এলাম। সে অনেক কথা পরে লেখা যাবে। আপাতত—রজত সান্যাল (চাঁদের বন্ধু) অসুস্থ। ডা. শান্তনু এসেছে বিলেত থেকে। বাটি বাটি রক্ত উঠছে। শান্তনু সারাদিন ছিল ওর বাড়িতে। চাঁদের বাড়িতে সারাদিনের স্ট্রেনের দরুণ মদ খেতে খেতে বলল।

শুনে প্রথম চিন্তা : আমার ওরকম হবে না।

২১,২২ নভেম্বর ১৯৯১

যা হয় হবে

কত তারিখ জানতে ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাতেও পরিশ্রম। রাত ১২।। টা। পাশের ঘরের সামনে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে অনেকক্ষণ স্থিরমূর্তি দাঁড়িয়ে। রিনা আরও রাতে শোয়। খাটে-ছড়ানো জিনিসপত্র তুলছে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হল আমি মৃত। (ওরে হতভাগ্য, জীবনে কি একটা ভালো পেন পাবি না?) অনেক পরে হঠাৎ মুখ তুলে দেখলাম। চমকে উঠলাম একটু। বললাম, মরে গেলেও এক আধদিন এ-ভাবে এসে দাঁড়াব সিগারেট হাতে। ভয় পেওনা।

ও মৃদু হেসে বলল, 'কেন তাতে কী লাভ?'

আমি হাসতে হাসতে : মরে যাবার পরেও লাভ-লোকসান?

ও হাসল না। গম্ভীর হয়ে জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। আমাদের মধ্যে আর যৌনসম্পর্ক নেই। থাকলে, হো-হো করে হেসে জীবনকে জড়িয়ে ধরত। মৃত সে বহুদিনই। জীবনের হাসির তাই কোনো মানে নেই আর। তার কাছে।

৭ ডিসেম্বর ১৯৯১

ঠিক এক মাস আগে। ইন্দোর স্টেশনে নাটকীয় ঘটনা। রোরুদ্যমান মুন্নিকে ছেড়ে আসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়, কোলে ওর মেয়ে, মোম।

তুলনীয় : ওর আমেরিকা যাবার দিন। তখন কুমারী। তখনও রোরুদ্যমান। (ফোটোগ্রাফ আছে) আজ চাঁদের বাড়িতে। রবিবার। মদ্যপান। রাত ১০টা। রজত অধ্যাপক। শামসের অনেকক্ষণ ধরে অস্ট্রিক, নিগ্রোবটু এসব বলছে। হজম না-হওয়া কথা। কলেরার গুয়ে ছোলার মত। মনোথেয়িস্ট, পলিথেয়িস্ট এ-সব বলছে। জানি না। হজরত মহম্মদ নিয়ে বলছে।

কিন্তু সম্প্রতি বিদ্যাসাগর নিয়ে আমিও প্রবন্ধ পড়েছি। টাটকা। যা মনে আছে। আমি মদ্যাক্রান্ত অবস্থায় আলোচনাটা সুকৌশলে বিদ্যাসাগরের দিকে টেনে আনি। যাতে আমার সুবিধা হয়।

১০ ডিসেম্বর ১৯৯১

দাম্পত্য ১

—ভবিষ্যতে সুইপারকে কখনও পায়খানার মগে এ্যাসিড দিয়ে প্যান ধুতে দেবে না।

—হ্যাঁ দেব।

—কেন?

—এ্যাসিড দিয়ে তো জলের ফিল্টারও ধোয়া হয়।

—আমার অর্শ আছে। প্যান ধোয়ার জন্য মগ use করলে, মগে লেগে থাকা এ্যাসিড থেকে আমার বিপদ হতে পারে। ভবিষ্যতে ভাঁড় দেবে।

'ভবিষ্যতে' শব্দটা যখনই বলে জানত ওতে বিস্ফোরক আছে। ঐ শব্দটা হুকুমের সুর আনে। অনুরোধমূলক করে বলা হলেও। তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। একটি শব্দ থেকে আমাদের 'ভবিষ্যৎ' নিয়ে।

AMARBOI.COM

দাম্পত্য ২

বরানগরে বন্ধ উপচে-পড়া সেপটিক ট্যাঙ্ক সাফ করতে এসে মিউনিসিপালিটির কনসারভেন্সির সুপারভাইজার আমাকে বলেছিল, —এ্যাসিড দিয়ে প্যান ধোবেন না। গুয়ের পোকারা মরে যায়। তাদের মৃতদেহই স্তূপাকারে জমে এক ট্যাঙ্ক থেকে আর-একটায় যাবার আউটলেটগুলো ব্লক করে।

দাম্পত্য ৩

দুটি ছবি পাশাপাশি দেখলে এক্ষেত্রে বাস্তবতা কী? বাস্তবতা হল—অনুসন্ধানের বিষয় হল—ঐ দুটি ছবির প্রভেদ বা মিল যা আছে ও তাদের পারমিউটেশান ও কম্বিনেশান। ঐ মিল ও অমিল নিয়ে রাগাশ্রিত আলাপ ও ধুনই প্রকৃত সত্যের দিকে যেতে পারে। কিন্তু ঐ ছবি দুটি চাই। তাদের আগে পাশাপাশি রাখা চাই।

দাম্পত্য ৪

রাত্রে সঙ্গমের মাধ্যমে কাছাকাছি আসতে চায় যে দম্পতি—ভোরে নিদ্রিত তাদেরই দেখা যায় জোড়া খাটের দুই প্রান্তে যথাসম্ভব ব্যবধান রচনা করে তারা শুয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Just what the truth is
I can't tell you anymore
'cause I love you. (*M. Jackson*)

১৯৯২

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

সুতৃপ্তি। আজ রবিবার সকালে আমি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে[১৫] লেখকের প্রথমত থাকা দরকার উত্তম বিদেশী ভাষা। তারপর যে যার নিজস্ব মাতৃভাষা। সে তো আছেই।

অনেক সময় এটা শরীর-ভাষা হয়ে দেখা দেয়। তখন ভাষা-শরীর চোখে পড়ে না। দরকারও হয় না। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের লেখায়। বিশেষত গল্পে।

(বাংলাদেশ টিভিতে শোনা ওঁছা গান। কিন্তু এটাই M-কে মনে পড়লো)।

'সুখে থাকো ও আমার নন্দিনী/হয়ে কারও ঘরণী/জেনে রাখো প্রাসাদের বন্দিনী/প্রেম তবু মরেনি।/ আমি তো পিছু ডাকিনি/আমি তো ভুলে থাকিনি/রাখি খুলে রাখিনি/তুমি তো দু ফোঁটা চোখের জল ফেলোনি/মনে রাখেনি।'

যদিও এটা সেই—'পিতৃলোক হেসে ভাবে কাকে বলে গান আর কাকে সোনা-তেল-কাগজের খনি।'—তবু সব কথাই তো এখানে আছে—এই মূর্খ ভাবালুতায়, যা আছে যে কোনো পরিশীলিত বিরহ-গীতিতে।

AMARBOI.COM

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

বহুকালের মধ্যে আজ এই প্রথম। যখন বাড়িতে কেউ নেই। বেলা ১১ টা ৫০ বা ১২ টা বাজতে ১০ মিনিট আগে আমি একটি সিগারেট ধরালাম। শুধু অনন্যভাবে তার শুশ্রূষা নেব বলে।

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

আজ বইমেলার শেষদিন। এবার দুটো বই বেরল। একরকম ভালো।

আজকের দাম্পত্য:

পাজামায় মাছের রক্তের দাগ লেগে গেছে। বাজার করতে গিয়ে। রিনা বারবার পাজামা ছেড়ে রাখতে বলছে। খুব ঘৃণা। আমি বললাম : একটু লেগেছে তো কী হয়েছে ঘেন্না কর কেন মাছকে। মাছ কি মানুষ নয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

কথোপকথন ১

রিনা : কিছু ভালো লাগে না। (স্বগত)

আমি : এটা আমিই আগে বলতাম। এখন তোমার মুখে। আমার এখন তো বেশ ভালো লাগে। যদিও আমার কিছুই নেই ভালোলাগার।

রিনা : কেন কী নেই?

আমি : যার অন্ন আছে কিন্তু ক্ষুধা নেই।

নারীর শরীর অন্ন
মুখে দিতে গিয়ে
দেখেছি অঙ্গার রক্ত।

—জীবনানন্দ দাশ

কথোপকথন ২

রাত সাড়ে ১২টা

রিনা (বাথরুমে ঢুকেই) : ঐ যাঃ। বাল্বটা কেটে গেল।

আমি (বাইরে থেকে) : সে তো কাটবেই। মানুষ মরে যাবে। বাল্ব কাটবে। এসব তো হবেই। বাল্ব চুরি যাওয়াটা দুঃখের। (সিঁড়ির বাল্ব চুরি গেছে)

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

১৩ নং ফ্ল্যাটের মি. গুহমজুমদার রিটায়ার্ড, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, ৬২, প্রথমপক্ষ মৃত, দুই স্বয়ম্বরা মেয়ে ও তজ্জাত নাতি-নাতনির মধ্যে বড়টির চেয়ে এপক্ষের বড় মেয়ে মাত্র ২ বছরের অগ্রজা, মি. গুহ স্মার্ট ছ্যাকড়া গাড়িহীন বিবর্ণরিম প্লাস ১০ চশমার বেতো ঘোড়া। আমি ডাকবাক্স বন্ধ করছি দেখে ক্লান্ত ব্যারিটোনে জিজ্ঞাসা রাখলেন, 'টেলিফোন বিল এল?' আমি খুঁজছিলাম মেয়ের চিঠি। এখনও। ৬২ যদি সেই বয়স হয়, আমি এখনও হামাগুড়ি দিচ্ছি। তবে ছেলেমেয়ে যতই বাড়বাড়ন্ত হোক, উনি এখনও রাতের মুটকি ভার্যাকে ছাড়েননি। আজও হকদার স্বামী। একদিন বলেছিলেন, 'হঠাৎ যদি কিছু হয় মুখে জল দেবে কে? আমরা তাই একঘরে শুই।' আমরা পাশাপাশি ঘরে শুই ওঁর জানা আছে।

AMARBOI.COM

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

অফিস থেকে ৬টার মধ্যে বাড়ি চলে এসেছি। ১৬ মার্চ আমাদের ছাড়াছাড়ির ২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে, M, তুমি কি আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে। আশাকরি গত দুবছর ধরে তোমাকে একটুও ডিসটার্ব না করে এ যোগ্যতা অর্জন করেছি। তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে সবটাই তোমার বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। তুমি যখন যা ভাল বুঝবে সবসময় তাই হবে বলেছি বহুবার। এবারও তোমারই বিবেচনা। তোমারই জীবনের পনেরটা বছর, যা আমার সঙ্গে কাটিয়েছিলে, একবার তোমার দেখা চায়। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমারই সন্তান। তোমাকে দেখবে বলে তোমারই কানা ছেলে বসে আছে। কিছু হবে না। কোনো জের টানতে হবে না। গত ২ বছরে তার প্রমাণ পাওনি? ভালোবাসা বলছি না। বলিনি কোনোদিনও। কিন্তু তুমি তো ভালোবাসতে।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

কড়াইশুঁটি ছাড়াতে আমি ভালোবাসি। বিয়ের আগে মেয়ে মুন্নির সঙ্গে হতো কড়াই ছাড়াবার প্রতিযোগিতা। ১ কেজি কড়াই রেখে 'ওয়ান—টু—থ্রি—স্টার্ট' বলে একটার পর একটা তুলে নিয়ে শেষপর্যন্ত কে কটা ছাড়িয়েছে তা যে যার কাছে রাখা খোলা গুণে দেখে জানা যেত। মুন্নি সবদিনই হত ফার্স্ট। পৃথিবীতে সে হয়তো এক নম্বর কড়াই-ছাড়ানেওয়ালি।

আজ রিনা একবাটি কড়াই ছাড়াতে দিয়ে গেল। হঠাৎ একটা কথা মনে হল আমার, মুন্নি ইন্দোরে ।

'জঙ্গলের দিনরাত্রি' দ্বিতীয় পর্ব লিখব ঠিক করেছি। এতে সব বন্ধুবান্ধবের কথাই থাকবে । এবার সুনীল যা তা দেখাব ঠিক করেছি। শক্তি যা। যে—যা। রাগ থেকে নয়। যে—যা, তাই দেখাব। যা আমি জানি। আমার জানার ক্ষমতাহীন ক্ষমতা থেকে। মনে হল: ঐ লেখা যখন লিখব তাতে একটা মাত্র verb থাকবে। ইংরেজি বইতে যেমন থাকে। আর তা হল past tense । বলেছিল, করেছিল—এ রকম। ইংরেজি গল্প-উপন্যাসে বর্তমানের সমস্ত ডায়ালগ পাস্ট টেন্সে: Then he said..., She replied... সে রকম। মনে হলো ওটা লিখে রাখি। অন্য কোনো verb, যেমন বলল, বলে, বলতে থাকে—এসব থাকবে না। এতে অতীত বর্তমানের একটা বিরোধাভাস তৈরি হবে।

রিনাকে বললাম (কড়াইশুঁটি ছাড়াতে গিয়ে না ছাড়িয়ে), 'কলমটা দাও।'

'কেন?'

'দাও না।'

বলল, 'নিজে নেওয়া হোক।'

জানতাম তাই বলবে। আমি বললাম, 'আমি কলম চাইছি। ওটাই তো তোমার সবচেয়ে আগ্রহে এগিয়ে দেবার কথা ছিল।'

আর দেরি নয়। 'জঙ্গলের দিনরাত্রি-২' শুরু করে দিতে হবে। কারণ এখানে মনে পড়াপড়ির ব্যাপার আছে। তাৎক্ষণিক যা মনে পড়ে শুধু তা দিয়ে হবে না।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

আজ কদিন মেডিকেল লিভ পাওনা আছে জানতে গিয়ে খবর পেলাম আমার রিটায়ারমেন্ট ১. ১১. ৯৩। ধারণা ছিল জুলাই-আগস্ট ৯৩। ক'মাস আরও বেশি জেনে প্রথমত ভালো লাগলো। তারপরেই মনে হল, 'ও-হো, আরও ৩ মাস!' তবু মোটের ওপর এই তিনমাস বেশি আয়ু ভালই। যদিও এ-দুটির মাঝখান দিয়েও সত্য আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকরি যাওয়া। বা তার আগেই মৃত্যু। সব মিলিয়ে সবের টানাপোড়েনই সত্য। কোনো—একটা, বিশেষ একটা কিছু অবস্থান নেবার উপায় নেই।

৩ মার্চ ১৯৯২

Hans Boel. ২৪/২৫ বয়স। জার্মানির। বিবাহিত। ছেলে ১ বছর। ছবি দেখেছি। বাংলা গল্প নিয়ে রিসার্চ করছে। বলে গেল, তোমাদের সব 'গিন্নিরা' খারাপ। তারা দাবিদার। opressive। গাঁইয়া।

আজ ক্যাবিনেট থেকে ৪টি কোয়ার্টার প্লেট নামাতে হল। অন্য ফ্ল্যাটের ঝর্নাদের লাগবে। বিয়ের ২৫। সেই সূত্রে পুতুলাদি অনেক কিছু নামল। প্লেটগুলি ছিল পিছন দিকে। ওরা চলে যেতেই, তক্ষুনি তুলে রাখতে হবে পুতুল ইত্যাদি। সিগারেট ধরিয়েছি। ক্লাসিক। পাঁচসিকে দাম। খেতেও ভাল। ভেবেছিলাম, এটা খেয়ে কাজটা করব। তা না। এখুনি। বললাম, লিভার মনে করো নাকি আমাকে যে টেনে দিলেই চাকা চলতে শুরু করবে। এবং তখুনি।

এভাবে আয়ুক্ষয়। তুব লাভ এই—ঐ শেষ সংলাপটি বলতে পারা। সেটাই লিখে রাখা। ঐ expression। অত্যাচার একটা বিষয়। তা দাম্পত্য হোক, রাষ্ট্রীয় হোক। মিল আছে। কিন্তু আসল কথা হল প্রতিবাদ। তার ভাষা। অত্যাচারের মত প্রতিবাদের ভাষাও নানা রকম। কখনও ভীষণ। ধ্বংসকারী। কখনও...যেমন এখন। এরকম। মৃদু। এক্ষেত্রে one-up লাগে।

৫ মার্চ ১৯৯২

শ্যামল শিরোমণি পুরস্কার পেয়েছে। তাই ফোন করেছিল। ফোন ধরতে গেলে (দুতলা ওপরে কমল চক্রবর্তীদের ফোন) দম বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে দমবন্ধ হয়ে আসার মুহূর্ত পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবদের (কে যে বন্ধু!) 'সাফল্যে'র সংবাদ শুনে যেতে হবে।

বেল কেন, আম-লিচু কি কুল পাকলেও কাকের কিছু না। অন্তত মানুষে তার আরোপ হলে। হবার কথা নয়।

আমি পুরস্কার পেলে আমার প্রত্যেকটা বই কলেজস্ট্রিটে পোড়াব

১১ মার্চ ১৯৯২

উপন্যাস হবে 'জঙ্গলের দিনরাত্রি' (২য় পর্ব)। শুরু হবে সুনীলের শ্যামপুকুর বাড়ির আরসোলা দিয়ে। শুধু কতগুলো ঠিকানা ভোলা যায় না—২২, শ্যামপুকুর স্ট্রিট। ৪, অধরচন্দ্র দাস লেন। ওরাও কি আর ১৮, সারদা চ্যাটার্জি লেন ভুলেছে?

1st scene

সোনাগাছিতে রাত কাটিয়ে আমি এলাম খবরের কাগজ পরে। ২২, শ্যামপুকুর স্ট্রিটে। ডাকলাম, সুনীল, সুনীল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫ মার্চ ১৯৯২

মেয়ের জন্যে শোকে-দুঃখে রিনা দিনদিন মৃত্যুর প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠছে।

বা

ঈশ্বরের আবির্ভাবের বেদী হল সন্তানের জন্য মায়ের শোক।

১৭ মার্চ ১৯৯২

একটার পর একটা দিন। শুধু বেঁচে-থাকাই বাঁচিয়ে রেখেছে জীবনকে। বহু বছর ধরে অন্তত একটা কাজ করতাম। মদ খেতাম। এখন তাও করি না। সত্যিই নিষ্কর্মা, অবশেষে। নিষ্ক্রিয়?

Masturbating the life away. A man without woman is equal to a man without a genital. That is to say a woman is the true gential of a man.

যদি নরনারীর দেখা হত নগ্ন অবস্থায়—হেয়ারকাট, পারফিউম—ড্রেস—না থাকত—তাহলে এ প্রেম-প্রসঙ্গ উঠত না।

১৮ মার্চ ১৯৯২

প্রেসক্লাব

দূরের টেবিলে ধৃতীন। রিপোর্টার? বাচ্চা ছেলে জুতো খুলে নিচ্ছে। রাত ৯টা। তৃতীয় পেগের ধৃতীন: এই ভাল করে পরিস্কার করবি। কী যে করিস রোজ।

—হ্যাঁ সার।

বিগত একঘন্টা ধরে ধৃতীন ঐ টেবিলে একা। মদ খাচ্ছে। এই প্রথম তার কাছে মানুষ। এই প্রথম সে কথা বলছে। গত এক ঘন্টায়। ছেলেটা জুতো তুলে চলে যাচ্ছে। ধৃতীন: এই দাঁড়া। একটু পেচ্ছাপ করে আসি। ধৃতীনের পায়ে মোজা। ছেলেটা জুতো পরিয়ে দেয়। দাঁড়িয়ে থাকে।

৩০ মার্চ ১৯৯২

সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' দেখলাম। এক জায়গায় মনে হল অমল বলছে : জঘন্য। শব্দটির আমার ধারণা বয়স অত নয়। মনুমেন্ট দেখা গেল একবার। সেটা যেতে পারে। গোটা উনিশ শতক নবজাগরণ এসব নিয়ে আমার কোনো সময় ছিল না কোনোদিন। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমন, অতীত নিয়েও আমার মাথাব্যাথা নেই।

আমি চাষা। হাল-বলদ নিয়ে বোধহয় পরের জমিতেই চষে গেছি। উদ্দেশ্য ক্ষুন্নিবৃত্তি। তার বেশ কিছু নয়। সিকিউরিটি ও হাঙ্গার।-ঘুম ও জেগে ওঠা—এর অতিরিক্ত কিছু নয়। সলিটারি গাভী পেয়ে গেলে পিঠে চড়েছি—দুর্বল ষাঁড়।

'চারুলতা' অপূর্ব। সুপার্ব। বা সুপেয়ার্ব—ফরাসি উচ্চারণে নাকি তাই। রোজিটা বলেছিল। এবার রোজিকে নিয়ে উপন্যাস লিখলে কেমন হয়। সত্যজিৎ রায় গ্রামবাংলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য ছবি করেননি। যদিও গ্রামবাংলা নিয়ে তাঁর ছবিই শ্রেষ্ঠ।

'চারুলতা'য় কলকাতাকে দেখাননি বললেই চলে। শুধু একবার। যখন সর্বস্বান্ত ভূপতি। তিনি কলকাতার লোক। তাঁর মৃত্যুতে তাই কলকাতার হৃদ্‌স্পন্দন থেমে যাবে।

তিনি বেঁচে থাকুন—এই প্রার্থনা করি। বেঁচে উঠুন। হি ইজ গ্রেট। নো ডাউট। 'চারুলতা' দেখে তাই মনে হল।

১ এপ্রিল ১৯৯২

'তখন নির্বান্ধব, দুঃখে-অভিমানে পথে পথে ঘুরে বেড়াই।' —একটা সেনটেন্স। কমাটা তুলে দিলে ভালই হয়। ভাল হয়, কিন্তু ব্যালান্স থাকে না। যখন কমা ছিল, ব্যালান্স ছিল। 'তখন' শব্দটা পড়ে যাবে। তাই হবে—'নির্বান্ধব দুঃখ-অভিমানে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। তখন।'

'নির্বান্ধব দুঃখ আর অভিমানে পথে পথে ঘুরে বেড়াই তখন।' এটাই হবে প্রকৃত ভাল। কিন্তু 'অভিমানে'র আগে বসবে একটা বিশেষণ। আর সেটা কে বসাবে?

২ এপ্রিল ১৯৯২

আর বেশিদিন বাঁচব না রে মুন্নি। কেন দেখতে পাই না তোকে। রাসবিহারি এভেনিউ পেরতে আজ রাত ১০টায় তোর কথা মনে পড়ল। বলে পড়ল মানে কোনো ঘটনা মনে পড়ল না। তবু তোকে মনে পড়ল। মনে হল, আমার কি একটা মেয়ে আছে? আমি যার বাবা? মনে হল, না, নেই। আমার পিতৃত্ব তুই স্বীকার করিস না। আমিও তোকে স্বীকার করি না আমার মেয়ে বলে। আর এটাই সত্যি। তবুও শেষ সত্যি কি জানিস? আমি তোর বাবা। আর তুই আমার মেয়ে।

৭ এপ্রিল ১৯৯২

—আজকাল এক বিরাট কাজে ফেঁসে গেছি?

—কাজটা কী? কিসে এত ব্যস্ত?

—সারাদিন চুপচাপ বসে থাকি।

১৮ এপ্রিল ১৯৯২

'সুতরাং দেখা যাচ্ছে এরকম একটা বিশ্লেষণী ঘরানা বরাবরই রয়েছে যা মনে করে মুক্ত যৌনতার ভাবনা আসলে রাজনৈতিক বিরোধিতারই একটি অঙ্গ।'

—ধরা যাক এরকম একটা কোটেশন। কে বলতে পারে? সবচেয়ে আগে মনে পড়ে হার্বার্ট মার্কিয়ুসের নাম।

১৯ এপ্রিল ১৯৯২

প্রথম ভয়

ক্লাস টুতে। হাতের লেখা ১০ পাতা হয়নি। অথচ ছুটির পর স্কুল খুলে গেল। শূন্য একসারসাইজ বই হাতে স্কুলে যাওয়া। ঘোড়ার পিঠে রানাপ্রতাপ মার্কা খাতা। হাতে বর্শা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারুণ কাগজগুলো ছিল। মোটা, ভারি, রুল টানা। তখনই অ্যাপ্রিসিয়েট করতে শিখে গেছি।

প্রথম ভয়টি শেষ পর্যন্ত মেটিরিয়ালাইজ করল না। আমার খাতা মাস্টারমশাই দেখতে চাইল না।

যে ভয় সম্পর্কে আগে থেকে জানতে পেরেছি আমার জীবনে সেগুলো ঘটেনি। ঘটে চলেছে সেগুলোই যেগুলো এখনও ঘটনার বাইরে কল্পনার বাইরে।

২০ এপ্রিল ১৯৯২

বয়স তিনকুড়ি পেরতে যাচ্ছে। প্রতিটি দিন এখন থেকে ভালভাবে কাটাতে হবে। যাতে তারা সম্মান পায়। মর্যাদা পায়।

ভালভাবে কথাটা বড় চরিত্রহীন। ভালভাবে বলতে কী? ভাল খেয়ে-দেয়ে, কংখলে নদীতীরে বসে থেকে না শুয়ে থেকে—M-এর সঙ্গে।

'ভালভাবে' বলতে যদি নির্ভুল বলতে হয়—'নির্ভয়ে'।

২২ এপ্রিল ১৯৯২

আমার নতুন উপন্যাসের নাম—

'আমি আনন্দবাজা'র পত্রিকাকে ঘৃণা করি'

(মত্তাবস্থায়)

২৪ এপ্রিল ১৯৯২

গতকাল সন্ধ্যায় সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যু। হকার সুদেব কাগজ নিয়ে আজ আর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। এরকম আশঙ্কায় ভোর-ভোর উঠে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়াই। পার্কে রেলিঙের ধারে পাশাপাশি কৃষ্ণ ও রাধাচূড়া গাছদুটি রোজদিনের মত একে অন্যকে জড়িয়ে। দিনের তুলনায় রাতে এরা নিঃসন্দেহে আরও ঘনিষ্ঠ হয়। যখন অধিক রাতে নির্জন পার্কের পাশ দিয়ে আমি হেঁটে ফিরি। পাতাদের ফিসফাস সত্যিই শোনা যায়। কাল সারা রাত ধরে লাল আর হলুদ কত ফিসফাস পাপড়ি ঝরিয়েছে ওরা। যত, ঝাড়ুদার তার মস্ত ঝাঁটা দিয়ে সব জড়ো করেছে এক জায়গায়। এখন প্লাসটিকের হলুদ হাত-কোদলে তুলে তার জরাজীর্ণ টিনের ঠেলায় ফেলে আসছে। আমি অনেক্ষণ সেই দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর দেখি, ফুটপাথ ধরে স্বপন আসছে। অন্ধকার থেকে এই স্বপনই অধিকরাতের আমাকে 'কাক-কু' বলে আওয়াজ দেয়। ওরে বাবা, সে কী তীক্ষ্ণ নিক্ষেপ। যেন চাক্-কু! যে ঠেক থেকে আওয়াজ আসে—সেখানে আরও অনেকে থাকে। সেই যে বলেছে তার কী প্রমাণ। আমাকেই বলেছে, তাই বা ভাবছি কেন। আরও অনেকেই তো রাস্তায়। কত শ্রদ্ধা করে সে আমাকে। অন্যরা সমর্থন করবে তাকে। তাছাড়া প্যাঁক দেওয়ার সময় গলার স্বরও বদলে নেয়। বহু অন্তরঙ্গতা অন্যভাবে করেছি। যাতে বন্ধ করে। মুখে বলতে পারি না। করেনি।

'কী কাকু, এই ভোরবেলায়?' স্বপন বলল।

তার মুখ নির্বিকায়। শুনেছি, সে কোন-একটা পার্কের সুলভ ল্যাট্রিনের ক্যাশে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মল ১ টাকা। মূত্র চারিআনা। মাত্র।

সব কাগজ পেলাম না। যতগুলো দেখলাম, 'আজকালে'র হেডিং সবচেয়ে ভাল লাগল:

ভারত রত্নহীন

আজ 'আজকালে' আমার লেখার হেডিং :

মুছে গেল সিঁদুর

২৫ এপ্রিল ১৯৯২

নন্দনের একতলার লবিতে বিশাল কাচের দরজার ওপর বরফের উঁচু ডাবল বেড। তার ওপর শুয়ে সত্যজিৎ। ডাবল বেডে একা। নন্দন কমপ্লেক্স যেন একটা দ্বীপ। দ্বীপে থৈ-থৈ মানুষ। দ্বীপ ঘিরে জনসুমদ্র। বিস্তর টাকা আর অগাধ সম্পত্তি রেখে-যাওয়া বাবার বখাটে ছেলের মত বাঙালি সকৃতজ্ঞভাবে দুঃখিত। মমতা এল সাড়ে ৫টা নাগাদ। শেষ যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। আসছে এদিকেই। শবযাত্রা আশুতোষ মুখার্জি রোড হাজরা মোড় হয়ে রাসবিহারী দিয়ে ঢুকবে। 'তুমি আমার পিছু পিছু এসো।' বলে স্রোতের উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল মমতা।

ভিড় থেকে ওকে বাঁচাবার জন্য আমি যেভাবে লেগে রইলাম ওর সঙ্গে, খামে-সাঁটা বৈধ ডাকটিকিটের সঙ্গেই যার তুলনা হয়। অবশ্য, পেছনটাই শুধু যেটুকু বাঁচাতে পারলাম। উল্টোদিক থেকে স্রোতোধারার সঙ্গে শোকাতুর অবৈধ যারা, তারা ওর সামনেটা নিয়ে কী করছে তা মমতাই জানে। সন্দেহ হয়, এবং অকারণে নয়, এভাবে, এরকম ভিড়ে যত্রতত্র হস্তক্ষেপে একটি মেয়ে কি ভয়ংকর বিব্রত হয়, তার প্রতি মমাদৃশ পুরুষের বৈধ অধিকারবোধ এ নিয়ে যতটা চিন্তিত! ভ্রনস্কির প্রতি আনা কারেনিনার দুর্মর আকর্ষণ প্রেমিকার না ব্যাভিচারিণীর, তা কে নির্ণয় করবে?

AMARBOI.COM

এই তো, গত বছরের কথা। পুজোর ভিড়ে এমনি আর এক ঝামেলা, যার সঙ্গে মমতা আগাগোড়া ছিল পরোক্ষভাবে জড়িত। গোটা ব্যাপারটা কী নিদারুণ এনজয় করেছিল মোমো!

মেট্রো রেলে ক্লারা আর এড-এর সঙ্গে দেখা। ওরা টিকিট হারিয়ে ফেলেছে বলে ভীত। যাবে এসপ্লানেড। গেটে ধরেছে।

আমি স্টেশন মাস্টারের কাছে ওদের নিয়ে গিয়ে বলি, এরা তিন-তিন ছ-টাকার টিকিট না কেটে ধরা পড়বে বলে নিশ্চয়ই উড়োজাহাজে চেপে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসেনি। বলা বাহুল্য, উনি সঙ্গে সঙ্গে মাপ চেয়ে অফিস ছেড়ে এসে নিজের হাতে গেট খুলে দিলেন। ওপরে উঠে অমি ২ বছর আগে ক্যালিফোর্নিয়ায় ছিলাম এবং টানা প্রায় ২ মাস, শুনে প্রথমে অবিশ্বাস (জোচ্চরের পাল্লায় পড়েছে কিনা), পরে ডিটেলস শুনে বিশ্বাস করল। ওদের ফ্রি স্কুল আর পার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি ইংপিং রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাই। যেখানে মমতার থাকার কথা। ওর অফিসের কাছাকাছি বলে, বহুবার এসেছি এখানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একসঙ্গে বসে নানান কথা হচ্ছে। ইন্ডিয়ায় ওরা প্রথমেই এসেছে কলকাতায় এবং দিনতিনেক হল। উঠেছে কাছেই, মার্কুইস স্ট্রিটের হোটেল 'রেনবো'তে।

'কী ব্যাপার বল তো?' ক্লারা হঠাৎ মোমোর কাছে জানতে চাইল, 'কাল একটা পূজা প্যান্ডেলে গেছি। পূজা দেখতে। উপস্, হোয়াট এ ক্রাউড! ভিড়ের মধ্যে অন্তত চার-পাঁচজন আমার বুক টিপল।'

আমি টেবিলের তলা দিয়ে পা টিপে তাড়াতাড়ি বাংলায় মোমোকে, 'বলো, ওটা একটা রিচুয়াল আমাদের। আর শুধু ওই অষ্টমীর দিনটা। ফার্টিলিটি কাল্টের ব্যাপার একদিন ছিল তো এদেশে। বোঝাও। দেশের ইজ্জত বাঁচাও!'

শুনে মোমোর চোখে আলো। সারা দেশের হয়ে অ্যাপোলজি চেয়ে বলল, 'সরি। কিন্তু ওটা শুধু বছরে ওই একটা সন্ধ্যার জন্য। আ রিচুয়াল—শর্ট অফ—আ রেমন্যান্ট অফ দা এনসিয়েন্ট ফার্টিলিটি ফেস্টিভাল—ইউ সি! ইন এনসিয়েন্ট টাইমস দেয়ার ইউজড় টু বি আ সেক্স ডে— ইউ নো—লাইক ইওর মাদার্স ডে অর সিস্টার্স ডে—ফ্রি সেক্স ফর এভরিবডি ফর ওয়ান নাইট ওনলি—নাউ হাউএভার, ওনলি এ মিয়ার রিচুয়াল রিমেন্স—'

ক্লারা জানাতে চাইল, 'তোমাকেও কি—'

মোমো সগর্বে বলল, 'ও ইয়েস। ফর সিওর। তবে শুধু ওই একদিন। ওনলি ইয়েস্টারডে। অক্টোবর দা ইলেভেনথ! ওই একদিন। আর কখনও হবে না।'

'হাউমেনি পিপল্? হাউমেনি টাইমস্?'

'ব্রেসট-ফন্ডলিং ইউ মিন?' টাগরায় জিভ লাগিয়ে তখনও হাসি চেপে হাতের আঙুল গুনতে গুনতে হঠাৎ হাত ঘোরাতে লাগল সে।

অর্থাৎ অসংখ্যবার।

ক্লারা চিন্তিতভাবে বলল এডকে, 'তাহলে সিওল-এও ওই একই ব্যাপার ছিল, বুঝলে। মিছিমিছি মারামারি করলে তুমি ছেলেটার সঙ্গে।'

এরপর আমি যেই বলেছি, 'তা, সেখানে ক'জন, আর কতবার?'

মোমো আর হাসি চেপে রাখতে পারল না। তখন ওরাও বুঝতে পারল। আমরা চারজনে এত হাসতে লাগলাম। যে ম্যানেজার লি ইয়ং চলে এল কাউন্টার ছেড়ে।

২৬ এপ্রিল ১৯৯২

কাল একটি ক্রুসিয়াল দিন। রিনার গ্লুকোমা সন্দেহ করেছে। কাল test হবে। সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করি, test যেন নেগেটিভ হয়।

সে বেঁচে থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছে। এজন্যে সে নিজেই দায়ী। সে আমাকে গ্রহণ করতে পারেনি। আমাকে গ্রহণ করতে হলে, প্রথমেই গ্রাহ্য করতে হত আমার একলব্য যৌনতা। আমি ভালবাসি নারীর নগ্নতা। একজন নারীর শরীর ভালবাসতে পারি। শারীরিকভাবে কিছু দেবার নেই, তবু ওর সঙ্গেই কাটল। এখন ওর suffering-কে আমি ভালবাসি। এখন কাছের লোক মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৭ এপ্রিল ১৯৯২

বাবা অনেক টাকা-সম্পত্তি রেখে গেলে বখাটে ছেলে যেমন দুঃখিত হয়—সত্যজিতের মৃত্যুতে বাঙালি সেভাবে দুঃখিত। কিন্তু এটা দুঃখ না কৃতজ্ঞতা?

দয়াময়ী (দেবী) থেকে মনীষা (কাঞ্চনজঙ্ঘা)—যা দেবেশ আজ 'আজকাল'-এ লিখেছে। বক্তব্য—'দেবী'তে প্রভুত্বের কাছে নারীর আত্মহনন—'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় প্রতিবাদ। বা শিল্পীর প্রতিশোধ। প্রক্ষিপ্তভাবে দুটি বিদেশী উদাহরণ ঢুকেছে—স্ট্যালিন ও মধ্যযুগের খ্রিস্টান সমাজ।

প্রশ্ন : সত্যজিৎ যদি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' আগে তুলতেন এবং ঐ 'দেবী' পরে—তাহলে কে কার ওপর প্রতিশোধ নিত? তথাকথিত কম-প্রগতিশীল সৃষ্টি আগে ও প্রতিক্রিয়াশীল কাজ পরে—শিল্পীরা এরকম করেই থাকেন। উদাহরণ ভূরিভূরি।

সমসাময়িক জীবন প্রবাহের টানাপোড়েনে থাকলেও শিল্পী ক্যালেন্ডারের পথ ধরে চলেন না। যে পথ তাকে আলো দেখায় তিনি চলেন সেই পথে।

'ইতিহাসে'র কালবিপর্যয় হয়। 'হিস্টরিকাল ল্যাপ' এয়ার পকেটের পুরনো ইতিহাস থেকে যায়।

রিনার Early simple chroni glaucoma হয়েছে।

২৮ এপ্রিল ১৯৯২

আজ সকালে উঠে বিষাণ ঠিক করল ষাঁড়ের শিঙ আজই ধরবে। আজ মমতাকে ফোন করবে।

চোখ বিষয়ে বলল। বলতে পারছি না।

১ মে ১৯৯২

কফিহাউস

পা : চুপ করে আছেন কেন? কথা বলুন।

আ : কী বলব?

পা : বলুন কিছু।

আ : বয়স ৬০ হতে চলল। রাস্তার হাইড্রান্টের মত মনোহীন কথা বলে যাওয়া আর কী শোভা পায়?

১৬ মে ১৯৯২

২ মাস ধরে ভাবছি জুতো পালিশ করাব। হয় না। যতক্ষণ ধরে পালিশ হয়, কি অস্থির যে লাগে। মনে হয়, কে যেন পথিকত্বকে ধরে বা বেঁধে রেখেছে। সারাদিন ছোট ছোট লাভের জন্য এমন কত যে বড় বড় ক্ষতি। অথচ, প্রতিটি পালিশ শেষ হলে কেমন কৃতকার্য লাগে! পালিশের পর ঝাঁ-চকচকে জুতো-জোড়ার দিকে বারেকও তাকিয়ে দেখেনি, এমন আপনভোলা কি সতিই আছে? চুল কাটতে বসা সম্পর্কেও একই কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটার পর তো ভালই লাগে। সামান্য কটা চুল, ফেলে দিলে কত হালকা হয় যায় সারা শরীর। রমেনের দাদা যখন সেলুন থেকে ছুটে এসেছিল তখন তার গাল অর্ধেক কামানো। বাকি অর্ধখানা ফেনায় ভরা। স্ত্রী তখন দড়ি থেকে ঝুলছে।

২৮ আগস্ট ১৯৯২

আজ সকালে কমোডে। কিছু হওয়ার নাম নেই। বাধ্যত, দেখতে হচ্ছিল কালো আর ফুর্যুরে এক একা-পিঁপড়েকে। ইতস্তত উদ্বেগজনক ঘোরাঘুরি করছে মুখ উঁচু করে। একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম। বর্ষা-সমাগমে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে ডিম মুখে সারিবদ্ধভাবে চলার বাস্তুহারা-উদ্বেগ এ নয়। এ উদ্বেগ আলাদা। কারণ, এখন সে একা। আর তার মুখে একটি বিশুদ্ধ মৃত পিঁপড়ে। আর সে শ্মশান খুঁজে পাচ্ছে না।

সে দিগভ্রান্ত। সে লক্ষ্যভ্রষ্ট। সে একা। তার মুখে মৃতদেহ।

ওই যে। সুবিশালদেহী আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। ওই যে। ওই যে একটা গর্ত। বন্ধ জানালার ফ্রেমের ফাটলে। কয়েকদিন আগেই আমি সার দিয়ে হাজার হাজার বাস্তুত্যাগীকে ওই গর্ত ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে দেখেছি।

ও যেতে চায় ওইখানে। ওই শূন্য গুহা-শহরে। কিন্তু ওকে আমি জানাব কী করে। কোনোক্রমে তুলে গর্তের মুখে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু যদি মৃত পিঁপড়ে ওর মুখ থেকে পড়ে যায়? তাহলে তো ওর সংজ্ঞাটাই বদলে যাবে।

...(রাতের স্বপ্নে) ক্যালিফোর্নিয়ায় কার অ্যাক্সিডেন্টে মৃত আমার ছোট ভাই চিত্তরঞ্জনের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে ওই পিপীলিকা-পথে নেমে যেতে যেতে দেখতে পাই। কলকাতার নীচে আছে এইরকম আর একটি বাস্তুহারা কলকাতা। কলকাতার নীচে অবিকল কলকাতার একটি প্রতিবিম্ব আছে। পেন্সিলে চাপ দিয়ে ছবি আঁকলে উল্টোপিঠে একটা ছবি ফুটে ওঠে। স্বপ্নে সেইরকম। দেখি...সেখানে লাশ জননেতা। লাশ বিচারপতি, লাশ অভিনেতা, লাশ ক্যামেরাম্যান, লাশ বাবু, লাশ বারাঙ্গনা, লাশ মাতার কোলে লাশ সন্তান—লাশ ভিখারিনী—লাশ কন্ডাক্টর সেখানে ট্রামের কার্বনকপি চালায়—অবরোহনরত লাশযাত্রীর পকেট থেকে পার্শ তুলে নিতে দেখি লাশ পকেটমারকে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অ্যালুমিনিয়ম শুঁড় থেকে উৎসারিত আলো সেই লাশ-কলকাতায় ২৪ ঘণ্টা আলো ছড়িয়ে আছে। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে সেখানে নেমে যেতে টিকেট হিসেবে শুধু কাঁধে একটি শবদেহ লাগে।

আজকাল স্বপ্নে জীবিতের চেয়ে মৃতের আনাগোনাই বেশি। তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা দিতে এক-আধজন জীবিত ক্বচিৎ যোগ দেয়। জীবনে পরিচিত জীবিতদের চেয়ে, পরিচিত মৃতের সংখ্যা এখন বহুগুণে বেশি। স্বপ্ন, আগের মত, অত জীবিত পাবে কোথায়। এবং কালক্রমে মৃত এত কম পড়ে যায় যে আমার স্বপ্নে কুশীলবের জোগান দিতে রশিদকে দ্বিতীয়বার মরতে হয় যখন সে ক্রিকেট খেলা দেখছিল ইডেনের ক্লাব হাউসে বসে। বারীন নন্দী এসে তার মৃত্যুসংবাদ দিতেই আমাদের গ্যালারিতে অংশত চাঞ্চল্য, তবু কেউ খেলা ছেড়ে ওঠে না। আবার, একজন অজানা প্রৌঢ় সপরিবারে উঠেও পড়েন দেখে আমি তাঁদের অনুসরণ করি তথা স্টেডিয়ামের বাইরে একটি লঝঝড় সেকেলে হাম্বারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের প্রবেশ করতে দেখে মনে হয় পি জি পর্যন্ত একটা লিফট পেলে ট্যাক্সি ভাড়াটা বাঁচত এবং আত্মসম্মানবশত তা না বলতে পারলেও পরে, দেখি অতি স্লো মোশনে চলা তাদের হাম্বারে বসেই আমি ডান পা মেলে ধরলে ড্রাইভারের সিটের ড্যাশবোর্ড মড়মড় শব্দে ভাঙতে শুনে ভদ্রলোক পিছনে তাকিয়ে আমাকে সনাক্ত করেন ও আমি আমার বাঁ দিকে একটি কেলেকুলো চকচকে তরুণকে ভেসে উঠতে দেখে ট্রেসপাসারের অ্যাপোলজি হিসেবে জানাই 'আমি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়—না বলে উঠে পড়েছি, এবার আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছি' শুনে পার্শ্ববর্তী ছেলেটির বশংবদ মুখে স্বীকৃতির উদ্ভাস—যথাক্রমে সে এ-খবর রাখে বলে তার আত্মপ্রসাদ এবং আজকালকার কম্পিউটার-প্রজন্ম কত আপডেটেড ভেবে আমার গর্ব এবং এতে কালাতিক্রম-দোষ বা অ্যানাক্রনিজিম হয়ে যাচ্ছে বলে আমার আদৌ মনে হয় না—যদিও রশিদের এ দ্বিতীয় মৃত্যু (স্বপ্নে প্রথম) ঘটছে সেই টেস্ট ক্রিকেটের তৃতীয় দিনে যা ইডেনে ঘটতে এখনও মাসচারেক বাকি। এবং আকাদেমি দূরস্থান, তখনও বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছি কিনা সন্দেহ।

তারিখহীন

পাঁচ-পাঁচটা বছর কেটে গেল। রাস্তাঘাটে রুবির সঙ্গে কি একদিনও দেখা হতে নেই!

একদিন হয়েছিল। সদর স্ট্রিটের নির্জন দুপুরবেলা। একা-একা হেঁটে যাচ্ছে রুবি। সেই কোথাও-যাওয়ার-নেই হাঁটা। সেই হর্স-টেল চুল। চলে লম্বালম্বি মস্ত ক্লিপ। একবার ঘাড় ঈষৎ ঘোরাতেই যেটুকু ঝলক, রুবি না হয়ে যায় না। দ্রুতপায়ে হেঁটে সেই একবারই তার কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, যা চলতে চেয়েছি বারবার, কিন্তু কখনও পারিনি সেই কথা বলব বলে। বলতে হয়ত আজও পারব না। কিন্তু আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে তো পড়বেই সে। কে জানে হয়ত হেসেই বলবে, 'এ কি তুমি!'

স্বপ্নে এ-রকম বোধ জন্মগ্রহণ করলে, এই সময় টিভির পুরনো বিজ্ঞাপন থেকে উড়ে এসে গ্রহান্তরের আলোয় এম আর এফ টায়ার এসে দাঁড়াল আমাদের মাথার ওপর আর সেই আলোঝরনার নিচে দাঁড়িয়ে দুজনেই মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের মধ্যে দেখা দিল পরস্পরকে ক্ষমা করার অফুরান আবেগ। 'যাই হয়ে থাক' আমি বললাম, 'কিছুই এসে যায় না। কিছুতেই কিছু এসে যায় না।' আলোর টায়ার হঠাৎ গ্রহান্তরে উড়ে যেতে যেতে বিন্দুসম হয়ে গেলে দেখা গেল, রুবি নয়। পেছন থেকে অবিকল এক, এমনকি ঘাড় ঘোরল যখন একবার, তখনও। এমনকি আলোর টায়ারের নীচে যতক্ষণ, তখনও রুবিই ছিল।

কিন্তু এখন রুবি নয়। এ সেই মুখ নয় যা আমি ঘুমন্ত দেখেছি। এই চোখ প্রস্তরমূর্তির। এতে কালো ফুটকি থাকে না। এই দৃষ্টিপাত অন্ধের।

স্বপ্নের মধ্যে মৌমাছির পাখা নেড়ে আমি ওকে বলি : আর-এ, তুমি যে মরে গেছ, এটা আমাকে বলোনি এতদিন? বলো, কবে মারা গেলে তুমি? এবং কীভাবে?

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

মহালয়া। রবিবার। ১৪ দিন পরে। ২ অক্টোবর ষষ্ঠী, বহুবছর পরে ষষ্ঠীর দিন থেকে ছুটি। কারণ ঐদিন গান্ধীর জন্মদিন। ২ তারিখে মাদ্রাজ যাবার কথা আছে। দক্ষিণ ভারত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্রমণ। সেই আমি আর রিনা।

ইন্দোরের একটি উক্তি (রিনার প্রতি রাগ করে)—আমি নিমক খাই শুধু মৃত্যুর। আর কারও নয়।

আর একটা পুজো আসছে। এই একটা ঋতু যার ছোপ মনে ধরে।

১৪ অক্টোবর ১৯৯২

শীতলকে যখন Taxi-তে বাড়ি নামিয়ে দিলাম হিসেবমত ১৫ টাকা পার্সে থাকবে।

যথারীতি বলল, 'কিছু দেব?'

বললাম, 'না।'

রাসবিহারীতে ভাড়া দিতে গিয়ে দেখি, পার্সে দুটো নোট ঠিকই কিন্তু ১০ আর ৫ নয়—১০ আর ২। আরও ৭৫ পয়সা। ভাড়া ১০ টাকা সারচার্জ ২০ শতাংশ—২ টাকা। ১২ টাকা দিলাম।

ড্রাইভারকে বললাম, ১ টাকা ফেরত দাও। নইলে বাড়ি যেতে পারব না (অটোতে)।

নরম হল। কিন্তু দিল না। রইল ১২ আনা। অটো ভাড়া ১.২০ পয়সা। একটা উইল্‌স ফিল্টার পকেটে ছিল। সিগারেটের দোকানে বিক্রি করলাম। দাম হয় ৯৫ পয়সা। ফেরার সময় সবসময় দু-টাকা দিয়ে রাতের জন্য দুটো সিগারেট কিনে ওর কাছে হিসেব করে ১০ পয়সা ফেরত নিই। সিগারেটওয়ালা আমাকে ১টাকা দিল। ৫ পয়সা নেই বলায় বলল, 'আপনি আমার পুরনো বাবু।' রবিঠাকুরের বুক ছোঁয়া দাড়ি। লম্বা-চওড়া। জিলা ভাগলপুর। বলেছিল একদিন। ১.২০ পয়সা অটো ভাড়ার জন্য রেখে খুচরোয় ৬০ পয়সা excess হল। ৬০ পয়সা হাতে দিয়ে বললাম, 'একটা উইল্‌স ফিল্টার দাও।' বলল, 'আপনি আমার পুরনো বাবু।' বলে একটা সিগারেট দিল। ধার রইল ৩৫ পয়সা।

একেই বলে কলকাতা। কলকাতা এভাবে সম্মান পায় কলকাতার কাছে। তাছাড়া কী। ফলে এখন বাড়িতে ১টা উইলস ফিল্টার। রাত ১২টা। এবার খাব কিছু। একা। যখন পাশের ঘরে সিগারেট খাব রাজা মনে হবে।

তারিখহীন

'পথিক পরান চল, চল সে পথে তুই
যে পথ দিয়ে গেল রে তোর বিকেলবেলার জুঁই।'

সাগর সেনের রেকর্ডে গানটি এ-রকম শুনলাম (ভুল করে);

যে পথ দিয়ে ঝরে গেল তোর
বিকেলবেলার জুঁই।

ভাবলাম 'মৃত্যুর পথ'।

'গীতবিতান' খুলে দেখি তা নয়, জীবনের গন্ধ সংক্রান্ত যে পথ দিয়ে ফুটে ওঠা জুঁই-এর গন্ধ চলে গেল। পরে 'যে পথ দিয়ে গেল রে তোর সন্ধ্যামেঘের সোনাটোনা'ও রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে বহুবার আশান্বিত হয়েছি। গানের ভাষা ভুল করে শুনে। এবং 'গীতবিতান' খুলে তার সঠিক বাণী দেখে হতাশ। 'তুমি কিছু দিয়ে যাও' গানে শুনেছিলাম, 'যে মরু হাসিতে লীন।' বই খুলে দেখি, 'যে মোর অশ্রু।' আশাও কি পাইনি? 'ও আমার দেশের মাটি'-তে একদিন শুনলাম (বহু বছর পরে), 'অনেক তোমায় খেয়েছি মা'—বিশ্বাস হয়নি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে ফোন করলাম (অফিস থেকে)। কারণ, কাছে 'গীতবিতান' ছিল না। বললেন, 'হ্যাঁ, 'খেয়েছি'-ই বটে।' তবে ওঁরও সন্দেহ হল, 'গীতবিতান' দেখে এসে বললেন। দেবেশ (রায়) এ কথা শুনে বিশ্বাস করল না 'প্রতিক্ষণে'। বলল, 'রবীন্দ্রনাথ লিখবেন ' খেয়েছি?' চাকরবাকর নাকি। মাই ফুট। এই, কে কোথায় আছ 'গীতবিতান' নিয়ে এসো।'

২৮ অক্টোবর ১৯৯২

আজ রিটায়ারমেন্টের নোটিশ পেলাম অফিসে। সই করতে ইচ্ছে করছিল না। ২৮।১০।৯৩ অব্দি মানে-মানে কাটবে তো? সেটা হবে একটা সাকসেস।

Note :

'দ' উচ্চারণ হয় না এশট্যাবলিশমেন্ট ক্লার্ক হরিপদ ভৌমিকের। যেমন, গরদ-কে বলে গরধ। গঁদ-কে বলে গঁধ। কিন্তু 'ধ'-র জায়গায় 'দ' বলে। যেমন, ধরুনকে বলে দরুন। আমাকে জানাল।

AMARBOI.COM

১৯৯৩

৩০ জানুয়ারি ১৯৯৩

বন্ধুত্ব ব্যাপারে এক-একজনের একটা নিজস্ব খেলা আছে। শতরঞ্চের ওপর চার আনা দান ফেলে কেউ বলে, 'এই ষোলো আনা ফেললাম।' বিশ্বাস করে যারা ষোলো আনা খেলে (অনেকে ডাবল দেয়), তারা পরে বুঝতে পারে, তারা ষোলো আনা খেলেছে মাত্র চার আনার ওপর। এদিকে সেই বাকি বারো আনা তো নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে পারে না। তারা, ইন স্পাইট অফ দেমসেলভস প্রতারক বন্ধুটির সঙ্গে অবুঝ অপ্রণয় শুরু করে। এই কারণেই তাঁর সমসাময়িক বন্ধুরা কেউ জীবনানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পেরেছিলেন, এমন শোনা যায়নি। কারণ, উনি চার আনা ফেলতেন। শক্তি কিন্তু বছরে একবার দেখা হলেও ষোলো আনা বন্ধুত্ব দিয়ে গেছে। সুনীলও ষোলো আনা দেয়, তবে তার বন্ধুতা আঠারো আনা। দু আনা নিজের কাছ থেকে যায়।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

পার্থ বাবার কথা জানতে চাইছিল। আমার লেখাটেখা পড়ে। বাবার কথা তেমন মনে নেই। যদিও মারা যখন গেলেন আমার বয়স তিরিশ। আজ মুন্নি খুব অবহেলাভারে ওষুধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাচ্ছে দেখে আমি ওকে বললাম, 'তোর ঠাকুর্দা মুখে ওষুধ ঢালত 'ওঁ নমো বিষ্টু' বলে।' বলতে বলতে মনে পড়ে গেল ওর ঠাকুর্দা তো অনেক বুড়ো বয়স পর্যন্ত 'শিলাজতু'-ও খেত। বিন্ধ্যাচল থেকে আসত। সেটাও কি 'ওঁ নমো বিষ্ণু' বলে—ভাবতে গিয়ে হাসি পেয়ে গেল আমার।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

দীপক মজুমদার মারা গেল গত ২৩/২ দুপুরবেলায়। যাবার পথে দেখি দোকানে লুডোর ছক্কার ডিজাইনে একটা টুল—রিনা অনেকদিন বলেছে—দেখেই মনে হয়েছিল একটা কিনে নিয়ে যাওয়া যাবে কি— টেলিফোনের সামনে বসার বেতের টুলটি অনেকদিন ভেঙে কাৎ হয়ে পড়ে।

আজ তিনদিন পরে পথের ধারে সেই আকর্ষণীয় মূলত সাদা-লাল টুলটি মনে পড়ল। রাস্তার দিকে ছিল মস্ত একটা লাল ছক্কা। সেটা কিনে আনতে হবে।

শঙ্খ ঘোষ, শঙ্খ ঘোষ পীর মহৎ। এত লিখেও নীরেন যা হতে পারেনি। একটা দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে।

২ মার্চ ১৯৯৩

২৩ ফেব্রুয়ারি। দীপক মারা গেছে ৬ দিন হয়ে গেল। বিশেষ করে আমার 'লাংস'-এর অসুখ সারছে না দেখে (আপাতত ব্রংকাইটিস ধরে হয়)—আপাতত বিলিয়ার্ড টেবিলের সেই বলটার মত মনে হয় নিজেকে—যাকে একটা টোকা দিয়ে নিজের অ্যাঙ্গল নির্ভুল করে নিয়ে আর-একটি বল ধীর ও নিশ্চিতভাবে গর্তে ঢুকে গেল।

AMARBOI.COM

৬ মার্চ ১৯৯৩

ডায়ালেক্ট :

'ক'দিন আছ আর?

—বুধবার পন্ত (পর্যন্ত) আছি।

৭ মার্চ ১৯৯৩

রাত ১২টা

দীপকের শেষ কথা হল... (আমার প্রতি) ক্রেডল-বেড থেকে—

'তুমি আমাকে তত বন্ধু মনে কর না, না?'

জানতে চাইল। উত্তর দিইনি। সম্ভবত এটাই ওর মৃত্যুপূর্ব শেষ কথা। তারপরেই ইন্টেনসিভ কেয়ারে ভেন্টিলেটারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তখন থেকে আমরা ওকে দেখেছি আই-হোল দিয়ে।

মৃত্যুশয্যাতেও বন্ধুত্বের জন্য কামনাকে স্বীকৃতি দিয়ে গেল দীপক। লাথি মেরে গেল আমাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

3 April Saturday 1993

April			
Sunday		4	11
Monday		5	12
Tuesday		6	13
Wednesday		7	14
Thursday	1	8	15
Friday	2	9	16
Saturday	3	10	17

৮/৪/৯৩

আমিও একজন লেখক। Success-fool না হতে পারলেও আমাকে একটা Success লেখক বলবে হয়ত।

আমি ~~মুখস্থতে~~ কোনোদিন লিখতে চাইনি। ~~[illegible]~~ ভয় করেছে লিখতে। [illegible] হবে না। আসবে না। (এ-ওদের, [illegible]) মত চাই নি।

আজকাল চাই লিখতে।

SUNDAY

কিন্তু সে-জন্য চাই সময়। চাকরি বাকরি করে গেলেও একদিন সময় ছিল। কিন্তু এখন সময় নেই। [illegible] তৈরিও হল লেখা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪ মার্চ ১৯৯৩

একজন লোককে সাড়ে ৫ ফুট লম্বা বলা হয়। কারণ এখানে যে সাড়ে ৫, পাহাড়চুড়ো থেকে তাকে দেড় ইঞ্চি দেখায়। সমতল থেকে পাহাড়চুড়োর মানুষকেও ছোট দেখায়।

দর্জির ফিতে দিয়ে সাফল্য-ব্যর্থতা এগুলি কোয়ান্টিফাই করা হাস্যকর। অথচ সবাই তাই করছে। কে কোথায় একটা বাড়ি কিনল কি গাড়ি হাঁকাল—এটা যদি সফলতা হয়ও, 'সাফল্য' তবু অন্য জিনিস। মানুষের মৃত্যু হলে (যেমন) তবুও মানব থেকে যায়।

তবু একথা সত্য জীবনে যে সপ্রেম ও ইচ্ছুক—এক কথায় রমনাভিলাষিণী প্রেমিকা পেয়েছে, তার সাফল্য বা সফলতা প্রশ্নাতীত।

২ এপ্রিল ১৯৯৩

এত কম সামাজিক সমঝোতা যে মৃত্যুর পর চারজন শববাহক জুটবে এমন আশা করি না।

৮ এপ্রিল ১৯৯৩

আমিও একজন লেখক। success-fool না হতে পারলেও আমারও একটা success আছে হয়তো।

আমি কোনোদিন লিখতে চাইনি। বরাবর ভয় করেছে লিখতে। যে, হবে না। পারব না। সে-ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে চাইনি।

আজকাল চাই লিখতে কিন্তু সে-জন্য চাই সময়। বরাবর চাকরি করে গেলেও একদিন সময় ছিল। কিন্তু এখন সময় নেই। অফিসে ১১টায় পৌঁছতে হলে লেখা যায় না।

১৪০০ সাল নিয়ে জ্যোতিময় দত্ত[১৬] লেখা চাইছে। ও এরকম চাইতে পারে। ঐ উপলক্ষে পত্রিকা বের করতে পারে। জ্যোতি week-end কাটানোর মতো মনে করে লেখাকে। বুদ্ধদেবও অনুরূপ ফুর্ফুরে মনোভাব থেকে লিখে যান।

ঐ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা যায় না। লেখা অনেক সর্বস্বতা দাবি করে। অংশত লেখক হওয়া যায় না।

এখানে সমগ্রত, সর্বস্বতা বলতে পেশাদারিত্বের কথা বলছি না। লেখা যৎকিঞ্চিৎ হতে পারে— কোয়ান্টিফিকেশনের দিক থেকে। কিন্তু গুণগতভাবে তাতে সর্বস্বতা থাকবে।

কিন্তু কেন এইসব উচ্চস্বর চিন্তা?

কাকে জানানো তা, যা কে না জানে।

১৬ এপ্রিল ১৯৯৩

এলিয়টের[১৭] প্রথম স্ত্রী ভিভিয়ান হেগউড্ (Haigh wood) "He laughed like an irresponsible foetus" (ফিটাস)।

রাসেল[১৮] সম্পর্কে এলিয়টের মন্তব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪ এপ্রিল ১৯৯৩

কয়েক বছর আগে ব. চৌ. বলছিল অটোমোবিল ক্লাবে নেশাতুর হতে হতে, 'এটা জেনে রাখ, যে লোভী নয় আমি শ্রদ্ধা করি শুধু তাকে। এই আমার শেষ কথা।'

আমি বললাম, 'আমারও শেষ কথা তুই শুনে রাখ। লোভ-নির্লোভ নয়, জাস্ট বেঁচে থাকাই জীবনের ৯৯ শতাংশ বাঁচিয়ে রাখে। জীবনের কামনাবাসনা নয়।'

বলল, 'যার ডিজায়ার নেই সে তো মৃত।'

দুঃখ হয় ওর জন্যে, এইসব তোতাবুলি শুনে। আমি যখন বললাম, 'যার কিছুই নেই সেই জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থায়', ও মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলল, 'বুনো রামনাথ?'

আমি : শ্রেষ্ঠ অবস্থা ওটাই। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অবস্থা হল যার যত কম প্রয়োজন আছে, তার।

কথাগুলো সত্যি। এবং আমার ক্ষেত্রে হাড়ে হাড়ে। তবে নিজের কোলে ঝোল-না-টেনে এ ধরনের কথা বলা যায় না। একটা ট্রেন যখন চলে যায়, দাঁড়িয়ে দেখতেই হয়। সেই রকম।

মনে হল, যথেষ্ট তোতাবুলি আমিও বললাম নাকি! শুরুতেই বললে হত, 'নির্লোভকে শুধু পেট্রোনাইজ করলেই তো হবে না ভাই, নিজেকেও নির্লোভ হতে হবে।' তাহলে দুজনেই হেসে ওঠা যেত।

আসলে গত ১৬ বছর ধরে আমরা দুজনে দুজনকে এভাবেই বাজিয়ে যাচ্ছি, শূন্য মন্দিরের মর্চে-পড়া ঘণ্টা আমি। তবু তো বাজাচ্ছে কেউ। একথা আমি আগেও লিখেছি।

৩ মে ১৯৯৩

কাল বাবনের বিয়েতে ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়। ছোট্ট ঘরে আমরা বসে। একজন দাঁত-ফাঁক কালোব্রণর গর্তে ভরা চৌকো মুখ দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পাশের বাড়ি করা হয়ে গেছে এমন মধ্যবয়স্ক দূর-সম্পর্কে আত্মীয়কে বলছিল—'ভিত কাটা হয়েছে, বুঝলেন, ভিত কাটা হয়েছে।'

—বাক্স ঘুণপোকার মতো সে কেটে যাচ্ছে জানলার ফ্রেম—কেন জানে না।

আজকাল এই বয়সেই ছেলেগুলো (৩০) বাড়ি শুরু করে দিচ্ছে।

৫ মে ১৯৯৩

প্রশ্ন ছিল একটাই। পাগল হয়ে যাব না তো? বা, আত্মহত্যা করতে হবে না তো?

যদি এ-দুটো না ঘটে—তাহলে একটি সফল জীবন বলতে হবে।

'আমার জীবনে নারীরা'

পার্থর কাছে বই। অভিনেতার অটোবায়োগ্রাফি।

৮ জুন ১৯৯৩

অন্যমনস্কতা এক ধরনের অন্ধত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২ জুন ১৯৯৩

আজ সকাল ৮টায় শামসের আনোয়ার শামসেরকে মেরে ফেলল। আত্মহত্যা করার কথা থাকে অনেকেরই। অনেকেই করে না। প্রয়োজনও থাকে না। কারণ, মৃত্যু তো আগেই হয়ে গেছে। শামসের ভীষণভাবে বেঁচে ছিল তাই।

কলকাতার সাহিত্য-সংসারে সে ছিল একজন প্রকৃত একঘরে কবি। সমাজ-প্রতি. পরিবারের প্রতি করণীয় যা, সে কিছুই করেনি। তার 'শিকল আমার ডানার গন্ধে' গ্রন্থে ৪০ টি কবিতা। তার মধ্যে ২০টির প্রথমে লাইনেই। বাকি সব কবিতা প্রথম পুরুষে। তার কবিতাও কোনো প্যাটার্নে পড়ে না। অনুসৃত হয় না। স্বীকৃতি পায় না। সমকালে। কেউ বুঝতেই পারে না! অবশ্যই ১৯২৪ সালেই লোকে ফ্রানস কাফকাকে বুঝছে—এ কি ভাবা যায়! তার ধোপা নাপিত ছিল বন্ধ। জীবিত কবিদের কাছে সে এখন মৃত।

কোনো কোনো মৃত লেখকের খ্যাতি হয়। এবং মৃত্যুপর খ্যাতি এমন এক জিনিস, যা সত্যিই আমরা আমি জানি, সে এবার বিখ্যাত হবে।

১৮ নভেম্বর ১৯৯৩

এইসব এঁটে-বেঁটে লোকদের বিশ্বাস করা যায় না।

১৯৮৮ সালের ২১ জুলাই মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসেছিল। মাত্র ৬০ হাজার কোটি মাইল দূরত্বের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সেদিন কোনো এক মুহূর্তে। নিজের কক্ষপথে মহাজাগতিক নিজের নিজের গতিবেগে ঘূর্ণমান এই দুই গ্রহের।

মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তগুলোও এরকম।

AMARBOI.COM

২৯ নভেম্বর ১৯৯৩

কবিরা লেখক নয়। তারা লেখে যা কবিতা শুরু হয় সেখান থেকে যেখানে লেখার শেষ। যেমন:

এক গ্লাস ঠিক জল পেলে,
পৃথিবীর সব আলো জ্বলে ওঠে। (জাঁ ককতো[৯৯])

কিন্তু (সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রসঙ্গ লিটল গ্যালারিতে রাখা বক্তব্যে)
'ইনি তো এক... লেখক।'

তারিখ নেই

গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে

১। একসঙ্গে দুটি বিরোধী সমালোচনা ছাপা যেতে পারে—একই গ্রন্থের।

২। একটি প্রাপ্ত সমালোচনা বা বই সম্পর্কে বা গ্রন্থ সম্পর্কে অন্যান্যদের মতামত টেলিফোনে নিয়ে ছাপা যেতে পারে।

৩। Best Seller (Source declare করে)।

৪। দেরিদা[১০০] প্রমুখের সাহিত্য-তত্ত্ব—Text-reading এ-সব ছাপা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

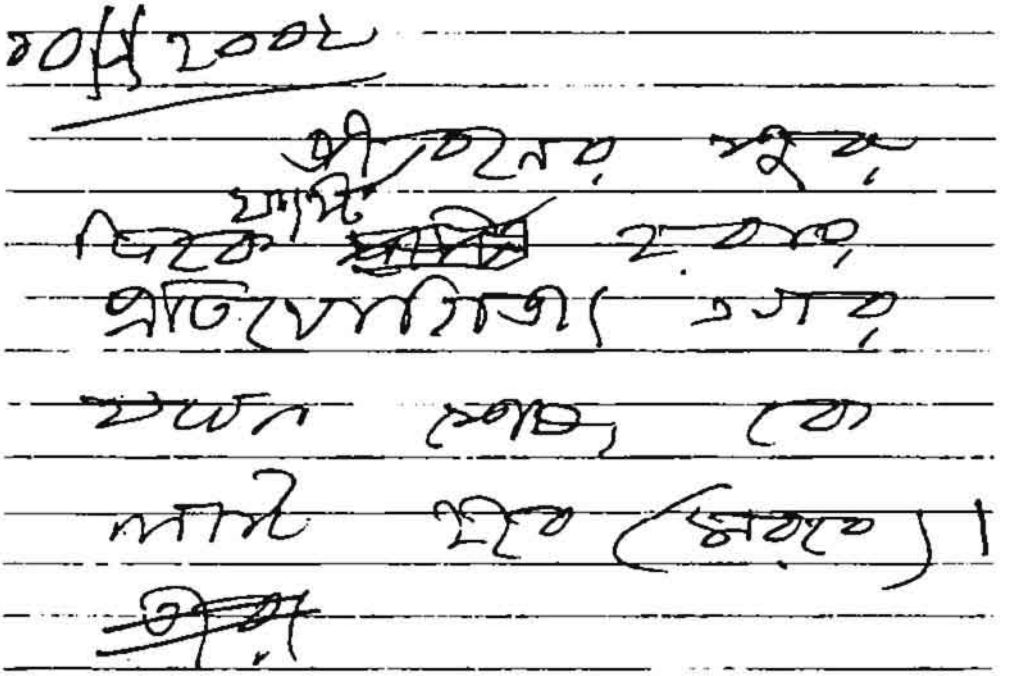

তারিখ নেই
স্বপ্নে একদিন

টুথপেস্টের টিউবের ক্যাপটা পাওয়া যাচ্ছে না বলে—
সে কী ক্রাইসিস।

তারিখ নেই
রবিবাসর

লেখক, চলচ্চিত্রকার, শিল্পী—
এদের ২টো কি ৩টে প্রশ্ন
উদা :
১। আপনি কেন মার্কেজের উপন্যাসের নাম নেন?
২। কেন একজন সফল না-লেখক মনে করেন নিজেকে?

সম্পাদকের পছন্দ

(একটি করে) চলচ্চিত্র, রেকর্ড, সিনেমা, বই—ইত্যাদি।
ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার?

আজকাল

চিঠি/হেডিং
'হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা
লম্ফ দে কর গাছে চড়েঙ্গা'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনে মানুষ কত অবুঝ। এ-রকম আরও উদাহরণ লিখতে হবে।

উদাহরণ

ভেণ্ডারের কামরার সামনে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন চাষি। যদি শাকসব্জীর কামরায় তোলা যায় ঘোড়াটিকে। চারটে স্টেশন পরে ক্যানিং। ঘোড়ার ডাক্তার সেখানে। (ঘোড়ার অসুখ) শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩

'পালাবার পথ নেই' (গল্পের খসড়া)

মহিমের জীবনে অপর্ণার ভূমিকা দিনভর শ্বাসক্রিয়ার মাঝখানে একটি দীর্ঘশ্বাসের মতন। এই দীর্ঘশ্বাস মোচন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্তও বটে। কতখানি, তা বোঝা যাবে এটা জানলে যে, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে যে ভেন্টিলেটরের মধ্যে মরণাপন্ন রোগীকে রাখা হয়, যখন নাকি তার হয়ে নিঃশ্বাস নেয় ওই হার্ট-লাং মেশিন—

সেই মেশিনকেও ঘণ্টায় অন্তত দুটি বা একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে শেখানো থাকে। যার অন্যথায়, শ্বাসক্রিয়ার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়— যথানির্দেশিতভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারেনি বা ফেলবার মত মেশিনের আর একটিও দীর্ঘশ্বাস ছিল না বলে, এমত অবস্থায় ভেন্টিলেটর কার্যত রোগীর মৃত্যুই ডেকে আনবে। এদিক থেকে বলা যেতে পারে—

'অপর্ণার জন্য মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস মহিমকে, প্রকারান্তরে, এতদিন বাঁচতেই সাহায্য করে এসেছে...'

AMARBOI.COM

২১ ডিসেম্বর ১৯৯৩

ঘুম থেকে উঠে ক্লান্ত লাগে এত। মিকি মাউসের কার্টুনে মিকির ওপর দিয়ে একটা রোলার চলে গেছে যেন। কাগজ হয়ে গেছি। ফুলে-ফেঁপে আবার মাউস হই। কী হল আমার?

১৯৯৪

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

এত কম সামাজিক সমঝোতা যে মৃত্যুর পর চারজন শববাহক জুটবে এমন আশা করি না। এমনতর চমৎকার-উক্তি শুনে রিনা সঙ্গে সঙ্গে বলল, এখন তো কাচের গাড়ি!

মনে হল, আমার চেয়ে চমৎকার বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

…ন রবিবার ১৪০৮
…/২৭
- 5 Falgoon 1923
১১ ফাল্গুন ১৪০৮
…se - 6.08 A.M.

FEBRUARY
24
SUNDAY

১২ মাঘ শুক্ল রবিবার ২০৫৮
দ্বাদশী ৭/২৩
Hizri - 11 Zilhaj 1422
২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০২
Sunset - 5.32 P.M.

~~[illegible]~~

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে
উঠতে [illegible] —

মাহবুবের ২৫ অক্টোবর
৭০ বছর পূর্ণ হলো।
আমার থেকে সে
আগে থেকে লেখা
— লেখা দিয়েছি —
জন্ম ২৫-১০-১৯৩২

[illegible]
ছিলেন।
বিবাহ…
অর্পিত হবে …

ON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	FEB
…	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	•	•	•	•	2002

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

আন্তর্জাতিক নববর্ষ মুকুটমণিপুরে কাটল। রিনা, মিতু, রুনু ওদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে।

বাজার হাতে ওপরে উঠে শেষনিঃশ্বাস ফেলার অভিজ্ঞতা। বুকে কষ্ট। ডায়ালগ :
—আচ্ছা, কাগজ ৩ দিন দেবার কথা, দুদিনের দিয়েছে জানা আছে?
—না। জানতে চাই না। আমার উকুন বাছার সময় নেই।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

গ্যাসের দাম এক লাফে ১৭ টাকা বাড়ল। কাগজে পড়ে স্ত্রী বলল, 'পড়েছ?' নিরঞ্জন বুঝল। না তাকিয়ে সে মুখে কোনও উদ্বেগ নেই। এটা আমাদের টাচ করতে পারবে না। কত যেন ছিল?

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

Dishonest-রা আজ Honesty দিয়ে কথা শুরু করে।

পাখিদের সন্ধ্যা হয়। সাঁওতালদেরও সন্ধ্যা হয় অন্যরূপে।

তারিখ নেই

বই-এর নাম

১। বলো, কখন
২। কাল শেষ দিন
৩। এসো, বমি করি

AMARBOI.COM

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

"Man is useless passion. His nature is to be that which he is not and not to be which he is. In so far as he has a secure identity, he must live in bad faith, the slave of others. If he lives authentically he will suffer from isolation and anxiety."

–Makers of Modern Culture
by Roland N. Stromberg.

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

প্রতিটি মিথ্যাই সত্যি এবং ভাইস-ভার্সা।

শিশির আজমির যাবার আগে।
কাল হরতাল। আমি : টিকিট করিয়ে দেব এমারজেন্সি কোটায়।
—দিল্লি থেকে কী করে যাবে।
—দিল্লি থেকে পারব না।
—দিল্লি থেকে তাহলে বাসে যাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর তিনবার আমাকে এবং নিজেকে বললেন—
বাসে অত সামান নেয় না।
" " " "
" " " "

এটাই ওর বাকভঙ্গিমা। যার সঙ্গে বিষয়ের ওতপ্রোত মিল। কোনো ভেদাভেদ নেই। উদারা-মুদারা-তারায় তিনবার তিন ভল্যুমে বললেন। সামান্য কথা। কিন্তু কত আন্তরিকভাবে। কত বিশ্বাসের সঙ্গে। যেন, এর বাইরে কিছু নেই। থাকতে পারে না। যাকে বলে in good faith. আমরা হলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না পুরোপুরি যে 'সামান' যাবে না। একটা না একটা উপায় হতে কি পারে না (Bad faith)।

একটা সাধু ধ্যান করত। গাঁয়ের ধারে। ছেলেরা বিরক্ত করে। সাধু বলল (তাদের তাড়াতে) অদ্য স্বয়ং বাসুকি উঠবেন সমুদ্রের ভিতর থেকে। যা চাইবে তাই পাবে। তোমরা সেখানে যাও।

সাধু ভাবল আজকের মতো নিশ্চিন্ত। ঘণ্টাখানেক পরে সাধু দেখল কাতার দিয়ে লোক যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। কী ব্যাপার! তারা বলল, আজ বাসুকি দেখা দেবেন। যা চাইব তা পাওয়া যাবে। আমরা তাই যাচ্ছি। ক্রমে গ্রাম-গ্রামান্তরের লোক যেতে থাকে। সাধু উঠল তার কুশাসন আর কমণ্ডলু হাতে সেও যোগ দিল। কী জানি, এত লোক যাচ্ছে, হতেও পারে যে উনি দেখা দেবেন। এত লোক কি ভুল করতে পারে!

এই কথন শিশিরবাবুকে বললে উনি ডানহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁহাতের তালু ঘষলেন কিছুক্ষণ। দাঁত দুপাটি কাঁপালেন। কিন্তু ওপরের পাটি কিছুটা লুজ বলে, দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—'হ্যাঁ, এ-পৃথিবীতে সবটাই তো মিথ্যে। সত্যি আর কতটুকু।'

আমি : হ্যাঁ। মানুষের কাছে মিথ্যেটাই সত্যি। আর, They take it on good faith as truth! ভগবানের মতো মিথ্যেও এইজন্যেই সার্ভাইভ করছে।

আর একটা কথন।

দিদিভাই বিধবা হয়েছিল। অনেক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। স্বাভাবিক হচ্ছেন দিনে দিনে। প্রিয় ও কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর মৃত্যু এই বোধ এনে দিয়েছে যে যাক আর প্রেমের ভার বহন করতে হবে না। কষ্টও পেয়েছেন। মুক্তি পেয়েছেন হয়তো বেশি।

২৪ এপ্রিল ১৯৯৪

গ্যাস ফুরিয়ে গেছে। ব্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন।

আমি : গ্যাস এবং মানুষ কখন ফুরোবে আগে বলা যায় না। গ্যাস তবু জানান দেয়। মানুষ দেয় না। গ্যাস (সিলিণ্ডার) বদলান যায়। একজন মানুষের বদলে আর একটা মানুষ পাওয়া যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয় : প্রেমপত্র

কাশীপুরের বাড়ি ভাঙা হচ্ছে।

টেলিফোনে—

—অ্যাঁ বলিস কী রে!

শোভন চিঠি পেয়েছে কিছু জ্যাঠামনির ড্রয়ারে। সেই বিষয়ে কথা রিনার সঙ্গে বোনের (জ্যোৎস্নার[১০১])।

জ্যো : আমি বলেছি পড়িসনি। দিয়ে দিস।

স্বামী দাঁত মাজতে মাজতে—কীসের চিঠি?

স্ত্রী : ও কিছু না।

জ্যো : ঐ যখন মধুপুরে ছিলাম খুব লিখতাম তো চিঠি।

রিনা : হ্যাঁ। আমিও লিখতাম।

জ্যো : সেইগুলো।

'মাসে এক
বছরে বারো
তার চেয়ে যত
কম পারো'
—যৌন উপদেশ

৭ মে ১৯৯৪

পার্থ : আমার মতো পজিশনের লোক বরঞ্চ চৌধুরীর মতো লোককে ঘরের বাইরে টুলে বসিয়ে রাখতে পারি। (বালিগঞ্জ প্লেস এর পার্টিতে কেউ যথাসময়ে উপস্থিত থেকে ওকে অভ্যর্থনা করার জন্যে না থাকায় পার্থ ফিরে যায়) পার্থ ওর অফিসের চেম্বারের কথা ভাবছিল।

আমি : (মনে-মনে) হ্যাঁ। কিন্তু তোমারও উচিত তোমাকে ঐ টুলে বসিয়ে রাখা যখন/যতক্ষণ তুমি রিভলভিং চেয়ারে এয়ার কণ্ডিসানড ঘরে বসে আছ—ততক্ষণ।

এখানে 'মনে-মনে' Imp। উপন্যাসে নায়ক সমস্ত উত্তর মনে-মনে দিয়ে গেল। যেমন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় অপমান করলে (এক ঘুষি মারব বলতে সকলের সামনে) শ্যামলকে (মনে মনে)—তোকে তো কেঁচো হয়ে অশোক দাশগুপ্তের[১০২] ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। অশোক দাশগুপ্তর নির্দেশে 'বর্তমান' পুজো-সংখ্যায় জমা দেওয়া উপন্যাস ফেরত আনতে দেখেছি। 'শক্তের ভক্ত নরমের যম' তো জানতাম শুধু মেয়েমানুষের গুদ নরমের শুধু সেখানেই ক্ষমা নেই। এছাড়া দেখলাম তোকে।

১১ মে ১৯৯৪

শান্তি সরকার (মৃণালের ভাই) এসেছিল। বলছিলাম কাজের ফিরিস্তি। ৮টা থেকে ১০।। বাজার করলাম। ৩ খেপে। ৩৫ আইটেম আনতে হল। নানা জায়গা থেকে। একটাই তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকর (আমি)। এরপর 'আজকালে'র কাজ নিয়ে বসব। এছাড়া কানোরিয়ার ধরনের সামাজিক কাজ আছে। ডাকলেই তাদের দাবি সবার আগে।

আমি মাইনের চেক তোলার সময় পাইনি। বাড়িতে টাকা নেই। আমি Unit Trust থেকে টাকা এসেছে জমা দেবার সময় পাইনি (এইসব) কুকুরের মতো বলতে বলতে এইসব রাগে ব্যর্থতায় শান্তির সামনে হাঁফাই (কুকুরের মতো)। কিন্তু হঠাৎ 'ঘেউ' করে উঠি। আমি উঠে দাঁড়াই, 'কিন্তু আমি আজ ব্যাঙ্কের চেক জমা দিতে যাবই।'

'কিন্তু' শান্তি বলল, 'আপনি যাবেন কোথায়?'

কেন? ব্যাঙ্কে?

'আজ তো ব্যাঙ্ক ধর্মঘট।'

আঃ, কী যে হালকা হয়ে গেল মন। যেন হাওয়া বেরিয়ে গেল বেলুন থেকে। যেন শেষ নিঃশ্বাস পড়ার আনন্দ। তাহলে, সেই কাজটা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল—যা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু শান্তিও এসেছে একটা কাজে। সে তার কাজের কথা পাড়ে।

২৮ জুলাই ১৯৯৪

পুজোর উপন্যাস এখনও পাতা দশ। এবারেও হবে কি? মিরাকল? ঘুম থেকে উঠেই মনে হলো আজ :

'আমি কাঁকড়াদের কামড়াকামড়িতে বিশ্বাসী নই। আমি এসেছি সমুদ্রে স্নান করতে।' এইটুকু।

কিন্তু প্রসঙ্গত মনে হয় উত্তর থেকে দক্ষিণে ছড়িয়ে থাকা ও দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের মধ্যে যখন গোড়ালি জল থেকে কোমর পর্যন্ত এগোয়, যেতে যেতে কত বিস্তৃত হতে থাকে তার বুক। অথচ ঢেউ সামনে এলেই মাথা নিচু।

৮ আগস্ট ১৯৯৪

যে-সব নারী বহুগামিনী অন্তত দ্বিচারিণী—তাঁদের উচিত—শুধু তারাই অধিকারী—আত্মজীবনী লেখার। এককচারিণীরা প্রকৃতির পরিহাস। যেমন হিজড়ে ও নানেরা।

১১ আগস্ট ১৯৯৪

পুজো উপন্যাস প্রথম কিস্তি P-1 to 48. Chap 1-6

প্লেগ

'ওষুধ যে খাব, তাও তো আসে বম্বে থেকে'

শিশুর গলায়, তরুণী মায়ের মতে, টনসিলাইটিস।

ডাক্তার বললেন—দেখতে হবে। মা রাতারাতি পালালো ইন্দোর থেকে। উপস্থিত হলো চেতলায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫ নভেম্বর ১৯৯৪

আজ সকালে জীবনে এই প্রথম পেচ্ছাপ করতে দেরি হল। হতে চায় না। প্রস্টেট?

পুরী নয়। গোপালপুর নয়। নয় কন্যাকুমারী। জীবনে সুন্দরতম দৃশ্য দেখেছি কলকাতাতেই। রাসবিহারী মোড়—আমি আর লালা[১০৩]। 'শোভা' রেঁস্তরার সামনে। রবিবার। দূর থেকে দেখলাম...একসারি টানা রিক্সার শেষেরটিতে উঠছে। রুবি না? বৃষ্টি পড়ছিল ঝিরঝির করে। রিক্সাঅলা পর্দা ফেলে দিল। রুবি নাও হতে পারে (এখানে কী করে?) ভেবে কাছে যাবার সিদ্ধান্ত বাতিল করি। এতদূর থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় না। রিক্সাঅলা হাতল তুলছে, এমন সময় পিছনের পর্দা হাত দিয়ে আরোহিনী দেখল। আমাকে? রুবি কিনা চেনা যায় না এতদূর থেকে। তবু এখন মনে হল, হয়ত রুবিই। এবং আমাকে দেখল। যদি তাই হয়, তাহলে সেটাই আমাদের শেষ দেখা। যখন রুবি আমাকে চিনল। আমি পারলাম না চিনতে।

ট্যাংরা মাছ।

বিমলাকে অমিয়। ছোট ট্যাংরা বলে গজগজ করছে।

অমিয় : ট্যাংরার সাইজ ছোট বলে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। '—' -এর (genital) সাইজের ছোট-বড় নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।

২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৪

লরি পিছন থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি :

'জ্বলনেওয়ালা জ্বলতে রহেগা
সাতশ ছিয়াশি চলতে রহেগা
(লরির নং ৭৮৬)

'দেখবি আর জ্বলবি
লুচির মত ফুলবি'

'রাগ কোরো না সোনা
জল ছাড়া সব কেনা'

আমেরিকান ট্রাক-রসিকতা :
Do not kiss my asshole.

৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৪

ডিসেম্বরের সংখ্যা 'সুস্থ'য় তসলিমার বই নিয়ে আমার যে লেখাটা বেরিয়েছে তাতে জর্জ বাতাই[১০৪]-এর 'স্টোরি অফ দা আই'-এর প্রসঙ্গ টেনে লিখি, 'স্বয়ং এডর্নো[১০৫] এই রগরগে পর্নোর বিমুগ্ধ প্রশংসা করেছেন।' পড়ে জনৈক বুদ্ধিমান : 'স্বয়ং এডর্নো' লিখলেন কেন। স্বয়ং তো বসে ঈশ্বরের আগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি : তাই তো লিখলাম। এডর্নো তো পোস্টমডার্নিস্টদের ঈশ্বরই একজন।

তিনি : সাহেব কি না ধরলেই নয়?

আমি : কেন বিদেশি কুকুর পোষা হয় না আর! আপনার বাড়িতে তো ডোবারম্যান। পথের নেড়ি তো পোষেননি।

স্বর্গের আগে একটাই বিশেষণ মুর্খের। বুদ্ধিমানের স্বর্গ বলে কিছু হয় কি? তারজন্য নরক। পণ্ডিতেরও পেট হয়। কিন্তু দশ মাসে খালাস হয় না। কারণ তার পেটে বড় হচ্ছে টিউমার।

কমলদা বলতেন, পণ্ডিতরা সর্বগুণান্বিত। দোষ একটাই। তাঁরা মুর্খ।

On Pornography : পর্নোগ্রাফি কামোত্তেজনার সময় যা-যা হয়ে থাকে তারই বর্ণনা করে। ভাবপ্রবণতা দূরস্থান, তাতে কোনও ভাবনা-প্রবণতা থাকে না। তাকে বলা যেতে পরে এক মনোহীন কাণ্ডের বর্ণনা। যেজন্য পর্নোগ্রাফির ভাষা মেদমর্জিত ঝরঝরে হয়ে থাকে। কারণ ভাষায় যত মেটাফর, সবই অনুভব, দর্শন এসব থেকে এসে থাকে। মার্ডার স্টোরিতে খুনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা থাকে। কেউ কিছু বলে না। যৌনকাহিনিতে (পর্নোগ্রাফিতে) বর্ণনা থাকলেই যত দোষ।

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৪

মানুষ যে সময়টা চুপ করে বসে থাকে। সেটাই তার সারাদিনের শ্রেষ্ঠ সময়। যে যতটা চুপ করে বসে থেকেছে, সে জীবন উপভোগ করেছে তত বেশি। কেউ কেউ বলতে পারেন, কেন তাহলে তো যে যত ঘুমিয়েছে সে তত...

না; না-না। ঘুম নয়।

ঘুম নিঃশর্ত নয়। ঘুমে আছে স্বপ্নের অতর্কিত হানা। তার নিঃশব্দ কোলাহল।

AMARBOI.COM

১৯৯৫

২৭ মার্চ ১৯৯৫

২৩ মার্চ ভোর ৫টার শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লী অতিথিশালায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অকস্মাৎ মৃত্যু ১৯ নং ঘরে। সঙ্গে শুধু মেয়ে তিতি। পাশে ২০নং ঘরে শরৎ[১০৪] তখন ঘুমোচ্ছে।

ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক।

সাড়ে ৫টায় ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে খবর দিলেন অশোক।

তারপর থেকে কয়েকটা ঘণ্টা কাটল ঝড়ের মত। রাজা-উজির-সেনাপতি, যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে, ফোন করে চললাম। স্টেট ফিউনারাল চাই। বুদ্ধদেব[১০৭] দার্জিলিঙে। ফোনে তুষার[১০৮] জানাল, 'উনি নেক্সট ফ্লাইটেই আসছেন। ওঁর সঙ্গে সেইরকমই কথা হল। ফিউনারাল বিষয়ে।'

২৩-এ বেলা ৩টেয় হাওড়ায় দেহ এল। শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস। মীনাক্ষী[১০৯] ছেলে তাতারকে নিয়ে শান্তিনিকেতন পৌঁছে যায় সকাল ১০টার মধ্যেই।

১১নং প্ল্যাটফর্মে দেহ নামল স্ট্রেচারে শুয়ে। একটা ফুল নেই। একটাও মালা নেই।

আহা, তখনও পাশ ফিরে, পা মুড়ে শুয়ে। উর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন। পরনে বেল্ট-বাঁধা ট্রাউজার। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে শববস্ত্র তুলে নেওয়া চে গুয়েভারার[১১০] কথা মনে পড়ত। মনে হত শহিদ।

উদ্বেল গুণগ্রাহীর ভিড়। স্বাতী অঝোরে কাঁদছে।

শুনলাম, শান্তিনিকেতনে পৌঁছে মীনাক্ষী বলেছিল, 'একী, এর গা তো এখনও গরম। আপনারা একে হাসপাতালে নিয়ে যান।'

আজ সারাদিন থাকবে পিস হেভেনে। গভীর হিমঘরে থাকবে সারারাত।

২৪ সকাল থেকে রাখা হল বাংলা আকাদেমিতে। হাজার হাজার অনুরাগী এল সারা দিনভর। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ঢুকে গেল চুল্লিতে।

গেট নেমে আসার ঘর্ঘর শব্দের মধ্যে সৌমিত্র মিত্র[১১১] বুক-ভাঙা আর্তনাদ। শুধু বলে উঠল, 'হা!' কাল সকালে শান্তিনিকেতন থেকে সঙ্গে ছিল এতক্ষণ। শুধু রাতটুকু মর্গে থাকেনি।

তার আগে বেজেছিল শূন্যে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ারের শব্দ। তারপর রাইফেল উল্টে নতমুখ আর্মড পুলিস। তারপর লাস্ট পোস্ট। বিউগিলে বিদায়ের সুর।

'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে'[১১২] বন্ধুর মৃত্যুতে যে সুর বাজিয়েছিল মন্টেগোমারি ক্লিফট, মাউথ অর্গানের মত তার ছোট্ট হর্নে, কাঁদতে কাঁদতে, সে কি এই লাস্ট পোস্ট? সুনীল বলল, 'হ্যাঁ'।

শ্মশান থেকে বুদ্ধদেব পৌঁছে দিলেন 'আজকাল' পর্যন্ত। আমাকেই রিপোর্ট লিখতে হল। একটা করে পাতা হচ্ছে, আর শৌনক লাহিড়ি[১১৩] প্রেসে নিয়ে যাচ্ছে। পিঠে হাত বুলিয়ে আমাকে দিয়ে সবটা লেখাল শৌনক। আজ সেই সকাল থেকে সারাদিন শক্তির সঙ্গে। রাত ১১টায় বন্ধনমুক্তি হল। আমি লেখা শেষ করে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলাম। অনেকেই দেখতে এল আমাকে। লজ্জা আমার একটুও হল না।

২৮ মার্চ ১৯৯৫

যারা ঘরে ঘুমোয়, প্রতি রাতে তাদের ঘরবাড়ি খোয়া যায়, যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ে এভাবে প্রতি রাতে তারা ঘরবাড়ি হারায়, আবার ভোরে ফিরে পায় যে কেড়ে নেয়, সে-ই আবার ফিরিয়ে দেয় তাদের ঘরবাড়ি।

দিতে দিতে

তারপর একদিন আর দেয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখহীন

কাল 'নন্দনে' বিরাট স্মরণসভা হয়ে গেল। পৃথিবীর সমস্ত আকাদেমির সভা যেমনটা হয়ে থাকে। একটি ডিলান টমাস[১১৪] ফিল্মে দেখেছিলাম, স্মৃতিচারণ করছে এক বুড়ো বার-মালিক : ১৮ বোতল বিয়ারের দাম পাই আমি ওর কাছে! সে-সব না।

কিন্তু সে যাই হোক, লোক কিন্তু ভেঙে পড়েছিল। কবির মৃত্যুতে এত বড় শোকসভা কেউ দেখেনি। রবীন্দ্রনাথের স্মরণসভা নিশ্চয়ই এর চেয়ে লোকে ছিল লোকারণ্য—শবযাত্রীরা ছিল, শুনেছি, সংখ্যাতীত। কিন্তু, সেজন্যে রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গভঙ্গ রুখতে হয়েছিল, তখনই লিখতে হয়েছিল নানান সুর ও বাণীর ২১ খানা 'ও আমার সোনার বাংলা'। শান্তিনিকেতন-স্রষ্টাকে সুরসৃষ্টি করতে হয়েছিল, হাজার দুই গান ও আঁকতে হয়েছিল শত শত ছবি—তৎসহ নাটক ও নৃত্য, উপন্যাস, গল্প আরও কত কী—সর্বোপরি নোবেল পেতে হয়েছিল এবং জীবনের ৮০টা বছর পেরতে হয়েছিল। এ লোকটা তো ছিল শুধু কবি ও কাঙাল। আর...'ওর মত ভিক্ষাবৃত্তি কেহই করেনি।'

তারিখবিহীন

'তোমাকে তো আমি কতদিন দেখেছি। আমি দূর থেকে দেখেছি তোমাকে এগিয়ে আসতে। পাশ দিয়ে চলে গেছো, দেখতে পাওনি।' যদি বলা হয় সত্যিই শেষ পর্যন্ত, যদি মুখোমুখি হই কোনও দিন। রুবি হয়ত এরকম কিছুই বলবে।

উত্তরে ওকে, 'আমি তো আমার বাইরে খুঁজিনি তোমাকে কোনওদিন। এ-রকম বলছি দেখি, 'তাই দেখতে পাইনি।'

তারিখবিহীন

'সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে'

হঠাৎ মনে পড়ল লাইনটা। 'নদী' থেকে শুধু একটা দীর্ঘ-ঈকার ফেলে দেওয়াতেই কী ঐশ্বর্য! সতত হে নদী... ছ্যাঃ, ভাবা যায়।

ভাগ্যিস কপোতাক্ষ।

এরকম কত বুদ্বুদ ওঠে, মিলিয়ে যায়।

মার্কেজ হলে সঙ্গিনী সেক্রেটারিকে বলতেন কথাটা। লিখে রাখত।

'এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরির অত্যন্ত প্রশান্ত হল মন।

ধূসর বাতাস খেয়ে একগাল—রাস্তার পাশে, ধূসর বাতাস দিয়ে করে নিল মুখ আচমন।'

ভিখারির সংজ্ঞা হল তার দারিদ্র্য। কে জানত যে তার একটা যৌনসমস্যাও আছে। ধনদারিদ্র্যের বাইরে ভিখারি যে আইবুড়োও হতে পারে, একথা মার্কস ভুলে গিয়েছিলেন। ভিন্নতর মার্কসবাদ শুধু অর্থনৈতিক শোষণ নয়, শোষিতের অব্যুঢ়ত্বের কথাও নিশ্চয়ই ভাববে। যদিও ওই তিনজন ভিখারি 'আধো'-আইবুড়ো কেন, তা জীবনানন্দর সাহায্য ছাড়া জানা একরকম অসম্ভব। এবং তা জানতে পাবার আশাও আর নেই।

'সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ-রকম একটা বিশ্লেষণী ঘরানা বরাবরই রয়েছে যা মনে করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তযৌনতার ভাবনা আসল পুঁজির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিরোধিতাই একটি অঙ্গ।'

—হার্বার্ট মার্কিয়ুস

২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৫

গতকাল অভূতপূর্ব মদ্যপান হল। আমাদের ফ্ল্যাটে। সঙ্গে প্রচুর সিগারেট ৫৫৫, ক্লাসিক। অনেকদিন ধরে দু' লিটারের একটা ভাল জিনিস ছিল সদগতির অপেক্ষায়। আমি সেটা বের করি। ৭৫০ স্কোয়ার ফুটের গরিবের কুঁড়ে তার সচ্ছল বন্ধুদের হল্লায় ফুলে-ফেঁপে অস্থির। কাল রাতে। একটা অডিও টেপে ধরে রাখায় খানিকটা এরকম :

—শক্তি ছিল বাকসিদ্ধ পুরুষ!—তাই? যেতে পারি কিন্তু কেন যাব?—মানে?—হাঃ হাঃ। একাকী তো যাবে না। কাউকে কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবে—বাকসিদ্ধ কোথা? কই পারল নিয়ে যেতে?—ইউ আর রিয়েলি ইনসাফারেবল। এ স্ক্রাউড্রেল ইন ফ্যাক্ট। আমি বাকসিদ্ধ বলেছিলাম, এই, এই, আর সোডা দিও না, স্কচ অন-রকস খেতে হয়, আমি বলছিলাম ওর পদ্যের বাকসিদ্ধির কথা,আর তুমি বাঞ্চোৎ.. 'এই পথ পশ্চিমে গেছে, ওই পথ পূবে/তুমি কোন পথ গেলে তার/দুয়ারে পৌছাবে...' আহাহা, কী লেখা! কী লেখা! বাকসিদ্ধ নয়?

—আহা, এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন? আসলে ও নিজেই একটু ভয়ে ভয়ে আছে। নিলে তো সবার আগে ওকেই নেবে না? ও নিলেই অমনি সঙ্গে যাচ্ছি কিনা।—আমার ভাই ঈশ্বর নেই। বাঁচাবার কেউ নেই। কাজেই মারবারও কেউ নেই।

—ইফ গড ডাজ নট এগজিস্ট, এভরি থিং ইজ পারমিটেড।

—নিটসে[১১৫]!—রাসকলনিকভও বলেছিল কথাটা। বুড়িকে খুন করার পর।

—নিটসে! নিটসে! নিটসে থেকেই তো হিটলার : থিওরি অফ সুপারম্যান।—শাল্‌হা কত দার্শনিক মাইরি ওদের, অ্যাঁ! আর যত কাণ্ড সব জার্মানিতে, অ্যাঁ! কাণ্ট, নিটসে, হেগেল, কিয়োর্কেগার্দ—অ্যাঁ!

—এই গাড়ু, কিয়ের্কেগার্দ ডেনিশ—নিটসে থেকে হিটলার?—তাই তো বলে?—শালা মুচির বাচ্চা নিটসে বানান জানত?—মুচি নয়। মুচি নয়। ওটা মাইলেজ পাওয়ার জন্যে চালিয়েছিল। জুতোর দোকান ছিল হিটলারের বাবার। ডয়সার সব মিথ ভেঙে দিয়েছে।

—কিয়ের্কেগার্দের 'আইদার/অর'[১১৭] বইটা তোমার কাছে আছে?—না। ঈশ্বর-নিরীশ্বর কোনওটা নিয়ে মাথা ঘামাই না।—তুমি বাঞ্চোৎ কোনারকের শূন্য মন্দির! ভেতরে গড নেই। যা আছে সব দেওয়ালে। ঈশ্বর বল, ঈশ্বরী বল, সব বাইরে। দেওয়ালে দেওয়ালে।—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ।

—ইয়েস। আই অ্যাম দা গড। সোঅয়ং। এল আই নিড ইজ আন ঈশ্বরী।

—কচি-কচি। উয়িদিন টিনস হলে ভাল হয়, নারে বুড়ো!

—দেখ ভাই, জীবন একটা। আমার যা কিছু সব ইহলোকে। এই যে তুমি, গাড়ি করেছ, বাড়ি করেছ। একজন ফেরাও বললেই হয়। ধনদৌলত কী নেই বলো তো তোমার পিরামিডে? নেই শুধু একজন রমণাভিলাষিণী ইচ্ছুক ঈশ্বরী।—বাস তাহলেই ফেল! তা এ ফ্যাদাড়ু মোমোগুলো তুমি পেলে কোত্থেকে । নিশ্চয়ই লোকাল। বেগুনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনলি না কেন রে হতভাগা, আলুর চপ! ঘুঘনি বিক্রি হয় না তোদের পাড়ায়।—আঃ, চকচকে টিনের বাক্সর মধ্যে গোল টিনের বয়েমে উড়িয়া ঘুঘনিঅলার সেই ভুনি ঘুঘনি।—শাল পাতার ঠোঙা। দু-চারটে নারকেল টুকরো।—তেঁতুলের টক!—অ্যাই, অত মাল খেও না।—আরে ব্রাদার, মরতে এত ভয় কিসের। মাল খেয়ে যাও। মদ খাওয়া যদি না থামাও, মৃত্যুভয়ও আসবে না। গো অন চেজিং দা ডগ—চেজিং দা ডগ—সো এজ নট টু গিভ হিম এনি অপরচুনিটি টু বাইট। হাঃ হাঃ হা। অ্যাতো ভয় কীসের মরতে!

—প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক গাইব না, আমি গাইতে চাই না।

—শক্তি থেকে ঝাড়লে।—ওহে বাপসকল, এসব পদাবলী আমার ম্যানাসক্রিপ্ট থেকে শোনা। 'খুব বেশিদিন বাঁচব না আমি বাঁচতে চাই না/প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক গাইব না আমি গাইতে চাই না...' কবে লিখেছিল! ম্যানাসক্রিপ্টে শুনেছি এসব।—খুব বেশিদিন রগড়ালে শেষ পর্যন্ত দেখবে তুমি একা। ভাই, বন্ধু, গুলি, সুতো, কেউ নেই তোমার চারপাশে। সব কেট্‌টে পড়েছে।—অন্নদাশঙ্করের কেসটা দ্যাখো না। ছুঁচ, সুতো, কেউ নেই। গোবরছড়া দিতে কে? না, বাংলা আকাদেমি! হায় হায়।—আরে, অন্নদাশঙ্কর[১১৮] তো ছেলেমানুষ। উড়কি ধানের মুড়কি। কালকা ইওগি। মোটে আটানব্বই। লোমশ মুনির গল্পটা জানো? তাঁর লোমে লোমে বয়স। তাও এক-আধটা না, যত লোম তত সহস্র। এমনই লোমশ তাঁর আয়ু। —হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। পার লোম ওয়ন থাউজ্যান্ড ইয়ার্স, অ্যাঁ! বিট ইন ইফ ইউ ক্যান।—আরে, বলতে দাও না। বোতলটা এগিয়ে দাও। নুক্কে নুক্কে আর কত ঝোল টানবে বাওয়া নিজের গ্লাসে। হ্যাঁ, তারপর বলো, কী যেন বলছিলে?— লোমশ! তা সেই কবে থেকে বেঁচে আছে বেচারা। একবার ভেবে দ্যাখো। বাঁদরের তো লেজ খসল লোমশের চোখের সামনে। বাঁদর মানুষ হল তাঁর চোখের সামনে। চার পায়ে হাঁটতে হাঁটতে দু পায়ে খাড়া হয়ে গেলে। কত উর্বশী, কত মেনকা কত রম্ভা নেচে নেচে এল গেল, তাঁর চোখের সামনে। স্যার সব দেখছেন, দেখে যাচ্ছেন, দেখেই যাচ্ছেন।—বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছেই। —মানে?—সত্যজিৎ রায়ের গল্পটা জানো না?—কোনটা? কোনটা? ওঃ হ্যাঁ, সেইটা। বলো বলো।—একদিন 'দানসা ফকিরে'র[১১৯] রিহের্সাল হচ্ছে। হিন্দুস্থান রোডে ঢুকেই বললেন, ওহে, তোমাদের ঢ্যাঙাকে দেখলাম।—সত্যজিৎ রায়?—হ্যাঁ, ঢ্যাঙাই বলতেন। একটা বেবি অস্টিন থেকে—বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছে। —হে-হে-হে-হে। কমলদার গল্প। দুজনের সম্পর্কটা ছিল যেন বাথটাবে ডায়োজেনিস[১২০] আর বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডারের। সার, আপনাকে আমি কী দিতে পারি? এইভাবে ইনডেক্স ফিঙ্গার নাড়িয়ে—সরে দাঁড়াও। ওহে, সরে দাঁড়াও। রোদটা ছাড়ো! সত্যজিৎ যত বিশ্বজয় করছেন ইনি তত ফোকে ঢুকছেন।—চাণক্য আর কি। ঘাস ছিঁড়ছেন।—যাই বলো, অদ্ভুত লাভ-হেট রিলেশান ছিল দুজনের মধ্যে।—ডিম ছিল আর ঘোড়ার। স্রেফ হিংসে। হেট করতেন সত্যজিৎকে। নো লাভ। দিস ইজ নো লাভ আই টেল ইউ। স্রেফ হিংসে করতেন। নইলে ভাবো একবার! 'পথের পাঁচলি'র কিনা স্রেফ দেড়খানা সিন ওঁর ভাল লাগল! অথচ, সত্যজিৎকে দ্যাখো। শুনে বল্লেন, কমলদাকে বাংলাদেশ ভাল লাগাবো সে সাধ্য আমার নেই। হোয়াট ম্যাগনানিমিটি!—আরে, তুই থামবি। সেই থেকে দিল্লি দেখো। মথুরা দেখো। নৌকার গায়ের আঁকা সেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঙ করা বিশাল গ্রোটেস্ক চোখ—চোখের কোলে জল। 'কিছু মায়া রহিয়া গেল!' এনটায়ার ভিস্যুয়ালস অফ সত্যজিৎ ইজ আ ফুটনোট টু দিস ওয়ান সিঙ্গল ইমেজারি।—অ্যাই চোপ। চুপ করো। যত রাজা-উজির! গান শোনো একটা। ভিখারির। বাউল একজন। 'নদী জলে ঢেউ...বোঝে না তো কেউ—ক্যাওনো তরী মিছে বাও রে।' —দারুন! এক্সেলেন্ট। নেচেনেচে গাও।—চেষ্টা করে দেখো।—এই স্টক আছে তো। আর এক রাউন্ড হবে?—চলো, তাহলে বেরুই।—লেট্স মুভ অন টু অলিম্পিয়া। দা নাইট ইজ ইয়াং।—বৌ দাদার বাড়ি গেছে যাক। কিন্তু আলমারির চাবি নিয়ে গেছে। হু উইল বি দা প্রোভাইডার।

—ওঠ না ইললিটারেট। শালা যিশু দা পপার। হু হিজ মাই প্রোভাইডার! অলিম্পিয়ায় আমার সই চলে। আই অ্যাম এ লিটারেট পার্সন। ক্যান সাইন অ্যাট লিস্ট। তোর মতে কেস অফ থাম্ব ইম্প্রেশান নই।—তুই আবার লিটারেট কবে হলি? বামফ্রন্ট আমলে? তুই তো স্রেফ কামালি!— বৌ চাবি নিয়ে গেছে! শালা ভেড়ুয়া। বল্‌স দুটো খুলে নিয়ে যায়নি?—আর-এ ব্রাদার, বায়ো বায়ো। সূর্য অস্ত যায়নি এখনও। ছোট একটা এখনও আছে।—মোটে একটা? পাঁচজন লোক!—দুটো আছে। নট টু টেল ইউ দা লাই। কিন্তু আর সত্যিই নেই।—এই, এই। শক্তির এই গল্পটা শোন।—আগে পাঁইট দুটো শো করো।

—আনছি আনছি। বললাম তো আছে। শোন না।—তুমি পাঁইট দুটো আনো। আগে এনে দেখাও। শেষে দেখবে কখন খেয়ে ফেলেছ মনে নেই।—আনছি, আনছি। শোনো না। সেই যে চিন যাচ্ছেন যখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সঙ্গে যাবেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। অসুস্থ। ভোওওরবেলা! শক্তি হাজির পাম অ্যাভেনিউতে। ওঁর তেমন সিকিউরিটি থাকে না আর থাকলেও শক্তিকে চেনে। বেল-টেল দিয়ে ঘুম থেকে তুলে শক্তি বলল, 'এই বুদ্ধ, আমি চায়না যাব। আমি তোমাকেও নিয়ে যাব। ওরা আমাকে খুঁজছে। তুমিও ব্যবস্থা করো যাবার। আমার সঙ্গে।'— একটু পরে ভাড়ার জন্যে ট্যাক্সি ড্রাইভার ঢুকল না?—সে কথা তো শুনিনি। পুলিস মন্ত্রীর বাড়ি শুনে কেটে পড়েছিল হয়ত।—ঠিক আছে। ভাল গল্প। নাউ নো মোর জোকস। ব্রিং দা বটল। হিয়ার অ্যান্ড নাউ। বোতল আছে! বোধহয়!! বৌ চাবি নিয়ে গেছে! মার শালাকে। শো দা বটলস। শেষে অলিম্পিয়াও বন্ধ হয়ে যাবে।...

১৯৯৬

১১ জানুয়ারি ১৯৯৬

যাতায়াত ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছে। যেখানেই যাই, ঝলসে যাওয়ার মত অবস্থা। যেমন জ্যাকেট না পরে মহাকাশে যাওয়া। মহাকাশে আমি যাইনি শুধু নয় মহাকাশে গিয়েও এমন সুনীল-টুনীল-অশোক-ফশোক মায় নিল আর্মস্ট্রঙের সঙ্গেও আমার কখনও হয়নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যে জেনে নেব ঝলসে যায় কিনা, কোথায়, কতটা ঝলসে যায়! অথবা সেখানে দুনিয়ার মজদুর এক হতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করে যারা তাদের (বুদ্ধদেব আর মনে করে না বলেই তো মনে হয়, এত উজ্জ্বল দেখায় তাকে!) জিজ্ঞাসা করার স্কোপ আরও নেই যেহেতু তাদের আমি একদম চিনি না। ভেবে দেখলে দেখা যাবে আমার চেনাজানা, যত মার্ক্সবাদী অথবা কমিউনিস্ট সকলেই ভেজাল, আই এস আই ছাপ মারা নয়, আগমার্কা আমিও নই। থাকতে থাকতে একটা শেপ গড়ে উঠেছে সকলের। কেউই মনে করি না এই ঝলসানিকে কন্‌ডেম করতে পারবো। পারিনি। চে গুয়েভারা থেকে মাও-সে-তুং, সকলের সম্পর্কেই যতটা সিনেমা দেখে জেনেছি, এমনকি এই বাংলার বাঙালির যত ভাই-বোন, ততটা বই পড়িনি, আগুন খেয়ে জানি না। আমি স্বপ্নপ্রবণ। বঙ্গবাসীও তাই। জলপাই রঙের চে-র জ্যাকেট আর লাল-হলুদ মাও-এর টুপি বাঙালি ইন্‌টেলেকচুয়ালদের যত আলোড়িত করেছে জীবনানন্দ দাশ ছাড়া রমণীর স্তনও তত আলোড়িত করেনি। কেন?

কারণ জানি না। মনে হয় রমণীর স্তন যতটা রিয়াল, হাতের স্পর্শ-সুখ শেষ হয়ে তা এক সময় মাংসের তাল হয়ে যায়, মাখা মাটির দলা, চালকলা-প্রত্যাশী পুরোহিতের মত সমস্ত স্তনই দক্ষিণা চায়, যা দক্ষিণা দাবি করে তা বাঙালির কাছে রমণীয় থাকে না। এটা বাস্তব সমস্যা। স্তন দাবি করে। দুনিয়ার মজদুর এক হয়ে যেমন করে। আমরা বাঙালিরা স্বপ্নে থাকি। বরং স্বপ্নিল। থাকা না-থাকার দ্বিধায়, জলের ধারে উড়তে থাকা মাছাকাঙ্ক্ষী বকের ইন্‌ডিসিশানের মত দেখতেই পাই না কোথায় আসল সত্য। স্তন, জীবনানন্দ ছাড়া আর কোনো বাঙালি কবির অবসেশন ছিল কি? জানি না। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়[১২১] অথবা ভূমেন[১২২] বলতে পারবে। সে স্তন কিন্তু আকাঙ্ক্ষায় রিয়াল, স্বপ্নিল নয়। রমণী স্বপ্নহীন যখন, মাসাবাড়ি-পুকুর-ভাটফুল সহ সত্যি, কেন বা কীভাবে স্তন আনরিয়াল হবে যেমন রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথ স্তন নিয়ে কবিতা লিখেছেন। 'কড়ি ও কোমল'[১২৩] বাচ্চা বয়সের লেখা। তখন ব্রাহ্মদের, মানে অনুশাসনপ্রিয় ভাবালুতায় ভরা ব্রাহ্মনেতাদের হাতে পড়েননি। পড়তেই সর্বনাশ হল। উনি যে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর[১২৪] বুকে হাত দিয়েছিলেন (ওকাম্পোর ডায়েরি বলছে) সে কথা হাজার হাজার গোপনকথা ইনিয়ে বিনিয়ে কবিতা গানে বললেও পুরোপুরি চেপে গিয়েছিলেন। অবশ্য এও হতে পারে রিয়ালকে নিতে পারেননি। অথবা গুরুভজ চ্যালাদের ইমেজ রক্ষায়—গুরুদেব তো অমন করতে পারেন না—তাঁর যে পাঁচটা আঙুল তা শুধু 'গীতাঞ্জলি' লেখবার জন্য, টেপার জন্য নয়—চ্যালাদের এই চীবরেই নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে দিলেন। তিনি স্তন অবসেশড ছিলেন কিনা বুঝতে দিলেন না। জীবনানন্দ পড়লেই বোঝা যায়—ছিলেন। যেমন, আমি। দু'পাতা নাড়লেই ধরা যাবে এ না-লেখকের যৌনভাষা—যৌন-অভিসন্ধি বা অবসেশন। কবুল করছি বলেই লেখকদের পংক্তিভোজনে আমাকে কখনও নেমন্তন্ন করেনি কেউ। কারণ আমি নর্ম মানিনি। নেমন্তন্নে তাকে ডাকা যায় না যে নর্ম মানে না। এটাও বড় বড় ক্লাবের সদস্য হওয়ার মত ব্যাপার। ঢুকতে গেলে চটি পরা চলবে না। জুতো পরতে হবে। ঢপের বেল্ট দেওয়া চটিতেই ঝামেলা চোকাবে কিন্তু নর্ম। জুতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবিষ্কারের শুরুতে চটিই অবিষ্কার হয়। চামড়া পায়ের মাপে কেটে দড়িদরা দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত বেঁধে রাখা হত। আর এদেশে তো কেউ পদ-আবরণী ব্যবহারই করত না। ঔপনিবেশিক প্রভাব। অত বড় বড় ফুটবল খেলায় জিতে ছিল বাঙালিরা সাহেবদের সঙ্গে খালি পায়ে। সে তো শুধু ফুটবলে লাথি মারা না, জুতোয়ও লাথি! তাহলে কেন ক্লাবে ঢুকতে জুতো লাগবে। আসলে বাতিল করার, অস্বীকার করার পদ্ধতি। জীবনের প্রথম ক্যালকাটা ক্লাবে ঢোকা থেকে তো আমি সেকারণেই ফিরে আসি। জুতো ছিল না।

ফিরে এসে বসি 'সুতৃপ্তি'তে। তখনও বুঝে যাই আমার লেখকদের পংক্তিভোজে নেমন্তন্ন নেই—পায়ে জুতো নেই বলে।

১৪ জানুয়ারি ১৯৯৬

কাল জুতোর কথা মনে এসেছিল বলে আজ বাটার দোকানের লালগদিতে বসে আমার পায়ের মাপ কত জানতে চাই। দোকানের শীর্ণ কর্মচারি একটা মেশিন নিয়ে আসে। এতদিন পায়ের মাপ থেকে জাঙ্গিয়ার মাপ পর্যন্ত সবই দোকানির আন্দাজের উপরেই ছেড়ে দিয়েছি। সে বা তেনারা ভালবেসে অথবা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে মাপ বলেছে তা যে কোনো জ্যোতিষীকে হার মানিয়ে অব্যর্থ হয়েছে। এবারই মেশিন দেখে বুঝছি পায়ের মাপের ডাক্তারি বলেও তাহলে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ খোলা যেতে পারে। কোথায়ও নিশ্চয় আছে অলরেডি।

সেই দোকানের জুতো-সংক্রান্ত গল্প বলছিল কর্মচারি-দ্বয়।

—কিরে দাম না দিয়ে যে চলে গেল?

—কাল ফিরে আসবেই, বাক্সে ভরে দু-রকম সাইজের জুতো দিয়ে দিয়েছি।

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

ছবির আমরা কি বুঝি। ঝড় উঠলে কিংবা বৃষ্টি নামলে ছুটে গিয়ে যেখানে দাঁড়াই মাথা বাঁচাতে সেটা সাধারণত আর্ট গ্যালারি। ছাতা না আনার দুঃখ করতে করতে ঘাড় ঘুরিয়ে (পেঁচার মত পুরোটাও নয়) যতটা স্পনডেলাইটিস-এর ব্যথা না বাড়িয়ে দেখা যায় সেভাবেই দেখি, ছবি। আর্ট। আর্ট গ্যালারি।

বুক বাজিয়ে বলি ছবি বুঝি না। যেন বাকি সবই বুঝি। বাবা প্রাইমারি এডুকেশনের সময় 'বর্ণপরিচয়' ইত্যাদি কিনে দিয়েছিল, আর্টের বই তো কিনে দেয়নি। তাই বুঝি না। বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' লিখেছিলেন বলে সাহিত্য বুঝি, আর্টের বর্ণপরিচয় বই কেউ লেখেননি। যেটা পাঠ্য হবে প্রতি স্কুলে। পড়ে জানবো কাকে বলে চিত্রকলা।

শিল্পকে 'কলা' বলাটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল জানি না। জানতে হবে। এটা একটা জানবার মত ব্যাপার। ফলে, চাপা-কাঠালি-মর্তমান-সিঙ্গাপুরির সঙ্গে চিত্রকলাও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। কলার মধ্যে, একটা সেক্স আছে (তার প্রমাণ পেতে কিছু পর্নোছবি নেড়ে দেখলেই হবে) আর উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত লোককে কলাও দেখাই আমরা (উদাঃ সাগরময়কে কলা দেখিয়ে শ্যামল 'অমৃত'র[১১৫] সম্পাদক হয়েছিল)। আর চিত্রর সঙ্গে যখন এই দুটো কলাই খতরনাক লালুভুলুর মত জুড়ে যায় তখন সেটা হয় যোগেন[১১৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর প্রকাশের ছবি।

এই দুই চিত্রকর বন্ধুই যাবতীয় অর্থ-প্রতিষ্ঠার তর্ক বাদ রেখে অন্তত আমরা যারা টাকা গুনতে পারি না, যেহেতু অংক শিখিনি তাদের অক্ষমতার আক্ষেপ দূরে সরিয়ে শুধু ছবির দিক থেকে বলাই যায় এরা নিয়মিত চিত্রকে কলা দেখিয়ে আসছে।

যোগেনের ওইসব পৃথুল মাংস-ফুল-পাখি তো আসলে বড়লোকদের ড্রইংরুম সাজানোর নয়। ওদেরই আয়না হয়ে গেছে। বড় বড় ক্যানভাসে আঁকা শূন্যতার, অন্তঃসারহীনতার এমন কালকেউটে নাকি ঢোড়া, থম মেরে বসে আছে—হয় কাটবে নয় বিদ্রূপ করবে—স্যাটায়ার যোগেনের ছবির জেলের জালের ফুটো সারানোর গিট্টু, ধাক্কা লাগবে, খোঁচা লাগবে, অস্বস্তি হবেই সামনে দাঁড়ালে।

বৃষ্টি থেকে বাঁচতে বিড়লা আকাদেমিতে ঢুকে কলা দেখালো যোগেনের প্রতিবেশী, নাকি বলা ভাল ঝিলকে উস পার দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাশের ক্যানভাসের কাপড় তোলা মেয়েরা। দেওয়ালের একদিকে যোগেন অন্যদিকে প্রকাশ। একটা একটা ছবি দুজনের।

প্রকাশ দেখলাম মাঝবয়সী উদোম মহিলা এঁকেছে। কিন্তু যোনিরোম একটাও পাকেনি। যোনিরোম পাকেনি বলেই ওভাবে কাপড় তুলে দেখাচ্ছে আর মুখখিস্তি করছে। হতে পারে বলছে, দুরাদয়শ্চক্রনিভস্য/তন্বী তালি তমালি/বনরাজি নীলা...।

আমেরিকার (?) আন্ডার গ্রাউন্ড রাইটার ক্যাথি অ্যাকার[১২৭]-এর (ব্র্যাকেটে লিখে দিতেই হবে মেয়ে) গোপনে ছাপা পান্ডুলিপিতে (কয়েক কপি) দেখেছি নিজের হাতে আঁকা নিজের যোনিদেশ ––ক্ষিপ্র, ভয়ংকর হয়ে তাকিয়ে আছে। প্রকাশের মতই ওইসব ড্রইয়ে যোনিমুখ থেকে যেন আমেরিকান খিস্তি বেরিয়ে আসছে।

AMARBOI.COM

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

যৌনতা নিয়ে লিখলে লিখতে গিয়ে যৌন উত্তেজিত হই। যদি না হই তো সেটা হবে অশ্লীল ঘটনা। লেখক এবং পাঠক, উভয়েই যদি প্রাপ্তবয়স্ক হন তাহলে এ ঘটনা ঘটতে বাধ্য। হলে বোঝা যাবে লেখা ঠিক হচ্ছে। যাঁরা মনে করেন যৌনতা লিখলে ও পড়লে যৌন উত্তেজনা জাগবে না, সাধনমার্গে পৌছাবে; তাঁরা মিথ্যাবাদী।

১৮ মার্চ ১৯৯৬

চেতলার ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি থেমে যাই, একটা ভিলেন-কেন্দ্রিক উপন্যাস লেখা যায় কিনা, শকুনি থেকে শাইলক, হোসেন মিঞা থেকে অনাদি মুখার্জি, এমনটাই ছিল অদ্রীশের[১২৮] প্রস্তাব।

মুখে পোলো ফেলে, সিগারেটের দোকান না দেখার ভান করে আমি দেখতে পাই বেড়ে ওঠা বন্ধুদের সারি। মৃত ও জীবিত উভয় প্রকারেই শোকহীন মুখগুলো আসলে উসকে দেয় প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিকতা। আমার দিনরাত্রির বন্ধুরা, আত্মীয়-স্বজনই তো শকুনি, শাইলক হয়ে দাঁড়িয়ে। কোথায় যেন পড়েছিলাম, চাইলে মানুষ তার সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই কোনো না কোনো রেফারেন্সে ট্রান্সফার করতে পারে। তারজন্য বুদ্ধদেব বসু[১২৯] হতে হয় না। জ্যোতি তো সবসময় বুদ্ধদেবকে কনডেম করতো। বুদ্ধদেবের দিক থেকে নয়। ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল নিজস্ব রেফারেন্স পয়েন্ট। তা দিয়েই অন্য একটা রেফারেন্সকে আক্রমণ করতো। ইতিহাস জানে, জ্যোতি সত্য, বুদ্ধদেব নয়। বহুবার বুদ্ধদেবকে পরাজিত হতে দেখেছি (সাবোতাজের মত মীনাক্ষীকে[১০০] বিয়ে করার ঘটনা বাদ দিয়েও)।

আমার রেফারেন্স পয়েন্ট থেকে ভিলেন নিয়ে লিখলে আমি অমুক-তমুকদের নিয়ে লিখবো যারা আমার বন্ধু। তারজন্য মহাভারত কিংবা শেক্সপিয়ার কোট করার দরকার হবে না।

একদিন মেট্রোয় গিরিশ পার্কে নেমে সাইসাই সেন্ট্রাল এভিন্যুতে দাঁড়িয়ে ভাবছি ডানদিকে গেলে 'আজকাল' বাঁ-দিকে গেলে সোনাগাজি (গাজি-বাবার-থেকে)—কোথায় যাব?

এসব প্রশ্নে চিরকাল আমি দ্বিধাহীনভাবে বামপন্থী, তবু এবার 'আজকাল'-এ গেলাম। কোনো গানই আনাড়ি ওস্তাদের মত গেয়ে গেলে ভাল লাগে না। হাতে চিঠিপত্রের খাম থাকা এবং তা পরশুর জন্য রেডি করে দেওয়ার দায় থাকার কারণে এইভাবে চলে আসতে হয়।

আমি যে সোনাগাছিতেই যেতে চাই এমন নয়। বেলফুল হাতে রিক্সা চড়ে সেখানে যেতেও দম লাগে। এখন সে দম পাই না। সিঁড়ি ভাঙলে ক্লান্ত হয়ে যাই। সোনাগাছি আমার কাছে পাল্টা স্পেস। আমি তো সেভাবেই চাঁদের বাড়ি চলে যেতে পারি, সঞ্জয়ের ওখানে, রঞ্জনের[১০১] অফিস, বিশ্বজিতের ডিসপেনসারি। নয়তো কফিহাউস। না গিয়ে আমি প্রত্যেকটা সন্ধে 'আজকাল'-এ নষ্ট করি। জীবনীশক্তি বিশেষ নেই, যা আছে তা এভাবে ক্ষয় করে যেতে ভাল লাগে না। সন্ধ্যেগুলো কার সঙ্গে কাটাচ্ছো তার উপর নির্ভর করে, তুমি ভবিষ্যতে কতদূর যাবে। আমি 'আজকাল' পর্যন্ত যাব। তারপর 'আজকাল' আবার আমায় অফিসের গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তার আগে মনে করে দেবুকে[১০২] চিঠির সঙ্গে কীরকম ছবি যেতে পারে তা বুঝিয়ে আসতে হবে।

১৯ মার্চ ১৯৯৬

আজ বিকেলে বাংলা অকাদেমিতে এক মহিলা জানতে চাইছিলেন আমার লেখায় প্রকৃতি নেই কেন। তাঁকে বললাম, 'কোথায় দেখছি আমি প্রকৃতি যে 'আরণ্যক' লিখব!'

চারপাশে তো হাওড়া, দমদম, বরানগর, চেতলা কোথাও কোনো প্রকৃতি দেখলাম না যাতে 'বাহঃ!' বলে সাদা কাগজ আর ঝর্না কলম নিয়ে বসে যেতে পারি। যখনই চোখ তুলে তাকিয়েছি শুধু শহর—ইঁটকাঠপাথর (না সে তো রাজস্থানে) আর বাসট্রামরিক্সা। এদের কথা লিখেছি যথাসম্ভব। হয়তো আর কিছু না-হোক, কলকাতা শহরটার ধারাবাহিক চিত্র পাওয়া যাবে আমার লেখায়। রিক্সো টু মেট্রো। ভাড়া বাড়ি থেকে হাইরাইজড। খালাসিটোলা থেকে পাঁচতারা। যা কিছু প্রকৃতি দেখেছি তা ট্রেন-টাঙা-ট্রেকার ধরে বাইরে গিয়ে। তুমবনি—ঘাটশিলা—চাইবাসা—কেদারবদ্রি। সেসবও তো আমার লেখায় অ্যাপিয়ার করেছে যথাসময়েই। অবশ্যই পরস্ত্রীর মত করে। মূল কলকাতার পাস্ট টাইম হিসেবে। আসলে সেখানে গিয়ে যে প্রকৃতি দেখিছি তা আমার কাছে ফরেন বডির মত। মেশেনি। ভ্রমণে গেলে, যেভাবে দেখে। ক্যামেরা ছিল না কোনোদিন তাই ছবি ওঠেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না-হলে সেসব নিয়েই বসা যেত, অ্যালবামের পাতা উল্টে বলা যেত এখানে চুমু খেয়ে সেখানে মদ খেয়েছি ওখানে হাগু করেছি। আর সে স্মৃতি নিয়ে লিখতে বসেছি। পেশাদার লেখক নই বলেই ওরা যেভাবে অ্যাপিয়ার করেছে, এসেছে। মানুষজন-সাধুসন্ন্যাসী-ঠগজোচ্চরসহ দু'চারবার তার মধ্যে কলিংবেল বজিয়েছে ঝর্না-টিলা-পাথর। মিনিমাম। যেমন, চাঁদ নানাভাবে সারাজীবন চাঁদ দেখলেও শেষ পর্যন্ত আমি চাঁদের নীচে যারা বসে আছে তাদের কথাই আলো ফেলে দেখাতে চেয়েছি। তারা মানুষ হতে পারে, কুকুর হতে পারে, ভূতপ্রেতও হতে পারে না বলা যাবে না।

বাংলাভাষায় সবচেয়ে বড় প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ। ভারতীয় অন্যান্য ভাষাতেও আধুনিক আর কোনো এমন প্রকৃতির কবি আছেন কিনা জানা নেই। হয়তো নেই। থাকলে গুজরাত থেকে চেন্নাই 'রূপসী বাংলা' নিয়ে অত মাতামাতি দেখা যেত না। যেন জীবনানন্দ বলতে চেয়েছিলেন রূপসী গুজরাত, রূপসী চেন্নাই, রূপসী বিহার। অনুবাদগুলো কি এমন স্থান রূপান্তরিকরণ করে হয়নি, জানি না। হতেও পারে। আবার পারে না—ভাট-জারুল-টুনটুনি-দুর্গারা দায়ী। এরা সবাই বাংলার পক্ষের সাক্ষী। গীতা হাতে নিয়ে বলছে, 'যা বলব সত্য বলব, সত্য বইকি মিথ্যা বলব না।' সেই হড়হড়ানি প্রকৃতি-কনফেশনের দিক থেকে নয়, বরং উল্টো দিক থেকেই আমাকে টেনেছে জীবনানন্দ চিরকাল। একজন মধ্যবিত্ত নাগরিক কবি যেভাবে আধুনিক জীবনের মাঝখানে বসে অসুস্থতা আত্মহত্যা মৃত্যুর ভয় পাচ্ছেন—সে দিকটা।

আমাকে কোনোদিনই গ্রাম টানেনি লেখক হিসাবে। হয়তো অভিজ্ঞতার অভাবেই। না, বলা ভাল, মানসগঠনের তারতম্যে। অভিজ্ঞতা তো লেখায় না, লেখায় সচেতনতাবোধ। অনুভূতি। অভিজ্ঞতা প্রচুর থাকলেও সেটা সম্ভব না আবার অল্প থাকলেও সম্ভব। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' লিখেছিলেন মাঝিদের সঙ্গে দু-চারদিন বিড়িটিড়ি টানার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই। সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালি' বানিয়ে ছিলেন একদিনও গ্রামে না থেকে। এঁরা দুজনেই মূলত নাগরিক। সেরিব্রাল।

গ্রাম নিয়ে লিখলে কিছু প্রকৃতির ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারতো। গ্যারেন্টি দেওয়া যেত না। চান্স ছিল নায়কের শেষ দৃশ্যে দড়ি নিয়ে গাছের ডালে আত্মহত্যা করতে যাওয়ার। হতেও পারে সে ডাল ভেঙে পড়ে হাত-পা ভেঙে নার্সিংহোমে চলে এল। এক্স-রে, প্লাস্টার, অ্যান্টিবায়োটিক, পেইন কিলার মিলে যাচ্ছেতাই অবস্থা।

কিছু অপরাধ না নিলে বলতে হয়, আমাদের ভাষায় বড্ড বেশি ব্যর্থ গ্রামের গল্প লেখা হয়েছে। সেসব পুরস্কৃতও হয়েছে। সেখানে হয় গ্রাম ভাল হয়নি, নয় লেখা। তবু এভাবেই চলবে।

১ এপ্রিল ১৯৯৬

কিসের একটা চাঁদা নিতে এসেছিল।

দরজা খুলতেই দরজার ওপাশ থেকে নবীন কণ্ঠস্বর যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়েই ডাকল—'কাকু চাঁদাটা...'

দাঁতের সমস্যা হাত-পা নেড়ে বুঝিয়ে বোবা থেকে সিড়ির প্রথম বাঁকটা পার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়েই আয়নায় এসে দেখছি কাকুর মুখ।

আঙ্কেল ভানিয়া[১৫৫] অথবা আঙ্কেল টমও[১৫৪] হতে পারে।

২৭ এপ্রিল ১৯৯৬

জ্বর এসেছে রিনার। 'ভাল করে বাঁচার চেষ্টা না করাটাই বাঁচার সবচেয়ে সহজ পথ' সকালে বলেছিলাম এমন কথা, তাই রিনা বলছে ওষুধের দরকার নেই।

যত ভাল করে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বাঁচবে দীর্ঘজীবি হয়ে তত বেশি কষ্ট পাবে সে। এটা কোনো মহাপুরুষ বলেনি। পা-র ব্যথা নিয়ে আমার উপলব্ধি। ঠিকই ছিল আমার উপর দিয়ে যাচ্ছিল। দুপুরে রিনার ১০২ টেমপারেচারটা মন্তব্যটাকে নিষ্ঠুর করে তুলল। এবারে সামলাতে হবে আমাকেই।

এসব ক্ষেত্রে যা করে এসেছি এবারেও তাই করলাম, বিশ্বজিৎকে একটা ফোন করলাম। ও ওষুধ বলে দিল। এবার ওষুধ আনতে নামব। বাঁচার আশায় এই নামা। মরে গেলে তো 'ওপরে' চলে যায়। অথচ বেঁচে থাকতে 'ওপরে' ওঠার অন্য ধরনের কত চেষ্টা করি। ওপর-নীচে নিয়েই পুরো জীবন কেটে যায়।

২৮ এপ্রিল ১৯৯৬

আজও শাটার তোলা দেখলে আমার কাপড় খোলাই মনে পড়ে।

১৫ মে ১৯৯৬

রাস্তায় রবিশংকরের[১৫৫] সঙ্গে দেখা। কথা কম বলে রবি ওর বই দিল। ওর লেখায় একটা মায়া আছে। অসহায় মায়াবোধ। রোদে পুড়তে আত্মজর মত করে ও সেই মায়াকে লালন করে। অথচ ওর লেখায় একটুও কালিবাবুর প্রভাব নেই। আমি ভাষার কথা বলছি না, বলছি মাংসের কথা।

AMARBOI.COM

২২ মে ১৯৯৬

না দেখলে চলছিল না এমন একটা সিনেমা 'মিরর'[১৫৬], তারকোভস্কির[১৫৭] আত্মজীবনীমূলক ছবি। একজন অভিনেত্রী একবার মায়ের চরিত্র করেছেন আবার বউয়ের চরিত্র করেছেন। বয়স্ক মা তারকোভস্কির নিজের মা।

পুদভকিনের[১৫৮] তোলা গোর্কির 'মাদার' দেখেছিলাম। সেখানেও দেখেছি যে মাদার হয়ে ওঠার আগের মা অনেকটা তারকোভস্কির মায়ের মতই। যেন, হরিপালের মা। নান্না, যাত্রা নয়, সাবপ্রেসড মাদার ফিগার, সর্বত্র এক। একারণেই খানিকটা পুদভকিন দেখা যায়, বাকিটা তারকোভস্কি। রাজনীতি আর মা—ঘোড়া ছাড়া গাড়ি হয়ে যায়নি। তারকোভস্কি জানেন রাজনীতিরও মা-বোন আছে সেটাকে দেখতে পাই না আমরা বলেই পোস্টার লিখে ধর্ষণ চালাই। 'মিরর'-এ গাড়িসহ ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে, ছুটছে না। কেন ঘাস খাচ্ছে, গতরজব্দ মানে বই ছাড়াই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। কোনো অধ্যাপক বুঝিয়ে দিলে শুনবো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈশাখ বুধবার ১৪০৯
শী রা: ২/১১
ka - 11 Baisakh 1924
য় - ১৭ বয়াগ ১৪০৯
nrise - 5.08 A.M.

MAY
01
WEDNESDAY

৫ বৈশাখ কৃষ্ণ বুধবার ২০৫৯
পঞ্চমী রা: ২/১৭
Hizri - 17 Safar 1423
১ মই ২০০২
Sunset - 5.59 P.M.

MAY DAY

AMARBOI.COM

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	MAY
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2002

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০ জুন ১৯৯৬

ভোরের স্বপ্ন

ডাকবাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে মুন্নি ডেকে চলেছে, 'বাবা একটা হলুদ রঙের চিঠি এসেছে, চাবিটা নিয়ে এসো।'

কী যেন করছিলাম আমি। 'হলুদচিঠি' বিয়ের হবে! হতে কি পারে না মুহূর্তে লাফ দিয়ে চাবি আনতে যেতেই সিলিং ফ্যানের ব্লেডে লেগে ছিন্নছিন্ন হয়ে গেল শরীর। রক্তারক্তি। তখনও মুন্নি ডাকছে আর বলছে 'মাথাটা ঠিক আছে তো, ওতেই কাজ চলে যাবে। তুমি চাবি আনো।'

—এই কাগজ আছে ভাই?

—হ্যাঁ, আজ-বর্ত-প্রতি-গণ-বাজার কী নেবেন বলুন।

—আর ইংরেজি?

—টেলি-টাইমস-হিন্দু-ম্যান আছে।

—একটা 'স্টেটসম্যান' দাও।

—খুচ দেবেন।

—কত?

—ওয়ান আরেস?

(অনুবাদ দরকার পড়েনি। চারপাশের ভাষা এভাবেই বুঝতে পারছি)

AMARBOI.COM

১৮ জুন ১৯৯৬

একটা বই হবে যেটার ফর্মা কাটা থাকবে না। খোলা চপার নিয়ে টেবিলে বসে খসখস-খসখস শব্দে ফর্মা কেটে পড়তে হবে। ২০০ পাতার বই, ফর্মা কেটে দেখা গেল সব পাতা সাদা। অথবা পর্নোকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন বই।

বরুণ বলছিল 'প্লেবয়'[১৩৯] ম্যাগাজিনে নাকি লিখেছে অধিকাংশ মানুষ আমরা সারাটা জীবনে চার আনা সেক্স-জ্ঞান লাভ করি। প্র্যাকটিশ করি আরও কম। ষোল আনা সেক্স বলতে তাহলে কী বোঝায় 'আজকালে' চিঠি দিয়ে জানতে হবে।

আমাদের জলহাওয়া এমন যে বড় ঘুম পায়। দুপুরে ঘুম সন্ধ্যেয় ঘুম রাতে ঘুম। বাকি সময় ঝিমুনি। বেড়ালের মত। ঘুমন্ত মানুষ কী সেক্স করবে? বাঘের মত না হোক, শেয়ালের মতও তো হতে পারে, ধূর্ত নাশকতাকামী। মিশেল ফুকোর[১৪১] 'হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি'তে[১৪১] এই চোরাগোপ্তা সেক্সের বয়ানটা উঠে এসেছে। ভিক্টোরিয়ান সময়ের পর্দার আড়ালে করা ঘটনা। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। অথচ সব শাসন-অনুশাসনকে চুক্কি দিয়ে হয়েই চলেছে হয়েই চলেছে। আমার লেখার ব্যাপার তো একই।

যদি চার আনা জানি তো দু'আনা লিখি। কীভাবে? ব্যক্তিগত পর্নো থেকে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। খোদ বোদলেয়ার জীবনের শুরুর দিক বেনামে পর্নোই লিখেছিলেন। খ্যাতি ছড়াতে কে যেন ফাঁস করে দিল। বাপের ব্যাটা বোদলেয়ার[১৪২] অস্বীকার করেছিলেন এমন নথি এলিয়টের ফেবার অ্যাণ্ড ফেবার[১৪৩] দেখাতে পারেনি। 'এ' ব্যাপারে শুনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেরিকান আর ফরাসিদের সংখ্যা বেশি। বাকি ইউরোপ অনেকটা লাজুক। আমাদের পর্দা ফেলা রিক্সোর মত, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে প্রকাশ্যে আবার পর্দা ফেলে কাজও হচ্ছে। পর্দা তুলে, 'কী হচ্ছে কী'—বললেই ভয় পেয়ে পাঁচটাকা ধরিয়ে দেবে কনসটেবলদের হাতে। তারপর সেই যৌন পাঁচ টাকা নিয়ে কনসটেবল কী করবে? এতদিন আমি লেখক হিসাবে সেদিকটা লিখিনি। রিক্সাতেই থেকে গেছি।

লালা-ঘাম-বীর্য মাখা সেই পাঁচটাকা নিয়ে কি বেতো উর্দ্দিধারী পাবলিক ইউরিনালে গিয়ে প্যান্টের চেন খুলবে, আর মাস্টারবেট করবে? তখন সে তার উর্ধ্বতন অফিসারের পেছনটা কল্পনা করবে নাকি আই পি এসের বউকে, আমি লিখিনি। লেখা যায়। পর্নো লিখলে এই সোশাল পর্নোগ্রাফিটাই ধরব। মনে রাখতে হবে, শুধু মাস্টারবেশন নিয়েই একটা উপন্যাস লেখা যায়। যেটা মানুষের এক ধরনের সোশাল সিস্টেম, এসটাবলিশমেন্টের প্রতি অ্যাংরিনেস, প্রটেস্ট। আবার প্লেজারও।

শীতল বলছিল পত্রিকার সম্পাদক যখন বাড়ির কাজের মেয়ের গায়ে হাত দেন তখন পরিচারিকার শর্ত থাকে 'তুমি' বলতে হবে। এভাবে 'তুই'-এর সম্পর্ক 'তুমি'তে পৌঁছায়। পাওয়ার শিফটিং। থ্রু সেক্স।

১৩ জুলাই ১৯৯৬

লেখকমাত্রই সেরিব্রাল।

পাঞ্জাবি জোকের মত যদি এবার ভাবা যায় লেখকদের মাথা কেটে দেখা যাক কতটা কে সেরিব্রাল তাহলে ধরা পড়ে সুখ্যাতি হবে কমলবাবুর আর কুখ্যাতি হবে অমিয়ভূষণের[১৪৪]। আবার পড়তে গিয়ে অমিয়ভূষণ দেখছি বানানো লেখা। কমলবাবুর মত কড়কড়ে মার দিয়ে ইস্ত্রি করা লেখাও বানানো মনে হয় না অদৃশ্য যে কারণে সেটাকে বলে অধিকারবোধ। লেখকের অধিকারবোধ। যে অধিকারবোধ থেকে দেবেশ কেবলমাত্র গরীবলোক নিয়ে লিখতে পারে। দেবেশের লেখা পড়লে মনে হয় এর সে লেখার হক আছে। যেমন মানিকবাবু। কী জগদীশ গুপ্ত[১৪৫]। জাহাজের মাস্তুলের উপর থেকে অনেক দূর দেখা যায়। এরা যা দেখেন সেখান থেকেই। মাস্তুল অবধি উঠতে হবে। এটা শরীরের সামর্থ্যের কথা নয়, জাহাজের পাহারাদার অনুমতি দেবে কিনা সেটাও অনেক বেশি গুরুতর। তারপর দেখা। কী দেখবে—কেউ নীল জল দেখেই নেমে যায়, কেউ গাঙচিল দেখে। মানিক-জগদীশ যা দেখেছেন তা যেমন দেবেশদের কাজে লেগেছে তেমনি আমাদের। বহুবচন কেন বললাম কে জানে। অন্য নাম তো মনে পড়ছে না।

লেখক সেরিব্রাল হলেই হয় না, সেই ব্রেন কেটে দেখতে হবে কোন ধরনের সেরিব্রাল।

২২ জুলাই ১৯৯৬

'কতদূর আর কতদূর বল মা' 'মরুতীর্থ হিংলাজ' সিনেমার এক গান এই সময় ভিখারি-সঙ্গীত বলে ঠাট্টা করা হত। এখন আর ভিখারিদের গলায় শোনা যায় না। ভিখারিদের জেনারেশন বদলে গেছে। কাল গড়িয়াহাটের বাসে দু আঙুলে পাতলা পাথর শিবমনির[১৪৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মত বাজাতে বাজাতে তামিল বালক ভিখারি গাইছিল, 'রুকুমনি রুকুমনি সাদিকে বাদ ক্যায়া ক্যায়া হুয়া...।'

আমি ওর অজ্ঞতাকে সেলাম জানিয়ে আধুলি দিলাম।

২০ আগস্ট ১৯৯৬

'দায়ুদের জব্বুরের কেতাব' ১৮৫৮ সালে মুসলমানী বাংলায় যে বাইবেলের অনুবাদ হয় তার নিদর্শন। কেরি[১৪৭] থেকে শুরু করে সজল বন্দ্যোপাধ্যায়[১৪৮] পর্যন্ত হিন্দু বাঙালি যাবতীয় বাইবেল অনুবাদের খবর রাখলেও খারাপ অনুবাদের ধুয়ো তুলে এই বাইবেলটাকে চেপে দিয়েছে।

কেউ কি রিপ্রিন্ট করতেও পারে না এটা?

২২ আগস্ট ১৯৯৬

অশোককে ফোন করব বলে রিনাকে টিভিটা আস্তে করতে বললাম। মুখটা কেমন করে রিনা সেটটা আস্তে করতেই ফোনটা বেজে উঠল।

ও প্রান্তে মুন্নি। দু' চারটে কথা ফলো করতেই রিনার ব্যাজার মুখটা বদলে গেল দুই সখীর মত আনন্দে।

রিনাই এবার চেয়ে নিল টেলিফোনটা।

বকম-বকম কত কথা। আর নিশ্চুপ টিভিতে তখন লিপ দিয়ে যাচ্ছে সংবাদ-পাঠিকা। গালে সামান্য বেশি রুজ লেগে আছে।

AMARBOI.COM

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

জীবনের ধর্ম প্রেমের কাছে যাওয়ায়, প্রেমের ধর্ম বিয়ের কাছে যাওয়ার।

—কে বলেছেন খেয়াল নেই, বলেছেন যখন বড় কেউ হবেন নিশ্চয়। তাই টুকে রাখলাম।

১৮ অক্টোবর ১৯৯৬

রাসবিহারির মোড়ে সিগনাল লাল হতেই দাঁড়িয়ে থাকা বাস-ট্যাক্সি-প্রাইভেট কারের জানলায় হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট পাঁচ-ছটা শিশু। কালিঘাটের দিকে কোণায় এদের মা নজর রাখছে ট্রেনি অভিনেতাদের ওপর—কেমন ভিক্ষা মিলছে সেদিকে।

দক্ষ করুণ মুখগুলো সিকনি টানছে, মাথা চুলকাচ্ছে। ইজের তুলছে।

সিগনাল সবুজ হতেই যাবতীয় হার্ডেল টপকে পাঁচ-ছজনই মায়ের কাছে অ্যাটেনশান। পয়সাগুলো হাতে নিয়ে মা কখনও বা দু-একটা চড়-চাপড়ও মারছে। 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে ফেলছে যে তার চোখে জল কিনা জানা যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬ জানুয়ারি ১৯৯৭

'রঙ্গ-রসিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' একটা বই—কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ আর কোর্টরুমের দর্শকমণ্ডলী হাসছে। নিজের হাসা চলবে না, অন্যদের হাসিয়ে যেতে হবে। এই মেরা নাম জোকার পরিস্থিতিতে উপনিষদের দর্শনবেত্তা রবীন্দ্রনাথকেও যে পড়তে হবে তা নিশ্চয় আন্দাজও করতে পারেননি। বেঁচে থাকতে একটা বাংলার সেরা বেশ্যাদের ফটো অ্যালবামের সঙ্গে কে যেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন ব্যবহার করেছিলেন। যথা, 'আঁখি ফিরাইলে বলে না না না, ওযে মানে না মানা'—সঙ্গে কৃষ্ণ-কাজল-ভূষিতা কটাক্ষময়ী মোক্ষদা কিংবা ব্লাউজ খোলা নাকি উন্মুক্ত বক্ষদেশ বন্ধ করতে করতে ব্লাউজের বোতাম আটকাতে আটকাতে 'এ পরবাসে রবে কে হায়।' শোনা যায় গুরুদেবের অপছন্দ হয়েছিল। কিন্তু কোনো শান্তিনিকেতনে ঠ্যাঙারে বাহিনির সাহায্য নিয়েও বিক্রি বন্ধ করতে পারেননি। এবারও সে ঘটনাই ঘটছে।

ট্রেনে বাসে ফেরি করে বিক্রি হওয়া এই বইয়ের দাবি অনেকটা যাত্রাপালার মত—টিকিট কেটে ঢুকেছি মজা নিয়ে ফিরব। অতএব গুরুদেব-ফুরুদেব যেই হও কীভাবে মজা দেবে ভেবে বার কর, মজা দাও।

মজা দিতে গিয়ে যথারীতি গল্প তৈরি হয়েছে। পড়লেই বোঝা যাচ্ছে এ ঘটনা ঘটেনি। যথা,

পথে হঠাৎ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা, বিচ্ছেলের সুগার-হাঁটা বন্ধ রেখে রবীন্দ্রনাথ: ওহে চরিত্রহীন কোথায় চললে?

শুনে শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া: বাজারে দুই-বোন বেরিয়েছে দেখে আসি।

ঘটেনি অথচ ঘটার মজা পাওয়া যাচ্ছে। পাবলিক হাসছে। এটা এবার বাকি অমরত্বের সঙ্গেই যাবে। মিথ্যা বললে লোকে মানবে না।

যেমন আমার, 'সমবেত সুধীমণ্ডলী, এবার সন্দীপন এসে গেছে, ও হাসাবে। এনটারটেন করবে।'

না, কোনো রাজ কাপুরীয় অশ্রুপাত নেই। প্যান্টোমাইমের অতি-অভিনয় নেই; যা আছে তাকে মাথা পেতে নিয়েছি আমিই, কারণ আমারই দেহমন থেকে বেরিয়েছে সেই জোকার, যে অন্যকে হাসাতে কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুশিকে গীত গায়ে যা। তবে আমিই দেখেছি আমার বলা গল্প কথকতার অদৃশ্য নির্মাণ স্বতঃস্ফূর্তিতে বদলে গেছে। পুরো গল্পটা আমার নয়। অথচ আমি চুপ করে থেকেছি স্রষ্টার সমবেত লাঙল ধরাকে সম্মান জানাতে। আমরা তো চাষাই, লেখার ক্ষেত্রে এই লাঙল দেওয়ার কি কোনো সিগনেচার থাকতে পারে? থাকেনি। দাবিও করি না। আমার রসিকতায় কোনো কপিরাইট নেই। শুধু বুঝতে চেয়েছি আমার চেয়েও ভাল বদলাচ্ছে কে বা কারা? তাদের চিহ্নিত করা আমার ধর্ম। লেখকের ধর্ম। আধুনিক লেখকের। একমাত্র তারই ঈর্ষাবোধ আছে। শিখর স্পর্শের বাসনা আছে। কথকতায় সেসব থাকে না। ওপেন ফর অল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩ সেপ্টেম্বর। ২০০৫

অনুভূতির স্তর

পৃথিবীর উপর যত মানুষ, সবাই
সুতরাং দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এদের
মধ্যেও দুটি শ্রেণী আছে। একদল
মানুষের উপকারের জন্য নিবেদিত
প্রাণ। আর একদলের স্বার্থ।
আমি দ্বিতীয়দের দলে।
কারাগারের প্রানদণ্ডপ্রাপ্তদের কোন
কাজ থাকে না। তবে কিছু
দিন কে বললাম, 'আমার
আমার দুটি বই।' [illegible]
ও কীর্তি দেবে কারাগারটি
সম্পর্কে। একজন কে নিজের এবং
সংসারের সব কাজই করতে
হয়। [illegible] এখানে কি করবো
আর পড়বো আর উপন্যাস লেখার
কাজ নেই।
শ্রীমতী সুচরিতা গোস্বামী, আমার
ডাক্তার। একজন মানুষ মানুষের
অবিশ্বাস করেন, বলেছি আমি
একদিন কোন সুস্থ মেয়েকে চাই
বলেন 'হ্যাঁ ধরো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

রাত ১২।। টা

সবাই নেশা করতে পারে না। দু ধরনের মানুষরা করে, এক দেবদাস আর দুই, শক্তি-রসিদ-সুনীল। চিরকাল লাথ-খাওয়া ট্র্যাজিক চরিত্রদের মডেল তৈরি হয়। খুশির কোনো মডেল চরিত্র হয় না। যদি থাকত, এই তিনজনের মধ্যে কোনো ব্যালট ছাড়াই আমি রসিদকে নির্বাচন করতাম এবং ধ্বনিভোটে বাকিদের কাছে সে মেডেল জিতে যেত।

আমি ভাবি আমি কোন দলে—দেবদাস, না রসিদ?

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

মেঘের দিকে পিঠ দিয়ে হাসছি...
পিঠ পুড়ে যাচ্ছে
সন্দেহহীন চোখে তাকিয়েছি ফুটপাথে
কুকুরছানা, নেড়ি, বাদামি-কালোর সংসার
আলুর চোকলা
অপেক্ষা করছে ময়লা ফেলার গাড়ির
গাড়িওয়ালা হাসছে...
যে নেই তারজন্য পিঠ পুড়িয়ে কী লাভ
গুরুতর হয়ে উঠবে
সব দৃশ্য ভেঙে যাবে
যদি না বেজে ওঠে
ডিং ডং...

AMARBOI.COM

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

—টিভিটা ছাড়।

—হুমম। শাড়িটা প্যাত মেরে গেছে।

—কাল অন্নপ্রাশনের ভাত খাইয়ে ছাতে শুকোতে দিস।

—বেশি ক্যান্টার করিস না।

—কেন রে, কাল ডবল ডেকার চড়িয়েছিস?

—এসব পানুকথা বলবি না।

—উঃ! লোকনাথ ব্রহ্মচারী!!

দুটো মেয়ে কথা বলছিল বাজারের ভীড়ে। বয়স ২৩/২৪। এরা বঙ্কিমের 'ওলো মাগী, মিনসে'ই বলছে কিন্তু একদম অন্য ভাষায়। কত বদলে গেছে মেয়েদের ভাষাও। এসব তো লেখা হয়নি। কেউ কি লিখেছে, চোখেও পড়েনি।

১৬ মার্চ ১৯৯৭

একটি তরুণ টেলিফোন অ্যাপয়েনমেন্ট করে বাড়ি এসে বলল 'আপনার গল্প 'বন্ধ-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০ দিন' নিয়ে টেলিফিল্ম বানাব', তার গালে দাড়ি ছিল না। আমার কাছে আসবে বলে নতুন একটা শার্ট পরেছে যার কোনো দরকার নেই সে জানে না। ঝকঝকে সপ্রতিভ হলেও তার জামার পকেটে একটা বিষণ্ণতা ছিল, সস্তার ডট পেন থেকে শ্রীলঙ্কার ম্যাপ হয়ে ঝুলছিল সেই কালো দাগ যা তাবৎ উচ্ছ্বাসের পাশে বিষণ্ণতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। শুধু সেদিকে তাকিয়ে তার জন্যে দার্জিলিং লিকার এল। অথচ তার নাম ভুলে গেছি।

আধঘণ্টা কথা হওয়ার পর উৎসাহী ছেলেটিকে আমি আসল কথা বললাম, 'ও গল্পটা নিয়ে এক সময় আমার বন্ধু অরূপরতন বসু[৩৯] একটা টেলিফিল্ম বানিয়ে ছিল। অখাদ্য হয়েছিল। তুমি বরং অন্য গল্প ভাব।' ও চলে গেল।

এবং যাওয়ার সময় ভাল করে, খুব ভাল করে জুতোর ফিতে বেঁধে নিল।

২৪ মার্চ ১৯৯৭

২০ মার্চ রাত ৩টেয় ফোন। বিধান[৪০] জানাল, পূর্ণেন্দু পত্রীর[৪১] মৃত্যুসংবাদ। বলতে গেলে পিজিতেই কাটাচ্ছিলাম এ ক'দিন। কম্পাউন্ডের মধ্যে বিধানের ফ্ল্যাটে। বিধানই যাতায়াত করছিল। রোজ ছবি এঁকে ওকে উপহার দিচ্ছে পূর্ণেন্দু। বিধান আনছে। আমি দেখছি। বেড়ে যাচ্ছিলাম কম। ১৭ মার্চ শেষ কথা বলেছিলাম; ২/১ দিনের মধ্যে আসিস। তুই এলে ভাল লাগবে। 'তুই'-এর ব্যবহার কাঁপিয়ে দিয়েছিল। যদি মৃত্যুর আগে এটাই শেষ কথা হত তার!

বেড়ে শুয়ে ছবি আঁকছিল তখন, যখন পূর্ণেন্দু আমাকে ওই কথা বলে ২১ মার্চ। ওকে নিয়ে আমার যে লেখা আজকালে বেরুল তাই তার হেডিং ছিল; 'সে এখনও কাজ করে যাচ্ছে।'

AMARBOI.COM

২৭ এপ্রিল ১৯৯৭

রাত্তিরে বাড়ি ফিরে একটাই কাজ করতে ইচ্ছে করে, খিস্তি, খিস্তি, খিস্তি করতে।

২৯ এপ্রিল ১৯৯৭

কাল 'আজকালে' শ্যামল বলছিল 'আনন্দবাজার' শুধু মাহিনা দিতে জানে আর অসম্মান করতে। পাশ থেকে কনিষ্ঠ কেউ বলে উঠল, অন্য কাগজ কী কম অসম্মান করে! তখন শ্যামল ওর তেলজলভোগী গতর ঘুরিয়ে বড় পিসিমার ভঙ্গিতে চোখ পাকিয়ে ঘাড় দুলিয়ে জানাল, কোনো এক সরকারের সঙ্গে একদিন অফিসের লিফটে বাতকর্ম করে ফেলেছিল বলে তিনতলা আসার আগেই দোতলায় শ্রীসরকার বলেন, 'শ্যামলবাবু আপনি এখানে নেমে বাথরুম করে উপরে আসুন।'

তারপর?

শ্যামল নাকি তার তর্জনী তুলে বলেছিল, 'এ অফিসের পুরোটাই তো বাথরুম, এখানে, এই লিফটে করলে হবে না?'

যদিও তার 'দেশ'-ত্যাগের কারণ অন্য একটি চপেটাঘাতের ঘটনা যা যে কোনো ক্ষুদিরামের বোমা মারার সমতুল্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্যামল হচ্ছে সেই লেখক যার যে কোনো এক্সপেরিমেন্ট বিনা পরিকল্পনাতেই ভুখন্ড জয় করে নিতে পারে। ওর লেখক সত্তাকে বোঝাবার জন্য বই পড়বার দরকার নেই, ওর পিছু পিছু ঘুরে বেড়ালেই হবে। একদম শ্যামলের মতই আনপ্রেডিকটেবল। কোনো তত্ত্ব দিয়ে বেশিক্ষণ একটা কুকুরকে বেঁধে রাখা যাবে না। পরের মুহূর্তেই আরেকটা আরেকভাবে চিৎকার করবে। এতে বিপদও আছে। কোনো কুকুরটাকেই বুঝতে পারা যায় না ঠিক করে যাতে ধরা পড়ে চিহ্নিত করার মত অপরাধীচিহ্ন। ওর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী লেখাগুলো ছোট ছোট। 'কুবেরের বিষয় আশায়'[১৫২]-এর মত। 'শাহাজাদা দারাশুকো'[১৫৩] সবচেয়ে ফালতু। ওর কিন্তু ধারণা সেটাই সবচেয়ে ভাল। যে কাজটা বিমল মিত্রের[১৫৪] সে কাজটা শ্যামল করতে গেল কেন বুঝলাম না। তবে খুব পরিশ্রম করে ইসলামি ব্যাপারগুলো জেনেছে। চাল টিপে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এ চালে কোনো পাইল নেই, না খুদ, না কাঁকর।

আমার মনে হয় ঐতিহাসিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস যেমন আর লেখার দরকার নেই, তেমনি দরকার নেই আড়াইশ, তিনশ, পাঁচশ পাতার ভল্যুম। কেবল পাতার পর পাতা লিখেই যাব এমন কোনো মানত না থাকলে দু'শ পাতার উপন্যাস মানে মহাকাব্য লেখা হল। হ্যাঁ, আমি কখনও দু'শ পাতাও লিখিনি। সেটা কেবলমাত্র কুঁড়েমির জন্য নয়, দৃষ্টিভঙ্গির জন্যও।

১৪ মে ১৯৯৭

কল সারানোর মিস্ত্রি এসে জানালো এ বাড়ি থেকে তাকে ডাকা হয়েছে। অথচ আমাদের কল খারাপ হয়নি। তবু বেসিন, রান্নাঘর, বাথরুমের কল ঘুরিয়ে কমোডে ফ্ল্যাশ করে দেখা গেল না বন্ধের কোনো লক্ষণ নেই।

শ্যামাঙ্গ সে মিস্ত্রি 'তাই তো তাহলে কে' ভঙ্গিতে যখন তাকিয়ে, ইতস্তত ওর কাজ-আগ্রহ দেখে বলি, কীভাবে বুঝলে আমি ডেকেছি?

—আপনার নাম সুরমা ঘটক নয়? আপনিই তো ডাকলেন।

এমনও হতে পারে কোনো পূর্বাভাস ছিল না। আমাকে ঋত্বিক[১৫৫] না ভেবে অপরাধ মুক্ত করেছে, তা বলে সুরমা ঘটক!!

পরিস্থিতি সামাল দিতে তাকে বলি, 'হ্যাঁ বাবা, তুমি সুরমা ঘটকের কাছেই এসেছো, তবে কল খারাপ হয়েছে নিচের ডান দিকের ফ্ল্যাটে—ওখানে যাও, সেটা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট। খোঁজ কর।' রামপ্রসাদী মুখ করে সে সুরমাদির ফ্ল্যাটের দরজায় এগিয়ে যায়।

১৬ মে ১৯৯৭

এখন পড়ছি 'হারবার্ট'[১৫৬]। নবারুণের[১৫৭] কৃশকায় উপন্যাস। দেবেশ লিখতে এসেছিল বলে এরা ঔপন্যাসিক হল। মানে লাইনটা এক।

নবারুণ কিন্তু লেখক, কোনো গ্রেস মার্কস দাবী করে না সে। পুরোপুরি লেখক। কেবল মা নয়, মা ছাড়াও যে সে অন্যের লেখার লাইন ধরে কিছু হয়ে উঠতে পারে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমাণ করে গেল। ঝড়েশ্বর[১৫৮] থেকে আফসার[১৫৯] পর্যন্ত যে দল তাদের চেয়ে সে অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছে, কারণ তার ব্যাকগ্রাউন্ড। না, সেখানে কোনো লোকাল ট্রেন নেই যা অন্যদের আছে। বরং তার পিছনে ঝাপসা বিজন ভট্টাচার্য[১৬০], স্পষ্ট ঘটক পরিবার আর মা মহাশ্বেতা দেবীর[১৬১] ঘোরাফেরা দেখা যাচ্ছে। একে অস্বীকার করবে কে? ওর সে সচেতনতা আছে। যদিও শেষ কথা লেখা। এতকিছু নিয়েও একজন চতুর্থ শ্রেণির লেখক হতে পারে। আবার প্রথম শ্রেণির। সেক্ষেত্রে নবারুণ এ-প্লাস (A+)। 'হারবার্ট' পড়ে সেটা মনে হয়। লম্বা জীবন, বাবা-মার কথা তারপর হারবার্টের নিজের কথা, একদম অন্য ভাষায়, অন্য সন্ত্রাসী বিশ্বাসে, নাশকতার যাবতীয় বারুদ পুরে নিয়েই লেখা— হারবার্টের মত মস্তিকে ফেটে পড়বে বলে। ফেটেছে বোমা হয়ে। আর আশ্চর্য ওর পৃষ্ঠাসংখ্যা, ক্ষীণায়তন এই উপন্যাসই বলে দিচ্ছে মহাভারত লিখতে ২০০ পাতাও লাগে না। হ্যাঁ, এও তো এক ধরনের সাফল্য। দেবেশ যখন পাতার পর পাতা লিখে যায়। বিস্ময়কর দেবেশের লেখা। জীবিত লেখকদের মধ্যে ওর জায়গা সবচেয়ে ওপরে। তারজন্যে কোনো মই কিংবা টুল দরকার নেই। ও জলপাইগুড়ির হাফ ইঞ্চি চটিটা খুলেই দাঁড়িয়ে আছে এখন। বাকি জীবনটা সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেও ওর হাইট বিজ্ঞানের যুক্তি বহির্ভূতভাবে বেড়েই যাবে হয়তো। নবারুণ কিন্তু এসব জানে। সে বিখ্যাত হওয়ার জন্য হল্লা মাচায় না। তাকে উত্তমকুমার হয়ে ওঠার লড়াইয়ে নামতে হবে না। সে কৃষ্ণনগর রাণাঘাট থেকে আসেনি। তার ব্যাকগ্রাউন্ডে কী আগেই বলেছি। তবু তার পকেট খুঁজলে পাওয়া যাবে গজ ফিতে। গোপনে বা আড়চোখে সর্বদাই নবারুণ দেখে চলেছে কে কতটা বাড়-বেড়েছে।

মনস্থ করেছি দু-চারদিন পর এই বইটা আবার পড়ব।

৯ জুন ১৯৯৭

বাংলাদেশের ঘড়ির সময় আধঘন্টা এগিয়ে। কী একটা টিভির শো সূত্রে পাশের বাড়ির মহিলা অন্য একজনকে চিৎকার করে বলছে।

তার মানে কি তারা সব ব্যাপারে এগিয়ে?

তারা কোনো ব্যাপারেই এগিয়ে নয় এমন ভাবাটাও মূর্খামি।

২৫ জুন ১৯৯৭

বাজার আগুন।

আগে তরিতরকারির দাম বাড়লে সরকারের নজর থাকত। এখন এদিকটা সবাই ছেড়ে দিয়েছে। বাস ভাড়া বৃদ্ধি ছাড়া আর সব কিছু ঠিকই আছে, অথচ সামান্য পালং শাক, ক্ষেতের ঝিঙে, বেগুনের দামে সোনা কেনা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

তারিখ ভুলে গেছি। তবে জানুয়ারিতেই গিয়েছিলাম সিঙ্গরোলিতে (১৬-২০ জানুয়ারি) রিনা জানাল। বিন্ধ্যপাহাড়ের লেজের ওপর 'জয়ন্ত' নামে বসতি। সবাই সিঙ্গরোলি কোলিয়ারির বড় চাকুরে—ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ। সঙ্গে আগাগোড়া তারাপদ রায়। যাইহোক, জায়গাটা পাহাড়ের ওপর—অসাধারণ গেস্ট হাউস। খাতির রাজার। যোগিন্দর সিং বলে একজনের সঙ্গে আলাপ হল মধ্যরাতের পার্টিতে যার একটি নিজের অরণ্য আছে এবং তিনটি বাঘ সে লালন করছে সেই জঙ্গলে।

সাহিত্যসভা—সেতার-আবৃত্তি এইসব ছিল।

সিঙ্গরোলি বলে স্টেশন থাকলেও, নামাল ২/৩ স্টেশন পরে রেণুকোটে। কারণ রেণুকোট থেকে গেস্ট হাউস ৪০ কিমি কাছে। বিহাঙ্গ বাঁধ পেরিয়ে (১০০ টাকার নোটে ছবি থাকে) আগাগোড়া পাহাড়ি রাস্তা জঙ্গল। যাকে বলে আউট অফ দা ওয়ার্ল্ড স্পেস। কোলিয়ারি আতিথ্য ছাড়া থাকবার জায়গা নেই।

লিখিতং ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮। কাল দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচন। বিজেপি আসছে? তৃণমূলও ভাল করবে। কিন্তু যে কথাটা লেখার জন্য আজ খাতা খোলা। 'Love in the time of cholera' পড়তে গিয়ে একটা অসাধারণ সাবধানবাণী পেলাম : He (Dr. Urbino) realised too late that was no innocence more dongerous than the innocence of (one's) age.

আমার ধারণা আমার বয়স এখন ১৬/১৭/১৮ কি বড়জোর ১৯। আমি এখনও ধুতিপাঞ্জাবি পরে হাওড়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিকেলে কফিহাউসে যাই, গঙ্গার ওপর দিয়ে যাবার সময় পাঞ্জাবি ফুলে ওঠে। আমি বড় কর নিঃশ্বাস না নিয়ে পারি না—ভেসে তীর-ছাড়া স্টিমারের বিবাগী ভোঁ।

২ মার্চ ১৯৯৮

শৈবালের[১৬২] সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়েছিল বম্বের মালাবার হিলস থেকে, 'কী সুন্দর দেখাচ্ছে—আমার সামনে এখন গোটা আরব সমুদ্র।'—পরদিন ৪নং ওপেন হার্ট সার্জারি। বেঁচে ফিরে এসে শৈবাল একটা ছোট্ট নীল নৌকো কিনল। মারুতি ৮০০। মৃত্যুশয্যা থেকে সে জীবনের কথা বলেছিল।

১৭ মার্চ ১৯৯৮

মুন্নি ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসছে ১৫ এপ্রিল। খুব জোর পাচ্ছি মনে।

২টো জোকস (একদম মনে থাকে না তাই)—

১

একজন পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পরদিনই পড়ে ফেরত দেয়। তা সে যত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটা বই হোক। লাইব্রেরিয়ান (বিরক্ত) তাকে একটা ডিক্সনারি দেয়। এটা ফেরত দিতে অবশ্য দুদিন লাগল। লোকটা বলল : বইটা ভাল। তবে প্লট নেই।

২

বিচারক এখন জেলে। এত সৎ ছিলেন যে ৪০ হাজারের বেশি ঘুষ দিলে বাকিটা ফেরত দিতেন। ৪০-এর গুণিতকে দিতে বলতেন।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
চতুর্থী
কাল শান্তিনিকেতন। আমি রিনা ক্ষেত্রবাবু[১৬৩] জ্যোৎস্না। PHE Banglow.

র‍্যাবো[১৬৪] মোট ৮০টি কবিতা লেখেন। প্রায় সবই 'নরকে এক ঋতু' (১৮৭৩) এবং 'ইল্যুমিনেশন' (১৮৭৪) কাব্যময় prose (গদ্য)।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮
একটি গান (ঢাকা রেডিও) লোকগীতি—

মহম্মদ নাম যতই জপি
ততই মধুর লাগে
নামে এত মধু আছে
কে জানিত আগে...

AMARBOI.COM

১৯৯৯

২১ জানুয়ারি ১৯৯৯
শান্তিনিকেতন জ্যোৎস্নারা যায়নি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ৬ তারিখ(৩ না ৪ দিন তাতে কী এসে যায়) দীঘা কাটিয়ে এলাম। 'সি-হকে'র ৫২ নং সুইটটি (২ বেডরুম) বাগানের কোণে অসম্ভব ভালো। দাম ৯০০ টাকা। এই প্রথম নয়, এই দ্বিতীয় সমুদ্রে গেলাম কিন্তু স্নান না করে ফিরে এলাম। দুবারই অসুখ।

'God of small things'[১৬৫] পড়ছি। খুব ভাল। তবে এসব বই একটা লিখতে অনেকদিন লাগে। এবং শুধু সর্বক্ষণের লেখকরাই এমন লিখতে পারে। অবশ্যই শিক্ষিত হওয়া চাই লেখালিখিতে—যা খুব কম গদ্য লেখকই। শিক্ষিতের লেখার মধ্যে একটা অন্তঃসলিলা sense of humour as well as sense of well-bing থাকে। ভাল লিখতে প্রথমত দরকার দ্বিতীয়টি। তা থেকে প্রথমটি আসে।

দুটোই আছে মেয়েটির। কমলদা আভিজাত্যের কথা বলতেন। লেখকের আভিজাত্য। সত্যি কথা বলতে কী, লেখকমাত্রই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬ মে ১৯৯৯

রিনা কেশে চলেছে ৯২ দিন। আমার গলায় ব্যথা। ১৫ দিন। ফিতে দিয়ে চেয়ার ও বুককেসের মাপ নিলাম। নিয়ে চললাম শচীনবাবুর মৃতদেহের কাছে। ওঁকে সি-অফ করে পার্ক স্ট্রিটে যাব চেয়ার-টেবিল কিনতে।

২২ জুন ১৯৯১

জীবন এক সরলাঙ্ক হয় যদি—উত্তর তার '০'। অনেকেই আমার মত ভাল ছেলে। উত্তর ভুল হয়। ভাবি ঠিক উত্তর হল: $\frac{১১৭}{১০৯৩}$।

ঠিক হয়নি ভেবে বারবার চেক-আপ করি। দেখি প্রতি স্টেপ ঠিক আছে। ভুল তো পাই না কোথাও। তখন মনে হয় কেন হতে কি পারে না? নিঃসন্দেহ হতে তখন উত্তরমালা দেখি। আমারটা মেলেনি। যে উত্তর '০' দেখেও অঙ্ক কষেছিল, সফল হয়েছে সেই। স্টেপে প্রচুর ভুল থাকা সত্ত্বেও।

১৯ নভেম্বর ১৯৯৯

খুব চেষ্টা করেও তৎক্ষণাৎ নাম মনে এল না (যেমন শম্ভু মিত্র[১৬৬] আসে) এমন এক তবুও-বিখ্যাত নাট্য-পরিচালককে আমি বলি, 'ভাই এই দারিও ফো[১৬৭]-কে নামিয়ে কুন্তীর কী দুর্ভোগ হয়েছিল তুমি কি জানো?'

বিভাস (সর্পাঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ও বুক চিতিয়ে)

'কী ব্যাপার?'

আমি : হয়ে গেল। তারপর সারাজীবন কর্ণকে নিয়ে জ্বলে-পুড়ে মরল।

বিভাস চক্রবর্তী[১৬৮] বাংলামঞ্চে সম্প্রতি দারিও ফো নামিয়েছে।

AMARBOI.COM

২০০০

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০

স্বাগত ২১ শতাব্দী (যদি তাই হয়), যদিও দেরিতে। কবে পাঠিয়েছে এটা বীরেশ্বর[১৬৯]। এই প্রথম, ১ মাস ১৭ দিন লাগল এটা ছুঁয়ে দেখতে।

বিগত বছর দশেক ধরেই ইচ্ছে ছিল—যদি সম্ভব হয় ২০০০-এ পৌঁছানো। নিজের মতো করে একে স্বীকৃতিও দিয়েছি। ভিখিরি যেভাবে পুজো করে। তথা, কুকুরকে ভুক্তাবশিষ্ট দিয়ে ডাকে।

তুমবনি এয়ারপোর্ট পেরিয়ে উঁচু টিলা থেকে শশী সূর্যাস্ত দেখেছে—শেষ সূর্যাস্ত, শতাব্দীর। ইচ্ছে ছিল সূর্যোদয়। কিন্তু ওদিকে প্রবল শীত। রাতে থাকতে হবে ফরেস্ট বাংলোয়। তখন একজন বলল, শতাব্দীর প্রথম সূর্যোদয় একটা ব্যাপার। কিন্তু শেষই বা কম কী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে সাপ মরলো। অর্থাৎ লাঠি না ভেঙে। আজ হঠাৎ কেন 'খাতা খোলা' বুড়ো ক্রিকেটারের।

'গান গান' বলে সিরিয়ালে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে বিচারক করেছে। বিনা উত্তেজিতভাবে বললাম আমি। সিরিয়ালে তো রাস্তা থেকে ভেজা কুকুরও ডেকে আনে। বলে— জল ঝেড়ে যা। সম্প্রতি বেশ ক'বার (তিনবার) টিভিতে আমাকে ডাকলো। বিভিন্ন জায়গায়। সেই অভিজ্ঞতা।

উল্টো পিঠে তারিখবিহীন

ঘেঁচু করবে	ফপর ফাঁই
কড়কে দিল	নাটর বাটর
ধড়িবাজ	ত্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই
ঝকমারি	হাপিত্যেশ, চ্যাঁ-ভ্যাঁ
অ্যাণ্ডা বাচ্চা	ক্যারদানি
চুটিয়ে	নাল ঝরে
ধাঁ করে	ক্যাঁক করে
বালখ্যি বাল	চোদ্দ পুরুষ
হরিদাস পাল	আঁক পাঁক
হ্যাঁক করে	ট্যা ফোঁ
	এসব ওর কুষ্ঠিতে নেই

AMARBOI.COM

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০০

'এড়িবেড়ি' না করতে বললেন গৃহিণী। পরিচারিকার ঘর ঝাঁট দেওয়া বা মুছতে অসুবিধে হবে। অনুমানে বুঝে নিতে হয়, ইতিউতি চলাফেরা না করে এক জায়গায় থিতু হয়ে থাকতে বলছেন। 'এড়িবেড়ি' শব্দটি শুধু ওনার মুখেই শুনে যাচ্ছি ৩৬ বছর ধরে। যদিও ডিক্সনারিতে নেই। যদিও আর কারও মুখে শুনিনি কথাটা। অবশ্য বিশাল শব্দকল্পদ্রুমের কটা পাতাই বা জানি।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০

কাল এই পেনটা প্রতিক্ষণের প্রুফ রিডার স্বপন পান দিয়ে গেছে। গরিব প্রিয়ব্রত দেব[১০] নামক কম্যুনিস্ট জমিদারের সেবাদাস। স্বপন এবার বইমেলায় 'বইমেলা ২৫' নামে একটি বই বের করেছে। তাতে আমার লেখার রয়ালটি পেন এবং একটা পাতলা প্যাড। পেয়ে আমি অভিভূত। আর একটা গল্প লেখার জন্য যথেষ্ট প্রেরণা।

এই এক মানুষ। আর এক মানুষ উঠতে সওয়া ৮টা হয়েছে বলে গজগজ করে যাচ্ছেন। সাবধান করে দিলাম। বেশ ক'বার। সকালে উত্তেজিত হতে নেই। তবু হতে হল শেষ পর্যন্ত।

এখনো থামেনি। বাজার করে এসে বললাম, শুধু ঘড়ির কাঁটা ঘুম থেকে ওঠে রোজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাড়ে ৭টায়। মানুষের সওয়া ৮টা, ৯টা হতে পারে কোনও দিন। আবার একটু চুপ করে থেকে—কোনোদিন সে আর ওঠেই না।

১১ মার্চ ২০০০

গল্পলেখকের দায়বদ্ধতা হল গল্পের ক্ষতস্থানটি ব্যান্ডেজ খুলে পাঠককে দেখানো। একই দায়বদ্ধতা কবির। চিত্রশিল্পীর। এবং গায়কের।

আমলাতন্ত্র

ক্ষুদ্রকায় আমলা হিসেবে...গুহ আর...মিত্র—এই দুই-এ কী তফাত? দ্বিতীয়জন প্যানে ফেলে এবং সহর্ষে। এবং প্রথমজন তা না পেয়ে কমোডে বিকট করে উঠে আসে। প্রথমজন পারে না কারণ আমলাতান্ত্রিক কমোডে তার নাম সে নিজেই লিখেছে।

১৫ মার্চ ২০০০

বিশেষ্যকে ক্রিয়া বানিয়ে অনেক শব্দ হয়। আছে। একটা খুব সুন্দর আছে 'Death in Venice'[১৭]-এ—Suddenly the sea became populous with boats. এটা অবশ্য বিশেষণ। আজ ফ্ল্যাটের মেয়ে সুইপার এসে বলল, 'দিদিমনি নেই?' রিনা দাঁত তুলিয়ে ঘরে। বলল, 'জল দিন। সিঁড়ি ধোব।' রিনা ঘর থেকে আমাকে বলল জল দিতে। ও যেন কল খুলে জল না নেয়। কেননা, 'গু ধোয়।' আমি বললাম, 'কী!' যন্ত্রণাকাতর গলায়—'গু ধোয়।' আসলে মাতৃ ভাষার জন্য 'ধ' বলতে পারছিল না। তার আগের বর্ণটি ধ-এর জায়গায় এসে যাচ্ছিল। ওপর থেকে সিঁড়ি ধুতে ধুতে বেলা এসে বেল টিপছে।

AMARBOI.COM

২১ মার্চ ২০০০

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা...লের সঙ্গে। উপন্যাস এখান থেকে শুরু করা যায় যে আজ ৬৭ বছর বয়সে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী পড়তে গিয়ে প্রথম বললাম (রুশতি সেনের বই পড়ে) বিভূতিভূষণ যখন রমা (কল্যাণী)-কে বিয়ে করেন তখন রমার বয়স ১৬-শুরু আর বিভূতির ৪৬ শেষ। ৩০ বছরের ব্যবধান। ১৯৫০-এ মৃত্যু বিভূতিভূষণের—বিবাহিত জীবন মাত্র ১৫ বছরের। আমার সঙ্গে...লের অবিবাহিত যৌন সম্পর্ক ছিল ১৯৭৫ থেকে '৯০—১৫ বছরের—যদি তা সারারাতের—রাতারাতি দু-তিনবারের নয়। ১৫ বছরে আমরা oral বা অন্যান্য গ্র্যাটিফিকেশন (যা যত্রতত্র) সঙ্গমে মেতেছি হয়তো বার ৪০—আর কত? তবে সারারাত কখনও নয়। হোটেলে সারাদুপুর থেকেছি। মনে পড়ে প্রথম দিনেই ওর সঙ্গে পরপর দু'বার সঙ্গম করি এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে। বা হ্যাট্রিক করতে ব্যর্থ হই। আমার বয়স ৪২-শুরু সেই ১৯৭৫। ...তুল হা. সে দিয়ে ১৬+ । আমাদের ব্যবধান বয়সের আরও কম—২৬ বছর মাত্র।

বিভূতিভূষণের ভাগ্য ভাল যে প্রথমা স্ত্রী মারা গেছলেন ২২ বছর আগে। ২২ বছর বিপত্নীক ছিলেন (মূলত অযৌনই হয়ত)। কল্যাণীর জন্য ২২ বছর অপেক্ষা। ১৬ বছরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোরীকে উনি যে অন্তত ২ বার ধর্ষণ করেছিলেন প্রথম রাতে এতে কোনও সন্দেহ রাখি না। নানাসূত্রে জানা যায় (নীরদ চৌধুরী[১৭২], পরিমল গোস্বামী[১৭৩] প্রমুখ) উনি খুব কামুক প্রকৃতির ছিলেনও। বস্তুত, তাহার মূর্ছিত প্রকৃতি-প্রেমও যৌনতাউত্তর স্নায়ুমূর্ছনার মতো।

৪ এপ্রিল ২০০০

—আমরা যে মেয়েদের এত ভালবাসি তার একটা মহাজন আছে। আর তার নাম Sex। আমরা তাকে সুদ দিই। সেটাই প্রেম।

—সুদটাই তো আসল। দেখলেন না, 'সঞ্চয়িতা' ডুবে গেল, আর লোকে সুদ হারাল বলে কত কান্নাকাটি করল। আসলটা আর আসবে না সে তো জানতই।

আজ ফোনে শৈবালের (মিত্র) সঙ্গে এরকম কথাবার্তা হল অনেকক্ষণ ধরে। একই সঙ্গে আমি বললাম—আমাকে একবার একটা ব্রেসিয়ার কিনতে হয়েছিল। আমি হাত গোল করে দেখিয়েছিলাম। দেখাতে আমার খুব লজ্জা হয়েছিল কারণ যার জন্য কিনব তার স্তন খুব ছোট। পুরনো প্রেমিকার সঙ্গে ৩০ বছর পরে দেখা। কথায় কথায় বলল, 'তোমার স্বাস্থ্যদুটি আমার স্ত্রীর চেয়ে বড়' আমি নাকি তাকে বলেছিলাম। বলে এখনও হাসতে লাগলো। দেখলাম তার গালে এখনও টোল পড়ে।

তারিখ নেই

যাদু আছে আর নাগরের
ডাগর ডাগর চখে
সেই কথাটি ও ললিতে
বলছি শুধু তকে

একটা চিঠি পেলাম। 'আজকাল'র প্রিয় সম্পাদক কলমে। ছাপা গেল না।

মুর্শিদাবাদের সুলতানপুর গ্রাম থেকে রাবেয়া বেগম লিখছে : আমার স্বামী গিয়াসউদ্দিন (বয়স ২৫। ৬ মাস বিয়ে হয়েছে)। স্বামীর... শক্ত হয় কিন্তু এত ক্ষুদ্র যে আমার যৌন খুদা তৃপ্ত হয় না। আমার বয়স ১৬। সে সম্পাদক মহাশয়ের পরামর্শ চায়।

গোটা চিঠিতে দেখলাম একটাই বানান ভুল। খোদাকে উর্দুতে খুদা বলে মনে পড়ায় বানান ভুলের মাহাত্ম্য টের পেলাম। পূর্ণেন্দু পত্রীর 'শালিকের ঠোঁট' বানান ভুলে হয়েগিয়েছিল 'শ্যালিকার ঠোঁট'। ওটা আমিই করে দিয়েছিলাম। কারণ গল্পটি ছিল শ্যালিকার সঙ্গে প্রেম নিয়ে।

১৭ এপ্রিল ২০০০

অর্শ আছে বলে কি (পোঁদেরও) ব্যায়াম করব?...চৌ. করে।

১৯ এপ্রিল ২০০০

জয় : গরিবের ঘরের মেয়ে সুন্দরী বলে বড়লোকের বাড়িতে বিয়েও হয়ে যায় না?...কবি হিসেবে তেমনি। Merely Pretty। তাই যে গরিব সেই গরিবই থেকে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫ এপ্রিল ২০০০

রুবি, বেঁচে আছ?

৭ বছর পরে দেখা হল। এগিয়ে যাচ্ছিল। 'রুবি'। প্রথমবার শুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। হাঁটা অব্যাহত রেখে এগিয়ে চলল। কর্পোরেশনের সামনে যখন বিয়ের পর দেখা হয়েছিল সে-রকম নয়। সেবার দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেবার সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। কী যেন করা উচিত এমন ক্ষেত্রে, ভাবতে গিয়ে একবার চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম—মাথা ফিরিয়েই দেখলাম সে আর সেখানে নেই—একমুহূর্ত আগে যেখানে দেখেছিলাম। আর একবার যেদিন ইট ছুঁড়েছিলাম ওর দিকে ছুটে পালাল। শেষ দেখার দিন। আজ দেখলাম গতি বাড়াচ্ছে না। গতি অব্যাহত রেখে হেঁটে চলেছে।

'রুবি দাঁড়াও।'

এবার দাঁড়াল এবং ফিরে তাকাল সঙ্গে হাসি যার মানে আমি হারিয়ে যাইনি। এবং তোমার জন্যে আছি।

আমি কাছে গিয়ে মাথা নেড়ে এবং বিনা অশ্রুপাতে : বরবাদ করে দিলে জীবনটা।

রুবি : আমার—আমার জীবনও শেষ হয়ে গেছে।

—কেন করলে? কী লাভ হল দু-দুটো জীবন নষ্ট করে?—ঠিক এই ভাষায় কথা হল।

ওদের বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি। তখনি গলি থেকে সরিয়ে একটা বাড়ির পোর্টিকোয় টেনে এনে—'আসছ একটু পরে?'

—'না। আজ পারছি না—'

আমি ভাবতাম রুবি কেন আসে না। সে যে মরে গেছে এটাই জানতাম না।

AMARBOI.COM

২৬ এপ্রিল ২০০০

শীতল বলছিল অটো-ক্লাবে—'আমার তো লোভে পড়ার ব্যাপারই নেই কারণ বাবা এত রেখে গেছে—'

'আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি যে লোভী তাকে' বললে আমি তাকে বলেছিলাম, 'শুধু তো নির্লোভকে পেট্রনাইজ করলে হবে না ভাই, নিজেকেও নির্লোভ হতে হবে।' Flash back-এ ব্যাপারটা এরকম। আমি যা বলিনি: ব্যাপারটা কি এত simple? আমার তো বড়লোকেদের দারিদ্র্যই বেশি চোখে পড়েছে। vis-a-vis দরিদ্রের ধর্নাঢ্যতা।

২০ মে ২০০০

সারাজীবনের অনেক মুহূর্ত। মানুষ তার একটিতেও বাঁচে না। বা তারা কেউ বাঁচিয়ে রাখে না তাকে। মানুষ বেঁচে ওঠে শুধু একটা মুহূর্তে। যখন সে বাঁচতে চায়। বেঁচে থাকা ছিল কত জরুরি তা বোঝে। আর সেটা তার মৃত্যুর মুহূর্ত।

এই কথাগুলো আজ টেলিফোনে বলছি দেখলাম জয়-কে। জয় বাগচি। অনিরুদ্ধ লাহিড়ির ভগ্নিপোত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

2005 | Note: | MARCH | THURSDAY

১৮/৩/০৫

আমাদের স্কুল ঘর একটা খুপচি।

[illegible] হয়েছে সুড়ঙ্গ ঘরই।

[illegible] সাইফ রেজুর [illegible]

ভাস্কর্য গড়াই। [illegible] ক্লাস [illegible]

[illegible] করলাম দাগ

ক্লাসের বারান্দায় দিতাম। সুই

এদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক

আছে। আমাদের [illegible]

ছোট ছিল।

আমাদের [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]।

এটি [illegible] [illegible] নিয়ে

কথা উঠেছে। [illegible]

[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] না।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কথা বলেন। কিন্তু ইংরেজি [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

হয়। [illegible] [illegible] [illegible]

হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬ জুন ২০০০

নখ কাটতেও পারি না কিছুতে—এত কুঁড়ে। আজ অবশেষে—পারলাম।

২৬ জুন ২০০০

গতকাল মুন্নি তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে গেছে। ওরা সেই অভাব সৃষ্টি করে গেছে বহু ব্যবহৃত ও পুনরুক্তিময়ভাবে, পূর্ণ হবার নয়।

On pornography & women lib

১। পর্নোগ্রাফি কামোত্তেজনার সময় যা যা হয়ে থাকে তারই বর্ণনা করে। সে সময় চাই ভাব-প্রবণতা দূরস্থান, কোনো ভাবনা-প্রবণতা থাকে না। পর্নোগ্রাফি ভাবনাবর্জিত-ভাবে তাকে বলা যেতে পারে এক মনোহীন কাণ্ডের বর্ণনা তাই এগুলো হয় ছোট ছোট। ভাষাও বাহুল্যবর্জিত হয়ে থাকে। কারণ ভাষার যত ঝামেলা যখন অনুভব, দর্শন এসব এসে ঢোকে।

২। মানুষ তো খুনের অনুপুঙ্খ বর্ণনাও দেয়।

On women lib

Absolute স্বাধীনতার কথা যদি ভাবি তাহলে স্বাধীনতা প্রয়োজনে বিসর্জন দেওয়া তার মধ্যে পড়বে। যেমন...ঠাকুরঘরে যখন নারীপুরুষ ঢোকে—স্বাধীনতা বিসর্জন দিতেই তো ঢোকে। দিয়ে নবজন্ম পায়। তেমনি শয়নকক্ষ। মুক্তি বিসর্জন দিয়ে সেই নতুন মুক্তির একটা মূল্যায়ন বরাবরই হয়েছে। হয়ত সেটা নরনারীর আরেকটা ধর্ম। প্রেমধর্ম। নরনারী এইজন্যই যৌনসঙ্গী খোঁজে। যখন খোঁজ পায় সেই তো প্রেমিক বা প্রেমিকা।

AMARBOI.COM

২৭ জুন ২০০০

ভোরে মুন্নির ইন্দোর পৌঁছনোর খবর এল।

মহম্মদ নাম যতই জপি
ততই মধুর লাগে
নামে এত মধু আছে
কে জানিত আগে
ঐ নামতে বাবুল জাগে
প্রাণের গোলাপ বাগে...

তুলনীয়

'সমুদয় নামাপেক্ষা যিশু নাম শ্রেষ্ঠ'

১৭ জুলাই ২০০০

ফোন করতে চাইছিলাম। রাত পৌনে বারোটা। রিনা ফোন কেড়ে নিল। বলতাম : আনন্দবাজার এসট্যাব্লিশমেণ্ট নয়। এসট্যাবলিশমেণ্ট লণ্ডন টাইমস নয়। ডিলান টমাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু যত এগিয়ে আসছে আগাগোড়া সুনীলকে মনে পড়ছে। ওকেই নম্বর দিয়েছি সবচেয়ে বেশি। হিসেবে এবং বেহিসেবে। ওর যত বেহিসেব সব হিসেব নিয়ে। যে কতটা যাব? আমি একটাকা খরচ করি যখন অনেকে ভাবে আরে ১৬ আনাই খরচ করে দিল—অনেক মদ খেয়ে AAEI-তে সুনীল একদিন বলেছিল—'আমি জানি তখনো আমার ১ আনা আছে। তাই ১টাকা খরচ। ১ টাকা থাকলে আমি ১২ আনা খরচ করি।'

আমার মৃত ভাই চিত্তরঞ্জন যেভাবে সময় খরচ করত। কোনও দিন ১০ ঘণ্টার জায়গায় ৮ ঘণ্টা পড়া হয়ে গেলে নোটবুকে লেখা দেখেছি—'গতকাল ২ ঘণ্টা কম পড়েছি। আগামিকাল ১২ ঘণ্টা পড়তে হবে।' এমনকি জ্বরজারি হলেও হিসেব রাখত এবং ধীরে সেটা পুষিয়ে নিত। আমি একদিন ২ ঘন্টা পড়লে পরদিন ৪ ঘন্টা না পড়ে তার শোধ নিয়েছি।

২০ আগস্ট ২০০০

গতকাল উপন্যাসমূলক আত্মজীবনী 'যখন সবাই ছিল গর্ভবতী' জমা দিয়েছি। অসম্ভব পরিশ্রম। আহা, যেন বৃদ্ধ কুলি হাওড়া স্টেশনের। মুখে ফেনা। মাত্র ১২০০০ টাকার জন্য এত পরিশ্রম?

১৭ অক্টোবর ২০০০

'সন্ধ্যামণির ছায়া নদীপারে' গানটি মনে এলো। যুগযুগান্ত পেরিয়ে। ৪০ দশকের গান:

সন্ধ্যামণির ছায়া নদীপারে
বেণুরবে তুমি ডাকো কারে...

তৃতীয় তুকে ছিল। খুব উঁচু পর্দায়—

সুরবালিকা ওগো আলোকপরি
কোন সুদূরে আজি ভাসালে তরী

সুর ভোলার নয়। ভুলিওনি। ঐ চারলাইন তবু গাইলাম না।

শীতলকে একটা ছবি—পোস্টকার্ড পাঠাই মহীশূর থেকে। আজ পেয়ে ফোন করেছিল। বলল, হাতের লেখা পড়তে পারছে না। আজকাল নিজের হাতের লেখা নিজেই পড়তে পারি না।

সুনীল ওকে বলেছে আমি ধোপার হিসেবও যত্ন করে লিখি। হাতের লেখা খারাপ হতে দিই না। তাই আমার হাতের লেখা ভাল আছে। দেখিতো আমিও চেষ্টা করে—

২৫ সেপ্টেম্বর বেরিয়ে ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর ও কোচিন হয়ে ১৩ অক্টোবর বাড়ি ফিরেছি।

২৭ অক্টোবর ২০০০

সকালে টুথব্রাশ দেখিয়ে রিনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটাকি আমার ব্রাশ? বলল, জানি না। বলছে (মনে হল): হতেও পারে। দাঁত ও জিভ মার্জনার পর ধোয়া ব্রাশ দেখে রিনাই চিনল। এটা একটা প্লাসটিকের ঠোঙায় মোড়া ছিল। আলাদা করে। সেটা দেখেও মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল না আমার। জানতে চাইল যে ওটা আমার ব্রাশ নয়? না, মনে হয়নি। একেবারেই মনে হয়নি। তবে সন্দেহ এখনও হয়। নইলে আর জানতে চাইব কেন?

২৫ অক্টোবর খুব ঘটা করে জীবনের প্রথম জন্মদিন হল। কাগজে ছবি দিয়ে বের হল খবর। শ্যাম্পেন খোলা হল। মোটেই ভাল লাগছিল না। বুঝতে পারছিলাম, আমার মৃত্যুদিন শুরু হল ৬৮-তে (সম্ভবত ৬৯-এ) পড়ে। জন্মদিনে দেওয়া তোড়ায় মৃত্যুগন্ধ এবং উপহার পাওয়া ঘড়ি ও পার্কার পেন এল বন্ধুর বেশ পরা আগুনের হাত থেকে।

যে আগুনটা পোড়াবে।

১৭ নভেম্বর ২০০০

প্রফেসর এবং হোমিও ডাক্তারদের মিল কোথায়। জ্ঞান ও অসুখের সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক নেই। যথাক্রমে।

২৩ নভেম্বর ২০০০

চিৎকার করে জানাচ্ছে জয়দেব বাজারের মোড়ে :

ধনে পাতা

আধুনিকতা

১৫ ডিসেম্বর ২০০০

CHRONICLE OF A LOVE STORY

BIO-DATA : RUBY

Born 1958, 14 Aug.

Age now : 42+

17 years old at first meeting on 17th sept. 1975—বিশ্বকর্মা-Day। সে বছরই সপ্তমী পুজোর দিন : ঠোঁট এত লাল হয়? এত ফুলে যায়? (আগে কেউ চুমু খেয়েছে কিনা জানতে চাইলে) উত্তরে বলে : এই প্রথম। তাই এমন। বেহালায়। বাড়িতে।

First love-making will be weak.

17.9.1975—হর্টিকালচার to কলেজ স্ট্রিট।

ফোন করলাম। 'কৃত্তিবাস'-এ[১৭৪] এল। সেখানে চা খেয়ে 'বারবধূ'[১৭৫] দেখতে গেলাম। প্রথম সিনেমা : এক আধুরি কাহানি[১৭৬]। ২ টাকা ৫০ পঃ -এর টিকিট।

মহালয়ার দিন 'দক্ষিণীবার্তা'-র উৎসবে রবীন্দ্রভারতীতে। সপ্তমীর দিন বাড়িতে এল। ('ঠোঁট এত ফোলে') অষ্টমীর দিন perfume কিনে দিলাম। দশমী—প্রথমে তন্ময় তারপর সুনীলের বাড়ি।

কয়েকদিন পরে বেহালায়—Heavy petting without act of Love.

16.3.82—She joins service writers at 23½ years of age. Joins Entry Tax 18.6.85.

June 1987 ওর অফিসে যাই আমেরিকা থেকে ফিরে। Joins Commercial

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Tax Dec. 1987.

1975-1982

'তোমাকে ভালবাসতাম একমনে।' ঐ সময় পড়তাম না। কলেজ যেতাম না। B.Sc. ফিজিক্স অনার্স ১৯৭৮। হা. সে. ১৯৭৪।

চাকরি পাবার পর প্রথম দোমনা হলাম 'মানে চাকরিও মন দিয়ে করতাম।'

২০০১

২৯ জানুয়ারি ২০০১

বছর শুরু করতে ২৯ দিন লেগে গেল। মুন্নি এসেছিল। দিন ১০/১২ থেকে চলে গেল।

১০ জানুয়ারি ২০০১

জানা গেল মদ্যপায়ীদের শ্রেণি—

১। খান

২। খান্না

৩। সাধুখান (Bad Conscience)

৪। খান-কি (Whore)

খানবাহাদুর হলেন তাঁরাই যারা পরের পয়সায় মদ্যপানের গোল্ডেন জুবিলি করতে পেরেছে। যেমন সা. ঘো.।

AMARBOI.COM

২ এপ্রিল ২০০১

'হাতের হাড়ের মত শাদা'—জীবনানন্দ : একটি সদ্য-প্রকাশিত (অপ্রকাশিত) কবিতায়। উপমা!

কোনও নারীর মুখের হাতের হাড়ের শাদা যেন পায়ের হাড়ের থেকে আলাদা শাদা! এভাবেই কবিতা। যখন মূলগত সিদ্ধান্তগুলোতেও সন্দেহের ছায়া ফেলে—প্রশ্ন তুলে ধরে। ভাবায়; যে তাই তো! পা আর হাতের হাড়ের রঙ একই রকম, হ্যাঁ। তবে, তাইতো। যেমন নাকি, 'To be' এটাই সত্যি। মানুষের জন্য। একরকম অনস্বীকার্য ছিল ততদিন—যতদিন না কবিতায় প্রশ্ন উঠল OR NOT TO BE? অম্নি তা Questionable হয়ে গেল। ঐ To be । এসব দার্শনিকতা হলে এদের ছুঁয়ে দেখতে আগ্রহ হয়। এখানে বাস্তবতা আছে। জীবনানন্দ সেই বাস্তব ছুঁয়ে ছিলেন। কিন্তু তা তো ব্রেইল পদ্ধতিতেই জানা যায়। অন্ধ হবার আগে দেখা যায় না।

তারিখ নেই

F. M.-Each Tuesday 10 P. M.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোরের রাগ

ভৈরব—ধ্যানস্থ শিব

যোগিয়া—যোগী নয়। দেশোয়ালি ভাব আছে। একটু ফোক আছে। উদা: 'পিয়া কি মিলন কি আশ' (vocal– করিম খাঁ)। যোগিয়ায় ঠুংরি হয়। ভৈরবে খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার। কিরানা ঘরানা—হীরাবাই, তেহেব বুয়া, রোশেনারা, সোয়াই গন্ধর্ব, গঙ্গুবাই, সরস্বতীবাই, ভীমসেন যোশি।

ভৈরব = ভেঁরো

'পিয়া কি মিলন কি আশ'

(ভীমসেন যোশি)

অনেক স্লো। যেন আলাপ করছেন ঠুংরিতে—এভাবে আরম্ভ। মোটেই খারাপ নয়। করিম খাঁর পর দরকার ছিল। কোথাও কোথাও Better।

'সাজিয়াছ যোগী'

—নজরুল

ধীরেন মিত্র—so so। অঞ্জলি মুখার্জি—Better

উদাসীনতাই বড়

ভোরের আলো ফুটে যাকো

আশাবরী

উদাসীন নয়। অনেক মানবিক। হৃদয় বিদারক। আশাবরী—গঙ্গুবাই। মনে হয় ত্রিতালে।

যে কোনও ঔপন্যাসিক গদ্যলেখক কত ব্যর্থ তা গঙ্গুবাই-এর এক খেয়াল শুনলে, যে কোনও কবি কতব্যর্থ তা ভীমসেন যোশির যোগিয়া শুনলে বোঝা যায়।

(ত্রিতাল-১৬মাত্রা)

আশাবরী

দ্রুত ত্রিতাল আছে ভীমসেন যোশির।

'ম্যায় তো তুমহারো

জনম জনম কে দাস'

বিনায়ক রাও পটবর্ধন, পালুসকার, ভীমসেন যোশি।

'যো ভজে হরি কো সদা

ওহি পরমপদ পায়-এ গা'

(ভৈরবী)

রবীন্দ্রসঙ্গীত

'ও যে মানে না মানা'—কৃষ্ণভামিনী (১৯১০?)। একই গান—ভীষণ লয়কারী তারানা—কণিকার বিস্তর এসব আছে। যেমন রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ে ছিল—তার চেয়ে ঢের বেশি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নেই। ভৈরবী পাওয়া যায়। দাদরা খেয়াল পাই। রবীন্দ্রসঙ্গীত পাই না। একই গান কণিকা ও অশোকতরু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫ মার্চ ২০০১

আজ দুপুরে ঘণ্টা খানেকের অতলান্ত ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন :

চিত্তকে বিদেশ থেকে ফিরেই (তখনও অবিবাহিত) স্বচ্ছলের কার্পণ্যহেতু আর. জি. কর হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসে আমি ওর কথা ভুলে যাই। ইতিমধ্যে অপারেশন হয়ে গেছে—দেড়মাস পরে বাড়ি ফিরেছে হাতে একটা এদেশি চামড়ার সুটকেস—তোবড়ানো ও অপরিস্কার (বিদেশ থেকে যারা আসে প্রথমেই চোখে পড়ে বিশাল সুটকেস)।

আমি হঠাৎ ওকে দেখে চমকে উঠি—বুক আমার হিম হয়ে যায়—আরে, ওযে হাসপাতালে ছিল ভুলেই গিয়েছিলাম।

শয়তান (সেজদা) কিন্তু ঠিকই যোগাযোগ রেখে গিয়ে আমি যে ঝুটা তা প্রতিপন্ন করে গেছে। চিত্ত কিছু বলার আগেই আমি বললাম—আমি তো ছিলামই না, পুজোয় বাইরে গিয়েছিলাম—দিন পনেরো ছিলাম বাইরে—১৫ দিন নাকি কুড়ি দিন? বলে আমি রিনার দিকে তাকাই— আমাকে বাঁচাতে রিনা বিড়বিড়িয়ে কিছু বল্লেও মৃত মেজদি বলে ওঠে (স্বপ্নেও মৃত) না-না ১০ দিন। শয়তান বলে—দিন সাতেক। আমার কিছুতেই মনে পড়ে না ঠিক ক'দিন। তবে ১৫ দিন মিথ্যা এটা বলি। ২৩ দিন তো নয়ই।

'যাব। সেরে তো গেছিস।'

'কোথায়।' চিত্ত আমাকে avoid করে সেজদাকে বলল, 'আবার তো ঐ সব পরীক্ষা করতে বলল ডা. মুখার্জি।' অর্থাৎ আবার ভর্তি হতে হতে পারে। বিদেশে ওর চাকরিতে ফিরে যাওয়ার কী হবে তাহলে—এই ভাবনা ওর মুখে ফুটে নেই দেখলাম। বাঁচা যাবে কিনা—এটাই প্রশ্ন।

ঘুম ভাঙার পরেও আমার বুক হিম হয়ে রইল আমার বিশ্বাসঘাতকতার পাপে। কত ভালবাসত চিত্ত আমাকে। আমি তার ছেলেকে ফেলে চলে এলাম! হায়! এ পাপের শাস্তিও নেই। শাস্তি জানা নেই। এমন পাপ আগে কেউ করেনি। পাপ এ নয় যে চলে এসেছি। পাপ এই যে ওদের কথা একদিনও গভীরভাবে ভাবিনি। এত ব্যথাতুরভাবে মনে পড়াল চিত্ত!

তারিখ নেই

আজকাল বড়জোর মাসটা জানি। যেমন এটা এপ্রিল। ২০ পেরিয়েছে। প্রতিদিন মনে হয় রবিবার। আজ ভোরের স্বপ্ন। একটা ছোট্ট পাথরকে ঘিরে সমুদ্রজল। জল থেকে কেউ একটা মুখ বাড়ায়। আর রিনা তার মুখে একটু খাবার গুঁজে দেয়। আমি ভেবেছিলাম, ভোঁদড়। ক্রমে দেখলাম সেটা শিকার ধরতে পারে না এমন এক বুড়ো সাপ। আমি বারণ করি। খাবার দিও না। ওটা সাপ। 'যাঃ-যাঃ।' বলে রিনা উড়িয়ে দেয়। ও রোজই খাওয়ায়। একদিন দেখি সাপটা অনেক বেশি নড়াচড়া করছে। বুঝি বেঁচে উঠছে। একদিন দেখা গেল জলের তলা দিয়েও আমরা হেঁটে যেতে পারি—কোঁচকানো স্বচ্ছ কাচের মত মাথার উপর দিকটা—সাপটা সেখানে ফণা তুলছে। তারপর একদিন সাপটা জল থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে তীরে ঝাউবনের দিকে চলে গেল।

দাঁতটাত মেজে গল্পটা বলি রিনাকে। চিরকালের সিনিক। শুনে বলল, ঐ যে শীতল বলে, এসব লিখিস না কেন। লিখে রাখ। আমি বললাম—কেন স্বপ্ন কি সত্যি নয়?

তারিখ নেই

ভাওয়াইয়া

১। ওরে ও ভাটিয়াল গাঙ্গের নাইয়া

২। মাঝি বাইয়া যাও রে,
অকূল দরিয়ার মাঝে
তমার ভাঙা নাও
বাইয়া যাও রে—

৫ জুন ২০০১

সকালের প্রথম সংলাপ :

—চায়ের জল কি বসাব?

দাঁত মাজতে মাজতে:

—যে কথার উত্তর কাল দিয়েছি তা আজ দিই না।
যে কথার উত্তর পরশু দিয়েছি, তা কাল দিইনি।

৬ জুন ২০০১

আজ সকালের যত কাক সব দত্তদের বাড়ির ছাদের আলসে জুড়ে।

২৯ জুন ২০০১

আমাদের ফ্ল্যাটে কেউ আসে না আর, এটা ঠিক নয়। টেলিফোন আসে।

একদিন ছিল যখন চিঠি আসত। অন্তত এসেছে কি না দেখতেই লেটার বক্স খুলতাম। উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের মি: রায় পাশ দিয়ে যেতে যেতে ফ্যাঁসা গলায় জানতে চাইতেন: টেলিফোন বিল এলো? ওর গলায় ততদিনে ক্যানসার জানেন না! 'গলাটা ভেঙে গেল কেন?'—এই ছিল আর একটা জিজ্ঞাসা। শেষ জ্ঞাতব্য ছিল—

সারে না কেন?
সারছে না কেন?

আমারও প্রথম সিম্পটম দেখা দিয়েছে। আসে শুধু বিল। ইলেকট্রিক, টেলিফোন...এরা। চিঠি আর আসে না। আমাদের বাড়িতে কেউ আসে না আর। শুধু টেলিফোন আসে।

২ জুলাই ২০০১ (রাত ১২টা)

হেডিং: এখন আকাশ

সারাদিন TV দেখা নিয়ে রিনা গজগজ করছে। লিখছি আর কতটুকু! তার জিজ্ঞাসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু তো TV-ই দেখছি। আমি : আরে, লিখতে লিখতে লেখকরা আকাশের দিকে তাকায় না। তাকিয়ে থাকে না। মানে আগে থাকত। হয়ত একটা চিল এসে পড়ল আকাশে। এখন আকাশ-টাকাশ যা দেখার TV-তেই দেখে নেয়। আকাশ না দেখে TV দেখে। ওটাই বাইরে তাকানো।

এখন রাত ১২টায় গজগজানির বিষয়: আমার মাথাটা গোবরে ভরে গেছে। আমার দ্বারা আর লেখা হবে না। আমি : গোবর নয়, গু। আমার মাথাটাকে কমোড ভেবে মলত্যাগ করে গেছ তুমি।

(মন্তব্য: মাথার খোলটা কমোডরই মতন। বিশেষ যে-কোনো সফল মানুষের মাথা গুয়ে ভর্তি করে যায় তার উচ্চাশা। ও অহংকার। শেষ জীবনে মৃত্যু এসে সেই গু সাফ করে গেলে দেখা যায় কমোডে লেখা ছিল তারই নাম। কমোড ছিল তারই মাথা, আর সে সেখানেই...সারা জীবন...)

৩ জুলাই ২০০১

A POEM

সবসময় পিছনে টিকটিক করো কেন
এখন ঘড়ির টিকটিক শোনার সময় নয়
এখন ঘড়িতে শুধু ঘণ্টা বাজবে।

৬ জুলাই ২০০১

সত্যজিৎ রায় আর সন্দীপ রায়ে''' তফাত কী? সত্যজিৎ রায় বোর্ড। বোর্ডে প্লাগ পুঁতে দিলে যেমন টিউব লাইট জ্বলে---সেরকম।

অধিকাংশ স্ত্রী একেবারেই মেথরানি। শুধু টয়লেট পরিস্কার করে। বাকি বাড়িটার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। বাকি স্বামীর সঙ্গে।

৯ জুলাই ২০০১

কিটকিট কিটকিট করে অত হাজারবার বাজবার জন্যে আমি আসিনি। (বাজবার জন্য আমি নয়)। আমি ঘণ্টা। আমি কমবার বাজব।

১৩ জুলাই ২০০১

লিখতে বসি। পুজোর উপন্যাস। আজকাল লেখা হয় না। লেখা বসে বসেই হয় বইকি। কিন্তু লিখতে বসলেই লেখা হয় না। জোর করে যা হয়, অভ্যাসে যা হয়—সেগুলো লেখা নয়। লেখা যখন হয় তখন মাথার মধ্যে ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ে। তখন চেষ্টা করতে হয় না।

Rain-maker বলে কিছু হয় কি Really? তেমনি লেখক হয় না।

১৪ জুলাই ২০০১

এবারের লেখা হচ্ছে না। রিনা ভাবছে কেউ না ডিসটার্ব করে। প্রতিবেশী 'দুষ্টুবুদ্ধি'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছিল। রিনা ইশারায় তাড়াতে বলছে। সে আসতেই কিন্তু মাথাটা সাফ হল। মাথা যখন মলে ভর্তি ট্যাঙ্কি সাফ তো সুইপারই করবে। সেই-ই ভগবান। আমি রিনাকে বললাম ভাবো যখন লিখছি আমার চোখে ঠুলি আর কাঁধে ঘানির জোয়াল! না। 'যখন লিখি তখন আমি হরিণ—লাফে লাফে পেরুই— চোখে ঠুলি থাকে না।'

এইসব কথা উচ্চারণ করে বধির কর্ণে ঢেলে যাই।

৬ অক্টোবর ২০০১

'মাথা ঘোরা' কী জিনিস ৬৮ বছরে জানিনি। এতদিনে জানলাম। আসলে হবে শরীর টলমল করা। টলে যাওয়া। পা বশে না থাকা। In spite of oneself। যাইহোক টানা আড়াই মাস ডেস্কের ওপর (বিছানায়) ঘাড় ঝুঁকিয়ে লিখতে গিয়ে ঐসব হয়েছিল। এখন সেরে গেছে। এই মুহূর্তে Penis-এ Fungus জাতীয় কিছু। পেটে ডানদিকে শেষ পাঁজরের দিকে ব্যথা এবং অনেকদিনের (লাংস বড় হওয়ার দরুন) হাঁপানি। শেষেরটি অনেকদিনের ভাড়াটে। চেনা। বাকি দুটি আগন্তুক। এদের ভাবসাব এখনও ভদ্র।

আজ সকালে হু-হু করে মাথায় যা ঢুকল তাহল প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা বলতে কী?

১। তোমার জন্যে তোমার বাবা কিছু করে গিয়েছিল। তুমি তোমার ছেলের জন্যে কিছু করে যাও।

২। তুমি এমনভাবে চলো যাতে ফ্ল্যাট কিনতে পারা স্ত্রীকে গয়না কিনে দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা পেতে পারো।

৩। TV-তে এসে, 'দেশে' ছোটগল্প লিখে নাম করতে পারো।

৪। যা উপার্জন করবে সব নিজের জন্যে আর পরিবারের জন্যে। তোমার উপার্জিত অর্থের সামাজিক ভূমিকা থাকবে শুধু কালিপুজোর হাত-মোচড়ানো চাঁদা দিয়ে (সহাস্যে) স্থানীয় সন্ত্রাসবাদীদের তোষণ ইত্যাদি করায়।

AMARBOI.COM

১৪ জুলাই ২০০১

কাল শ্যামলকে (সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়) দেখতে গিয়েছিলাম। সিঁথির নার্সিংহোমে। লোকে বলল চিনতে পারছে। আমি টের পেলাম, পারছে এবং পেরেছে।

Beginning of the very end—সুনীলকে ফোন করে আজ বললাম। সুনীল দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে এসেছে। সব শুনে বলল, আমি আর বিদেশে যাব না ঠিক করেছি। একা একা ঘুরতে ভয় করে। আমি বললাম, আমরা তো জানতাম এটা ফার্স্ট ইনিংস। তুমি পুজোর উপন্যাস লিখতে এসেছো। আবার যাবে। সুনীল বলল, না আর যাব না আমি। ইনিংস ডিক্লেয়ার করলাম। 'যাক, ধারাভাষ্য তো চলবে। লেখালিখি?'—বলতে গিয়ে বললাম না। ভুল বোঝাবুঝি যথেষ্ট হয়েছে।

১৯ জুলাই ২০০১

ক্যালেন্ডার দেখি না। ১৯ই যে এমন নয়। এবং মাসের অর্ধাংশ পেরিয়েছে।

আজ টিভিতে সুমন চট্টোপাধ্যায়[১৭৮] বলল, 'আমি ক্যাপিটালিজমে বিশ্বাস করি।' কত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকই তো শুনছিল স্টুডিয়োয়। প্রশ্নাদি করছিল। আচ্ছা কেউ যদি প্রশ্ন করত : আপনার বাবু ক্যাপিটালিজমে বিশ্বাস করেন এবং বলেও থাকেন। কিন্তু নোকর হয়ে আপনি বাবুতে বিশ্বাস করতে গেলেন কেন? আপনার পক্ষে তো 'বাবুতে বিশ্বাস করি' বললেই যথেষ্ট হয়। এতে তো বাবুর অপমান। এতো টুনটুনির সেই 'রাজার ঘরে যে ধন আছে আমার ঘরে সে ধন আছে।'

২৩ জুলাই ২০০১

তারিখ কিন্তু আন্দাজে লিখি। তবে ২০ পেরিয়েছে। তারিখ আর দেখি না। একটা তারিখঅলা রিস্টওয়াচ আছে। তাতে তারিখ আর ডেট সময় মেলাতে জানি না। কারণ জানার ইচ্ছে নেই ঐসব। তাই তারিখ মেলে তো সময় মেলে না। এবং উল্টো।

কাল দুটো জোক শুনলাম। মনে থাকে না। তাই লিখে রাখি। যদি কোনও তালে কোনখানে ছাড়তে পারি। বিশেষত মদ্যপানের আসরে এগুলি অব্যর্থ। যেমন এক বদ্যি (দাশগুপ্ত) চাকরিদাতা। ইন্টারভিউ যারা দিল তাদের মধ্যে একজন বদ্যি নেই। তাই একজন বৈদ্যনাথ (চক্রবর্তী) কে কাজটা দিল।

বারেন্দ্র

এক পারে বারেন্দ্র (লাহিড়ি) চলেছে। রাস্তায় একটা গর্তে ছেলের পা মচকে ে । সে তাড়াতাড়ি পিছনে মামাকে সাবধান করতে যায়—'বাবা গর্তো'। মামা মুখ চেপে ধরে। কেননা পিছনের লোকরা তাহলে জেনে যাবে এবং সাবধান হয়ে যাবে।

মামা এসে ভগিনীপতিকে এ বিষয়ে কমপ্লেন করলে সে বলে 'আমার এইজন্যে বরাবর সন্দেহ ছিল ও আমারই ছেলে কিনা।'

হোটেলে গিয়ে মেনু দেখে জিজ্ঞাসা—কী ব্যাপার এখানে মেয়েছেলে নেই?—হ্যাঁ সার, পাওয়া যায়।—তা মেনুতে নেই কেন?

তারিখ নেই

Men are always hungry alright but they can eat very little.
—মেরিলিন মনরো[১১৯]

২৮ ডিসেম্বর ২০০১

তাপসের (ভাগিনেয়) সারা শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়েছে। দেখতে গিয়েছিলাম। ভাইপো আমার উদ্দেশে বলল 'ন-কাকা বেশ চালিয়ে গেল। অসুখ-বিসুখ কিছুই হল না।' এটা সে বলল ভাগ্নিজামাই আশিস চক্রবর্তীর ছেলেরও অসুখ শুনে। আশিস PHE-র সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার। শ্যামলকে কাজ দেয়। শ্যামল লাখ টাকা করেছে। ওর কল্যাণে। আশিস বলল 'দেখবে রিক্সা-পুলারদের অসুখ করে না।' ঠিক যে আমার কথা ভেবে বলল তা মনে করি না, অতটা সাহস নেই। শ্যামল বলল, 'ঠিক আছে আমিও তাহলে রিক্সা টানব।' হেঃ-হেঃ-হেঃ।

উত্তরটা কেন মনে এল আজ! আর তাই লিখছি। বলা তো হয়নি। মনে তো আসেনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন। আমি তাই এখন শ্যামলকে বলছি মনে মনে : 'সে তো শ্যু-সাইন-বয়দেরও অসুখ করে না।' শুনে শ্যামল কিছু একটা কথা বললে—'যদি একটা জুতো পরিস্কার করে ২০০০ টাকা পাওয়া যেত—তুই কি কনট্রাকটরি ছেড়ে এই করতিস না? কারণ তোর কাজ তো একটা—টাকা রোজগার করা।' বস্তুত ও তো তাই করছে। ইঞ্জিনিয়ারদের পোঁদে পথ-কুকুরের মত নাক রেখে চলেছে। এসব বলিনি কোনও কিছুর ভয়ে নয় কিন্তু। হায়, তখন মনে আসেনি বলে।

তারিখ নেই

তোমার[১৮০] 'পালাবার পথ নেই' উপন্যাসটি উত্তর-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নিজের জায়গা করে নেবে। আজ থেকে ৫০ বছর বয়সে সে যুবতী হবে। 'বোনের সঙ্গে অমরলোকে' যাবে 'মেক-আপ-বাক্স'র মত গল্পও। তোমার বই তিনটি শঙ্খ ঘোষকে[১৮১] পড়তে দেব ঠিক করেছি।

আমি তোমাকে আর কখনও চিঠি লিখতে পারব বলে মনে হয় না। কিন্তু কেন জানি না মনে হয় তোমার সঙ্গে আমার আর একবার দেখা হবে। যখন আমি হীরাবন্দরে নিয়ে গিয়ে।

আমি আবার বলছি—এই আমি প্রেস ক্লাবের অন্ধকার মাঠে আগেই দেখেছিলাম। আমার কেন্দ্রীয় অন্ধত্ব আমাকে কম্পাস। তাই সেদিন প্রেস ক্লাবে আমাদের সামনে ছিল এক অন্ধকার অরণ্যানি। যা ছিল চলমান। কারণ তার মধ্যে মাঝে মাঝে দেখছিলাম তোমার কাজল পরা শ্বাপদ চক্ষু। তুমি সুন্দরবনের বনবিবির চোখ দেখেছ নিশ্চয়ই এবং তাও চোখদুটি নগ্ন নয়—কারণ তারাও নিবিড়ভাবে কজ্জল-পরিহিতা। বিজনকে মায়ার গালের ক্ষতস্থান দেখানো মনে পড়ছে।

কিংবা প্রেমই বা কেন, ছিঃ প্রেম কত কম এর কাছে। এ হল তাকে খুঁজে পাওয়া। এতকাল ঢেকে রাখা ক্ষতস্থান দেখানো যায়। আর বলাবাহুল্য যাকে দেখানো সে প্রেমিক তো নয়ই, ডাক্তারও নয়—অযোগ্য আশা করে নয়। অর্থাৎ আমরা একজাতের। তুমিও যে আমিও সে। দুজনেই ক্ষত-গ্রস্ত। তোমার বুক ফাটা... এদিক থেকে তুমি এগিয়ে আর তাই তো হবার কথা কারণ আমি কতটা দৌড়েছি দেখে নিয়ে তুমি ব্যাটন নিচ্ছ আমার হাত থেকে যেভাবে রিলে-রেসে—। অনেক বছর পরেও দেখবে রুবি তার ক্ষত দেখাচ্ছে আমাকে। যেজন্যে আমি কখনও প্রেমপত্র লিখিনি। কারণ প্রেম হল ক্ষতস্থানটা দেখানো, একেবারে তাই। ব্যান্ডেজে ঢাকা থাকে যতক্ষণ, ততক্ষণ খোলা। তখন কথা। তারপর আর কথা নেই। তোমার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন আমার আর ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজে বাঁধা নেই। তাই কথা নেই। তাই চিঠি নেই। তোমার ক্ষতচিহ্নটি আমি বইপড়ার আগেই দেখতে পেয়েছি। তাই তোমার বই পড়ে শোনাবার পথ নেই। আমি শিউরে উঠেছি। আমার 'ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী' গল্প যদি পড়ে থাকো তাহলে সবসময়ে চুলে ঢাকা ডান গাল তুলে শেষ দৃশ্যে...

তোমাকে চিঠি দিইনি এতদিন তার কারণ চিঠি আমি লিখি না। বা, কথা বলার, তার ক্ষেত্রে কোনও কারণ কখনও ঘটেনিতো। অবশ্য এও ঠিক যে তোমার ঠিকানাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না। গুপ্ত একদিন ফোন করল (ওর নম্বর জানি না)। বললাম তোমাকে চিঠি দেব। নম্বর, বলল, কালই দিচ্ছি। মহাকাল মিন করে থাকবে। তারপর সাড়া নেই। এরকম লোক সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। ভুলো হলে আলাদা। যেমন আমি। স্মৃতির তুলনায় বিস্মৃতি দিয়ে অনেক বেশি গড়া। শ্রেষ্ঠ থাকা হল ভুলে থাকা। যেমন হোটেলে থাকা। শুধু তখনই বোঝা যায় কতটুকু লাগে, বেঁচে থাকতে । একসময় মনে হয়, স্মৃতি যেন পোষাক। শুধু নগ্নতাকে ঢাকার জন্য। মৌনকে ঢাকার জন্যে যেমন ভাষা। উঃ, সে যে কী ক্লান্তিকর। নগ্নতা থেকে পোষাকের দিকে ঝুঁকে পড়া। একটা একটা করে পরা। প্রেস ক্লাবের আধো-অন্ধকারে তোমার চোখদুটিতে কাজল ছাড়া আর কোনও পোষাক আমি লক্ষ করিনি। কালো-কাজল চোখ ছাড়া আর যা লক্ষ করেছিলাম তা হল রুপোর ঘণ্টার মতো তোমার কণ্ঠস্বর।

আমি প্রেমপত্র লিখিনি কখনও। কারণ প্রেম করার জিনিস। নন-কনটেমপ্লেটিভ, নন-থিওরিটিক্যাল একটা ব্যাপার। লেখালিখির বিষয় নয়।

তোমাকে চিঠি না লেখার কারণ আর কিছু না, একটা ওষুধ খাবার প্রতিক্রিয়ায় হাত কাঁপে, অথচ ওষুধটা খেতেই হয় কারণ আমার এমফাইসিমা আছে। যদিও অজুহাত যদি বলো, সে অনেক। যেমন ঠিকানা ছিল না। অচিন্ত্য দেবে বলেও দেয়নি। শেষ পর্যন্ত তুমি চিঠি দিয়ে ফোন করে...সে সুযোগও দিলে না। আর সেও বহুদিন হলো।

যদি এ চিঠি শেষ পর্যন্ত নাও লেখা হয়, না পাঠানো হয়—তবু এটা সত্যি যে তোমাকে চিঠি দেব বলে অনেকদিন আমি একটা খাম কিনে রেখেছি। আর তাতে তোমার ঠিকানা লেখা আছে। সেও অনেকদিন হলো। শুনে বিশ্বাস করবে না জানি, আমি প্রেমপত্র লেখা দূরস্থান, কখনও কোনও মেয়েকে চিঠি লিখিনি।

AMARBOI.COM

১০ সেপ্টেম্বর ২০০১

'ডাবলবেডে একা' উপন্যাসের প্রথম কিস্তি—

Page–1 to 24+24A, 25 to 40+40A, 41 +47A, 48 to 49– দেওয়া হলো।

Chap 8 পর্যন্ত দেওয়া হল।

Chap 9 থেকে P 50 থেকে পরের কিস্তি।

'আজকের দিন' বলে নতুন বিভাগে পুরনো দিনের ঘটনা বলা হচ্ছে।

মনে হয়, মৃতদের নিয়ে ভাবার কিছু নেই। বরং আজকের যারা জীবিত তাদের কাজকর্ম নিয়ে ছাপলে লোকে পড়ে দেখত। যেমন আজ কাদের জন্মদিন যারা বেঁচে আছে—এটা তো থাকাই দরকার।

বলতে চাই মৃতদের নিয়ে কেউ উৎসাহিত নয়, এক যদি তারা কিছু গান রেখে যায়—রিমেক হতে পারে। নৃত্য রেখে গেলে নেচে দেওয়া যায়।

২৭ আগস্ট ২০০১

উপন্যাস এখনও এক চ্যাপ্টার বাকি। এবার ভালো হল না। নানান দুশ্চিন্তা। হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলীক ভয়। কিন্তু দুশ্চিন্তা অলীক নয় রক্তমাংসের নাছোড় জিনিস।

কাল বলছিলাম, একজনকে, সাহিত্যে আমার তো ধোপা-নাপিত বন্ধ—তুমি জানো না।

...বাজার (ধোপা)।...পাবলিশিং (নাপিত)।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১

আজ মহালয়া।

আজ উপন্যাস দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি জমা পড়বে। যদিও পুজো এখনও ১৫ দিন দেরি—এবার পুজো ২ অক্টোবর। তাহলেও এত দেরি কখনও হয়নি। এত সময় লাগেনি লিখতে। আড়াইমাস ধরে টানা। প্রায় রোজই লিখতে বসা।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১

সফল হয় সে-ই যে উত্তরমালা দেখে নিয়েই অঙ্ক কষতে বসেছে—উত্তরটা '০' জেনেও। প্রশ্ন করেনি, তাহলে কেন করব?

অনেকদিন ধরে কথাগুলো একটা ছেঁড়া কাগজে লেখা ছিল। ফেলিনি। ভাবতাম বোধহয় দামি কথাগুলো। আজ টুকে রেখে কাগজটা ফেলে দিলাম।

আসলে তা কিন্তু নয়। কী উত্তর জানা থাকে তা নয়। জানা থাকে না, এও না। উত্তরমালা থাকে না। জীবন কাটিয়ে যেতে হয়। অঙ্ক কষে যেতে হয়।

তারিখ নেই

সুর : 'কাদের কুলের বৌ গো তুমি

এবার পুজোয় আসবে যখন
সাবান এনো শ্যাম
শাড়ি এনো শ্যাম
কাজল এনো শ্যাম
এনো ছাঁচি পান

২০০২

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২

এমন জুতো থাকতে পারে যা পালিশ করলে ১ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু জুতো হচ্ছে জুতো। আর তা পালিশ করলেই সু-শাইন বয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

রেডিওয়—বেলা বারটখ—এইরকমই উচ্চারণ করল—তার সিম্ফনি—এক জায়গায় বিভিন্ন যন্ত্রের সুরারোপ বিষয়ে কমেন্টস-এ বলল—each benifiting the other—খুব meaningful লাগল—এই each benifiting the other—প্রত্যেকে উপকার করছে প্রত্যেকের—সুখ থেকে উপকৃত হচ্ছে দুঃখ—মৃত্যু দ্বারা জীবন কত না উপকৃত—উপকৃত নয়?

এক কানাকড়ি দাম কেউ দিত জীবনকে যদি মৃত্যু না থাকত? মৃত্যুর কোনো মূল্য থাকত যদি না জীবন...

আবার, মৃত্যু আর জীবন তো আলাদা করে দেখাও যায় না।—উপকৃত এবং উপকারীকে।

কে যে কখন কোন ভূমিকায়। কভি নৌ পর গাড়ি। কভি গাড়ি পর নৌ।

'সিরাজ সাঁই কয়/দেখরে লালন/বিষামৃত একখানে।'

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

উপন্যাস লিখতে হবে। শুরু হবে ইন্দোর থেকে। মূলত Sex-Novel হবে। A girl who was more interested in blind sexual passion rather than in anything else.

শুরু হবে বাবার লুকনো parno পড়ে।

১০ মার্চ ২০০২

জীবনের শুরুর দিকে ফার্স্ট হবার প্রতিযোগিতা। আর যখন শেষ, কে লাস্ট হবে (মরবে)।

১২ মার্চ ২০০২

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হিসেবে—সামনের ২৫ অক্টোবর ৭০ বছর শুরু হবে। কারণ পরে কীভাবে যেন জেনেছি—লেখা দেখেছি—জন্ম ২৫-১০-১৯৩২। স্কুলে একবছর কমানো ছিল। কিন্তু পূর্ণ হবে কী? স্ট্রোক-ফ্রোক মাথায় না হয়ে গেলে হতে পারে। আজ বিবিধ Blood report (Lypid Profile সহ) ওপর-ওপর বুঝলাম যা, খুব খারাপ কিছু নেই হয়তো।

আধ বোতল 'রয়াল স্ট্যাগ' আজ কিনে আনলাম।

তারিখহীন

একটি একান্তই মৌলিক বিবেচনা—বিনাবুদ্ধিতে সন্তানপ্রসব ছাড়া কোনো কাজ করা যায় না—সন্তানপ্রসব ভাল কাজ। কিন্তু এজন্য বুদ্ধি তো লাগে না—পাগলে কোনও কাজ করতে পারে না। কিন্তু এমন কি পাগলিনীও সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে—হৃদয়েরও বুদ্ধি আছে—মূর্খের স্বর্গের চেয়ে বুদ্ধিমানের নরকবাস বেশি স্বর্গীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫ মার্চ ২০০২

মদ্যপানজনিত মদ্যপাত—Reality is a temporary weakness, caused by Alchohal Deficiency.

১৯ এপ্রিল ২০০২

তবু ব্যর্থ নয়

বিয়ের বছরে ৫২ সঙ্গম, গুণে গেঁথে। প্রতি শনিবার 'যোনিবার'। শব্দটি শরতের। (অব্যর্থ!) দুপুরে সঙ্গম বা ভোরের দিকে? কখনও না।

প্রতিক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়।

তাও মেরে-কেটে প্রথম ১০ বছর। আর আমার মত বিয়ে হলে, যার কনের বয়স ৩০?

অবৈধ সঙ্গম শিক্ষা দিয়েছে যৌনতার—ঐ যেটুকু ছিটেফোঁটা।

বিবাহিত জীবনকে তবু ব্যর্থ বলা যায় না।

৬ মে ২০০২

বিষ্ণুদা[১৮২] (ডা. মুখার্জি) মারা গেলেন। মাথায় স্ট্রোক। ডা. বিষ্ণু মুখার্জির শিরা ছিঁড়ে গেল হঠাৎ। টায়ার ফুটো হয়ে গেলে যা। সেটাই মৃত্যু। ফটাস! হাওয়া বেরিয়ে গেল।

মৃত্যুকে মহামান্যভাবে দেখা ওয়েস্টার্ন ম্যাপার। যেভাবে টমাস মান বা বেয়ারম্যান[১৮৩]। রিল্কে[১৮৪]। আলবেয়ার কামু[১৮৫] অন্যভাবে দেখেছিলেন। সে তো মূলত ফরাসি নয়। তাঁর দেশ হল আলজিরিয়া। আরব সন্তান।

আমার দিন ঘনিয়ে এল। ঘাড়ে শ্বাস পড়ছে। মুন্নি ১১ মে পৌঁছবে। নাতি, নাতনি আসবে। দিন গুনছি। একই সঙ্গে দিনগুনছি মৃত্যুর। আর একদিন বাঁচলাম রোজ ভোরে উঠে মনে হয়। কেউ দিনে মরে কেউ রাতে। কে যেন বলেছিল।

আমার ধারণা বিশ্বাস আমি বাড়িতে মরব। অবশ্য সবাই তাই আশা করে।

২৩ এপ্রিল ২০০২ বা আসপাশে

পুজোর উপন্যাস ১ লাইনও না। এমন আগে কখনও হয়নি। তবু মনে হয় হয়ে যাবে—কিন্তু যদি অসুখ করে?

কিছুদিন আগেও ছিল যখন কাজ করতে পারতাম কিন্তু করতাম না। তার মধ্যে লেখা একটা।

এক ধরনের self-glory-তে ভুগতাম। যে পারি, কিন্তু করি না। Ego থাকত চরিতার্থ।

এখন

এখনও পারি এবং এখন আর পারি না। পারি বলতে পারার ইচ্ছে। সত্যিই কি আর পারা! এখন 'পারার' ইচ্ছে হয় না। এবং হয়ও। proportion জানি না। নিশ্চয়ই না পারাই বেশি। এখনও জীবন এবং মৃত্যু। নিশ্চয়ই মৃত্যুই বেশি। তা হোক। তবু এটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু লেখার সময়। এই মেশামেশির সময় এই গোধূলিবেলা। (ইচ্ছে ছিল না শব্দটা লেখার, দারুণ ক্লিশে)

এই সেই সময় যখন রবীন্দ্রনাথ জীবনে শেষ তিনটি সেরা কবিতা লিখেছিলেন। রানিকে[১৮৬] ডেকে বললেন, রানি কাল তোমাকে যা বলেছিলাম সেখানে শেষ হয়নি। আর কটা কথা আছে। লিখে নাও। বললেন : 'সেই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করছে চিহ্নিত/ অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে,/সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার।'

২৫ এপ্রিল ২০০২

চাঁদের (অনিরুদ্ধ) সঙ্গে সংলাপ।

চাঁদ বিয়ের পর খুব ডগমগ। হনিমুন ফোবিয়া চলছে। যোগভ্রষ্ট মনে হয় তাকে।

চাঁদ : প্রেম তো পাননি কখনও, বুঝবেন কী?

(তার চোখে ঝলক)

আমি : ভিক্ষা তো চাইনি। ভিক্ষা পাব কেন?

রাজার ভেতর ভিখারি থাকে। ভিখারির ভেতর রাজা। চাঁদ প্রথম শ্রেণীর। আগেও দেখেছিলাম। যখন মেট্রো স্টেশনে (কালিঘাট) চাঁদ আমাকে বলেছিল, 'কিছু মনে করবেন না। 'দেশে' আমাকে লিখতে বলেছে এবং আমি লিখছি।'

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

আজ উপন্যাসের শেষ কিস্তি দিলাম (স্বর্গের নির্জন উপকূলে)। শেষ হবে ভাবিনি। পারব যে ভাবিনি।

এদেশে জন্মে পদাঘাতই পাইনি শুধু—করিম খাঁ[১৮৭] সাহেবের 'পিয়া মিলন কি আশা' (যোগিয়া) গানটাও শুনেছিলাম।

আরও একবছর বেঁচে থাকলেও আর লিখব না।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০০২

স্বর্গের আগে বসে 'মূর্খের'। মূর্খের স্বর্গ। বুদ্ধিমানের স্বর্গ বলে কিছু নেই। বুদ্ধিমানের জন্য নরক। তবে বুদ্ধিমানের মনে রাখতে হয় আলিবাবা রত্নগুহা থেকে টাকা এনেছিল 'গাধা'র পিঠে চাপিয়ে । গাধা মূর্খতার প্রাণীরূপ। নরক অনেক বেশি স্বর্গীয়। অর্থাৎ মূর্খের স্বর্গের তুলনায়।

১৭ অক্টোবর ২০০২

ধানবাদ থেকে ফিরলাম। ষষ্ঠী থেকে দ্বাদশী ছিলাম। 'না। এরকম কোনো স্যিন নেই।' ককনি। মানে, এরকম চাল নেই।

২১ ডিসেম্বর ২০০২ : শনিবার সকাল ১১।।

দিল্লি থেকে খবর। একাডেমি পুরস্কার। কানা ভিখারির পাতে ঠঙ করে কী একটা পড়ল। কেউ কেউ বলছে, ওরে কানা, মোহর পড়েছে। ভয়, কেউ তুলে নেবে না তো। যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যিই মোহর হয়।

২২ ডিসেম্বর ২০০২

আজ সকালে কমোডে বসে বাধ্যত দেখতে হচ্ছিল একা পিঁপড়ে (কালো এবং ফুরফুরে) ইতস্তত উদ্বেগজনক ঘোরাঘুরি করছে মুখ উঁচু করে মুখে মৃত পিঁপড়ে। সে গর্ত খুঁজে পাচ্ছে না। তুলনায় সুবিশালদেহী আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওকে জানাই কী করে যে এই যে। একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম। এ উদ্বেগ আলাদা। ঠিক মুখে ডিম নিয়ে চলাফেরার মত নয়। চারিদিকে মদমত্ত চেন-বাঁধা হাতির পদপাত। তুলনায় যতই ছোট্ট হোক, হোক দিগ্‌ভ্রান্ত—তারা কিন্তু আজও স্বাধীন, যারা লক্ষ্যভ্রষ্ট।

২৯ ডিসেম্বর ২০০২

কাল একটি মেয়ে (২৩/২৪)। অর্ণবের বান্ধবী। ইলা। তাতাই-এর বন্ধু। তাকে বাসের ধাক্কা থেকে বাঁচাতে হাত খিমচে ধরে টান দিলাম।

পরে সেজন্যে আপোলোজাইস করলাম। লাগে-টাগেনি তো। মেয়েটা অর্ণবের অলক্ষ্যে (রাত তখন ৯।।-টা) বাসস্টপে আমার হাতের তালু টেনে নিয়ে ওর তালু দিয়ে কিছুক্ষণ রগড়ে কৃতজ্ঞতা জানাল। লিখলাম কেন?

এইজন্যে যে টের পেলাম বাঙালি মেয়েদের মধ্যে যারা বাংলা ভাষায় রচিত এ তাদের একজন।

৩০ ডিসেম্বর ২০০২

বিড়ম্বনা ভাবলেই বিড়ম্বনা, না-হলে নয়—এরকমই কিছু একটা লাইন সুনীল আমাকে পুরস্কার পাওয়া নিয়ে অন্তত ১৫/১৬ বছর আগে বলতে চেয়েছিল। সে তো পুরস্কার-প্রুফড়। এদেশের পাওয়া যায় এমন পুরস্কারের ৮০% তার ঝুলিতে। যার ৭৫% পুরস্কারের নামধাম সে ভুলে গেছে। আরো বহু পাবে। দু-চারটে মনে রাখার মত নাম হলে মনে রাখবে। যেমন জ্ঞানপীঠ বা পদ্মোবিভূষণ। বাকি ননীবালা-পার্বতীচরণ-বগলাকুন্ডু সাহিত্যপদক সে রাশি রাশি ঘরেই ঢোকায়নি। পথের হোটেলে ফেলে এসেছে। পুরস্কার এরকম দু'প্রকার। একরকম, যা পেয়ে বিড়ম্বনা, পথের হোটেলে ফেলে আসতে পারলে বাঁচা যায়; আর দুই, ঘরের শো-কেসে শোভা পায়। স্ত্রী-শালি-চাকরবাকররা ডাস্টার দিয়ে ধুলো ঝাড়ে। 'বাবু বাঁ-কাণাটা নিকেল উঠি গিলা' তো বাবু কড়কড়ে নোট দিয়ে পাড়ার জুয়েলার্সে পাঠালেন নিকেল করাতে। এমন তো কতই নিকেল হতে যায় সেই দোকানে। ফেরত আসার সময় ভুল প্যাক করে বাড়িতে এল ফুটবল খেলে পদ্মশ্রী পাওয়ার পদক। আর সাহিত্যটা চলে গেছে ফুটবলারের বাড়িতে। আবার বিড়ম্বনা। বাড়ি খুঁজে ফেরত দাও। ফেরত আনো। সেসব কম ঝামেলা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

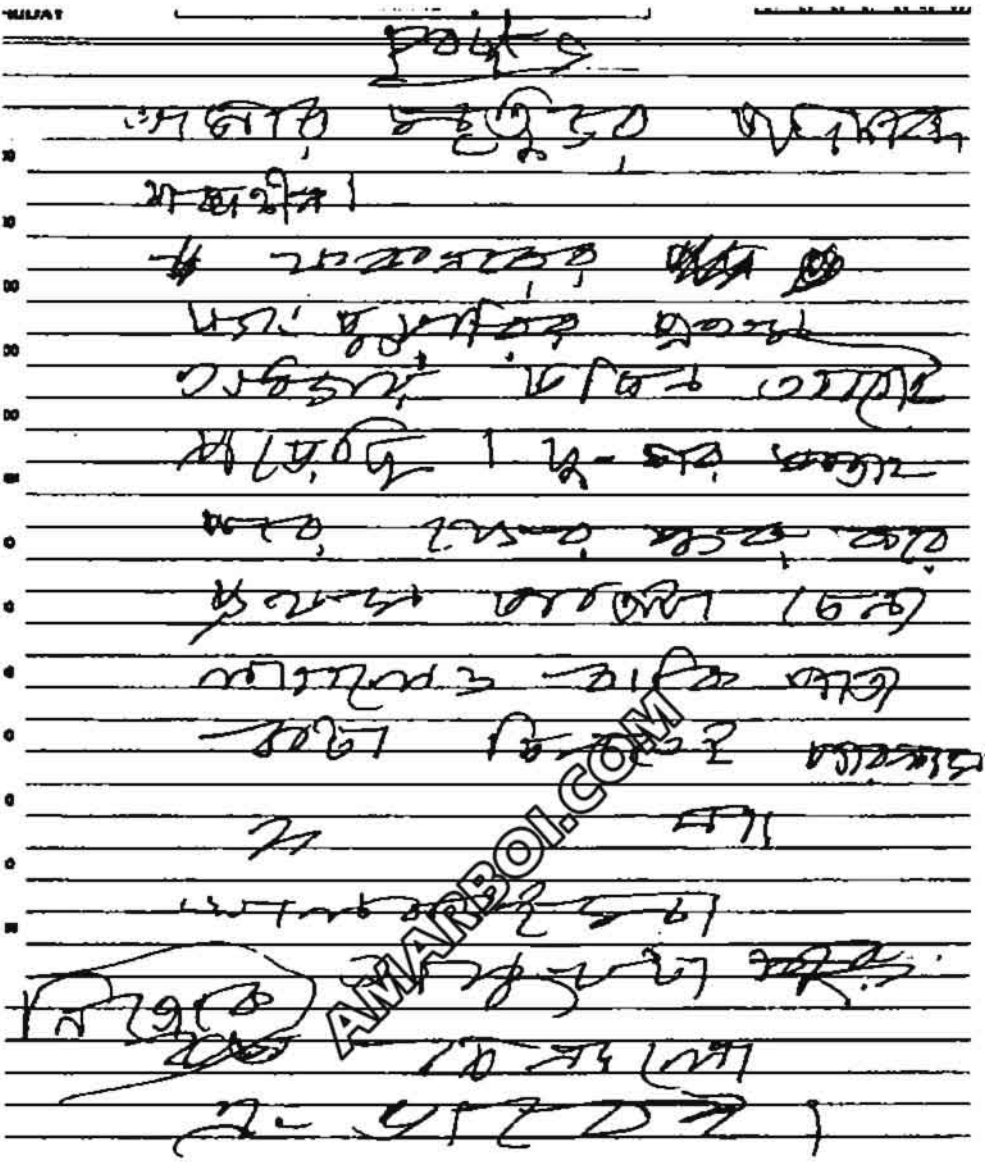

২০০৩

২৬ জানুয়ারি ২০০৩

২৬ জানুয়ারি দিয়ে শুরু হল। গতবছরের ডায়েরি খুলে দেখলাম ২১ ডিসেম্বর কোনও এন্ট্রি নেই। যেদিন একাডেমি পুরস্কার ঘোষণা হল। এর মধ্যে জব্বলপুর আর ইন্দোর মিলিয়ে কলকাতার বাইরে ছিলাম ২১ দিন। আমি তো তবু পরে হলেও উল্লেখ করলাম। আঁদ্রে জিদের[১৮৮] জর্নালে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি নোবেল পুরস্কারের কথা লিখতে ভুলে গেছেন। বা, লেখেননি।

প্রশ্ন হচ্ছে এই পুরস্কার আমি চেয়েছিলাম কি না। আমার কাছে এটা খুব বড় প্রশ্ন। হ্যাঁ, চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যক্তিগত সফলতার জন্য চাইনি। চেয়েছিলাম সাংস্কৃতিক-সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে। যে, দেখো, আনন্দবাজারে না লিখে হয়তো অভীকচন্দ্র সরকার পুরস্কার পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতচন্দ্র সরকার পুরস্কার পাওয়া যায়। কিন্তু আজ ২৬ জানুয়ারি ডায়েরি টেনে নিয়েছিলাম অন্য কারণে। কাল সারাদিন জ্বর—আজ ছেড়েছে। হয়তো সাময়িক—কিন্তু ছেড়ে তো ছে। আবার জ্বর আসা বা না-আসার আগে তাই লিখে রাখি।

অনন্যা, বইমেলার লিটল ম্যাগাজিনের তাঁবুতে ফোল্ডিং চেয়ারে নিচু হয়ে বসে থাকা তোমার চোখদুটো দেখতে প্রতিবছর ওখানে যাই। সারা বছর চোখদুটো আমি যখন ইচ্ছা দেখতে পারি। অমন পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত আমি প্যান্ডেলে প্রতিমায় ছাড়া দেখতে পাই না, যে-চোখ আমার মত কুষ্ঠরোগীকে দেখেও কুঁচকে যায় না।

২৭ জানুয়ারি ২০০৩

এবার যে উপন্যাস লিখব তা শুরু করব সম্ভব হলে ১ এপ্রিল থেকে—খুব দেরি হলে। এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট ৫ মাস ধরে লিখব। একটু একটু করে। কারণ একটু একটু করে নানা দিক থেকে দেখেই এটা লিখতে হবে। কারণ এর বিষয়বস্তু হবে কিছু চরিত্র আর তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কিছু মৃত চরিত্র। গোটা বইটা ছাপা হবে দু-রঙে। মৃতদের জন্য লাইনগুলির রঙ হবে আলাদা।

অথবা

মৃত আসবে অন্য একটা টাইপ ফর্মে—যা কম্পোজার করে দেবে। একটু লম্বাটে হবে সেগুলো। যা সাধারণভাবে ফন্টে থাকে না। (সেটাই ভালো হবে, দ্বিবর্ণ রঞ্জনের চেয়ে)।

২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

সিমা আর্ট গ্যালারিতে যোগেন, বিকাশ, মনজিৎ বাওয়া[১৮৯], ভূপেন খাক্‌কার[১৯০]। ভূপেনের ছবির নাম : memories.

পেন্টিং-এর মানুষগুলো, ডিনার খেতে গিয়ে রেস্তরাঁয় দূরের টেবিলে দেখা মানুষের মত। শুধু একটিবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া। কেননা রাস্তাঘাটে, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে—এদের সঙ্গে তো আবার দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। বা হলেও, কোথাও দেখেছি বলে মনে হবে না। পেন্টিং-এর মানুষও সেইরকম। এরা দৃশ্যত যা, তাই। এদের লিভার, কিডনি, মূত্রাশয়, লিঙ্গ, স্তন বা যোনি—এ সব আলাদা করে না দেখালে, থাকে না। বিশেষত বস্ত্রাবৃত যারা, তাদের মধ্যে ও-সব আঁকাই থাকে না। পেন্টিং-এর মানুষ মরে না। কাজেই তাদের বাঁচার প্রশ্ন নেই।

ভূপেনের ছবি কিন্তু দাঁড় করিয়ে রাখল।

পশ্চিমভারতীয় মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোকের টোরসো, বুকে ঝুলছে মহাত্মা গান্ধি-ব্র্যান্ড গোল চশমা। ভ্রু-র পর থেকে ঘাড় পর্যন্ত সবটাই কপাল। যেটুকু দেখা যাচ্ছে, কাঠামোটি হেড়ো। পর পর ১।। × ১।। ফুট চারটি ছোট ছোট ক্যানভাসে একই লোকের ৪টি স্টাডি। একটাই অভিব্যক্তি : নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু, এরাই দাঁড় করাল। এইজন্যে যে, লোকটির মাথা বলতে, অধিকাংশ পেন্টিং-এ যেমন, শুধু একটা স্কাল নয়। তার মাথার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিতরে কোনো এক বোধ কাজ করছে। আর সেটাও স্পষ্ট দেখা যায়। স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালবাসা নয়, যে দেখা যাবে না। অগণন সঙ্গমের দৃশ্যে তার মাথার ভেতরটা ঠাসা। দাঁড়িয়ে, শুয়ে, বসে—সামনে থেকে, পেছন থেকে, মৌখিক—যতরকমের কয়টাস হতে পারে মাথার ভিতরে তারই তুখোড় রেখাচিত্র।

চারটি ছবিতেই লোকটির এ-ছাড়া কোনও স্মৃতি নেই।

ভূপেনের ছবি দেখতে দেখতে আমার হাওড়ার তারকেশ্বরের কথা মনে পড়ল।

হাওড়ায় সারদা চ্যাটার্জি লেনে আমাদের পৈত্রিক বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেলেও, আমার ভাইপো মিহিরকে তার দুই-তৃতীয়াংশ জলের চেয়ে কিছু বেশি দামে বিক্রি করে দিতে হয়। একদিন পাড়ায় যে বাড়ির সামাজিক নাম ছিল 'নতুন বাড়ি', সেই বাড়িটি প্রতিদিন ভেঙে ভেঙে পড়ছিল এবং 'কোনোদিন কারও মাথায় একটা ইঁট খসে পড়ে মৃত্যু হলে জেলে যাবে তো তুমি।'—মিহির আমাকে এসে ভয় দেখাল। 'আর বাড়ি তো আমার ঠাকুর্দার। অন্য লোককে দেবে কেন?' এক-তৃতীয়াংশ আমারই ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার জন্যে রেখে, বাকিটা প্রায় আমার হাত মুচড়ে নিয়ে নিল মিহির।

তিনতলা বাড়িটা ভেঙে ফেলে রি-মডেল করে মিহির যে নতুন বাড়ি বানাল, তা দেখে কী যে দুঃখ হল আমার, যখন প্রথম দেখলাম, পুরনো বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। কোথায় গেল সেই টানা চওড়া বারান্দাটা। যেখানে একটা ডেক চেয়ারে খালি গায়ে শুয়ে রেডিওয় 'বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ' শুনতে বাবা ভালবাসতেন। পুবে গঙ্গার দিক থেকে আসত ভিজে হাওয়া। আমাদের হাওড়ার পাড়ির সঙ্গে কাঠাচারেকের পুকুরটি বোজাতে প্রমোটারের প্রয়োজন হয়নি। পুকুরে বর্ষার টলটলে জলে তালডোঙার মাঝখানে চুপ করে শুয়ে থেকেছি। গ্রীষ্মে জল কমে গেলে খোলামকুচির ব্যাঙ জলের ওপর দিয়ে ওপারে কুইনিদের ঘাট পর্যন্ত দিয়েছি পাঠিয়ে। পুকুর আমাদের হলেও পাঁচিল দেওয়া ছিল না। বস্তির লোকেও ব্যবহার করত।

পুকুরের ওপারে থাকত কুইনিরা। তবে তাদের বাড়িটা বস্তির মধ্যে ছিল না। ওদের বাড়িটা ছিল ইঁট বেরনো আর ভাঙাচোরা একতলা, উঠোন উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সঙ্গে খানিকটা বাগানও ছিল।

কুইনি যখন ও বাড়িতে এল, দেখল প্রথম পক্ষের ছেলে হারাধন ওর সমবয়সী। কুইনি ডাকত 'হারা' বলে। হারা ছাড়া কুইনিকে মা বলে ডাকত তারকেশ্বর। ডাকত না বলে, হাঁক পাড়ত বলাই যথার্থ। তারকেশ্বর ডাকত 'হাম্‌মা' বলে। তবে, বছরে দু-দশবারের বেশি তার ডাক শোনা যেত না। কারণ, আহার ব্যতীত আর যে জন্যে তার ডাক বা হাঁক পাড়া, তার জন্য বছরভর তার এলাহি আয়োজন থাকত। কেননা, ওদের পারিবারিক আয়ের অন্যতম উৎস ছিল এই সাজোয়ান বলীবর্দটি। একচক্ষু প্রৌঢ় ক্ষুদিরাম কীর্তনের তরুণ ষাঁড়টির করিৎকর্মের খ্যাতি ছিল দূরবিস্তৃত। দূর ও কাছ থেকে হাম্বারবে পরিত্রাহী চিৎকার-কারিনীরা প্রায়ই উপস্থিত হত ক্ষুদিরামের দ্বারে। কুইনি ওই গো-ভাষা বাংলায় শুনতে পেত। যেমন, তার মতে 'হাম্‌মা' নয় 'মা' বলেই তাকে ডাকে তারকেশ্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরকম অতি-ব্যক্তিগত উপলব্ধিগুলো সে শুধু আমার দিদিকে জানাত।

দিদি আর তার বন্ধুরা তিনতলার চিলেকোঠায় উঠে দরজা বন্ধ করে দিত। কারণ, পাঁচিল যত উঁচু করেই তোলা থাক, তিনতলার জানালা দিয়ে যা দেখার সবই দেখা যেত।

ক্ষুদিরামের ষাঁড়ের খ্যাতি, পূর্বেই বলা হয়েছে, ছিল দূরবিস্তৃত। কারণ, কেউ বলতে পারবে না যে কোনও গাভীকে কার্যোদ্ধারের জন্য তারকেশ্বরের কাছে দু'বার নিয়ে যেতে হয়েছে। এদিক থেকে তার ষন্ডদেবতাটি ছিল কল্পতরু বিশেষ। কাজ হত পাঁচিল তোলা উঠোনের দরজা বন্ধ করে। গাভীর মালিক সরেজমিনে উপস্থিত থাকতে পারতেন না। কোন যাদুমন্ত্রবলে প্রতিক্ষেত্রে সফল হত তারকেশ্বর, তা জানা যায়নি। অনেকেরই ধারণা, যেহেতু কর্মসম্পাদনের পর ক্ষুদিরাম 'হর হর মহাদেও' বলে চিৎকার করে উঠত তাই অনুগত বাহনের সাধনা ও সিদ্ধির পিছনে দেবাদিদেবের আশীর্বাদের ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে। এইসব সময় তারকেশ্বরের গলায় ঝুলত গাঁদা ফুলের মালা। রুপো পাত দিয়ে মোড়া সিংদুটির মধ্যস্থল থাকত মেটে সিঁদুরে লেপা। এটা ছিল বাবার কল্পতরু বেশ।

যাই হোক, প্রকৃত রহস্য কী, সে তো আর কোনওদিন জানা যাবে না। উপযুক্ত শিষ্যের অভাবে আমাদের দেশে রোপট্রিক থেকে বশীকরণ, মারণ, উচাটন—কত গুপ্তবিদ্যাই তো চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে।

কেননা, শিক্ষা বলতে বংশ পরম্পরা। গুরুকুল এভাবেই এদেশে চলে আসছে। কিন্তু হারাধন, তার মা যাকে ডাকত 'হারা' বলে— এই বংশগত বিদ্যা যা ক্ষুদিরাম শিখেছিলেন পিতা গয়ারাম কীর্তনের কাছ থেকে, গয়ারামের শিক্ষাদাতা মাতামহ গুইরাম কাঁড়ার হারার সে-বিদ্যায় বিদ্বান হতে ন্যূনতম আগ্রহ থাকলে তো। আর, হায় যে, দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী কিশোরী থেকে যুবতী হয়ে পড়ল, পশুপ্রজননবিদ ক্ষুদিরামের গুরুকুলবিদ্যা তবু তার পক্ষে প্রযোজ্য হল না। এঁড়ে অথবা গাই কিছুই সে প্রসব করতে পারল না।

আমাদের পুকুরের ওপারে গরম কালে স্নান করানো হত তারকেশ্বরকে। মা ও সপত্নীপুত্র দুজনে মিলে দু'গাছা খড় দিয়ে তার সর্বাঙ্গ বহু সময় ধরে মর্দন করত। তারকেশ্বরের সারা গা-টা থাকত জলের নীচে। শুধু তাঁর কুকুদটি জলের ওপর জেগে থেকে সহর্ষে নড়াচড়া করত। আমার মনে হয়, ষন্ডদেবতাকে স্নান করাতে করাতেই কুইনি আর হারা জলের মধ্যে কোনওভাবে কাছাকাছি এসে পড়ে। এবং তাদের সম্পর্ক বদলে যায়।

বাড়ি একতলা বলে কুইনির শোবার ঘরের জানালা দুটি ছিল লোহার ঘন জাল দিয়ে ঢাকা। মরচে পড়ে আর সাফ-না করা বছর-ভর জমা ধুলোর জন্যে, দূর থেকে তো বটেই, কাছে থেকেও ভেতরটা দেখা যায় না—কুইনি তাই জানত। পুকুরপাড়ের বস্তির চাঁপির মায়ের চাঁপি জালের একটি ছোট ফুটো দিয়ে একদিন যা দেখার দেখে ফেলে। তখন ভোরের আলো সবে ফুটছে। সেটাই ভুল হল কুইনির। সে বেরিয়ে এসে চাঁপির উদ্দেশ্যে কাঁচা খিস্তি শুরু করে দিল। চাঁপির মাও কম যায় না। রে-রে করে বেরিয়ে এল বস্তি থেকে। বার্ন কোম্পানির শ্রমিক, লেদ মেসিনের টার্নারের বৌ সে—বর লহরী পূজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোনাস পায়—মাখনবাবুর বস্তিতে সে রীতিমতন মান্যগন্যা। সেও এপার থেকে চিৎকার শুরু করে দিল। আর খিড়কির দরজা খুলে ওপাড়ার কুণ্ডুগৃহিণী যেই না জানতে চেয়েছেন, 'কী হয়েছে রে চাঁপি?'—চাঁপির সুর গেল পাল্টে।

'এই দ্যাখো না মাসিমা'—গুল দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে কালো থুতুর পিক ফেলে চাঁপির মা হাসতে হাসতে বলল, 'উনি ভাতার ছেড়ে ব্যাটা-ভাতারের সঙ্গে শুয়েছেন—তা তোর জালের ফুটো দিয়ে তা দেখার কি দরকার লা? ছুঁড়ির মুয়ে আগুন' এত বলে সে তর্জনী আর মধ্যমা ভাঁজ করে সে গাল ঠুসে দেয় চাঁপির—দুজনেই হাসছে।

বলতে ভুলেছি, কুইনিদের আর একটি পেশা ছিল : সলতে বিক্রি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশে রাখা পেঁজা তুলো থেকে একটুখানি ছিঁড়ে নিয়ে সলতে বানাত কুইনি। তখন তার হাতির দাঁতের মত মইসে ধরা সাদা উরু থাকত সন্ধি পর্যন্ত উন্মুক্ত। কতদিন ডজন হিসেবে গুনে ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। মনিহারি দোকানে রোজ সেগুলো যেত বিক্রির জন্যে। অন্তত, আমাকে দেখে খোলা উরু কাপড়ে ঢাকেনি কুইনি। কোনওদিন আমার বয়স একটা সন্দেহজনক জায়গায় পৌঁছালে, আমার চোখের দৃষ্টি কখন যে বদলে গেল তার খোলা উরু দেখতে দেখতে, সেটা টেরও পায়নি কুইনি।

তাদের ঘটনা জানাজানি হবার পর হারা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বদ্রিনাথের মন্দিরে যেতে অলকানন্দার সাঁকো পেরতে হয়। সেখানে সেতুর নীচে এক তাঁবু থেকে মাকে দেখে 'মাসিমা' বলে বেরিয়ে এল হারা। না, সন্ন্যাসী সে হয়নি এখনও। এখনও চেলাগিরি চলছে। দেখলাম, দিব্যি নাদুস-নুদুসটি হয়েছে। ভোঁড়িটিও নেয়াপতি। কুইনিকে 'মা' সম্বোধন করেই সে তার কুশল জানতে চায়। কিন্তু তখন 'ভালই আছে' ছাড়া দেবার মত খবর কিছুই ছিল না। কারণ, ক্ষুদে কির্তনীয়ার মৃত্যুর পর বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ ছাড়া কুইনির আর কোনও উপায় ছিল না। ঠিক বেশ্যা নয়, যেখানে সে সারাদিন খেটে সলতে পাঠাত, সেই গরাই স্টোর্সের ছেলে লক্ষ্মীকান্ত ওর ভার নিল। সেদিক থেকে রক্ষিতাই বলতে হয়। কুইনি কিন্তু বেশ্যাই মনে করত নিজেকে। বিয়েতে কুশন্ডিকার দিন বেশ্যাবাড়ির মাটি লাগে। ছোড়দির বিয়েতে সে নিজেই তার বাড়ির মাটি দিয়ে গেল।

লক্ষ্মীকান্ত দোকান বন্ধ করে বাড়িতে খেয়েদেয়ে দিবানিদ্রা দিতে আসত কুইনির বাড়ি। কুইনি ততদিনে বছর চল্লিশ। 'আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোটই হবে' সে একদিন হেসে বলছে দিদিকে, আমি শুনতে পাই। মেদবর্জিত চমৎকার পেটা চেহারা ছিল, পরপর তিন মেয়ের পিতা লক্ষ্মীকান্ত গরাই-এর। যে লম্বা খুঁটিতে বলীবর্দ বাঁধা থাকত তার সবুজ সেন-র‍্যালে সাইকেলটা সেখানে হেলান দিয়ে রেখে সে ঘরের ভেতর চলে যেত। কুইনি তাকে অভ্যর্থনা করত হাসতে হাসতে।

ওই যা। কী কথা থেকে কোন কথায়। হচ্ছিল ভূপেন খাক্‌কার—কোথা থেকে এসে গেল বলীবর্দ তারকেশ্বর, তার পালক পিতা ক্ষুদিরাম কীর্তনীয়া আর তার হাম্‌মা কুইনি, হারাধন আর লক্ষ্মীকান্ত গরাই। একেই বলে ধান ভানতে তারকেশ্বরের গীতি।

যাক, ভূপেন খাক্‌কারে ফিরে আসি। কিন্তু, তার আগে বলে নিই একটা কথা। টেস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষা আর স্কুল ফাইনালের মাঝখানের সময়টা একান্ত পড়াশোনার জন্যে আমি তিনতলার চিলেকোঠায় প্রমোশন পেয়েছিলাম। ততদিনে ওদের একতলার শোবার ঘরের জালে ফুটোটা বড় হয়েছে। আচ্ছা, আমি কি লিখেছি না লিখতে ভুলেছি, কুইনি একদিন আমাকে ডেকে বলেছিল, 'শুধু দেখলে হবে? শুধু কি নেকাপড়া। সবই শিক্ষে করতে হয় গো ছোটবাবু।'

যাক, যা বলতে চাইছিলাম। আমার ভাল লাগল ভূপেন খাক্‌কার। কিন্তু, ভিজিটার্স বুকে কমেন্ট লিখে এলাম : যোগেন চৌধুরিজ লোটাস ইটার ইজ দ্য বেস্ট অফ দেম অল।

মাঝে মাঝে ভাবি লিখলে হয় একটা উপন্যাস, যেখানে সবাই সবাইকে মিথ্যে কথা বলছে তো বলছে তো বলছেই...।

তারিখহীন

শ্যামলকে শেষবার দেখে এসেছিলাম ১৪ জুলাই, ২০০১। সঙ্গী ছিলেন অশোক দাশগুপ্ত। ললি বলল, চিনতে পেরেছে। টের পেলাম, পেরেও পারেনি। মৃত্যুর পর 'আজকাল'-এ শোক-মন্তব্যে জানালাম : মহাপ্রস্থানের পথে পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে অর্জুন আগেই পড়েছে (শক্তি)। এবার ভীমের পতন হল। বড় কষ্ট পেল। বড়ই কষ্ট পেল।

যৌনতা যতদিন না আসে, মায়া আসে না। অযীন ছোটবেলার একটা নিষ্ঠুর আনন্দ ছিল লাল পিঁপড়ের ঢিবিতে খোঁচা দিয়ে জীবন্ত কেঁচো নিক্ষেপ। তেমনি মমতাহীন বীভৎস খেলায় কোনও এক বালকদৈত্য, ওকে সেভাবে ছুঁড়ে দিয়েছিল ধাতকদের হাতে। রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে এসে তারা শ্যামলকে ৬ মাস ধরে মুচড়ে, দুমড়ে, কুরে খেয়ে ফেলল।

AMARBOI.COM

৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ রাত

বইমেলা হয়ে গেল।

'আমি ও বনবিহারী' প্রচুর বিক্রি। আমি লিখতে ভুলে গেছি যে ওটা এ-বছর আকাদেমি পেয়েছে। আঁদ্রে জিদের জার্নাল বিখ্যাত। মস্ত বড়। প্রায় শেষদিন পর্যন্ত লিখে গেছেন। অনেক খুঁটিনাটি। ৪০ দশকের শেষে নোবেল পান। লিখতে ভুলে গেছলেন জার্নালে। ঐ বছরের জার্নালে কোনও এনট্রিতে 'নোবেল পেলাম' লেখা নেই। আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি অনেক আগেই।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সকাল

১। পন্ডিতদেরও পেট হয়। কিন্তু দশমাসে খালাস হয় না। আজীবন বহে বেড়ায়। কারণ, আসলে পেটে টিউমার।

২। 'আকাদেমি এবং তারপর' দিল্লি যাবার আগে এই লেখাটা দিয়ে যেতে হবে। অনেকে জানতে চাইছেন। আনন্দবাজার, সমরেশ, শৈবাল।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

১৭ ফেব্রুয়ারি আকাদেমি পুরস্কার দিল দিল্লিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যদি সাহিত্য-জীবন নিয়ে কিছু লিখি 'যে জীবন শালিখের দোয়েলের—' meaning—তার সাথে ফিরে দেখা হয় না তো আর।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

'এই যে দাদা
২ টাকা বাঁধা'

আজ বাজার থেকে গুরুদাসের শ্লোগান।

গতবছর বাঁধাকপি নেমেছিল ৮০ পয়সায়। তখন শ্লোগান ছিল—

'ওগো ও চেতলাবাসী
বাঁধা ৮০, কপি ৮০'

কেলোকুলো সোঁদরবনের বাঘিনী সাকিনা যখন চেঁচায় 'আমতলির টাইট বাঁধাকপি'—তখন ওর ফেটে পড়া স্তন দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মধ্যরাতে মদ খেয়ে রশিদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। এইরকম কথাবার্তা হয়—

—রসিদ?

—...

—রশিদ?

—...

—ও রশিদ।

AMARBOI.COM

১ মার্চ ২০০৩

১৭ ডিসেম্বর আকাদেমি ঘোষণা

২১ ডিসেম্বর ইন্দোর পলায়ন

১৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে পুরস্কার গ্রহণ

২ মাসে ১ মাসের বেশি কলকাতার বাইরে জব্বলপুর, ইন্দোর আর দিল্লিতে।

বিচি কেটে দিয়েছে আকাদেমি।

যেভাবে ঘুরেছি এ দুমাস।

সমস্ত দুরাবস্থাই (এবং অসুখ) আমি enjoy করেছি। এটাও করছি। সহ্য করছি। আর কতদিন?

১৪ মে ২০০৩

যে নিজেই বোকা বানিয়ে রেখেছে তাকে কেন বোকা বানাচ্ছ? এও কি পশুশ্রম না?

৮ আগস্ট ২০০৩

গত ৪ দিন জয় গোস্বামী[২১] রোজ ফোন করে। আপনার বই পড়ি আর লিখতে যাই। কাবেরী বলছিল টুকছ না তো? আমি বললাম কাবেরীকে বলো, তুমি আয়নায় মুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখো? টোকো কি সেখান থেকে?

২৫ অক্টোবর ২০০৩ সকাল ৯টা

আজ জন্মদিন। ৭১। এই প্রথম ভোরেই মনে পড়ল। জন্মদিনে ভোরেই রক্ত পড়লো মুখ থেকে। 'এই প্রথম' কেটে শেষে লিখলাম। এখনও প্রশ্ন সেটা কি ঠিক হল। না দরকার ছিল না?

রাত ১১.৩০

আর রক্ত পড়েনি। এখনও মনে হয় মাড়িটাড়ি থেকে।

৯ নভেম্বর ২০০৩

উপন্যাসের নাম : জেগে আছি কারাগারে

সরাসরি আত্মজীবনী?

নানা জায়গায় নানা কথা শুনে যে চুপ করে বসে থাকি কারণ উত্তর তখন মনে পড়ে না। লোকে ভাবে পারল না। হেরে গেল। আমি পরে পারি। পরে জিতি। মানে বুঝি যে আমি পারতাম। কিন্তু পারিনি। মনে পড়েনি। মন্ত্র মনে পড়েনি। তাবলে কর্ণ কি বীর নয়?

উদা : ১

সত্যপ্রিয় ঘোষের[১২] স্মরণ-সভা কালিন্দীতে। 'জন্ম-প্রতিবন্ধী' অরুণ সেনকে বললাম, এতো তোমাদের পাড়া (ওখানেই থাকে)।

—তোমার দাদারও পাড়া। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো।

কুৎসিত ইঙ্গিত। ভাইপো মিঠু আর মিঠুর বৌ শিউলি। শিউলি FIR করেছিল। সেইসব ইঙ্গিত করল।

আমি লজ্জিতভাবে বললাম, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ।' তখনই মনে পড়লে যা বলতাম, তোমার মেয়ে যদি বেশ্যা-পাড়ায় থাকত, সেটা কি তোমার পাড়া হতো?

উদা : ২

শৌনক টেলিফোনে বলল আমার এবারের পুজোর লেখা খারাপ হয়েছে। আমি ফাঁকি দিয়েছি। একটা expectation তো থাকে—ইত্যাদি।

খারাপ হয়ে থাকতেই পারে। এবং হয়েওছে। কিন্তু ও জানবে কী করে? আমার লেখা যে কত লোক পড়ে সেটা এই প্রথম জানতে পারছি। জনে জনে বলছে খারাপ হয়েছে। ভাগ্যিস খারাপ হয়েছে। তাই এই জন-অপ্রিয়তা।

মনে পড়লে শৌনককে তখনই বলতে পারতাম, 'লগি ঠেলে যাচ্ছ ঠেলে যাও না। নৌকো কোথায় পৌছল তাতে তোমার কী।'

ভাগ্যিস বাবা নাম রেখে গিয়েছিল শৌনক। তাই বাজারে চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে শৌনক। আসলে তো ভোঁদর বাহাদুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫ নভেম্বর ২০০৩

বেড়াতে এসেছিলাম। ফিরে যেতে হবে আজই। ট্রেন আসবে দুপুরে। বেলা ২।। টা নাগাদ। কয়েজনের সঙ্গে দেখা না করে গেলেই নয়। এখন বেলা ১১টা। তবু বেরোই। চলে গেলাম। দেখা করে গেলাম না। তারা কী মনে করবে।

ক্লাস এইটে মৃত বন্ধু অমর আদকের সঙ্গে দেখা করতে বেরোই। হালদার পাড়ায় যে বাড়িতে থাকত ছেড়ে দিয়েছে এখন। থাকে, জানা গেল, ফাতনা-তলায়। এই ভাঙা সাইকেল নিয়ে সেখানে যাওয়া যাবে? গেলে, সময়মতো ফেরা যাবে? কোথা থেকে নতুন সাইকেলে চেপে দেখা দেয় এই চেতলার ফ্ল্যাটের ওপরতলার...দেবু। বলে, দূর কোথায়—পাঁচ মিনিট। কে যেন বলেছিল দিনে দিনে যাবে না আজ (?)। তবু দেবুর কথায় অবিশ্বাস নিয়েই এগিয়ে যাই—যারা যেতে বারণ করেছিল তাদের বিশ্বাস করে। দেবু আমাকে ওভারটেক করে বেরিয়ে যেতে যেতে হেসে বলে—'আসুন। এই দিকে।' রাস্তার নির্জনতা থেকে বুঝি এ রাস্তা আমার জন্যে নয়। আমার রাস্তা এতো ঢালু হতে পারে না। এমন তরতরিয়ে নেমে যেতে পারে না সাইকেল। আমি সাইকেলের মুখ ঘোরাই। উৎরাই ভেঙে প্রাণপনে সাইকেল চালিয়ে আমি ফিরে যেতে চাই। আমি ফিরতে পারবো যত বিশ্বাস করি, অবিশ্বাস আমাকে তত প্রেরণা দেয়।

তারিখ নেই

শীতলকে আমি : 'তুই যেমন ড্রাইভার রেখেছিস তেমনি একটা বন্ধু রেখেছিস, এই তো?' তোর ধারণা ড্রাইভারের অসুখ করতে পারে না। হলেও...টিউবার কিউলোসিস হতে পারে না। কিন্তু আমি একটা অন্ধগলির মধ্যে রয়েছি। তার ভেতর থেকে দেখছি জীবন। তোকে দেখছি।

AMARBOI.COM

তারিখ নেই

চিনা ছবি

সমস্যা হল আধুনিক হল না। ফলে আন্তর্জাতিক হল না। বাংলা সাহিত্যের আশি ভাগ গ্রামে পড়ে আছে তাতে আপত্তি নেই। গ্রাম্য।

তারিখ নেই (লাল কালিতে)

মুন্নির skin নিয়ে এত ভয় ফণা তোলা কেঁচো সরু গর্ত দিয়ে পাতাল প্রবেশ করল। ৭ দিন বেরল না। (কাল কালিতে) ফণা তোলা কেঁচো।

১৬ ডিসেম্বর ২০০৩

রিনাকেই শুধু আমি জীবনের অনেক নির্ভুল সত্য কথা বলেছি। জানিয়েছি আমি কত উচ্চশিক্ষিত। যদিও ও উল্টোটাই ভেবেছে। আর সেটাই স্বাভাবিক। আমি সকাল থেকে টিভিতে 'Awara' দেখছি একবার একবার TV-তে দেখছি ক্রিকেট—অস্ট্রেলিয়ায় ইন্ডিয়া টিম জিততে যাচ্ছে ১৯৮১-র পর এই দ্বিতীয়বার। রিনা বাধা দিচ্ছে। গজগজ করছে তাই বললাম : আমার আজ মন ভালো থাকা দরকার। যদি 'আজকাল'-এর চিঠি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখাই আমার একমাত্র কাজ হত, যেমন তোমার বাবা-দাদার কাজ ছিল ব্রিফ লেখা—তাহলে মন ভালো না রাখলেও চলতো। অনেকে জীবনকে শুধু চুদে যায়। জীবনের সঙ্গে প্রেম করার কথা তারা জানে না। শুধু আহার নিদ্রা উপার্জন আর মৈথুনেই তাদের ভালো লাগা সীমিত। তাদের নিন্দা করি না। কিন্তু আমাকে ভূতে কিলোয়। আমাকে নির্লোভ থাকতে হয়। সে এক মস্ত কাজ। আমাকে লিখতে হয়। আমাকে প্রেম করতে হয়। যাকে অন্যে চোদা সেই জীবন নামে বেশ্যার সঙ্গে আমার প্রেম। প্রেম কী তা বেশ্যাকেও জানাতে হয়।

আত্মজীবনী

সেই রবিবার নিয়ে আমার ছোটবেলা—যখন প্রতিবার ঘটনা একটা ঘটতো। আজ রাতে ৩টে সিটিং-এ গান গাইবেন কোনো A-class Artist । হেমন্ত, জগন্ময় না...।

তখন কাগজে রেডিও বেরুত না। অগ্রিম ঘোষণাও হত না। কারণ শেষ মুহূর্তে শিল্পী হয়তো পেরে উঠলেন না। Live ছাড়া কোনও অনুষ্ঠান ছিল না। শুধু সকাল পৌনে আটটায় হেমন্তকে পাওয়া গেলে বোঝা যেত রাতে দুবার পাওয়া যাবে। তখন গানগুলো শিল্পীরা গাইবেন রাত পৌনে এগারোটার অনুষ্ঠানে। সুতরাং রবিবারের অপেক্ষা সেই পৌনে ১১ পর্যন্ত। আর কোনও কাজ নেই। রোজগার করে একজন বাবা। বাকি কারও কোনও কাজ নেই।

দীপক

সারাজীবন শিল্প ও সাহিত্য-সাধকদের সঙ্গে মেলামেশা করে দৈবপ্রেরিত কারও সাক্ষাৎ না পেলেও কেউ কেউ ছিল অন্তত দৈবাৎ-প্রেরিত। দৈবাৎ শব্দটি এখন আক্ষরিকভাবে দৈব—দৈব হইতে না ভেবে আকস্মিক বলেই নিতে হবে।

AMARBOI.COM

তারিখ নেই

রিনা বলে আমার ঘড়িজ্ঞান নেই। আমি : ঘড়ির কাঁটার ঘড়িজ্ঞান থাকে না।

অন্য সময় বলেছি : আমি ঘড়ির কাঁটা নই যে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছব।

২০০৪

২০ জানুয়ারি ২০০৪

'এখন বেলা একটা। দুপুরে লিখবে।'—রিনা। আমি : এখন লিখছি। লেখা বেরুচ্ছে। দুপুরে শুধু কালি বেরুবে।

—বাথরুমে টুলটা দোব।

—আমার যা দরকার আমি নিয়ে নেব। মরবার সময় কেউ না থাকলে মুখে একটু জল দিতে পারো—নাও দিতে পারো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ নেই

শর্মিলাকে চিনলাম কখন? আজ সকালে ওদের বাড়ি গিয়ে ম্যাক্সি পরা অবস্থায় যখন আমার পাশে বসে হাত তুলল তখন ওর স্তনদুটো দেখতে পেলাম। তখন ওর স্তনদুটো ছোট-ছোট আর বোঁটাগুলো লম্বাটে। এক ছেলের মা'র বোঁটা অমনই হবার কথা। স্তনদুটো ফুটবল সাইজের না হয়ে এখনও টেনিস বল? আমি আশ্চর্য হলাম। এতদিন আসছি আজ এই প্রথম ওকে চিনলাম। আমার হতে পারে কেউ মনে হলো ওকে। ওর ঐ স্তনদ্বয়ই এজন্য দায়ী।

২৯ জানুয়ারি ২০০৪

দাম্পত্য

'কী ভাবছ তুমি জীবনকে? কী ভাবছ!' বেঁচে থাকা মানে নিজের ঘুঁটি নিয়ে ক্যারাম খেলা। আর নিজের ঘুঁটি গর্তে ফেলা। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী কোথায়। আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছ কেন? আমার ঘুঁটি তুমি কেন ফেলছো?

৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

ঠিক কত তারিখ উঠে জেনে নিলাম। আর বেলা ১০টা পর্যন্ত এই প্রথম পরিশ্রম। ব্রেকফাস্ট খেতে প্রস্রাব বা পায়খানা করতে এখনও পরিশ্রম হয় না। তবে শ্রান্তি তো লাগেই। মনে হয় আর কত ব্রেকফাস্ট। কত পায়খানা। কত প্রস্রাব। মেয়েদের যদি সারাজীবন মেনস্টুরেশান হত। পারত?

আবৃত্তি নিয়ে কিছু বলতে হবে। হঠাৎ মনে হল স্বপন গুপ্তর গাওয়া 'ও তার চোখের চাওয়ার হাওয়া'র গানটা শুনতে শুনতে। শেষ লাইন : 'ভাষায় যে তার সুরের আবরণ', কোট না হলেও কাছাকাছি হয়েছে। তা এই সুরের আবরণ দিতে ভাষাতে সুরই লাগে। আবৃত্তিতে সেই মাত্রা ভাষা কোনোদিনই পাবে না যা পায় সুরে। ভাষা দিয়ে তাই গান হতে পারে, আবৃত্তি হয় না।

১ মার্চ ২০০৪

মাটি থেকে ওপড়ানো চারাগাছের মত এই বেঁচে থাকাটুকু— গাছটি সম্ভবত দোপাটি। পাতাগুলো এখনও সবুজ—ফুলগুলোও সব ঝরে যায়নি। শিকড়গুলো মূলরোম পর্যন্ত সিক্ত ও নরম। কেউ এসে পুঁতে দিলে এখনও নিঃসন্দেহে পুনর্জীবন পেত।

১২ মার্চ ২০০৪

সারাজীবনে আমাদের বই তো কেউ ভাল করে ছাপাল না। কলেজ স্ট্রিটে আমি প্রকাশকহীন লেখক। 'প্রতিক্ষণ' 'আজকাল'-এর বই কলেজ স্ট্রিটে কোনো সেলস কাউন্টার নেই বলে পাওয়া যায় না। ওরা বইমেলার দশদিনের প্রকাশক। আমিও মূলত বইমেলার লেখক। যত লোক, কৃষ্ণনগর-বর্ধমান-শিলিগুড়ি-ভিলাই-আসানসোল থেকে এসে ওই ক'দিনে যে কটা বই কিনতে পারে কিনে নিয়ে যায়। আমার আর কোনো বিকল্প বিক্রি নেই। গত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর বীজেশ[১২৩] বের করল 'গদ্যসংগ্রহ'। সারাজীবনে এত ভাল প্রডাকশন আর হয়নি। ঝকঝকে প্লেবয়ের মত চোখ টানছে। একজন লেখক আর কী চাইতে পারে তার প্রকাশকের কাছে, ভাল করে, যত্ন করে, উচ্চমানের প্রডাকশন ছাড়া। বিশষেত যখন বাংলা বাজারে পয়সাকড়ি সেভাবে কেউ দেয় না।

২৭ এপ্রিল ২০০৪

হঠকারিতা কাকে বলে জানি না। হঠকারিতাকে ভয় পাই। আমাদের মধ্যে হঠকারি ছিল শক্তি আর শ্যামল। দীপকও গন্ডী টানলে সেদিকেই পড়বে। বাকিরা মাত্রাগতভাবে এদিক-ওদিক হলেও সাবধানীদের দলে। আমি তো সব-সময় ভীতুই। যা কিছু আমার হঠকারি কাজ তার পেছনে ছিল অন্যের মদত অথবা বাকিরা করেছে না করলে খারাপ দেখায় অথবা ভীতু ভাবে কিংবা পরাজিত মনে হবে বলে করে ফেলা। যেমন, একবার শক্তি আমি আরো অনেকে মিলে গঙ্গাবক্ষে পিকনিক ও কবিতাপাঠ ধামাকায় গোটা শীতের দুপুর লঞ্চে করে ঘুরে চলেছি। হঠাৎ জরি-চুমকি বসানো গঙ্গার দিকে হাত জোর করে শক্তি: 'সন্দীপন, আয় আমরা চশমাদুটো গঙ্গায় সমর্পন করি।'

খানিক দোনোমোনোর পর হয়তো শীতের বাতাসে দাঁতকপাটির তোড়ে খানিক শৈশব জেগে উঠেছিল বলে আমি শিশুর সারল্যে আমার সদ্যনির্মিত চশমা (জি.কে.বি.১২০০ টা.) ছুঁড়ে ফেলে দিই। মিথ্যে বলব না, শক্তি শুধু প্রস্তাব নয়, অন্যান্য বার যা করে এবারও প্রবল উৎসাহে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করতে সময় নিয়েছিল সাত সেকেন্ডের কিছু কম তার সদ্য-কেনা জলজ্যান্তটি। পরস্পর মুহূর্ত-মধ্যে আউট অফ ফোকাস হয়ে গিয়ে বেশ অস্বস্তিতে। আমি এসময় কুকুরের মত হয়ে উঠে প্রখর। তখন কেউ লঞ্চের অনুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদী গাইছিল। আমরা কড়াইশুটি খাচ্ছি। আধঘন্টা বাদে রান্নাবান্নার ভার নিয়েছিস যে বাস্তারার তার বেঁটেমোটা মালিক শক্তিকে এসে বলল : 'এই নিন স্যার, আপনার চশমাটা সারাই হয়ে গেছে আর আমারটা দিন।'

শক্তি : আমি ভাই তোমার ফিট না করা চশমা পরে নদী দেখতে গিয়ে সেটা জলে গড়িয়ে পড়তে শুনেছি। কিছু মনে কোরো না। আমার ভাইয়ের ভুবনেশ্বরে বি-রা-ট চশমার দোকান, সেখানে গেলেই তোমার চশমা হয়ে যাবে।

সে এখন চশমা বানাতে ভুবনেশ্বর যাবে! আর জীবনেও তো শক্তির কোনো ভাইয়ের ওরকম চশমার দোকান আছে শুনিনি। তাবলে আমার চশমাটা ওভাবে মিথ্যে বলে জলে দিল! শক্তি তার চশমা আটকে আমাকে —'সন্দীপন কেমন দিলাম। আর মেয়ে দেখতে পারছো না।'

শক্তি মেয়ে দেখতো না। তাবলে বন্ধু দেখবে সেটাই বা হবে কেন? না, সে জানতো না আমিও মেয়ে দেখা ছেড়ে দিয়েছি দাদার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর।

প্রচলিত জোক :

১ বন্ধু: রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেয়ে দেখছিস কেন?

২ বন্ধু: নিজের জন্য নয়রে, দাদার বিয়ের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

2005 MARCH TUESDAY

৮/৮ সেপ্টেম্বর।

সুব্রত ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ খুব জোর
হেসেছে আজও ~~[illegible]~~ চাইল না।

ছোট,
সকালে সমুদ্রে দেখলাম ঘাস-
ফড়িংয়ের [illegible] রয়েছে
ভিজে ভিজে পাখির মাথা
নিয়ে ছুটে যায়।
একটিও দেখা গেল।
দেশের মানুষ জানে না। সমুদ্রের
তাদের [illegible] মাথা [illegible]
আছে। বিনা কারণে
[illegible] [illegible] [illegible]
একজনকে ভালবাসা।
আমি এখন কয়েকটা
[illegible] দিচ্ছি। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] তাকে
জানাতে হবে। [illegible] দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৯ এপ্রিল ২০০৪

অত্যন্ত নির্ভুল লিখি এখন। এত বছর ধরে লিখতে লিখতে এখন কাঁচিছুরি চালিয়ে এমন লেখক হয়েছি যে নিজের লেখা পড়ে অবাক হয়ে যাই। তুব আমার কোনো ভাল প্রকাশক নেই।

৩০ এপ্রিল ২০০৪

আমার বিয়ের আগে দীপেন বলেছিল, 'লেখা ছেড়ে দিলে চলবে না।' এত বছর পর সেকথা মনে পড়ছে লেখা ছাড়িনি ভেবে। দীপেনও ছাড়েনি। মৃত্যু ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। আমাদের সিট ফাঁকা হয়েছে, আমরা এগিয়ে গেছি।

যতটুকু লিখেছিল তার ভূত আমাদের ছাড়েনি। ভূত ভবিষ্যৎ হয়েছে। আরও বহুদিন তারা শ্যাওড়া গাছে বসে পা দোলাবে।

আমার ক্ষেত্রে তা হবে না। বেসিক সেন্টিমেন্ট নিয়ে না লিখলে টিকে থাকা কঠিন। আমি সে সবকে খালি কন্‌ডেম করে গেছি। অধিকাংশ মানুষ সেগুলোকে মিথ্যে ভাবে। আমি সত্যি ভেবেছি। নেচার আমার। প্রেমের সময় ভেবেছি রক্ত উঠবে না তো? স্নেহের সময় ধান্দাবাজ।

লেখালিখির, এভাবেই ৪৫ বছর কেটে গেল। আমার না-আছে মর্নিং ওয়ার্ক, না-আছে বুধসন্ধ্যা, শনির থান, রবিমণ্ডলী। কীভাবে জানবো কেমন হচ্ছে লেখা।

১ মে ২০০৪

তুমুল বৃষ্টি হল মেঘ করে। কদিন রোদ্দুরে কড়কড়ে গেছে। আজ মেঘ-সানগ্লাস লাগাতেই চেতলাবাসী 'আয়-আয়' ধ্বনি তুলেছে। অবশ্যই কথা রেখেছে, এসেছে। ভাসিয়ে দেওয়া বলতে যা বোঝায়। এখন সেই আয়-আয় পার্টি ঢেউ-তোলা ট্যাক্সিদের মায়ের সঙ্গে ছেলেকে শোয়াচ্ছে, বোনের সঙ্গে ভাইকে। জলের তোড়ে তাদের পেছন ভিজে গেছে। মুঠোয় ধরা সামনেটা। কোনো জলবীমা নেই বলে ভয় যদি ভেসে যায়...

ভেসে যা যাওয়ার তা যাবেই। এমন বৃষ্টিতে বোঝা যায় এ অঞ্চলের মানুষ কী কী গোপন করতে চায়। কোণায় গুঁজে রাখা কাঁথাকাপড় থেকে মাসিকের প্যাড। কনডোমের প্যাকেট। কালিপুজোর ফুলবেলপাতা, চুবড়ি, মানতের চুল, মুদির হিসেব ভেসে যাচ্ছে। জবাবদিহি নেই। সবটাই অ্যাজ ইওর ওন চয়েস। কেন ভাসছে জানে না, কোথায় যাবে জানে না। তারই মধ্যে টলতে টলতে দুই মাতাল একে অপরকে বলছে—'এত জল যদি মাল হত!' উত্তরে অন্যজন—'মোটেও ভাল হত না, মাতলামির কোনো জাত থাকত না।'

৩০ আগস্ট ২০০৪

শেষ পর্যন্ত ধাক্কাটা লাগল। এত সামান্য ভঙ্গিতে ঘটবে ভাবিনি। শান্তনু [১১৪] বলল, 'তুমি তো ডেকে ডেকে নিয়ে এলে অসুখটাকে।' ভয় ছিল, আহ্বান ছিল না। ঘুড়িতে প্যাঁচ লেগে গেছে, এবার লাটাই ধরে শক্ত-হাতে খেলতে হবে। গোত্তা খেয়ে পড়লে হবে না। ভেবেছিলাম টাকাপয়সা যা আছে তা রিনার চিকিৎসার জন্যে থাক। এবার সব অর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বংস হবে। রিনার জন্য শূন্যতা ছাড়া কিছুই থাকবে না। সারলে যদি সে অর্থ কিছু রিকভার করা যায়, না হলে ও ডুববে। রিনা কিন্তু ওর সব অসুখ সারিয়ে একদম স্টেডি হয়ে গেছে। আমারই ধাক্কায় ওর পাষাণমুক্তি ঘটল। ওষুধ-বিষুধ চলছে। যাবতীয় টেস্ট। কী নয়! এর আগে কখনও মেডিক্যালি নিজের শরীরটাকে এভাবে জানিনি।

১ সেপ্টেম্বর ২০০৪

তখনও শরীরটা জানান দেয়নি, উপন্যাসের নাম তাই 'ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রা' নয়, অন্য কিছু; তখনি শুরুর দিকে একদিন ৮/১০ পাতা অদ্রীশকে শোনাতেই ও বলল, 'জীবনের শ্রেষ্ঠ লেখাটা লিখছেন। ইন্‌সপায়ারিং নয়, সত্যি কথাটা বলছি।'

সত্যি কথা বলতে খুবই ইন্‌সপায়ারিং হয়েছিল সেকথা। সাউথ পয়েন্ট ফেরত মাঝে মাঝেই সে শুনে যেত উপন্যাসটা।

ক্যানসার ধরা পড়ার পর থিমটা অনেক বদলে যেতে শুরু করল। মৃত্যু হয়ে উঠল প্রধান চরিত্র। না মারবার জন্য নয়, আমারই আকস্মিকভাবে অর্জন করা দুঃসাহসের দরুণ সারাজীবন যা কখনও করিনি এবার সেটাই ঘটে গেল। পথ রোধ করে দাঁড়ানো মৃত্যুকে ঘাড় ঘুরিয়ে পাত্তা না দিয়ে বললাম: পথ থেকে সরে দাঁড়াও। এ তো 'মরণরে তুঁহ মম শ্যাম সমান'-এর কথা নয়, সারাজীবন ধরে যাকে মোকাবিলা করারই চেষ্টা করেছি— সে ছুরি বের করলে আমি তলোয়াল বের করেছি। আর রিনা তো পাত্তাই দিত না। যে কোনো অসুখ করলে ও যোগ্য বন্ধুর মত 'হস্‌-হাস' করে স্রেফ সাপ তাড়াতো। তাতেই আমার চলে যেত। না হলে অসুখ হয়ে মরে যাবার অবস্থা হল না কেন আর সারাজীবনে।

এবার রিনার মন্ত্রটা অজ্ঞাতেই অবচেতে ঢুকেছে। লিখে ফেলার পর বুঝতে পারছি— তবে সাপ তাড়ানো নয়, আমি ধমক দিয়ে তাকে তাড়াতে গেছি। যে গোটা জীবনটা অসুখ কাতরতায় কাটিয়েছে তার তো এই সাহস থাকার কথা নয়। কাফকা নয়, কামু নয়, জীবনানন্দের নায়করাও নয়; জীবনে যে কাজ করতে সাহস পাইনি, জীবনপ্রান্তে তা করে ফেলেছি দেখে বিস্মিত।

অসুখের ফলে আলাদা তিনটে চ্যাপ্টার এসেছে। এ কান্ড করতে আমায় গালে হাত দিয়ে বিশেষ বসে থাকতে হয়নি। প্রথম আলোর ঝলকানির মত বিদ্যুৎ মাথায় খেলে গেছে লিখিত হবে বলে। আর আমি মান্য ছাত্রের মত তা লিখে গেছি। এ তো হাসিরাশি দেবীর ঘটনা নয় তবু পড়ে দেখছি আপাদমস্তক প্রাঞ্জলই হয়েছে সে লেখা। একদম শেষ পর্যায়ে মনে হয়েছিল দাদা-ভাইয়ের সম্পর্কের সূত্রে থিও ভ্যান গঘের[১৯৫] চিঠিগুলো থেকে কিছু ব্যবহার করা যায় কিনা। বলতে না বলতেই অদ্রীশ এবার গন্ধমাদন নিয়ে চলে এল ভ্যান গঘের[১৯৬] যাবতীয় লেখা, চিঠি, ছবি। দু'চারবার পাতা ওল্টালেই পেয়েও গেলাম সেই চিঠিখানা যা ঢুকে গেল উপন্যাসের মধ্যে। আমার উপন্যাসের চরিত্রের হয়ে আসল চিঠিখানাই ওকালতি করল। খুব পরিশ্রম যে হয়েছে তা কবুল করতে লজ্জা নেই। শান্তনুরও চিকিৎসকগত তাড়া ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে যেমন সিঁড়ি ভাঙছে আমার সঙ্গে আমিও তেমনি সিঁড়ি টপকাচ্ছি। ভেবেছিলাম আমিই ইলাস্ট্রেটর হব, কালি-কাগজও কিনে ছিলাম। অবশেষে অন্নপ্রাশনের মামা হতে হল সেই দেবুকেই। কালি-কলমে যতটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরের ভাত খাওয়ানো যায় সে খাইয়েছে। এবার অপেক্ষা।

৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪

সময় কমে আসছে। আর কিছু না-বুঝি এটা বুঝতে পারছি। সুস্থ হই অসুস্থ হই এটা উপলব্ধি। চিকিৎসার থাপ্পড় খাচ্ছি প্রত্যেক মুহূর্তে। শরীর তো দারা সিং নয়, মুঠো পাকিয়ে উঠে আসবে। আসলে মনে সেটাই করে যাচ্ছি। রিঙের প্রত্যেকটা ঘুসি সামলে পাল্টা মার দেওয়ার স্বপ্ন দেখছি।

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪

আলাদা করে হাতের লেখাটা কাঁপছে। এটা হতে দেওয়া যাবে না। স্নানের সময় দেওয়াল ধরছি। এটা বন্ধ করতে হবে। পা ফেলছি শক্ত করে। যেন তলিয়ে যাব কোন অতলে। পা ফেলতে হবে স্বাভাবিকভাবে।

৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪

অসুস্থতার কথা লিখতে ভাল লাগছে না।

আরেকবার 'হ্যামলেট' পড়ে দেখতে চাই। ঠিক পড়েছি কিনা।

কামনারা অপেক্ষা করছে ভালবাসা হয়ে ফেটে পড়বে বলে।

১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪

কাল একটা মেয়ে এসেছিল। কুঁকড়ে বসেছিল। রেডিয়েশন কক্ষে। আসার পরেই তারও হল। পাশেই বসে তার বাবা। মেয়ের বয়স ৩০-এর নীচে। অসুখ মেয়েটির।

'একি, এর জ্বর হয়েছে যে।' নার্স আনোয়ারা খাতুন বললেন। তাকে আদর করে রেডিয়েশন রুমে ঢোকাতে ঢোকাতে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০৪

একটা প্রাইভেট কার-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। চেতলা থেকে ঠাকুরপুকুর। রেডিয়েশন যাতায়াতটা বাঁচা থেকে মরার দিকে নাকি মরা থেকে বাঁচার দিকে! সকালবেলা এসে কোনোদিনও প্রবুদ্ধ[১১৭], কোনোদিন মৌ[১১৮], কেউ না কেউ নিয়ে যাচ্ছে। বেঁচে ওঠার কিংবা মরে যাওয়ার সাক্ষী। কথা কম। তাই এখন ওরাই আমাকে এনটারটেন করে।

১২ সেপ্টেম্বর ২০০৪

মিতালি[১১৯] যোগাযোগ রাখছে। তাছাড়া সবাই আত্মীয়স্বজন যাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়। হয় না, রিনা বলে আমার হয়ে, আমি ফ্যাসফ্যাসে গলায় দুর্বোধ্য কিছু শব্দ করি। অথচ এই সময় কত কথা বলতে ইচ্ছে করে যা সেভাবে বলা হয়নি কখনও। যা বলেছি সবই বাইরের লোকজনকে। এবার বাইরের জগতের সঙ্গে সব সংযোগ ছিন্ন। বাইরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাম-রোদ মেখে যে আসে সে কাজের মেয়ে। রঞ্জন (সেনগুপ্ত) আসে। ঘরের লোক। অদ্রীশ। বিশ্বজিৎ। অশোক (ভায়া খোঁজ নেয়)। বাকি সব দরকারি যোগাযোগ আমরাই করি। রিনা ফোন করে। তখন বাইরের কণ্ঠস্বর শুনি রিনার কানের পাশে দাঁড়িয়ে।

আজ রবিবার। ঘরবন্দি হলেও মনে থাকে। সারা সময় ক্যালেন্ডারের দিকেই তাকিয়ে থাকি।

একটা জোক :

একটা চোর চুরি করতে গিয়ে গৃহস্থের হাতে ধরা পড়েছে।

গৃহস্থ : লজ্জা করে না চুরি করতে?

চোর : করে বাবু, তাই তো রাতের অন্ধকারে করি।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪

ফিরে আসলে গ্যারান্টি : রিনার সঙ্গে বাকি জীবনে আর ঝগড়াঝাটি হবে না। শুধু প্রেম। এভাবেই অসুখ ফিরিয়ে দিল আমার বাক্‌হারা প্রেমিকাকে।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪

সোমবার, সকাল ৮-৩০ টা। লাইফ লাইন নার্সিং হোম।

কুচকুচে কালো জ্যোৎস্না কি হয় না? আমাদের ওয়ার্ডের কাজের মাসির নাম জ্যোৎস্না। আর, সে আবলুসগাত্রী।

সুইপার—ঈশ্বর।

ঈশ্বর আমার গু বেড-প্যান থেকে হাত-কমোডে ঢালতে ঢালতে মাসিকে বলে : হররোজ ভাগওয়ানকে বলি, একটা ভাল কাজ দেখে দাও মালিক।

মাসি : সবটাই ভাগ্য বাবা।

এবং দুর্ভাগ্য। এর বাইরে কিছু নেই। এতলোক থাকতে আমার গলায় একটা লিচু ঝুলে পড়ল। খুলে দেখা গেল, একটা নয় দুটো।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। বালক রুগী আসফাকুল—গ্রাম বৈশ্চক, জেলা বর্ধমান, ডা. দত্তরায় শাসাচ্ছে 'তোমার তো অর্ধেক সেঁকা হয়েছে (রেডিয়েশন), বাকিটা না সেঁকেই চলে যাচ্ছো। বাবাকে কাল ফোন করো। আর মাত্র ৩০ হাজার টাকা নিয়ে চলে আসুক। নইলে আমি কিছু জানি না। ফাইলে সব লিখে দিচ্ছি। নিজ দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছ। এই করে বদনাম হয় আমাদের।'

লেখার শব্দ খসখস খসখস। ডা. দত্তরায়ের গলা কর্কশ। ব্যারিটোন, আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। কেউ ওকে বারণ করি না।

সকালে উঠে মাসিকে বলি, 'জ্যোৎস্না চোখে দু-ফোঁটা জল দাও।'

দু-ফোঁটা ওষুধ চাইছি চোখে। সে শুকনো চোখে দু-ফোঁটা সিম্ফান দেয়।

ক্যানসার হয়েছে কিশোরবেলা পেরিয়েই। যার যুবাবয়সে রবীন্দ্রনাথ ভাল লাগেনি, তার ক্যানসার হয়নি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শান্তনু প্রদত্ত ও ডাক্তারি নোটবুকের নাম it takes two to form water না হয়ে যদি Death by water হত তাহলে এইসব মতামতের শেষপংক্তি দুটি হত : Gentile or Jew, O you, consider phlebus who was handsome and tall as you.

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৪

লাইফ লাইন নার্সিং হোম

আজ ভিজিটিং আওয়ারের আগে এসেছিল প্রিয়ব্রত। মাসদুই আগে সে ছিল এখানে। আট দিন তার প্রস্রাব হয়নি। ডায়ালিসিস করিয়ে প্রথম ফোঁটা প্রস্রাব করাতে তার বাবা জয়দ্রথ ও গীতার সমস্ত জমিজমা বিক্রি হয়ে যায়। এখন তাদের দরিদ্র বেশ। তারা এসেছে সুস্থ ছেলেকে নিয়ে নার্সিং হোমের এই নিউওয়ার্ডে। তাদের কোলে এ যেন পরের ছেলে। কারণ, তারা—কেলেকুলো। প্রিয়ব্রত টুকটুকে ফর্সা। তাঁর ঠোঁট লাল, এমন কি। আগাগোড়া হাসছে। কিশোরী যুবতী প্রৌঢ়া সমস্ত নার্সদের কোলে কোলে সে ঘুরছে। আর খিলখিল করে হাসছে। এমন কি কুমারী নার্সরাও তাকে যেন স্তন্যপান করাতে পারলে বাঁচে। প্রিয়ব্রত স্থান-কালটি চিনতে পেরেছে পুরোপুরি। যাবার বেলায় যেতে চায় না। খালি ঘুরে ঘুরে তাকায়। শেষমেস যখন যেতেই হয়, যাবার বেলায় কুমারী কনিকার গালে একটা ছোট্ট চড় মেরে যায়। আহা, শেষ!

২ অক্টোবর ২০০৪

আজ লাইফ লাইন নার্সিং হোম ছেড়ে যাব। দুপুরবেলা।

গল্পটা বেড়ে শুয়ে কারুকে বলেছিলাম। কনিকা শুনেছিল। দুপুরে বিদায় নেবার সময় সুইপার মাসিদের জন্য টিপস ওয়ার্ড কাউন্টারে রেখে, ছোটবড় সকলের জন্য হাতজোড় করে বললাম, নার্স পোষাকে তোমাদের তো কিছু দেবার নেই। এমন কি কৃতজ্ঞতাও নয়। শম্পা (১৬/১৭), পাপিয়া, কনিকা, রমা সবাই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে। কনিকা বলল, 'প্রিয়ব্রতর গল্পটা আর একবার বলুন।'

আমি নতুন করে বললাম। আমাকে আশ্চর্য করে (কারণ এটা ডায়ালগে ছিল না) খোদ কনিকার গালেই 'এই এমনি করে' বলে একটা ছোট্ট চড় মেরে বেরিয়ে আসছি—আমার জিনিসপত্র বাইরে—ভাইঝি মিতালী গাঙ্গুলি ডাক্তার, সে, অদ্রীশ আর মৌ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ প্রথমে কনিকা তারপর নার্সরা হাততালি দিতে শুরু করল। আমি হঠাৎ ওদের বক্সে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে দেখলাম। মনে হল এটা স্টেজ। এই নিউওয়ার্ড। আমার পার্ট শেষ আমি বেরিয়ে যে কোনও সরল অভিনেতার মত স্টেজের ভূমিস্পর্শ করে মাথায় হাত রেখে লিফটের সামনে দাঁড়ালাম। লিফট নামতে শুরু করল।

১০ অক্টোবর ২০০৪

পর্শু, জ্যোৎস্না-ক্ষেত্র গুপ্তর বাড়ি থেকে চলে যাব। নার্সিং হোম থেকে সোজা চলে আসি। দুরারোগ্যে যতটা আরোগ্য হতে পারে হল। পুরাণ-নায়কের এক ক্ষমাহীন পাপের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্র একবার নরক-দর্শন হয়। তারপর স্বর্গ। জানি না কোন পুণ্যের ফলে নরকের আগে আমার এ স্বর্গবাস হল। জীবন ছেড়ে যাওয়া কষ্টের তো তুলনা হয়। অসুখ ক্যানসার হলেও কষ্ট এক নয়। কারণ প্রত্যেক কষ্ট আলাদা। এই ১০ দিনের স্বর্গ ছেড়ে যাবার কষ্ট তার চেয়ে কম হলে, কুনকের মত এই ক্ষণিক স্বর্গবাস দিয়েই তো ধান মাপা হয়। এদের চিনতাম। এভাবে চিনিনি। পোকা এদের কাটতে পারেনি।

১২ অক্টোবর ২০০৪

আজ জ্যোৎস্নার বাড়ি থেকে চলে এলাম। চেতলায়।

১৫ অক্টোবর ২০০৪

চেতলার ফ্ল্যাটে ফিরেছি গত পর্শু। আমাকে নিয়ে বেরবার আগে, চৌকাঠ ডিঙোবার আগে রিনা ছেড়ে-যাওয়া ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'এখানে আমরা আবার ফিরে আসব।' গলা কাঁপেনি। আমি বলি, তুমি যদি এভাবে বল, আমি তাহলে কোথা থেকে সাহস পাবো! গলা না কাঁপুক আবেগ তো ছিল। আর অপারেশনের পরে রিনাকে আজ প্রথম বললাম, 'তোমার গলায় ছুরি বসাবার আগে', শান্তনু সেদিন বলছিল, 'ভেবেছিলাম হাত কাঁপবে। দেখলাম কাঁপল না।'

শুনে রিনা বলল, 'এগুলোই তো লেখার।'

অর্থাৎ শান্তনুর কথাটা। ওর কথাটা ওকে বলিনি। কিন্তু ওর কথাও বললাম।

১৯ নভেম্বর ২০০৪

রিনা বলছিল, 'এর পরের উপন্যাসের নাম যেন হয় 'কেউ কথা রাখেনি।"

১৩ ডিসেম্বর ২০০৪

২১ সেপ্টেম্বর গলা কেটে টনসিল ও থাইরয়েড বাদ দেওয়া হয়। নিড্‌ল বায়োপসি করে ক্যানসার ধার পড়ে। শান্তনু (ডা. শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় বলে) একটা জিজ্ঞাসাচিহ্ন দিয়েছে। হয়েছে কি হয়নি। ঐভাবে বলেছিল। পরে জেনেছি প্রথমেই যা জানার জানা গিয়েছিল।

১৯ সেপ্টেম্বর ছিল রবিবার। শান্তনু হঠাৎ জানালো, 'অপারেশন টিম আমি তৈরি করে ফেলেছি। সোমবার সকাল ১০ টায় অপারেশন। তুমি রবিবার দুপুরে ভর্তি হয়ে যাও।'

শনিবার ক্যানসার-আক্রান্ত মানুষ তিনটি ব্যাঙ্ক থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা তুলল। রিনা সেইভাবে তিনটে কিটব্যাগে জিনিস গোছাল, যাতে সল্টলেকে আমার মেজবৌদির অধুনা ভাইপোর বাড়িতে অপারেশনের পর একমাস থাকা যায়। কেউ জানে না আমি আর রিনা ছাড়া। আমরা কোথায় চলেছি। ফ্ল্যাট থেকে বেরবার আগে রিনা শূন্য ফ্ল্যাটের এতদিনের কম হাসি বেশিটাই কান্নার উদ্দেশে বলল, 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে, এই বাংলায়...'

না-না, সত্যিই একথা বলেনি। বলেছিল, 'এই ফ্ল্যাটে আবার আমরা ফিরে আসবো।' অনুবাদ করলে তাই দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন 'আমরা'-র পর 'দুজনে' বলেনি। কারণ, আমরা দুজনে একজন হতে পারিনি। কিন্তু সেদিন না বলে সেই তো মেনে নিল। আমার আসন্ন মৃত্যু মেনে নিতে বাধ্য করল। সেই থেকে আমরা দুজনে একজন। ৩০টা রেডিয়েশন নিতে ঠাকুরপুকুর যেতে হয়েছে সপ্তাহে ৫ দিন করে। বাঁ গাল কেন, গোটা মুখই পুড়ে কালো। বাইরে বেরুইনি ৪ মাস। ঐ 'রে' নিতে যাওয়া ছাড়া। খড়কুটো যা দরকার মেয়ে-পাখি জুটিয়ে এনেছে। সেই থেকে আমরা দুজনে একজন।

১৪ ডিসেম্বর ২০০৪

মৃত্যু ব্যাপারে চিত্ত বলত (যখন বছর দুই ব্যবধানে দেশে আসত), 'দ্যাখ নদা, মৃত্যু কিন্তু জানান দিয়ে আসে। হঠাৎ আসে না। আর এটা আমার ডাক্তারি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।'

সে একথা বলত আমার মদ্যপান ছাড়াও পুরোপুরি অসতর্ক জীবনযাত্রা দেখে। ওর সচেতনতা ওর ক্ষেত্রে কাজে এল না। মারা গেল কার অ্যাক্সিডেন্টে। শোচনীয়তম সে মৃত্যু। চিত্তর জন্য আহা, এবং বিশেষত ওদের ১০ বছরের ছেলে রাজনের জন্যে। ক্যালিফোর্নিয়ার নির্জন রাত্রির পথে ছেলেটা তখন ঘুমে কাদা। ওর বৌ আলো ছিল গাড়িতে। 'কাজে এল না' বলা যাবে না। কারণ অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুর কথা ও বলেনি। বলেছিল ডাক্তার হিসেবে। অসুখে মৃত্যুর কথা। জ্যোতিষী হিসেবে নয়।

আমার ক্ষেত্রে কিন্তু ওর কথাই ফলেছে। মৃত্যু এসেছে পদক্ষেপে আওয়াজ শুনে। ১০৫ FSR ছিল অনেকদিন ধরে। চোয়ালে ব্যথা। ডাক্তাররা শান্তনু এবং সুকুমার মুখার্জি দুজনেই পাত্তা দিল না। বলল, ও অনেক কারণে হয়।

তবে আমার ক্ষেত্রে প্রহরী কি সত্যিই যথাসময়ে দেখতে পেয়েছে? মৃত্যুকে বলতে পেরেছে—হু কাম্‌স দেয়ার? এবং মৃত্যু দাঁড়িয়ে গেছে? ডাক্তাররা তো একবাক্যে সেই কথাই বলছে।

যদি তাই হয় আগের জীবনে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। যদি বেঁচে গিয়ে থাকি তাহলে এজন্যে কিছু অন্য কথাও আছে। মৃত্যু কখন আসবে কেউ জানে না—আবার কেউ কেউ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে কী করে ফিরে আসে তাও জানে। একজন আক্রান্তর সামনে বুক পেতে দাঁড়াতে। যেটা এক্ষেত্রে রিনা করেছিল। তাকে না মেরে আমাকে মারার উপায় ছিল। কিন্তু তাকে মারবে না বলেই, আমি আজও বেঁচে।

আমাকে কেউ একজন বিপদ থেকে রক্ষা করে এ-চেতনা আমার ছিল। আগে ভাবতাম আমার মৃত মা। আমাকে জন্ম দেবার অপরাধে আমি তাঁকে ক্ষমা করিনি। যিনি তত ভালবেসেছেন, যত আমি তাঁকে কষ্ট দিয়েছি।

এতদিনে জানলাম, না, মা নয়। আমার বিপদের পর বিপদ কেটে গেছে শুধু রিনার বিপদ হবে বলে।

কিছু মূল্যহীন জিনিস মহামূল্য হয়ে উঠল, এই অসুখ। বাকি যা কিছু মূল্যবান ছিল, আজ কানাকড়ি দাম নেই তাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

2005 APRIL THURSDAY

Note :

[illegible]

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

একজনকে আমেরিকা যেতে
হয়, না তার সাথে [illegible]
থাকে। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] গেছি...

আমাদের [illegible] ছাদ
[illegible]
[illegible] একটি [illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭ ডিসেম্বর ২০০৪

মরেই গেলাম ধরে নিতে। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। ফাঁসির আসামি। তবু জামিন পেয়েছি।

রিনার সঙ্গে একটানা ৪ মাস। সব দিক থেকে রক্ষা করছে আমাকে।

২৭ ডিসেম্বর ২০০৪

অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর। ৩ মাস। জ্যোতির্ময় দত্ত এসেছিল। আগের মতোই অবিকল। জ্যোতি বলছিল, 'একটা বড় ঝড় বহে গেল তোমার ওপর দিয়ে।' সত্যিই কি তাই। ঝড়? চিরকাল আমার ভাবনা ছিল এই নিয়ে। সত্যিই কি তাই। ১৯৬১-র 'বিজনের রক্তমাংস' গল্পে এই প্রশ্ন প্রথম এসেছিল। সূর্যাস্ত মনোরম মনে হলে বিজনই কাঁধে হাত রেখেছিল বিজনের : সত্যিই কি তাই। নাকি বই পড়ে শিখেছ? সেই থেকে চলছে। সত্যিই কি তাই? ঝড় বললে সবটা বলা হয়? না। রিনার ক্ষেত্রে তা নয়। ঝড় এসেছিল। উড়ে যা যাবার গেছে। সত্যি হল : ঝড় থেমে গেছে কিনা। অতীত কোনো নয়। সত্যি হল বর্তমান কী? আর বর্তমানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ভবিষ্যৎ কী? বয়স ৭১ পেরল। প্রকৃত জন্মসাল ১৯৩২-ই বটে। তাহলে ৭২ পেরিয়েছি। আর কী ভবিষ্যৎ? আমার অসুখ যখন জানা গেল সেই মুহূর্ত থেকে আমার যা হয় হোক—রিনার ভবিষ্যৎ কী হবে এটাই ভেবেছি। অপারেশন থেকে বেডে এসেই ফোনের পর ফোন করে গেছি—যদি সল্টলেকে থাকতে পারি। এখানে তো আত্মীয়রা কেউ নেই ফ্ল্যাটে মরে পচে থাকবে।

AMARBOI.COM

২০০৫

৪ জানুয়ারি ২০০৫

হাত-ফাত কাঁপে। নিজের লেখা নিজে পড়তে পারি না। নিজের চেহারাও আর নেই। চিনতে পারি না। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে—অপারেশনের পর মার খেতে খেতে হাড়গোড় ভাঙা 'দ' হলে গেছি।

কিছুই করতে পারি না। সবসময় 'থম' মেরে বসে থাকি। কোনো ইন্টার-অ্যাকশান নেই।

কাজ বলতে ৭টা উপন্যাসের প্রুফ দেখলাম। 'উপন্যাস সংগ্রহ-২' বেরচ্ছে।

কেন বেঁচে আছি?

এ প্রশ্ন এখনও ওঠেনি। কাজ শুরু করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আগে পড়িনি। 'চোখের বালি' পড়ছি। বেশ উপভোগ করছি। খুব ভালো লাগছে। ছাড়তে পারছি না। পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক লেখা। নাটকীয়তায় ভরতি। যৌনতার মির্চ-মশল্লাই এর মূল স্বাদ। ঋতুপর্ণ[২০১] ঠিকই বুঝেছে এটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য এটাও কাজ। এই পড়াশোনা। নাই বা লিখতে পারলাম।

১৫ জানুয়ারি ২০০৫

২১ সেপ্টেম্বর অপারেশন। ২ অক্টোবর লাইফ লাইন নার্সিংহোম থেকে জ্যোৎস্নার বাড়ি। ১২ অক্টোবর থেকে চেতলায়। ৫ মাস শুধু রিনা আর আমি। মাঝে মুন্নি এসেছিল ২৫ অক্টোবর। ইন্দোর থেকে। ৭ দিন থাকল। ২৫ অক্টোবর আমার জন্মদিন। কেক কিনে আনল। কেক খেয়ে 'হ্যাপি বার্থ ডে' গান গাইল মুন্নি। একা। তারপর প্রথম 'Ray' দিতে নিয়ে গেল ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে। জন্মদিনের দিন পড়েছিল। প্রথম ৫ দিন মুন্নিই সঙ্গে গেল। সপ্তম দিনে ইন্দোর চলে গেল। এসেছিল ৮ বছরের ছেলে নানুকে (অনুরাগ) নিয়ে। এই প্রথম ওকে see off করতে যেতে পারলাম না স্টেশনে। এই প্রথম আনতে যেতে পারিনি স্টেশন থেকে।

২৩ জানুয়ারি ২০০৫

রিনার মামাতো বোন মনিয়া ডাক্তার। এখন কাজে যায় পোর্ট মোরেস বাইতে, পাপুয়া নিউগিনির রাজধানী। ফিজিওলজির অধ্যাপক। ডিসেম্বর-জানুয়ারি দু মাস ছুটি। এখানে আসে। ম্যান্ডেভিল গার্ডেনসে অত্যন্ত দামি ফ্ল্যাট, দামি জিনিসপত্র। ইন্টারনেটাদি তখন থেকে, যখন ম্যান্ডেভিলে কারোরই ছিল না। রেখে যায় স্বামী তাপসকে। সে ১০ মাস বিপত্নীক থাকে। মনিয়ার বয়স ৬০। অর্থবহ বলে। কপিল ও জানে ওকে দেখায় মেরেকেটে ৪৭।

৫ মার্চ ২০০৫

টনসিল থাইরয়েড অপারেশন হবার পর (২৯ সেপ্টেম্বর) ৫ মাস পরে লাংসে আবার একটা টিউমার পাওয়া গেছে। এবার অবধারিত শেষ। যাবার আগে মন শান্ত সুনামির আগে সমুদ্রের মতো। এটাই জেনে যাচ্ছি।

১৮ মার্চ ২০০৫

১ সেপ্টেম্বর থেকে শুধু বায়োপসি। অপারেশান। ২৫ অক্টোবর থেকে ৬ ডিসেম্বর 'Ray'। আবার X-Ray মার্চের শুরুতে। লাংসে গ্ল্যান্ড। আবার বায়োপসি।

তার আগে Bronelio scope–CT ইত্যাদি। X-Ray-তে Shadow.

আজ রেজাল্ট বেরুবে। সুতোয় ঝুলছে একটা এককেজি বাটখারা। আর কতক্ষণ? একটা ভালো খবরও কি আসবে না?

২৪ মার্চ ২০০৫

'কী দেখিতে চাই আর?
প্রান্তরের কুয়াশায় উড়ে যেতে
দেখিনি কি কাক?' (স্মৃতি থেকে)

জীবনানন্দের এই কবিতায় কী কী ভালো লেগেছিল জীবনে তার একটা লিস্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। বটগাছের নীচে লাল-লাল ফল পড়ে আছে—সূচিপত্রে এটাও ছিল। কুয়াশায় কাক শেষ লাইন।

মৃত্যুর আগে (ধরা যাক, দু-মাস আগে) যদি আমি একটা লিস্টি করি—একদিনে তো সব মনে পড়বে না—যদি করে যেতে থাকি—

১। সারারাত ঝিপঝিপ বৃষ্টির নির্জন রাস্তা দিয়ে জল ছড়িয়ে গাড়ি যাবার শব্দ (যখন বেশি রাতে মাঝে মাঝে যায়)।

২। ঘাটশিলায় ফুলডুংরির পাশে দুপুরবেলা দীঘির পাড়ে বহুদূর শতাব্দী পেরিয়ে আসা কাপড় কাচার শব্দ আদিবাসী মেয়ের—ঘুঘুর ডাকের মতো মৃদু—এত দূর।

তারিখহীন

কবি ও ভাইঝি

অরুণাভ সরকার[২০২], কবি। নতুন কাব্যগ্রন্থ দু ফর্মা চটি বই। সফট কভার। কী যেন নাম বইটার। শ্যামবাজার গিরিবালা গার্লস স্কুলের অশিক্ষক কর্মচারী। আমার Biopsy স্লাইড Re-exam করতে দিতে স্কুলের পর ল্যাবে যাবে। ল্যাব কাছেই। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এসেছিল। নিয়ে গেল। সন্ধে সাড়ে ৬ টা ভাইঝি মিতালি আসবে। মিতালি ডাক্তার। তার হাতে দেবে।

সন্ধ্যাবেলা ভাইঝির ফোন: ন'কাকা অরুণাভর ফোন বা মোবাইল জানো?

ওর তো মোবাইল নেই। কেন রে?

—আমি তো কাপড় পরে বসে আছি। কিন্তু বাইরে বৃষ্টি। ঝড়ও। তোমাদের ওখানে ঝড় হচ্ছে না?

—না তো। একটু বৃষ্টি পড়ছে।

—না-না। এখানে ঝড়। আমি তো যেতে পারছি না। আর আজ ৮।। থেকে এমারজেন্সিতে ডিউটি। এখন গিয়ে যদি আটকে যাই পথে। আজকাল জানো তো ডাক্তার না পেলে ভাঙচুর করে।

ভাইঝির AC Indica, সে পারছে না। কিন্তু ছাতা মাথায় জল ভেঙে কবি পৌঁছে গেছে বা যাবে ঠিক সময়েই। তার কাছে ভাইঝির ফোন নং আছে। বললাম, সে তোকে ফোন করবে। তখন তাকে যা বলার বলে দিস।

কিছুক্ষণ পরে ভাইঝি জানাল, কবি এসেছিল। ইতিকর্তব্য যা, কবিকে সে বলে দিয়েছে।

কবির বাবার ইন্টেসটাইনে ক্যানসার। পলি ব্যাগে টিউব দিয়ে পায়খানা জমা হয়।

কবি বলেছিল আমাকে, সন্ধ্যাবেলা পায়খানা হলে বাবা বসে থাকে। সে গেলে পরিষ্কার হয়। সে নিজে করে।

অথচ, ভাইঝিকে যখন আমি ফোনে এর কথা জানাই পদবি ভুলে গিয়েছিলাম। তাই বলি যে যাবে ল্যাবে তার নাম অরুণাভ (একটু থেমে), কবি। তার শেষতম কবিতার বইয়ের নাম : কচুরিপানার ভেলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

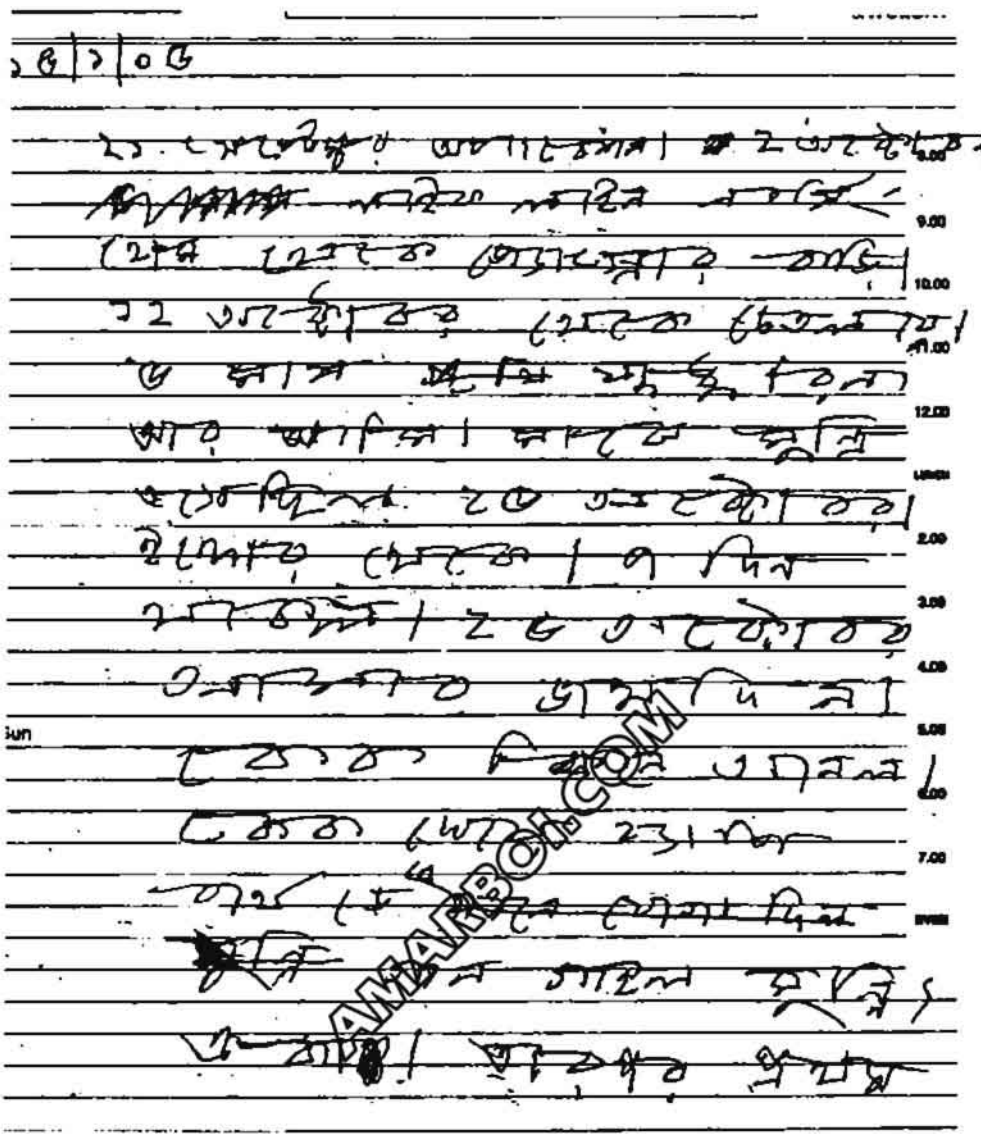

ডুবুরি

কী মনখারাপ নিয়ে তুমি ঘুম থেকে উঠেছিলে
কিছু আমি জানি।
রাত্রি ভেঙে ঢুকে পড়ি—
রান্নাঘরে মা
দাদা ও বাবার হাতে বই
ফিরে এসো যথারীতি, অতীতের দিন।
আকাশে মেঘ, দূরে ধোঁয়ার মতন
ডুবুরি নেমেছে জলে।

(কচুরিপানার ভেলা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮ মার্চ ২০০৫

ফোন বেজে উঠলে মনে হয় ফোনটা বেঁচে আছে। বাকি সময় মৃত।

৩০ মার্চ ২০০৫

কাল থেকে আবার 'Ray' নেওয়া শুরু। লাংস-এর নীচে ফের একটা গ্ল্যান্ড। ২৫ অক্টোবর থেকে ৬ ডিসেম্বর সপ্তাহে ৫ দিন 'Ray' নিতে যেতে হত। ৩০টা 'Ray' সবগুলোকেই নিতে পেরেছিলাম। নিরুপদ্রবে। ডাক্তার সুছন্দা গোস্বামী হেসে বলেছিলেন (এতদিন সম্পর্ক মধ্যমে অর্থাৎ 'তুমিতে'—আমি বলি তুমি/তোমাকে)

—ফুল ডোজ দিয়েছি। চমৎকার নিতে পেরেছেন। সবাই পারে না।

প্রথমে এক মাস, পরে দু মাস পরে বললেন, 'ভালই তো আছে। এখন মাসতিনেক পরে এলেই হবে।'

বললাম, 'জামিনে খালাস দিচ্ছেন?'

'না-না। বেকসুর খালাস দিচ্ছি।'

'তাহলে আর প্রেসক্রিপশনে এত কী লিখলেন। লিখুন, 'বেকসুর খালাস।'

'ঠিক আছে' উনি প্রেসক্রিপশনের উলটোপিঠে লিখে দিলেন 'বেকসুর খালাস।' হাসতে হাসতে। ৬ মাসের মাথায় বললাম, 'কই বেকসুর খালাস তো হল না।'

বললেন, 'হল তো না!' এবার বলে হাসলেন।

চাঁদ যেদিন আমাকে প্রথম নিয়ে যায় হাকুরপুকুরে, চাঁদকে দেখেই চিনেছিলেন, 'আপনি তো আগে আসতেন।'

চাঁদ : হ্যাঁ, মাকে নিয়ে।

চাঁদের মা মারা গেছেন বছর-পাঁচেক তো হবেই। ৫ বছর পরে দেখেই চিনলেন। মাঝখানে হাজার হাজার পেশেন্ট এসেছে।

চাঁদ বলল : তখন চোখদুটো নরম ছিল।

এখন অনেক খর হয়েছে।

মৃত্যু দেখতে দেখতে মনে হল আমার। কঠিন হয়েছে মন। দৃষ্টি খরশান।

৩ এপ্রিল ২০০৫ : রবিবার

লাং-এর নীচে টিউমার। নতুন করে শুরু। মেটাস্টেটিস। গলা দিয়ে রক্ত পড়ছিল মার্চের শুরু থেকেই। আবার বন্ধও হয়ে গেল অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে। আবার আজ বেলা ১২।। টায় কফের সঙ্গে রক্ত পড়া শুরু হল।

ভয়ের কারণ যত বাড়ছে ভয় তত কমে আসছে। এই কথা লেখার জন্যেই লেখা। মৃত্যুর সময় (এই প্রথম অসুখের পর শব্দটা লিখলাম) মৃত্যুভয়, কমতে কমতে থাকবে না বলেই মনে হয়।

৪ এপ্রিল ২০০৫

আজ সন্ধ্যাবেলা চাকদহ নদিয়া থেকে ফোন।

—হ্যাঁ বলুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আমি চিরন্তন সরকার[১০৫]।

—বলুন।

—আপনার 'গল্পসমগ্র' পড়ছি। কিছুদিন ধরেছি। খুব মুগ্ধ হলাম 'মীরাবাঈ' গল্পটি পড়ে।

—আর?

—আর ভালো লাগল 'উৎপল সম্পর্কে' গল্পটা। আর ভাল লাগল...

—'মীরাবাঈ' ৬০ সালে লেখা। ৪৫ বছর আগে।

—সত্যি বিশ্বাসই হয় না।

ছেলেটি প্রফেসর। মুর্শিদাবাদের কোনো কলেজে পড়ায় বলল।

কী পড়ায় আর জানতে চাইনি।

বলতাম, আমি খুব অসুস্থ। কিছুদিন পরে আর ফোন ধরার অবস্থা থাকবে না। তাই আবার ফোন করবেন। তাড়াতাড়ি।

ফোন করবে বলে মনে হল। তাড়াতাড়ি 'হ্যালো' বলে যখন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি তোমার ফোন নং কত? ততক্ষণে সে ফোন কেটে দিয়েছে।

১৯ জুলাই ২০০৫

এখন খেলা বন্ধ। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় মৃত্যু।

যদিও জিতবে সে। তবু আমাকে খেলে যেতে হবে। স্রেফ ঠাট বজায় রাখতে।

তবে এখন খেলা বন্ধ মাসখানেক।

রেফারি অসুস্থ।

দুজনেই জিরোচ্ছি।

AMARBOI.COM

২০ জুলাই ২০০৫

সন্ধ্যায় পার্কে হাঁটি। বাড়ি ফিরলেই—কোনো না কোনো অভিযোগ আপত্তি। কোনো কথা বলার আগেই। দরজা খুললেই পোষা বিড়ালির 'মিউ!' বা 'ম্যাও!' যখন যা। এর মানে বোঝার চেষ্টা করে লাভ নেই।

২৫ জুলাই ২০০৫

গেটের সামনে কুকুর। হুশ-হাশ। কিছুতেই সরে না। বাজারের ফড়ে ননীকে বলি। ননী 'এই ভোলা যা' 'এই কেলে যা'—বলতে থাকে।

ওপরের ফ্ল্যাটের দেবু এসে দাঁড়াতেই কুকুরগুলো চলে গেল।

—কী বললাম বলুন তো?

—বললে কিছু?

—একটা মন্তর আছে কুকুর তাড়াবার। বলবেন, উচ্চারণ করে বলতে হবে সে আপনি যতই শিক্ষিত হোন—'এই শালা কুকুর, তোর বাপের নাম কী?' দেখবেন, সরে যাবে। মাথা নীচু করে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১ সেপ্টেম্বর ২০০৫

আত্মজীবনীর শুরু

পৃথিবীর ওপর যত মানুষ, সবাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। কিন্তু এদের মধ্যেও দুটি শ্রেণি আছে। এদের মধ্যে একদলের মৃত্যু ঘোষিত হয়েছে। আর একদলের হয়নি। আমি ঘোষিতদের দলে।

'কারাগারে প্রাণদণ্ডপ্রাপ্তদের কোনো কাজ করতে হয় না।' আজ স্ত্রী রিনাকে বলছিলাম, 'অথচ আমার ছুটি নেই। একসঙ্গে আমার কারাদণ্ডটি সশ্রম।' আমাকে নিজের এবং সংসারের সব কাজই করতে হয়। এমনকি পুজোসংখ্যার জন্য উপন্যাস লেখায় বাদ নেই।

সুছন্দা গোস্বামী, আমার ডাক্তার। আজ জানতে চাইলাম, 'আচ্ছা, কবে বলতে পারবে আমি রোগমুক্ত বলো তো?'

বলল, '২ বছর।'

দু বছর বেঁচে থাকলে এবং এর মধ্যে রোগলক্ষণ দেখা না দিলে বলা যাবে।

২১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ আমার অপারেশনের বার্ষিক হবে।

এত কিছু। তবু আমার মনে কোনো উদাসীনতা আসেনি; উদারতার জন্ম নেয়নি। পদে পদে বুঝতে পারছি আমার মন কত ছোটো। কত অনুদার কত নীচ। আমার আত্মজীবনীতে আমি সেই কথাই বলব।

AMARBOI.COM

৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫

সুব্রত[২০৪] পুজোর লেখা আজও চাইল না।

কাল স্বপ্নে দেখলাম ছোট্ট ফুলদানিতে মাথা তুলে রয়েছে ভিজে ভিজে মাটির সাপ। জিভ বের করল। কেউটে বোঝা গেল। ক্রমে জানা গেল। আমাদের বাড়ির সর্বত্র সাপ লুকিয়ে আছে। রিনা রাজমিস্ত্রি কর্নি হাতে খাটের নীচে ঢুকল একটাকে মারতে। আমি বারণ করলাম। কামড়ে দেবে। সাপের সঙ্গে দূরত্ব রেখে তাকে মারতে হয়। লাঠি দিয়ে।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫

আমার ঘুম এখন খুব। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড নেই। থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণের জন্য ওষুধ খাই। কখন কমায় আর কাকে বাড়ায় ঠিক থাকে না। সূর্য অস্ত যাবার সময় ছায়া বাড়ে। আমার ঘুম বেড়েছে।

আমার ঘুম আগাগোড়া থাকে স্বপ্নে ঠাসা। প্রতিটি স্বপ্ন আমার লিখে রাখা উচিত। চরিত্ররা অধিকাংশই মৃত। জীবিত ২/১ জন থাকে। মৃতদের একটুও অস্বাভাবিক মনে হয় না।

জীবিত বা মৃত স্বপ্নে সবাই কথা বলে। কিন্তু সেজন্য তাদের কারোকেই ঠোঁট খুলতে হয় না। অথচ সব কথাই তারা বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ আমার বাল্যবন্ধু রবিন মিত্র মারা গেছে। ছিল ক্যানসার। মৃত্যু হল মোটর দুর্ঘটনায়। যাচ্ছিল...

proper names একদম মনে পড়ে না। যখন দরকার তখন তো নয়ই। পরে ভেসে আসে।

যেন রবি ঠাকুরের গান। 'এসেছিলে তবু আস নাই'-এর সেই 'পলাতকা ছায়া' ফেলে তারা... চলে যায়।

গান দু'রকম। রবি ঠাকুরের আর রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের যেমন, 'সঘন গহন রাত্রি' বা 'তুমি রবে নীরবে'—এইসব! রবীন্দ্রনাথের এইসব গানে 'নিবিড় নিশীথ পূর্ণিমাসহ' অমাবস্যা হয়ে যায় বিশেষত দেবব্রত বিশ্বাস গাইলে।

'সঘন গহন রাত্রি' হয়তো কোনো না কোনো মিশ্রিত মল্লারে। কিন্তু এইসব মল্লারে সব সময়েই কিছু 'দরবারি' পাওয়া যায়।

যেভাবে শঙ্খ ঘোষের 'চৈত্র মেশে বৈশাখে' আর কি।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫

আমাকে অপেক্ষা করতে হয় না আমার মৃত্যুর জন্যে। কারণ দীপক মজুমদারের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমিও মরে গেছি।

ক্যানসারের ব্লাডার বাদ গিয়েছিল রবিনের। তাকে একটি থলি দেওয়া হয়েছিল যা তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। সেখানে ফোঁটায় ফোঁটায় জমা হত পেচ্ছাপ। যেভাবে অহঙ্কারী মানুষের অহঙ্কার জমে।

তার মৃত্যু হয়েছিল নার্সিং হোমে। নার্সিং হোমে শেষরাতে সিস্টার ট্রেনিকে ডেকে বলল, 'চুনি ৬ নং-এর ক্যাথিটার ভেপ খুলে দে।' পেসমেকার খুলে দিতে বলে আত্মীয়রা। সেকেন্ড-হ্যান্ডও হাজার ২০ টাকায় বিক্রি হয়।

৩ অক্টোবর ২০০৫

'হেসে-খেলে নাও রে যাদু মনের সুখে'

—এই যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জীবনের এটা দেখছি ঠিকই ছিল।

অপারেশনের পর বছর খানেক বেঁচে থেকে (আশা করিনি) ঐ মনোভাব সমর্থিত হয়েছে এবং সর্বসম্মতিতে।

যে কদিন বেঁচে আছি ঠিক করেছি (বুঝেসুঝে) আমোদ-আহ্লাদেই কাটিয়ে দেব। প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করা—এটা জীবন।

ভোগ নয়। উপভোগ। জীবন একটা উপস্বত্ত্ব; এই কারণে।

৮ অক্টোবর ২০০৫

আত্মজীবনীর শুরু। সম্ভাব্য নাম : ১। ছায়াবিহীন ২। আমার আত্মজীবনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০ অক্টোবর ২০০৫

পি. এইচ. ই. বাংলো, বোলপুর

এসেছি ৭-এ। আজ নিয়ে ৪ রাত। এখন রাত ১০.১৫। আজ সপ্তমী। চাঁদ দিয়ে যদি গণনা হয় তাহলে আকাশে ৭ দিনের চাঁদ। অবশ্য তা সম্ভবত নয়। তাহলে তো চাঁদ আধখানা দেখাত। বিপুলা এ পৃথিবী। কতটুকু জানি।

দুটো লেখা লিখতে হবে :

১। বিদ্যাসাগর

২। এত কবি কেন

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথ দু'দেশেরই সাংস্কৃতিক পিতা।

দুভাই (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) এই পিতৃত্ব স্বীকার করে। হাঁড়ি আলাদা। কেন?

আজ রাতে খিদে হল না একদম। এই প্রথম কিছুই খেতে পারলাম না। অথচ এখানে এসে ইম্প্রেশান হয়েছিল খিদে বুঝি বাড়ছে। তোমার সৃষ্টির জাল রেখেছ আকীর্ণ করি, বিচিত্র ছলনাজালে...ইত্যাদি।

গত বছর পুজোয় টিকিট কাটা ছিল। বাংলো বুক ছিল। আসা হল না। সব ক্যানসেল হল। শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়ে রিনা জ্যোৎস্নাকে বলল, 'নারে, হল না এবার।' টেলিফোনে বলতে শুনে বুঝে নিলাম যা বোঝার।

অপারেশন হল ২১ সেপ্টেম্বর। এবার পুজোয় এখনও বেঁচে আছি। এসেছি রিভেঞ্জ নিতে গতবারের ব্যর্থতার। কিন্তু, কে কার ওপর রিভেঞ্জ নেবে সে তো জানে! তাই, হতাশাই জেতে। আশা নয়। সদ্য মৃত কবি ডেথ বেডে লিখে গেছে—যেতে হবে তাই যাচ্ছি, নইলে কি যেতাম।

বড় সত্যি কথা। বড় তীব্র কথা।

১৫ অক্টোবর ২০০৫

শান্তিনিকেতন

অসুখ সংক্রান্ত এইটুকু বলা যায়, ভেঙেছি তবু এখনও মচকায়নি।

ছেলেবেলা

পেন্সিল-কাটা কল ছিল না। ঘোরানো পেন্সিল। গেঞ্জিও ছিল। চটি ছিল না।—মায়ের ব্যাখ্যা— কিন্তু তাই যদি হল পেন্সিল-কাটা ছুরি ছিল না কেন? পাউরুটি কেন এল স্কুলের পরে। কত কমে সংসার চালানো যায় তার প্রতিযোগিতা।

আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় আমার জীবনে বড় ঘটনা নেই। না থাক, বড় বড় লোক তো থাকতে পারত? নেই। লেখক-জীবন নিয়ে লেখিনি। প্রথমত লেখক-জীবন বলে কিছু হয় না। পুরোটা বানানো। তাই fake, যে জন্যে প্লেটো[২০৪] বলেছিলেন ওদের 'রিপাবলিক'[২০৯] থেকে দূর করে দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

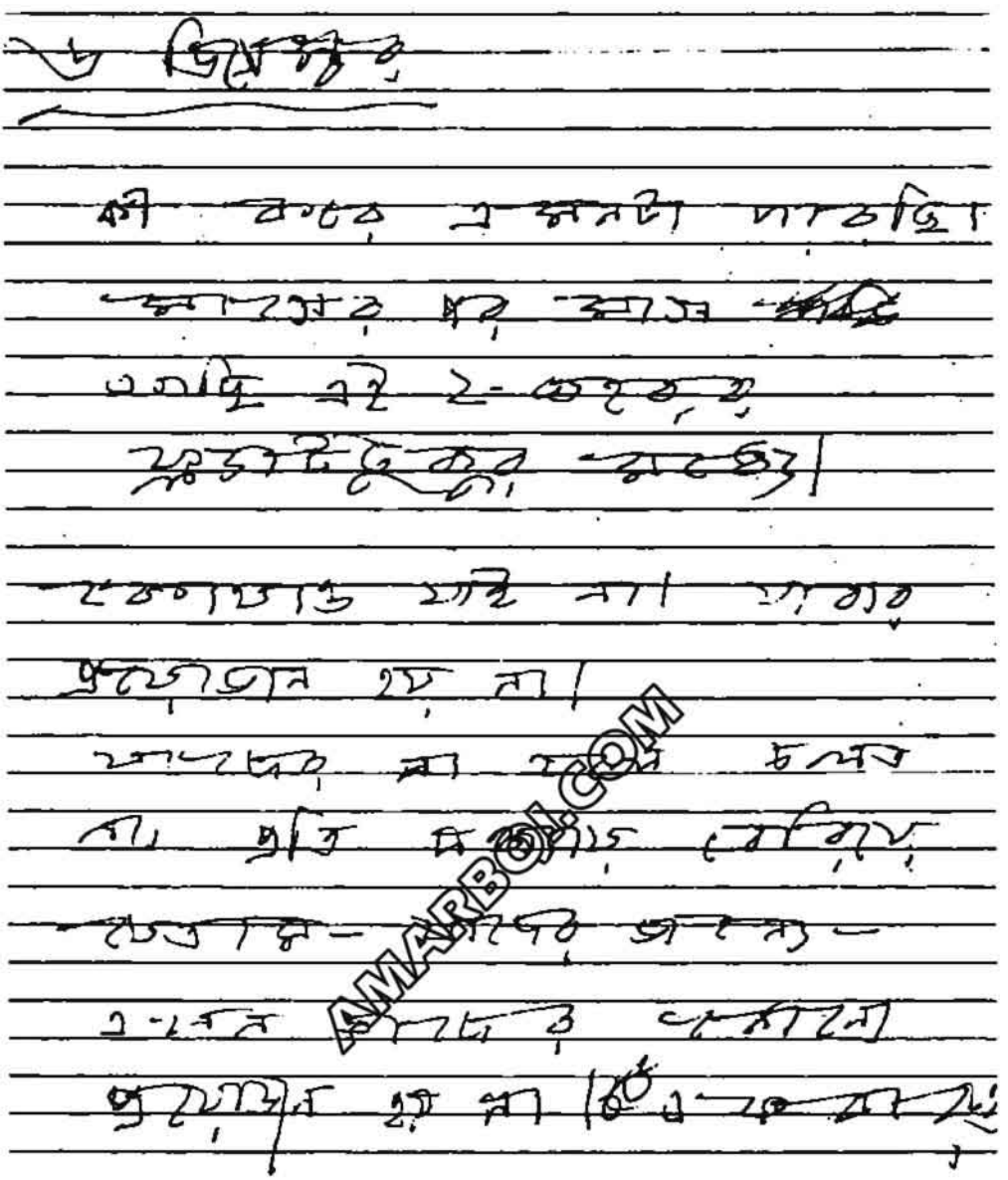

তারিখহীন

আমার মৃত্যুর পদশব্দ শব্দহীন।

ফকনারের[২০৭] 'স্যাংচুয়ারির'[২০৮] প্রথম অধ্যায় কদিন আগেই পড়েছি। দু-চার সপ্তাহ পরে ফের শুরু করে প্রথম কবিতাটা চেনা লাগলেও বাকি পাতা কটা চিনতেই পারলাম না।

অ্যালঝাইমার[২০৯] অসুখটা নিজেকে চেনালো এভাবেই।

১২ নভেম্বর ২০০৫

১০ দিন ধরে সর্দি, কাঁপ দিয়ে জ্বর এল (ম্যালেরিয়া নয়), তারপর থেকে ৯৮-৯৯ চলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শান্তিনিকেতনে দিন দশেক থেকে মনে হয়েছিল আমার কোনও অসুখ নেই। ভাবলাম, এবার মিনিংফুলি বাকিটুকু বাঁচব। এতদিন ভয় পেতে পেতে বাঁচা-মরা হয়ে গিয়েছিল। মানুষ যখন হাবুডুবু খায়—ভাবতে কি পারে কিছু। ভয় আসে বাঁচার ইচ্ছা জন্মালে।

রবীন্দ্রনাথই ঠিক ধরতে পেরেছিলেন ছলনাময়ীকে। 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/ সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার।'

সে অধিকার আমাতে বর্তাবে না। কারণ এতদিন পরে আমার বাঁচার ইচ্ছে হয়েছে। বা সেই আশা জেগেছিল।

১৭ নভেম্বর ২০০৫

আজ কমলকুমার মজুমদারের জন্মদিন। আজ তাঁকে নিয়ে কিছু বলার কথা ছিল। উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য দুঃখিত।

থাকলে হয়তো এরকম বলতাম : হাঁটাচলা শেষ হলে পা থেকে খুলে জুতো জোড়া র‍্যাকে তুলে রেখে যেতে হয়। কারণ বাকি পথটুকু খালি পায়ে যেতে হয়।

আজ সকাল ১০।। টায় শীতল মারা গেছে। চেয়ারে বসে । রাত ৯টায় রিনা ফোন করে জানল। সকালে ১১টা নাগাদ সুনীল ফোন করেছিল : শীতলের খবর রাখ?

১৮ নভেম্বর ২০০৫

জল নেই

শীতল মারা গেছে কাল সকাল ১০টায়। এখুনি রিনা বেরিয়ে যাচ্ছে । ওদের বাড়ি যাবে। এখন সন্ধ্যেবেলা। কাজের মেয়ে কল্পনা আসবে। বলতে হবে : ১। এক বোতল বিসরেলি যেন আনে। ২। এক বালতি খাবার জল তুলে আনো। 'এখন টাইম কলে জল নেই' এমন কথা বললে বলতে হবে টাইম কলে ৬।। টা পর্যন্ত জল আসে বলে আমাদের জানা আছে। ফ্ল্যাট বাড়িতে আজ সকাল থেকে জল নেই।

১৯ নভেম্বর ২০০৫

আমি দিবাস্বপ্নে দেখলাম আমার দিকে পিছল ফিরে সীতা আর তার কার্ডরুমের বন্ধুরা। বন্ধ দরজায় ছোট্ট একটা জানলা বসানো থাকে। ভেতরে জুয়া। আমি স্পষ্ট দেখলাম সাথীর ওপর বোর্ড লাইটের অন্ধকারে সীতার মস্ত পাছায় সমীরণ বিশীর্ণ হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। ঘুষ নিয়ে নিয়ে সিলিং ছোঁয়া টাকা রেখে গেছে নেড়ু। এসব তাসপাশা মদ্যপান নেড়ুই শিখিয়ে গেছে।

এই মুহূর্তে আমি নিজেকে বলি : যারা এগোচ্ছে তারা তো ছিল না। তারা চলে গেলে তাই নিয়ে কিছু মনে হবার কথা না। শীতল ছিল। তাই খালি মনে হচ্ছে—শীতল নেই। পাখি উড়ে যাওয়া খাঁচার মতন। খাঁচাটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে—ছিল, ছিল, ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০ নভেম্বর ২০০৫

বীরেশ্বরের দেহ তখন চুল্লিতে ঢোকার অপেক্ষায়। ওরও ছেলের নাম জয়। বাবার মুখাগ্নি সেরে ছেলে আমার কাছে এসে ফ্যাঁসা গলায় বারবার বলছিল : কাকু, বাবা নেই। কাকু, বাবা নেই।

এরচেয়ে কারো মৃত্যুর সঠিক সংজ্ঞা আর হয় না। অর্থাৎ ছিল কিন্তু আর নেই। যার 'ছিল' শুধু তাঁদের সম্পর্কেই এমন শোকধ্বনি প্রযোজ্য। যেমন শীতল। যে, ছিল।

২৩ নভেম্বর ২০০৫

রাত ৯॥

আমার অসুখ কি সঙঘবদ্ধ হচ্ছে আবার। ৩॥ কেজি ওজন কমলো কেন? আবার sputum, Blood এসব হবে। তারপর X-ray; তারপর?

২৬ নভেম্বর ২০০৫

আজ শীতলের শ্রাদ্ধের চিঠি এল ক্যুরিয়ারে। আমাকেই সই করে নিতে হল।

২৮ নভেম্বর ২০০৫

বাড়িতে ফুল সাইজ আয়না নেই। এসব অভিনেতাদের জাগে এতদিন ভেবেছি, আজ স্নানের আগে ন্যুড হয়ে নিজেকে একবার দেখতে ইচ্ছে করল। নগ্ন ইচ্ছে। বাড়িতে তেমন নগ্ন আয়না নেই ভাবছি—বের হয়ে এসে মনে পড়ল নগ্ন দেখার সেটা আছে যেটা হিরণের[২১০] আঁকা লেখকের ন্যুড মলাট (প্রকাশের সম্পাদিত বই, আমার বিষয়ে)। দেখলাম তারপর ওর আঁকা আমার পোর্ট্রেটগুলো দেখার নেশা লেগে গেল। এ ছবিতে কেবল আমি না আমার চোদ্দপুরুষ আছে। কোনো কোনো শিল্পী জন্মান যাদের জন্য মডেলরা হয়ে ওঠে। যেমন আমি। হিরণ এঁকেছে, আঁকতে, দেখতে পেরেছে বলেই আমি সন্দীপন হয়ে উঠেছি। ওগুলো কোনো লেখকের পোর্ট্রেট নয়। সাহিত্যের বাবা-মা-হারা অনাথের ঘাড় ঘোরানো—এ বয়সে আর কেউ দত্তক নেবে না। শুধু হিরণ দেখে ফেলল বলে ওরকম কিছু মুখ-ভ্যাঙচানি সমাজের জন্য রয়ে গেল।

আমি বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আয়না ছাড়াই নিজেকে দেখি আর ভাবি আবার কবে দেখা হবে।

৬ ডিসেম্বর ২০০৫

কী করে এমনটা পারছি। মাসের পর মাস আছি এই ২-ঘরের ফ্ল্যাটটুকুর মধ্যে।

কোথাও যাই না। যাবার প্রয়োজন হয় না। যাদের না হলে চলত না, প্রতি সন্ধ্যায় বেরিয়ে যেতাম---যাদের জন্যে—এখন তাদের কোনো প্রয়োজন হয় না। একবারও ইচ্ছে হয় না, বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।

ভ্যান গঘ ভাই থিওকে লিখেছিলেন পাগলা-গারদ থেকে, 'আসলে ভেঙেচুরে এমন ধ্বংস হয়ে গেছি যে বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।'

ভ্যান গঘ পাগলা-গারদে এমনি সুস্থ থাকত। মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ার কেঁপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বর আসার মত—আক্রমণ করত পাগলামি। সেই আতঙ্কে কাটত পাগলা গারদে তার সুস্থ দিনগুলো। যে, আবার কবে পাগল হয়ে যাবে!

কী করে পারছি।

এত একা থাকতে। একটুও অসুবিধে হয় না তো। কারো, কোনো কিছুরই অভাব বোধ করি না। আসলে এখনও রিনা আছে। দুজনে যদি কারাগারে থাকতাম আর একটা ফোন থাকত—ঠিক সেইরকম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১.**নির্মলবাবু**, নির্মল চ্যাটার্জি। নকশাল নেতা। বরানগর অঞ্চলে থাকতেন। খুন হয়েছিলেন। সন্দীপনের নানা লেখায় এই খুনের ঘটনার উল্লেখ আছে।

২.**রিনা চট্টোপাধ্যায়** (১৯৩৪ -)। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী। ১৯৬৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বিবাহ হয়। শিক্ষকতা করতেন ডানলপের একটি স্কুলে।

৩.**জামাইবাবু**। ডা. বীরেন্দ্রলাল মিত্র। সন্দীপনের শ্যালিকা রেখার স্বামী।

৪.**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়** (১৯৩৪-)। জন্ম ফরিদপুর। কবি ও ঔপন্যাসিক। 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩) পত্রিকার সম্পাদক। 'একা এবং কয়েকজন' (১৯৫৮), 'আমার স্বপ্ন' (১৯৭২), 'বন্দী জেগে আছো' (১৯৫৮) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং 'আত্মপ্রকাশ' (১৯৬৬), 'অর্জুন' (১৯৭০), 'সেই সময়' (১৯৮১-৮২), প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেছেন। সন্দীপনের 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' (১৯৬১) আলোচনা করতে গিয়ে ১৯৬৪ সালে সুনীল লিখেছিলেন, 'বাংলা সাহিত্য যদি সত্যভাষী হয় তাহলে একদিন এই কৃশকায় বইটির খোঁজ পড়বে।' ১৯৬৯ সালে সন্দীপন প্রকাশ করেন সুনীলের কবিতার মিনিবুক 'লাল রজনীগন্ধা' যা অত্যন্ত বিতর্কিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল। সুনীলের উপন্যাস 'অরণ্যের দিনরাত্রি' পড়ে সন্দীপন লেখেন 'জঙ্গলের দিনরাত্রি'। 'দেশ' পত্রিকায় কর্মরত। বঙ্কিম পুরস্কার (১৯৮৩), অকাদেমি পুরস্কার (১৯৮৫) এবং আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন।

৫.**ম্যাকবেথ**। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার রচিত নাটক। এখানে 'চটি ম্যাকবেথ' বলতে চার্লস এবং মেরি ল্যাম্ব সম্পাদিত ছোটোদের সংস্করণটির কথা বলা হয়েছে।

৬.**গৌরকিশোর ঘোষ** (১৯২৩-২০০০)। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। জন্ম যশোহর বাংলাদেশ। উপন্যাস—'জল পড়ে পাতা নড়ে' (১৯৭৮), 'প্রেম নেই' (১৯৮১) ও 'প্রতিবেশী' (১৯৯১)-তে ১৯২১ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজ-জীবনের ছবি এঁকেছেন। জরুরি অবস্থার সময় (১৯৭৫) জেলে যান এবং লেখেন 'আমাকে বলতে দাও' (১৯৭৭)। ১৯৮১ সালে পান ম্যাগসেসে পুরস্কার। সন্দীপনের সঙ্গে আলাপ ৫০-এর দশকে হলেও ১৯৮১ সালে 'আজকাল' পত্রিকার সম্পাদক হলে সহকর্মী হিসাবে আবার কাছাকাছি আসেন।

৭.**বাবা**, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জার্ডিন হেন্ডারসন কোম্পানিতে বড়োবাবু ছিলেন। উনিই প্রথম চাকরিতে বের হন পরিবারে। সন্দীপনের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব ছিল, সেকথা লিখেছেন 'পিতৃস্মৃতি' রচনায়। পাঁচ ছেলে এবং তিন মেয়ে—(১) কিশোরীমোহন (২) সন্তোষমোহন (৩) কমলা (৪) সুধা (৫) গোপাল (৬) রাজলক্ষ্মী (৭) সন্দীপন (আসল নাম পশুপতি) (৮) চিত্তরঞ্জন।

৮.**সুনীল নন্দী**, সুনীলকুমার নন্দী (১৯৩০-)কবি। ৬০ ও ৭০-এর দশকে 'অনুক্ত' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ১৯৬৯ সালে পান উল্টোরথ পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল', 'প্রকীর্ণ সবুজে নীলে' 'সেই মুখ'।

৯.**পার্থ**, পার্থসারথি চৌধুরী। সন্দীপনের দীর্ঘদিনের বন্ধু। পেশাগত ভাবে সরকারি চাকরিতে উচ্চপদে ছিলেন এবং নানা জায়গায় ঘুরে চাকরি করেছেন। তখন সন্দীপন ও 'কৃত্তিবাসী' বন্ধুরা পার্থর কাছে চলে যেতেন। সন্দীপনের লেখালিখিতে সে কথা বহুবার উল্লেখ আছে।

১০.**গীতা চৌধুরী**। সন্দীপনের বন্ধু পার্থসারথি চৌধুরীর স্ত্রী। সিনিয়র পি সি সরকারের কন্যা।

১১.**তৃনা চট্টোপাধ্যায়** (১৯৬৬-) ডাকনাম মুন্নি। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র মেয়ে। বর্তমানে স্বামী অঞ্জন ও দুই সন্তানসহ ইন্দোরে বাস করেন। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য' বইয়ের উৎসর্গ-পাতায় সন্দীপন লিখেছিলেন—'তৃণা (৪) বইটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফ্যালো।'

১২.**উৎপল**, উৎপলকুমার বসু (১৯৩৬-)। কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ-'চৈত্রে রচিত কবিতা' (১৯৬১), 'পুরী সিরিজ' (১৯৬৪), 'আবার পুরী সিরিজ' (১৯৭৮), 'লোচনদাস কারিগর' (১৯৮২) 'নাইট স্কুল' (১৯৯৮)। সন্দীপন ১৯৭০ সালে প্রকাশ করেন উৎপলের গদ্য নিয়ে মিনিবুক 'নরখাদক'। আনন্দ পুরস্কার পান ২০০৬ সালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুখ দুঃখের সাথী' কাব্যগ্রন্থের জন্য।

১৩.**দীপেন**, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯) জন্ম ঢাকায়। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদের পত্রিকা 'একতা'-র সম্পাদক। তখন সন্দীপনের গল্প ছাপেন। ১৯৭৬ থেকে 'পরিচয়'-এর সম্পাদক। প্রথম উপন্যাস 'আগামী' (১৯৫১)। তাছাড়াও 'তৃতীয় ভুবন' (১৯৫৮), 'বিবাহবার্ষিকী', 'শোকমিছিল', 'চর্যাপদের হরিণী', 'অশ্বমেধের ঘোড়া' উল্লেখযোগ্য রচনা। সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

১৪.**সেজদা**। গোপাল চট্টোপাধ্যায়। ফুড ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন।

১৫.**শান্তি লাহিড়ি** (১৯৩৬-২০০৭)। কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- 'আকাশ মাটি', 'কালীঘাটের পট', 'নির্বাসিত কথামালা', 'অহংকার হে আমার' (১৯৭০), 'অস্থিমাংস' প্রভৃতি। সম্পাদনা করেন ৫০-৬০ দশকের কবিতার সংকলন 'বাংলা কবিতা'। আধুনিক কবিদের স্বকণ্ঠে কবিতাপাঠ এবং খ্যাতনামা আবৃত্তিকারদের দিয়ে 'বাংলা কবিতা' নামে লং প্লে গ্রামোফোন রেকর্ড বের করেন।

১৬.**শক্তি চট্টোপাধ্যায়** (১৯৩৩-১৯৯৫)। জন্ম বহড়ু দক্ষিণ ২৪ পরগনা। কবি। যদিও লেখক-জীবন শুরু করেছিলেন ঔপন্যাসিক হিসাবে (কুয়োতলা, ১৯৫৫)। প্রথম কাব্যগ্রন্থ- 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' (১৯৫৭)। তারপর 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' (১৯৬৯), 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' (১৯৮২), 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' প্রভৃতি। বিচিত্র জীবনযাপন, নেশা, খ্যাতির গল্পকথাসহ মিথ হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৭০ সালে সন্দীপন প্রকাশ করেন শক্তির কবিতা নিয়ে মিনিবুক 'সোহ্‌রাব-রুস্তম'। পেশাগতভাবে 'আনন্দবাজার'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৩ সালে অকাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৭৫ সালে আনন্দ পুরস্কার পান।

১৭.**শিপ্রা**। বীরভূমের তুমবনিতে যখন বেড়াতে যেতেন তখন সেখানে বসবাসকারী দম্পতি সত্যসাধন ও শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়দের আতিথ্য গ্রহণ করতেন।

১৮.**মতি নন্দী** (১৯৩৩ -)। ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও ক্রীড়া সাংবাদিক। 'বেহুলার ভেলা' (১৯৫৮) উপন্যাস লিখে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ক্রীড়া জগতের নেপথ্য কাহিনিকে উপজীব্য করে রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস- 'স্ট্রাইকার' (১৯৭২), 'স্টপার' (১৯৭৪), 'কোনি', 'দ্বাদশব্যক্তি' প্রভৃতি। ১৯৯১ সালে অকাদেমি পুরস্কার পান।

১৯.**শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়** (১৯৩৩-২০০১)। জন্ম খুলনায়। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। প্রথম উপন্যাস 'বৃহন্নলা' (১৯৬১), পরে 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' নামে প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস- 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৯), 'ঈশ্বরীতলার রূপকথা' (১৯৭৬), 'শাহজাদা দারাশুকো' প্রভৃতি। সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন (১৯৭৭-১৯৮৩)। তাছাড়া 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর' ও 'আজকাল' পত্রিকায় পেশাগতভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯৩ সালে অকাদেমি পুরস্কার পান 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসের জন্য। সন্দীপন এই উপন্যাসটি পছন্দ করতেন না। 'আনন্দবাজার' ছেড়ে 'অমৃত' পত্রিকায় যাওয়া নিয়ে নানা কাহিনি প্রচলিত আছে।

২০.**মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৯০৮-১৯৫৬)। জন্ম ঢাকায়। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। আসল নাম প্রবোধকুমার। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'অতসী মামি' (১৯২৮) প্রকাশিত হয়। ২১ বছর বয়সে লেখা 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাস। তা ছাড়া 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) প্রকাশিত হলে সাড়া পড়ে যায়। প্রথম পর্বে ফ্রয়েড ও পরের পর্বে মার্ক্সীয় প্রভাব ছিল তাঁর সাহিত্যে। সন্দীপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখক বলে মনে করতেন। এক সময় 'শশী ও হ্যামলেট' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। দীর্ঘদিন ধরে বলতেন তাঁর শবযাত্রায় গীতার বদলে থাকবে 'পুতুল নাচের ইতিকথা'। যদিও জীবনের শেষ দুটি বছরে সেই পছন্দ বদলে গিয়েছিল। ছিল সন্দীপনের লেখা উপন্যাস 'ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রা'।

২১.**শম্ভু রক্ষিত** (১৯৪৮-) কবি। সেভাবে কোনো স্থায়ী পেশা না থাকায় বিচিত্র জীবনযাপন করতে হয়। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- 'সময়ের কাছে কেন বা আমি কেন বা মানুষ' (১৯৭০), 'প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না' (১৯৭৩),

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পাঠক অক্ষরগুলি' (১৯৮২), 'আমার বংশধররা' (১৯৯৭) প্রভৃতি। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় 'কলকাতা' পত্রিকার রাজনীতি সংখ্যা বের করার জন্য জেলে যান। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত কাব্যগ্রন্থ 'রাজনীতি' প্রথম প্রকাশে নিষিদ্ধ হয়েছিল।

২২.**বরুণ চৌধুরী**। লেখক, সন্দীপনের দীর্ঘদিনের বন্ধু। মিনিবুক-১০ বেরিয়েছিল বরুণের গল্প নিয়ে, নাম-'জুতোর কালির পাশে।' সেখানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'আরেকরকম ছোটোগল্প। সেগুলি পড়ার অভিজ্ঞতাও নতুন ধরনের।' বরুণেরই আরেক নাম- শীতল।

২৩.**মা**। নারায়ণী চট্টোপাধ্যায়। বাবার সঙ্গে সম্পর্কের উল্টোটা, অর্থাৎ মায়ের সঙ্গে মানসিক যোগ ছিল। সন্দীপন লিখেছেন, 'মা বড়োলোকের মেয়ে। মেম রেখে তাঁকে সহবত এমনকি কিছু ইংরেজি শিক্ষাও দেওয়া হয়।...রাঁচির হিলের ওপর বসে মা আমাকে বলেছিলেন, 'বাপের মতো শুধু মাটির মানুষ হলে হবে না। ওই দ্যাখ আকাশ। কত বড়ো। তোকে উড়তে শিখতে হবে।' (পিতৃস্মৃতি)

২৪.**শংকর চট্টোপাধ্যায়** (১৯৩২-১৯৭৩)। কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ-'কেন জন্ম স্বৈর নির্যাতন' (১৯৫৯)।

২৫.**সুব্রত চক্রবর্তী** (১৯৪১-১৯৮০)। কবি। পেশাগতভাবে বর্ধমানের একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ-'বিবিজান ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৬৯), 'বালক জানে না' (১৯৭৬)।

২৬.**রশিদ, আয়ান রশিদ খান** (১৯৩৬-২০০৪)। কবি। উর্দুতেই মূলত লেখালিখি করলেও বাংলা ভাষার কবিদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল। বিশেষত 'কৃত্তিবাসী'দের সঙ্গে। পেশাগতভাবে পুলিশের উঁচু পদে চাকরি করার জন্যে নানা সময় কবিদের বিচিত্র খেয়ালকে প্রশাসনিকভাবে ঠেকা দিতে তাঁর সাহায্য নিতে হয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও অমিতাভ দাশগুপ্ত মিলে ওঁর কবিতার বাংলা অনুবাদ করেন 'আবলুসি ভাবনা'।

২৭.**শঙ্কু**। সন্দীপনের সেজদা গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে। শঙ্কুর শ্যালক অঞ্জনের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে সন্দীপের মেয়ে তৃনার।

২৮. **কাফকা, ফ্রানৎস কাফকা** (১৮৮৩-১৯২৪)। জন্মসূত্রে চেক। লেখালিখি করেছেন জার্মান ভাষায়। ঔপন্যাসিক, গল্পকার। জীবদ্দশায় ৭টি বই বের হয়, যার মধ্যে 'মেটামরফোসিস' (১৯১৫) উল্লেখযোগ্য। বন্ধু ম্যাক্স ব্রডের সহযোগিতায় ও উদ্যোগে মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'দ্য ট্রায়াল' (১৯২৫), 'দ্য ক্যাসেল' (১৯২৬), 'আমেরিকা' (১৯২৭), 'দ্য গ্রেট ওয়াল অফ চায়না' (১৯৩১) প্রভৃতি। কাফকা ও মিলেনার যে ৪ বছরের ক্ষণস্থায়ী প্রেম তাকে কাফকা জার্নালের পাতায় 'M' উল্লেখ করতেন। সন্দীপনের ডায়েরিতেও বান্ধবীকে কখনো-কখনো 'M' চিহ্নিত করতে দেখা গেছে।

২৯. **বিনয় ঘোষ** (১৯১৭-১৯৮০)। সমাজ-বিজ্ঞানী ও প্রাবন্ধিক। উল্লেখযোগ্য বই- 'মেট্রোপলিটন মন ও মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ', 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ' (১৯৫৯), 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (১৯৫৭) ইত্যাদি।

৩০. **কমলকুমার মজুমদার** (১৯১৬-১৯৭৯)। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। জন্ম টাকি ২৪ পরগণা। বড় ভাই নীরদ মজুমদার চিত্রকর। কমলকুমারও ছবি আঁকতেন। সারাজীবন ধরে বিচিত্র পেশা, নেশা, আড্ডা, পড়াশোনার জন্য সন্দীপন ও সমকালীন লেখকদের মধ্যে কাল্ট ফিগারে পরিণত হয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য রচনা- 'অন্তর্জলী যাত্রা' (১৯৫৯), 'নিম অন্নপূর্ণা' (১৯৬৩), 'সুহাসিনীর পমেটম' (১৯৬৪), পিঞ্জরে বসিয়া শুক' (১৯৭৯) প্রভৃতি। তাঁর গদ্য, আখ্যান নির্মাণরীতি অত্যন্ত স্বকীয়। ১৯৭৯ সালে সন্দীপন নবম মিনিবুক প্রকাশ করেন, তাঁকে লেখা কমলকুমারের চিঠি। ১৯৯১ সালে মরণোত্তর বঙ্কিম পুরস্কার দেওয়া হয় 'গল্প সমগ্র' বইটিকে। ১৯৭০ সালে ২৬ মে তারিখে লেখা একটি চিঠিতে সন্দীপন লিখছেন, 'প্রিয় কমলদা, ...আপনি একটা ভাষা পেয়েছেন। আমি, গৌরবে আমরা, অনেকেই পাইনি। বাকি কেউ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। 'বিজনের রক্তমাংস' গল্পে আমার যে ভাষা ছিল আর মিনিবুক-এর 'বিপ্লব ও রাজমোহন' গল্পের যে ভাষা তা আলাদা। এইজন্যেই আমি ঘনঘন লিখতে পারি না। বিষয়ের অভাবে নয়, ভাষার অভাবে।' (দাহপত্র ২০০৭)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩১. **ব্রজ, ব্রজকিশোর মণ্ডল**। বিশ্ববাণী প্রকাশনীর অধিকর্তা। সন্দীপনের 'এখন আমার কোনো অসুখ নেই' উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশক, যেটি ১৯৭৭ সালে বেরিয়েছিল।

৩২. **কালীদা, ডা. কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়**। সন্দীপনের পুরোনো বন্ধুস্থানীয়। এক সময় সন্দীপন আড্ডা দিতে যেতেন এঁর বাড়িতে।

৩৩. **মেজদি**। সুধা চট্টোপাধ্যায়।

৩৪. **রঘুনাথ গোস্বামী** (১৯৩১-১৯৯৫)। শিল্পী, ডিজাইনার। ১৯৫২ সালে আর্ট ডিরেকটর হিসাবে জে. ওয়াল্টার থম্পসন কোম্পানিতে যোগ দেন। ১৯৬১ সালে 'আর গোস্বামী অ্যান্ড এ্যাসোসিয়েটস' নামে নিজস্ব সংস্থা গঠন করেন। পাপেট থিয়েটার নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। ১৯৬১-তে তাঁর পাপেট ফিল্ম 'হট্টোগোল বিজয়' সেরা শিশু চলচ্চিত্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক পায়।

৩৫. **সমীর রায়চৌধুরী** (১৯৩৩-)। কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'হাংরি' আন্দোলনেরও অন্যতম সদস্য। বিহারে সরকারি কাজের সূত্রে যখন চাইবাসায় ছিলেন তখন পঞ্চাশের বহু লেখকদের মতো সন্দীপনও সেখানে যান এবং তাঁর চাইবাসা-সংক্রান্ত লেখালিখি ও অবসেশনের জন্ম হয়। বর্তমানে কলকাতায় বাস করেন। উত্তর আধুনিকতার চর্চা করেন। 'হাওয়া ৪৯' পত্রিকার সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য বই- 'ঝর্নার পাশে শুয়ে আছি', 'ছাতা হারানোর বর্ষাকালীন দুঃখ', 'কবিতার আলো অন্ধকার', 'পোস্টমডর্ন বেড়ালের সন্ধানে'।

৩৬. **সাগরদা, সাগরময় ঘোষ** (১৯১২-১৯৯৯)। জন্ম কুমিল্লায়। প্রখ্যাত সম্পাদক। শান্তিনিকেতনে পড়া শেষ করে তিনি ১৯৩৯ সালে 'দেশ' পত্রিকায় যোগ দেন এবং ১৯৭৬ সাল থেকে সম্পাদক হন। উল্লেখযোগ্য বই - 'সম্পাদকের বৈঠকে' (১৯৬৯), 'পরম রমণীয়' (১৯৫৪), 'অষ্টাদশী' (১৯৫৪), 'একটি পেরেকের কাহিনী' (১৯৬৩)। সন্দীপনের একটাই গল্প 'দেশ'-এ ছাপা হয়- 'নিদ্রিত রাজমোহন' (১৯৬৯)। তারপর আর আমন্ত্রণ আসেনি। সম্পাদক-জীবনের শেষপর্বে সাগরময় চিঠি দিয়ে গল্প চেয়েছিলেন। সন্দীপন দেননি।

৩৭. **হার্বার্ট মার্কিয়ুস**। ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের সঙ্গে যুক্ত সমাজতাত্ত্বিক যিনি সমাজবাদ, মার্ক্সবাদ-সংক্রান্ত নতুন মূল্যায়নে বিশ্বাসী ছিলেন।

৩৮. **সুরমা ঘটক**। চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী। সুরমার রচিত বই - 'শিলং জেলের ডায়েরি', 'ঋত্বিক' (১৯৮৩)। সন্দীপনের চেতলার ফ্ল্যাটের নীচের তলায় থাকেন।

৩৯. **বিকাশ ভট্টাচার্য** (১৯৪০-২০০৬)। চিত্রশিল্পী। গভর্মেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক। প্রথম জীবনে কিউবিজম ও সুররিয়ালিজমের দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরবর্তীকালে বাস্তবতাধর্মী ছবির আধুনিক একটি ধারাকে নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছিলেন। ৬০ দশকের নানা ঘটনা— নকশালবাড়ি মৃত্যু হত্যা ধ্বংস থেকে তাঁর 'ডল' সিরিজ গড়ে উঠেছিল। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে রামকিংকরের জীবন-ভিত্তিক উপন্যাস সমরেশ বসু রচিত 'দেখি নাই ফিরে'-র অলংকরণ করেছিলেন।

৪০. **প্রকাশ কর্মকার** (১৯৩৩-)। চিত্রশিল্পী। ৫০ ও ৬০-এর দশকে তরুণ লেখকদের মতো করে নিজের চিত্রকলাকে অভিনব পদ্ধতিতে জনমানসে হাজির করার প্রথাবিরোধী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে অকাদেমি পুরস্কার এবং পরের বছর ফরাসি সরকারের আমন্ত্রণে ফ্রান্সে যান। চাকরি সূত্রে দীর্ঘদিন এলাহাবাদে ছিলেন। ৭০ দশকে সন্দীপনের বের করা মিনিবুক 'সোহ্‌রাব-রুস্তম'-এ শক্তির কবিতার সঙ্গে ছবি আঁকেন প্রকাশ। 'জঙ্গলের দিনরাত্রি' (১৯৮৮) উপন্যাসের অলংকরণ করেন। 'উপন্যাস একাদশ'-এর প্রচ্ছদ আঁকেন।

৪১. **সুপ্রিয়ো বোনার্জি**। কলকাতার আমেরিকান সেন্টারের সংস্কৃতি অধিকর্তা ছিলেন। লেখালিখি করতেন।

৪২. **নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়** (১৯৩৭-২০০৯)। চিত্র পরিচালক। উল্লেখযোগ্য ছবি—'আজ কাল পরশুর গল্প' (১৯৮২), 'চপার' (১৯৮৭), 'সরীসৃপ' (১৯৮৭), 'শিল্পী' (১৯৯৪), 'আত্মজা' (১৯৯৩), 'মনসুর মিঞার ঘোড়া' (২০০১)।

৪৩. **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী** (১৯২৪ -)। জন্ম ফরিদপুর। কবি। উল্লেখযোগ্য বই - 'নীল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্জন' (১৯৫৪), 'অন্ধকার বারান্দা' (১৯৬১), 'নক্ষত্রজয়ের জন্য' (১৯৬৯), 'কলকাতার যিশু' (১৯৬৯), 'উলঙ্গরাজা' (১৯৭১) এবং উপন্যাস 'পিতৃপুরুষ' (১৯৭৩) আর প্রবন্ধগ্রন্থ 'কবিতার ক্লাস' (১৯৭০)। দীর্ঘদিন 'আনন্দমেলা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৪ সালে পান অকাদেমি পুরস্কার।

৪৪.**নাজিয়া হাসান** (১৯৬৫-২০০০)। পাকিস্তানি পপ গায়িকা। 'কুরবানি' (১৯৮০) চলচ্চিত্রে গাওয়া 'আপ যেয়সা কোয়ি' গান পপ সংগীতের জগতে আলোড়ন ফেলে দেয়। ওই বছর প্রথম অ্যালবাম 'ডিস্কো দিওয়ানে', তারপর 'স্টার', 'বুমবুম' (১৯৮২), 'হটলাইন' (১৯৮৭), 'ইয়ং তরঙ্গ' (১৯৮৪), 'ক্যামেরা ক্যামেরা' (১৯৯২) উল্লেখযোগ্য।

৪৫.**শামসের আনোয়ার** (১৯৪৪-১৯৯৩)। কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ-'মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে', 'মূর্খ স্বপ্নের গান', 'শিকল আমার গায়ের গন্ধ'।

৪৬.**সমর তালুকদার** (১৯৩৬-২০০৬)। লেখক। 'এখন আমার কোনো চশমা নেই' নামে সন্দীপনের বিখ্যাত সাক্ষাৎকারটি ওঁর নেওয়া। সি.ই.এস.সি.-র ধর্মতলা অফিসে চাকরির কারণে নিয়মিত সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ কফিহাউসের আড্ডাধারী।

৪৭.**চিত্ত, চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়**। সন্দীপনের ছোটো ভাই। পেশায় ডাক্তার। আমেরিকাতে থাকতেন। ১৯৮৭ সালের ২৬ এপ্রিল ক্যালিফোর্নিয়ায় এক মোটর দুর্ঘটনায় স্ত্রী আলো এবং পুত্র ভিক্টর সহ প্রাণ হারান। এই প্রসঙ্গেই লেখা 'হিরোসিমা, মাই লাভ' (১৯৯২) উপন্যাসটি।

৪৮.**জয়ন্ত সেন**। ডাক্তার। তৃনার অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশন করেন।

৪৯.**ব্রেখট, বার্টোল্ড ব্রেখট** (১৮৯৮-১৯৫৬) নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক। উল্লেখযোগ্য নাটক-'থ্রি পেনি অপেরা', 'লাইফ অফ গ্যালিলিও', 'মিস্টার পুন্টিলা অ্যান্ড হিজ ওয়াচ ম্যান মাত্তি', 'ককেশিয়ান চক সার্কেল', 'মাদার কারেজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন' প্রভৃতি। সন্দীপন ব্রেখট পছন্দ করতেন। ১৯৯৫ সালে রচিত 'এক যে ছিল দেওয়াল' রচনাটি ব্রেখট অনুপ্রাণিত।

৫০.**ওয়াইদা, আন্দ্রে ওয়াইদা** (১৯২৬ -)। পোল্যান্ড। চিত্রপরিচালক। ১৯৫৪ সালে প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করেন। উল্লেখযোগ্য ছবি- 'অ্যাশেস অ্যান্ড ডায়মন্ডস' (১৯৫৮), 'কানাল' (১৯৫৬), 'ম্যান অফ ইরান' ইত্যাদি। জর্জ দাঁতন-এর শেষ কয়েক মাসকে নিয়ে তৈরি করেন 'দাঁতন' (১৯৮৩)। দাঁতনের চরিত্রে অভিনয় করেন জেরার্দ দেপার্দু। কাহিনি-জঁ ক্লদ ক্যারিয়র এবং জোসেফ সাসিওরেস্কি। 'দ্য কন্ডাকটর' ছবিতে মূল চরিত্রে অভিনয় করেন জন গিলগুড। সন্দীপন সম্ভবত ওই সময় ছবি দুটি দেখেন।

৫১.**আবুল বাশার** (১৯৫১ -)। ঔপন্যাসিক, গল্পকার। বই- 'ভোরের প্রসূতি', 'সুরের সাম্পান', 'মরুস্বর্গ'। ১৩৯৪ সালে 'ফুলবউ' উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন।

৫২.**স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়**। লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী। 'জঙ্গলের দিনরাত্রি' (১৯৮৮) উপন্যাসে সন্দীপন লিখেছেন, 'স্বাতীর মতো মানবীরা সোজা স্বর্গে চলে যায় এবং তাদের সম্পর্কে তারপর আর কিছুই জানা যায় না।'

৫৩.**রেনম্যান** (১৯৮৮)। চলচ্চিত্র। নির্দেশক- ব্যারি লেভিয়েসন। অভিনয়ে- ডাসটিন হফম্যান, টম ক্রুস, ভালেরিও গ্যালিনো, জেরাল্ড মালেন। সংগীত- হান্স জিমার।

৫৪.**আউটসাইডার** (১৯৪২)। ফরাসি উপন্যাস। রচয়িতা- আলবেয়ার কামু। মার্শেল নামে একটি লোক খুনের দায়ে ফাঁসির অপেক্ষা করছে, যার মায়ের শেষযাত্রায় গিয়ে কোনো মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় না। এর পরের কয়েকটা দিন নিয়ে রচিত। সমালোচকদের মতে এক্সজিস্টেনশিয়ালিজমের সার্থক উদাহরণ।

৫৫.**শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৯২০-১৯৯৭)। গল্পকার ঔপন্যাসিক। বই- 'রামরহিম' (১৯৫২), মুখোমুখি' (১৯৫৯), 'তিমিরাভিসার' (১৯৫৬), 'এসে নীপবনে' (১৯৬১) ইত্যাদি।

৫৬.**শুভলক্ষ্মী, মাধুরী সন্মুখভাদিভু শুব্বুলক্ষ্মী** (১৯১৬-২০০৪)। জন্ম মাদুরাই। কর্ণাটকী সংগীতের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী। ১০ বছর বয়সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম রেকর্ড। 'মিরা' (১৯৪৫) চলচ্চিত্রে মিরার ভূমিকায় অভিনয় করেন। মহাত্মা গাঁধি তাঁর ভজন শুনতে পছন্দ করতেন।

৫৭. **শোভা গুর্তু** (১৯২৫-২০০৪)। ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের উল্লেখযোগ্য নাম। ঠুমরি গায়িকা হিসাবে বিখ্যাত। ১৯৮৯ সালে সংগীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার এবং ২০০২ সালে পদ্মবিভূষণ পান।

৫৮. **তারাপদ রায়** (১৯৩৬-২০০৭)। কবি, রম্যরচনাকার। বই- 'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু?' (১৯৭০), 'দারিদ্ররেখা' (১৯৮৬), 'বিদ্যাবুদ্ধি', 'কান্ডজ্ঞান'। সন্দীপনের 'কৃত্তিবাস' পর্বের বন্ধু।

৫৯. **তাতাই, কৃত্তিবাস রায়** (১৯৬৫-)। তারাপদ ও মিনতি রায়ের ছেলে। বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী।

৬০. **অঞ্জন।** সন্দীপনের মেয়ে তৃনার স্বামী। কর্মসূত্রে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে বাস করেন।

৬১. **রেবাদি।** রিনার দিদি। সন্দীপনের শ্যালিকা।

৬২. **খাসখবর।** ৮০ ও ৯০-এর দশকে বেসরকারি সংস্থা রেনবোর প্রযোজিত অত্যন্ত জনপ্রিয় সংবাদ অনুষ্ঠান। অনুসন্ধানমূলক সংবাদ ও জেলার সংবাদ যথাসম্ভব হাল্কা পরিবেশনায় তারা নাম করে। অনুষ্ঠানটি দেখান হত দূরদর্শনে।

৬৩. **বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি।** কবি ও ডাক্তার। সন্দীপনের অনুরাগী শুধু নন, নানা চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার মতো পারিবারিক সম্পর্ক ছিল।

৬৪. **কালীকৃষ্ণ গুহ** (১৯৪৪-)। কবি। কাব্যগ্রন্থ- 'নির্বাসন নাম ডাকনাম', 'হে নিদ্রাহীন'। 'সন্দীপনের কথনবিশ্বে ৬৬ মিনিট' নামে একটি তথ্যচিত্র বানিয়েছেন পুত্র দীপাঞ্জনের সঙ্গে।

৬৫. **চৈতালী চট্টোপাধ্যায়** (১৯৬০-)। কবি। কাব্যগ্রন্থ- 'বিজ্ঞাপনের মেয়ে', 'দেবীপক্ষে লেখা কবিতা'।

৬৬. **কুমার গন্ধর্ব** (১৯২৪-১৯৯২)। আসল নাম- শিবপুত্র সিদ্রমায়া কোমকালি। ছেলেবেলায় শিশুপ্রতিভা হিসাবে তাকে 'কুমার গন্ধর্ব' নাম দেওয়া হয়। ভারতীয় ধ্রুপদী কণ্ঠসংগীত শিল্পী। কোনো ঘরানাতে আবদ্ধ না থেকে নিজের মতো করে গায়কি তৈরি করেছিলেন। ১৯৯০ সাল 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি পান।

৬৭. **ভীমসেন যোশি** (১৯২২-)। পুরো নাম ভীমসেন গুরুরাজ যোশি। কিরানা ঘরানার ধ্রুপদী গায়ক। খেয়াল গানের জন্যে বিখ্যাত। ১৯ বছর বয়সে প্রথম অনুষ্ঠান। ২০ বছরে প্রথম রেকর্ড বের হয়। অসংখ্য রেকর্ড বের হওয়া ধ্রুপদী শিল্পীদের একজন। 'পদ্মশ্রী' (১৯৭২), 'সংগীত নাটক অকাদেমি' (১৯৭৬), 'পদ্মভূষণ' (১৯৮৫), 'পদ্মবিভূষণ' (১৯৯৯) পেয়েছেন।

৬৮. **পার্বতী মুখোপাধ্যায়** (১৯২৮-)। শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। হাওড়াতে সন্দীপনের বাল্যবন্ধু। তারপর একই বছর থেকে একই পদে কলকাতা কর্পোরেশনেও দুজন চাকরি করেছেন। 'কলকাতা, তুমি কার' (১৯৯৭) উপন্যাসটি পার্বতীকে উৎসর্গ করা এবং ওঁর প্রসঙ্গ আছে।

৬৯. **অরুণ চক্রবর্তী।** লেখক। দিল্লিতে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট সংস্থায় কর্মরত।

৭০. **অনন্য রায়** (১৯৫৫-১৯৯০)। কবি। নিজের সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'আমি কবি নই : এক শাস্ত্রবিরোধী চিত্রবর্ণ গন্ধময় প্রবন্ধকার মাত্র/... সব রূপেরই ছিটমহলে আমার নিষিদ্ধ আনাগোনা।' 'নৈশ বিজ্ঞপ্তি', 'নীল ব্যালেরিনা', 'আলোর অপেরা' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। সন্দীপনের প্রিয় মানুষ, প্রিয় কবি। ১৯৯১ সালে 'কুকুর সম্পর্কে দুটো-একটা কথা যা আমি জানি' উৎসর্গ করেছেন অনন্যকে—ডায়েরিতে উল্লিখিত দুটি পঙক্তি ছাড়াও আরও একটি পঙক্তিসহ- 'হো, নীল ঘোড়েকা আসোয়ার'।

৭১. **আজকাল।** ১৯৮১ সাল থেকে শুরু বাংলা সংবাদপত্র। গৌরকিশোর ঘোষ প্রথম সম্পাদক। বর্তমান সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত। সন্দীপন শুরুর সময় থেকেই 'আজকাল'-এ চিঠিপত্র বিভাগটি দেখতেন। চিঠিপত্রের সঙ্গে ছবি ছাপার প্রচলন করেন। নিয়মিতভাবে শারদ সংখ্যায় উপন্যাস লিখতেন। আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।

৭২. **ইনভেস্টিগেশান অফ ডগ** (১৯২২)। জার্মান লেখক ফ্রানৎস কাফকার লেখা বিখ্যাত বড়ো গল্প। কুকুরের দৈনন্দিন জীবন কাহিনির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে মানুষের তুলনা। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দিক দেখার গল্প। সমালোচকদের কাছে এই দুই দৃষ্টিকোণ সমসাময়িক সমাজ-রাজনীতিরই প্রতিফলন। সন্দীপনের একটি উপন্যাসের নাম- 'কুকুর সম্পর্কে দুটো-একটা কথা যা আমি জানি', যদিও এই নামটিতে ফরাসি চিত্র পরিচালক জঁ লুক গোদারের সিনেমা 'টু অর থ্রি থিংস আই নো অ্যাবাউট হার' (১৯৬৬) থেকে নেওয়া।

৭৩. **মিখাইল বাখতিন** (১৮৯৫-১৯৭৫)। পুরো নাম মিখাইল মিখাইলোভিচ বাখতিন। রাশিয়া। দার্শনিক, সাহিত্যতাত্ত্বিক ও চিহ্নতাত্ত্বিক। তাঁর লেখা ও মতবাদ দ্বারা পরবর্তীকালে নিও মার্ক্সইস্ট, স্ট্রাকচারালিস্ট ও সেমিওটিসিয়ানরা প্রভাবিত হন। উল্লেখযোগ্য বই- 'রেবেলাইস অ্যান্ড হিজ ওয়ার্ল্ড' (১৯৬৪), 'দ্য ডায়ালজিক ইমাজিনেশন' (১৯৮১), 'প্রবলেমস অফ দস্তয়েভস্কি'স পোয়েটিক্স' (১৯৮৪) প্রভৃতি।

৭৪. **দেবতোষ ঘোষ**। 'বহুরূপী' নাট্যদলের অভিনেতা। সন্দীপনের সহকর্মী হিসাবে কলকাতা কর্পোরেশনে অ্যাসিসটেন্স অ্যাসেসার পদে চাকরি করতেন।

৭৫. **সুশীল ভদ্র**। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট সংগঠনের হোল টাইমার। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের পাশে যে 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকা দপ্তর সেখানেই থাকতেন।

৭৬. **সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত** (১৯৩৫-)। কবি। 'বিভাব' পত্রিকার সম্পাদক। সন্দীপনের 'কৃত্তিবাস' পর্বের বন্ধু। কাব্যগ্রন্থ- 'যে কোনো নিঃশ্বাসে' (১৯৬২), 'কান্নাবারুদ' (১৯৮৯)।

৭৭. **অভী সেনগুপ্ত** (১৯৪২-)। কবি। কাব্যগ্রন্থ- 'হিমস্বরে পৃথিবীকে', 'সুসময় চলে যায়'।

৭৮. **তিন পয়সার পালা**। নাটক। বার্টোল্ড ব্রেখটের 'থ্রি পেনি অপেরা'র বাংলা রূপান্তর। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'নান্দীকার' দল নাটকটি প্রযোজনা করে।

৭৯. **দীপক মজুমদার** (১৯৩৩-১৯৯৩)। লেখক। ১৯৫৩ সালে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রথম প্রকাশের সময় তিনজন সম্পাদকের একজন। পরবর্তী কালে 'গোলকধাঁধা' নামে আরেকটি পত্রিকার সম্পাদক। বিচিত্র পেশা আর বোহেমিয়ান জীবনযাপনের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবার নানা দেশে বাস করেছেন। সে অভিজ্ঞতার একাংশ লিখেছেন 'কলকাতা থেকে কনস্তানতিনোপল' (১৯৮৯) বইতে। অন্যান্য বই- 'ছুটি', 'ভুবনডাঙা ও অন্যান্য বিস্তার', 'বেদনার কুকুর ও অমল' (নাটক)। 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' পড়ে লিখেছিলেন, 'ক্ষিপ্ত হয়েছি সন্দীপনের এই সিদ্ধি দেখে।'

৮০. **রণজিৎ গুহ**। দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক। সাবঅলটার্ন স্টাডিজের প্রবক্তাদের একজন। বহু বছর সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। তারপর ১৯৮০ থেকে যোগ দেন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশানাল ইউনিভার্সিটিতে। উল্লেখযোগ্য বই- 'ডমিনেন্স উইদাউট হেজিমনি : হিস্ট্রি অ্যান্ড পাওয়ার ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া' (১৯৯৮), 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' (১৯৯৮), 'এ রুল অফ প্রপারটি ফর বেঙ্গল : এসে অন দ্য আইডিয়া অফ পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট' (১৯৬৩)।

৮১. **সশুর, ফার্দিনান্দ দ্য সশুর** (১৮৫৭-১৯১৩)। সুইস ভাষাবিজ্ঞানী। মৃত্যুর পর ছাত্রদের নেওয়া নোটসের সংকলন করে 'কুর দ্য ল্যাঁগিস্তিক জেনেরাল' নামে ১৯১৬ সালে বই প্রকাশিত হয়। এটাই হয়ে ওঠে স্ট্রাকচারালিস্ট ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান বই। তা ছাড়াও সশুর ভাষাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন— 'লাঁগ'— নিয়মবদ্ধ ভাষা এবং 'পারোল' বা কথ্য ভাষা। পরবর্তীকালে নোয়াম চমস্কি যে 'কমপিটেন্স' ও 'পারফরমেন্স'-এর কথা বলেছেন সেটা সশুরের ওই ভাবনারই উত্তরসূরি।

৮২. **উদয়ন ঘোষ** (১৯৩৪-২০০৭) ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। আসানসোলের কলেজে বাংলা পড়াতেন। সন্দীপনকে নিয়ে একাধিক আলোচনা করেছেন। বই- 'অবনী বনাম শান্তনু' (১৯৭১), 'কুয়োতলা', 'কনকলতা'।

৮৩. **তুষার রায়** (১৯৩৮-১৯৭৭)। কবি। বই- 'ব্যান্ডমাস্টার', 'মরুভূমির আকাশে তারা'। ওঁর গদ্যগ্রন্থ বিষয়ে সন্দীপন লিখেছেন, 'শেষ নৌকা'র মতো বিস্ময়কর বাংলা গদ্যকাহিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোদিন লেখা হয়নি। এবং হবে না।' (কলকাতার দিনরাত্রি) তুষার কিন্তু মেদিনীপুরের ডিগারি স্যানেটোরিয়ামে থাকাকালীন (১৯৭২) সন্দীপনের ব্যবস্থাপনা অপছন্দ করে চিঠি দিয়েছিলেন, 'এখানে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা বন্ধ করার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে?' (১৫.১.১৯৭২) এরকমই ঘৃণা ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল দুজনের। যক্ষাতে মারা যান তুষার।

৮৪. **দেবেশ রায়** (১৯৩৬-)। জন্ম পাবনা বাংলাদেশ। ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক। ১৯৭৯ থেকে 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রায় এক দশক। প্রথম উপন্যাস- 'যযাতি' এবং তারপর 'মানুষ খুন করে কেন' (১৯৭৬), 'আপাতত শান্তিকল্যাণ', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮০), 'মফস্বলী বৃত্তান্ত' (১৯৮০), 'সময়-অসময়ের বৃত্তান্ত' (১৯৯৩), 'লগন গান্ধার' (১৯৯৫) উল্লেখযোগ্য বই। সন্দীপন 'এখন আমার কোনো অসুখ নেই' (১৯৭৭) লেখার পর উপন্যাস লেখা বন্ধ করে দেন। আশির দশকের মাঝামাঝি 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় আবার সন্দীপনকে ফিরিয়ে আনায় দেবেশ রায়ের অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল।

৮৫. **ননী ভৌমিক** (১৯২১-১৯৯৬)। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। 'স্বাধীনতা' এবং 'অরণি' পত্রিকায় লিখতেন, তারপর 'পরিচয়' সম্পাদনা করেন। দীর্ঘদিন কর্মসূত্রে রাশিয়ায় ছিলেন; সেখানেই মৃত্যু হয়। বই- 'ধানকানা' (১৯৪৭) 'আগন্তুক' (১৯৫৪)।

৮৬. **মার্কুয়িস দ্য সাদ** (১৭৪০-১৮১৪)। ফরাসি লেখক। নাটক, পর্ণোগ্রাফি, ইরোটিক ড্রইং বিখ্যাত এবং বিতর্কিত। তাঁর লেখায় যৌনতা একটা প্রধান ব্যাপার। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস- 'দ্য ১২০ ডেজ অফ সোদোম', 'জাসটিন', 'ডায়ালগ বিটুইন এ প্রিস্ট অ্যান্ড এ ডায়িং ম্যান'।

৮৭. **ডোনাল্ড থমাস**। ব্রিটিশ লেখক। তিনি বেশ কিছু জীবনী লেখেন। যেমন, রবার্ট ব্রাউনিং, মার্কুয়িস দ্য সাদ, লুইস ক্যারল। এর মধ্যে শার্লক হোমসকে নিয়ে লেখা বইটি সবচেয়ে বিখ্যাত। নিজেও উপন্যাস লিখেছেন।

৮৮. **মার্কেজ**, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ (১৯২৮-)। কলোম্বিয়। থাকেন আর্জেন্টিনায়। ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও চিত্রনাট্যকার। জাদু বাস্তবতাধর্মী রীতিতে লিখে সারা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন বলে পরিগণিত হন। ১৯৮২ সালে নোবেল পুরস্কার পান। উল্লেখযোগ্য বই- 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচ্যুড' (১৯৬৭), 'লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেরা' (১৯৮৮), 'দ্য ল্যাবিরিনথ অফ দ্য জেনারেল' (১৯৮৯)। সন্দীপন মার্কেজের লেখার অনুরাগী ছিলেন।

৮৯. **শুভাপ্রসন্ন** (১৯৪৭-)। চিত্রশিল্পী। ১৯৬৯ সালে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় এঁকেছেন 'ল্যামেন্ট সিরিজ', ১৯৭২-এ 'টাচ সিরিজ', পরবর্তীকালে 'ইলিউশন', 'টাইম সিরিজ' ছাড়াও পাখি, কলকাতার নানা অনুষঙ্গ নিয়ে ছবি এঁকেছেন। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'আর্টিস্ট একর'।

৯০. **সমর সেন** (১৯১৬-১৯৮৭)। কবি ও সাংবাদিক। মাত্র বারো বছর কবিতা লিখে ছেড়ে দেন। কাব্যগ্রন্থ- 'গ্রহণ', 'নানাকথা', 'খোলাচিঠি', 'তিনপুরুষ'। আত্মজীবনী 'বাবুবৃত্তান্ত' (১৯৭৮) সম্পর্কে সন্দীপন অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ১৯৬৮ সাল থেকে 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন আমৃত্যু।

৯১. **সুভাষ মুখোপাধ্যায়** (১৯১৯-২০০৩)। কবি। জীবনের প্রথম পর্বে যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- 'পদাতিক' (১৯৪০), 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮), 'চিরকুট' (১৯৫০), 'ফুল ফুটুক' (১৯৫৭), 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬), একটু পা চালিয়ে ভাই' (১৯৭৯), 'জল সইতে' (১৯৮১) প্রভৃতি। উপন্যাস- 'হাংরাস'। শেষ জীবনে কমিউনিস্ট বিশ্বাসে আস্থা হারানী। ১৯৬৪ সালে পান অকাদেমি পুরস্কার এবং জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও পেয়েছেন।

৯২. **মানস রায়চৌধুরী** (১৯৩৫-১৯৯৬)। কবি ও মনস্তাত্ত্বিক। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- 'অনিদ্র গোলাপ' (১৯৫১), 'আবহ শিখা', 'বাঁচার এই শব্দ'। ১৯৮২ সালে জীবনানন্দ পুরস্কার লাভ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯৩. **ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট** (১৮৬৬)। রুশ লেখক ফিওদোর দস্তয়েভস্কি রচিত উপন্যাস।

৯৪. **চাঁদ**, অনিরুদ্ধ লাহিড়ি (১৯৪১-)। প্রাবন্ধিক। বই 'তত্ত্বতালাশ' (২০০৫), 'কমলকুমার এবং কলকাতার কিস্‌সা' (২০০৮)। সন্দীপনের দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং প্রতিবেশী।

৯৫. **সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়**। প্রাবন্ধিক। বই- 'স্থানাঙ্ক নির্ণয়' (১৯৭৭), 'অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন' (১৯৮৯), 'নাশকতার দেবদূত' (১৯৯৮)। সন্দীপনকে নিয়ে একাধিক লেখা লিখেছেন।

৯৬. **জ্যোতির্ময় দত্ত** (১৯৩৪-)। কবি ও প্রাবন্ধিক। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় চাকরি করতেন। ছেড়ে দিয়ে নিজেই 'কলকাতা ২০০০' পত্রিকা বের করেন। সেই পত্রিকার রাজনীতি সংখ্যা জরুরি অবস্থার (১৯৭৫) সময় নিষিদ্ধ হয় এবং তিনি অন্তরীণ থাকেন। সন্দীপনের দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং 'আজকাল' পত্রিকায় সহকর্মী ছিলেন। বিচিত্র কর্মকাণ্ডের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে আমেরিকায় থাকেন। কারণ, 'নিউ ইন্ডিয়া টাইম'-এর সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক পদে চাকরি করেন।

৯৭. **এলিয়ট, টমাস স্টানস এলিয়ট** (১৮৮৮-১৯৬৫)। জন্ম আমেরিকায় হলেও চলে আসেন লন্ডনে। ১৯২৭ সাল থেকে ব্রিটিশ নাগরিক। কবি, নাট্যকার, সমালোচক। নোবেল পুরস্কার পান ১৯৪৮ সালে। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- 'লাভ সংস অফ আলফ্রেড প্রুফক', 'ওয়েস্টল্যান্ড', 'হলোমেন', 'ফোর কোয়ার্টেস'। নাটক- 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল'। প্রবন্ধগ্রন্থ- 'ট্র্যাডিশন অ্যান্ড দ্য ইনডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট'।

৯৮. **রাসেল, বার্টেন্ড রাসেল** (১৮৭২-১৯৭০)। ব্রিটেনে জন্ম। দার্শনিক, তাত্ত্বিক। মানবতাবাদী ও মুক্তবুদ্ধির দার্শনিক হিসাবে বিখ্যাত। ১৯৫০ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

৯৯. **জাঁ ককতো** (১৮৮৯-১৯৬৩) ফরাসি কবি, নাট্যকার, ডিজাইনার এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা। তাঁর বিখ্যাত সিনেমাগুলি হল- 'দ্য ব্লাড অফ এ পোয়েট' (১৯৩০), অরফিউস (১৯৫০)। তাঁর বিখ্যাত বইগুলি হল- 'লে সোক এ লারলকুঁয়্যা' (১৯১৮), 'লে গ্রন্ড একার্ত' (১৯২৩) প্রথম উপন্যাস।

১০০. **দেরিদা, জাক দেরিদা** (১৯৩০-২০০৪) জন্ম আলজেরিয়ায়। দার্শনিক, সাহিত্য ও সমাজতাত্ত্বিক। ফরাসি ভাষায় লেখালিখি করেছেন। ফ্রান্সেই থাকতেন। আধুনিকতার নানা ত্রুটি দেখিয়ে যাঁরা উত্তরআধুনিকতা তত্ত্বের প্রবর্তন করেন তাঁদের অন্যতম। ডিকনস্ট্রাকশন পদ্ধতির প্রবক্তা। উল্লেখযোগ্য বই- 'অফ গ্রামাটোলজি' (১৯৬৭), 'ডিফারেন্স' (১৯৭৩), 'রাইটিং অ্যান্ড ডিফারেন্স' (১৯৭৮), 'ডিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ক্রিটিসিজম' (১৯৭৯), 'ডিসিমিনেশন' (১৯৮১) প্রভৃতি।

১০১. **জ্যোৎস্না গুপ্ত**। লেখিকা। ক্ষেত্র গুপ্তের স্ত্রী। সম্পর্কে সন্দীপনের জ্যাঠতুতো শ্যালিকা।

১০২. **অশোক দাশগুপ্ত**। সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক। 'লেখার জগৎ' পত্রিকায় ক্রীড়া সাংবাদিক হিসাবে জীবন শুরু। তারপর 'আজকাল' পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক এবং সেই পত্রিকারই এখন সম্পাদক। 'নেপথ্য দর্শন' তাঁর কলাম সংকলন। সন্দীপনকে ধারাবাহিকভাবে উপন্যাস লিখিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ওঁর উৎসাহ ছিল প্রবল।

১০৩. **লালা, প্রচেতা ঘোষ**। ঔপন্যাসিক, গল্পকার। বই 'ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধ সুধা ঢালো' (২০০১), 'ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখিনিরে', 'একজন টারজন' (২০০৩)। তাপস ঘোষের সঙ্গে সম্পাদনা করেন 'জারি বোবাযুদ্ধ' পত্রিকা, যেখানে সন্দীপন-চর্চা করে থাকেন।

১০৪. **জর্জ বাতাই** (১৮৯৭-১৯৬২) ফরাসি প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক। প্রথম উপন্যাস— 'স্টোরি অফ দা আই'। তিনি 'লিটারারি রিভিউ ক্রিটিক' (১৯৪৬) সম্পাদনা করেছিলেন।

১০৫. **এডর্নো, থিওডোর এডর্নো** (১৯০৩-১৯৬৯)। জন্ম জার্মানি। বিখ্যাত দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সদস্য। হেগেল, মার্ক্স ও ফ্রয়েডকে নিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর তত্ত্ব। উল্লেখযোগ্য বই- 'নেগেটিভ ডায়ালেকটিক' (১৯৬৬), 'দ্য ডায়ালেকটিক অফ এনলাইটেনমেন্ট' (১৯৪৭), 'এসথেটিক থিওরি' (১৯৭০)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০৬. **শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়** (১৯৩১-)। কবি। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন কিছুকাল। বেসরকারি অফিসে অর্থসচিবের চাকরি করেছেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- 'আহত ভ্রূবিলাস' (১৯৬৫), 'অন্ধকার লেবুবন' (১৯৭৫), 'মৌরির বাগান ও কিছু নতুন কবিতা' (১৯৭২) প্রভৃতি। 'সহবাস' (১৯৭৩) এবং 'কথা ছিল' (১৯৭৪) নামে দুটি উপন্যাস লিখেছেন।

১০৭. **বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য** (১৯৪৪ -)। মুখ্যমন্ত্রী, কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাইপো। ১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক। ছাত্র-রাজনীতি করে উঠে এসেছেন। দীর্ঘদিন সংস্কৃতিমন্ত্রী ছিলেন, ২০০০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সি.পি.আই. (এম) পলিটব্যুরোর সদস্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকীর্তি নিয়ে একটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ ছাড়াও রয়েছে 'চেনা ফুলের গন্ধ' (কবিতার বই), মার্কেজের 'ক্ল্যান্ডেনস্টাইন ইন চিলি' বইয়ের অনুবাদ 'চিলিতে গোপনে' এবং মায়াকোভস্কির কবিতার অনুবাদ। সন্দীপন 'এক যে ছিল দেওয়াল' বইটি ওঁকে উৎসর্গ করেন।

১০৮. **তুষার তালুকদার**। ১৯৯২-৯৬ পর্যন্ত কলকাতার পুলিশ কমিশনার। শিল্প-সাহিত্য অনুরাগী। 'ঋত্বিক সে এক মহা ইয়ে..' নামে একটি বই ছাড়াও রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন-এর আত্মজীবনীর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১০৯. **মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়**। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

১১০. **চে গুয়েভারা** (১৯২৮ - ১৯৬৭)। লাতিন আমেরিকার মার্ক্সিস্ট বিপ্লবী। গেরিলা যুদ্ধের নেতা। বলিভিয়ায় ১৯৬৭ সালের ৯ অক্টোবর তাঁকে হত্যা করা হয়। অলিভ গ্রিন মিলিটারি ইউনিফর্মে টুপি পরা চে— যুব সমাজের কাছে বিপ্লবী আইকনে পরিণত হয়েছে।

১১১. **সৌমিত্র মিত্র**। আবৃত্তিকার ও অভিনেতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারে তথ্য দপ্তরের অফিসার হিসাবেও পরিচিত। 'বিনোদন বিচিত্রা' নামে একটি পত্রিকা তাঁরই তত্ত্বাবধানে বের হত, যেখান থেকে সন্দীপনের 'একাদশ অশ্বারোহী' প্রকাশিত হয়েছিল। বিখ্যাত ১১ জন কবির কবিতা সংকলন ছিল সেটা।

১১২. **অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট** (১৯২৯)। লেখক— এরিখ মারিয়া রেমার্ক। জার্মান। উপন্যাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাহিনি। ২.৫ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে এত জনপ্রিয় বই। ২৫টা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ১৯৩০ সালে চলচ্চিত্রে রূপদান করেছিলেন লুইস মাইলস্টোন, যেটি অস্কার পায়।

১১৩. **শৌনক লাহিড়ি**। সাংবাদিক। পেশাগতভাবে 'আজকাল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

১১৪. **ডিলান টমাস** (১৯১৪ - ১৯৫৩)। জন্ম ওয়েলস। কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- 'ডেথস অ্যান্ড এনট্রান্সেস' (১৯৪৬), 'ইন কান্ট্রি স্লিপ' (১৯৫২), 'এ প্রসপেক্ট অফ দ্য সি' (১৯৫৫)। নেশা তাঁর জীবনের অংশ। সে প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন, 'An alcoholic is someone you don't like who drinks as much as you do.' ১৯৫৩ সালের ৩ নভেম্বর নিউইয়র্কের 'চেলসি হোটেল'-এ গিয়ে বলেছিলেন, 'I've had 18 straight whiskies; I think this is a record.'

১১৫. **নিটসে**, ফ্রেডরিখ উইলহেল্ম নিৎসে (১৮৪৪-১৯০০)। জার্মান। দার্শনিক। উল্লেখযোগ্য বই- 'বার্থ অফ ট্র্যাজেডি' (১৮৭২), 'আনটাইমলি মেডিটেশন' (১৮৭৩ -৭৬), 'হিউম্যান, অল টু হিউম্যান' (১৮৭৮), 'দাস স্পোক জরাথুস্ট্র' (১৮৮৩-৮৫), 'অ্যান্টি ক্রাইস্ট' (১৮৮৮)।

১১৬. **কিয়ের্কেগার্দ**, সোরেন অ্যাবেই কিয়ের্কেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫)। জন্ম ডেনমার্ক। দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক। একদিকে হেগেলের তত্ত্ব আর একদিকে ডেনিস চার্চের অন্তঃসারশূন্যতাকে সমালোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য বই- 'দ্য কনসেপ্ট অফ আয়রনি' (১৮৪১), 'দ্য কনসেপ্ট অপ ড্রেড' (১৮৪৪), 'আইদার / অর' (১৮৪৩), 'ক্রিশ্চান ডিসকোর্সেস' (১৮৪৮)।

১১৭. **আইদার/অর** (১৮৪৩)। প্রখ্যাত দার্শনিক কিয়ের্কেগার্দের বই। অস্তিত্বের মধ্যে সৌন্দর্য এবং যুক্তিবাদের নানা স্তরকে দেখাতে চেয়েছেন এখানে। দু খণ্ডে লেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যারিস্টটলের বহু পরিচিত বাক্য 'How should we live?' প্রশ্নটাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে গোটা বইটা।

১১৮. **অন্নদাশংকর রায়** (১৯০৪-২০০২)। ঔপন্যাসিক, কবি, প্রাবন্ধিক। জন্ম ওড়িশায়। 'সত্যাসত্য' (১৯৩২-৪২), 'রত্ন ও শ্রীমতী' (১৯৫৬ - ৭২), 'অপসারণ' (১৯৪২) উপন্যাস। 'পথে প্রবাসে' (১৯৩১) ভ্রমণকাহিনি। 'সাহিত্যসংকট', 'দেশকালপাত্র' ইত্যাদি বহু প্রবন্ধগ্রন্থ আছে। পদ্মভূষণ (১৯৮৭) এবং 'দেশিকোত্তম' পুরস্কার পান।

১১৯. **দানসা ফকির** (১৯৭৬)। কমলকুমার মজুমদারের লেখা নাটক। ১৯৭৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনের মঞ্চে ক্যালকাটা চিলড্রেন্স অপেরার প্রযোজনায় কমলকুমারের নির্দেশনায় অভিনীত হয় নাটকটি।

১২০. **ডায়োজেনিস** (৪১২ খ্রি.পূ.-৩২৩ খ্রি.পূ.) গ্রিক দার্শনিক। কুকুরের ব্যবহারের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য দেখিয়ে এক ধরনের কুকুরতত্ত্ব প্রচলন করেছিলেন তিনি।

১২১. **দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৯৩৬ -) কবি ও অনুবাদক। 'নীলাম্বরী' (১৯৫৯), 'বৃষ্টির শব্দ ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৫৯), 'আমন ধানের ছড়া' উল্লেখযোগ্য রচনা। স্প্যানিশ ভাষা থেকে বহু বই অনুবাদ করেছেন। জীবনানন্দ দাশ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। জীবনানন্দের 'কাব্য সংগ্রহ' (১৯৯৩) সম্পাদনা তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

১২২. **ভূমেন, ভূমেন্দ্র গুহ** (১৯৩৩ -)। কবি। জীবনানন্দ বিশেষজ্ঞ। বই- 'আলেখ্য : জীবনানন্দ' (১৯৯৯)। তাঁর উদ্যোগে জীবনানন্দের গদ্য প্রথম 'অনুক্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'লিটারারি নোটস' তাঁরই সম্পাদনায় বের হচ্ছে।

১২৩. **কড়ি ও কোমল** (১৮৮৬)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কাব্যগ্রন্থ। নারী শরীরের প্রতি আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস এই কাব্যগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়, যা পরবর্তীকালের কবিতায় আর সেভাবে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২৫ বছর।

১২৪. **ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো** (১৮৯০-১৯৭৯) আর্জেন্টিনার সাহিত্য সমালোচক। রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনা সফরের সময় আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা। সেই সফরের যাবতীয় আয়োজন ভিক্টোরিয়া করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তাঁর লেখা একটি আত্মজীবনী আছে। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত সেই স্পেনীয় বইটির নাম 'Tagore en las barrancas de san Isidro!', যার বাংলা অনুবাদ করেছেন শঙ্খ ঘোষ 'সানইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ' (মূল বই 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ')।

১২৫. **অমৃত**। সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ২৯শে বৈশাখ ১৩৬৮, ১২ মে ১৯৬১। মূল সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ।

১২৬. **যোগেন চৌধুরী** (১৯৩৯ -)। চিত্রশিল্পী। ১৯৬০-এ গভর্মেন্ট আর্ট কলেজ থেকে স্নাতক। ১৯৬৫-৬৮ ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে প্যারিস। ১৯৮৭ থেকে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যাপক। সন্দীপনের প্রকাশিত মিনিবুক 'চারজন টারজন' (১৯৮১)-এ ছবি আঁকেন এবং ১৯৮১ সালের বইমেলায় সন্দীপন যোগেনের ছবি পোস্টার (৩০ X ২০ ইঞ্চি) হিসাবে বের করেন। 'পঞ্চাশটি গল্প' বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকেন যোগেন।

১২৭. **ক্যাথি অ্যাকার** (১৯৪৭-১৯৯৭) আমেরিকার এক্সপেরিমেন্টাল লেখিকা। ব্ল্যাক মাউন্টেন স্কুল, উইলিয়াম বারোজ, পর্নোগ্রাফির প্রভাব আছে ওঁর লেখায়। বই- অ্যাডাল্ট লাইফ অফ তুলুস লুত্রেক' (১৯৭৮), 'লিটারাল ম্যাডনেস' (১৯৮৭), 'পুসি, কিং অফ দ্য পাইরেটস' (১৯৯৬)।

১২৮. **অদ্রীশ বিশ্বাস** (১৯৬৮ -)। প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক। বই- 'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটো-একটা কথা যা আমরা জানি' (১৯৯৬), 'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সমগ্র' (২ খণ্ড, ২০০৫)।

১২৯. **বুদ্ধদেব বসু** (১৯০৮-১৯৭৪)। কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক। কাব্যগ্রন্থ- 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৪), 'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮), 'যে আঁধার আলোর অধিক'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৯৫৮) প্রভৃতি। 'রাত ভরে বৃষ্টি', 'তিথিডোর' (১৯৪৯) প্রভৃতি উপন্যাস ছাড়াও 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' (১৯৬৬), 'প্রথম পার্থ' (১৯৭০) ইত্যাদি নাটক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৭ সালে অকাদেমি পুরস্কার ও ১৯৭৪ সালে মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

১৩০. **মীনাক্ষী দত্ত** (১৯৩৫ -)। লেখিকা। ফ্যানি পার্কারের ডায়েরির অনুবাদ এবং 'বিদেশিনী' নামে বিদেশি গল্পের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য কাজ। কবি বুদ্ধদেব বসুর কন্যা ও জ্যোতির্ময় দত্তর স্ত্রী। সন্দীপনের দীর্ঘদিনের বন্ধু। বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী।

১৩১. **রঞ্জন সেনগুপ্ত**। শিল্প সাহিত্য অনুরাগী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রূপে পরিচিত। সন্দীপনের দীর্ঘদিনের বন্ধু। 'যখন সবাই ছিল গর্ভবতী' (২০০১) উপন্যাসটি রঞ্জনকে উৎসর্গ করতে গিয়ে সন্দীপন লিখেছেন—'শেষ দেশলাই কাঠি।'

১৩২. **দেবু**, দেবব্রত ঘোষ। 'আজকাল' পত্রিকার চিফ আর্টিস্ট। সন্দীপনের একাধিক উপন্যাসের অলংকরণ ও প্রচ্ছদ করেছেন। 'আজকাল'-এ সন্দীপন চিঠিপত্র বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন, যার অঙ্গসজ্জা মেকাপ ইত্যাদির জন্য দেবব্রতর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ থাকত।

১৩৩. **আংকেল ভানিয়া**। রুশ নাট্যকার আন্তন চেকভের (১৮৬০-১৯০৪) নাটক। ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত নাটকটির উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাটি হয় পরের বছর কনস্তানতিন স্তানিসলাভস্কির পরিচালনায়।

১৩৪. **আংকেল টমস কেবিন**। দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে লেখা উপন্যাস। লেখকের নাম হ্যারিয়েট বিচার স্টোয়ি। ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইটিকে বলা হয় উনিশ শতকের বেস্ট সেলিং উপন্যাস যা বাইবেলকে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল।

১৩৫. **রবিশংকর বল** (১৯৬২ -)। ঔপন্যাসিক, গল্পকার। পেশাগতভাবে 'প্রতিদিন' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। বই 'স্বপ্নযুগ', 'নীল দরজা লাল ঘর', 'দারুনিরঞ্জন', 'ছায়াপুতুলের খেলা'।

১৩৬. **মিরর** (১৯৭৫)। রুশ চলচ্চিত্রকার আন্দ্রেই তারকোভস্কি পরিচালিত চলচ্চিত্র। এই আত্মজৈবনিক ছবিতে মার্গারিটা তেরেকোভা একই সঙ্গে নায়কের মায়ের কম বয়সের চরিত্রে এবং নায়কের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেন। সন্দীপন এঁর কথাই উল্লেখ করেছেন। ওই চলচ্চিত্রে মায়ের বয়সকালের ভূমিকায় অভিনয় করেন তারকোভস্কির আসল মা।

১৩৭. **তারকোভস্কি, আন্দ্রেই** (১৯৩২-১৯৮৬)। রুশ চলচ্চিত্র পরিচালক। সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় রাশিয়া থেকে ইউরোপে চলে যান। উল্লেখযোগ্য ছবি- 'মিরর (১৯৭৫), 'নস্টালজিয়া' (১৯৮১), 'স্যাক্রিফাইস' (১৯৮৬)। ক্যানসরে মারা যান। রচিত বই- 'স্কাল্পটিং ইন টাইম', 'টাইম উইদিন টাইম'।

১৩৮. **পুদভকিন** (১৮৯৩-১৯৫৩)। রুশ চলচ্চিত্রকার। সের্গেই আইজেনস্টাইনের মন্তাজ থিওরিকে তিনি আরও সমৃদ্ধ করেন। সিনেমা- 'মাদার' (১৯২৬), 'দ্য এন্ড অফ সেন্ট পিটার্সবুর্গ' (১৯২৭), 'স্টর্ম ওভার এশিয়া' (১৯২৮), 'জেনারেল সুভোরোভ' (১৯৪১), 'থ্রি এনকাউন্টার্স' (১৯৪৮)।

১৩৯. **প্লেবয়**। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত পুরুষদের মাসিক পত্রিকা। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম বের হয়। আজ ৩০ লক্ষের ওপর পাঠক সংখ্যা। মূলত মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পত্রিকা হিসাবে সারা পৃথিবীতে একটা ট্রেন্ড সেট করেছে, যার দ্বারা জনপ্রিয় সংস্কৃতির নানা ধরনের নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সম্পাদক— হ্যু হেফনার।

১৪০. **মিশেল ফুকো** (১৯২৬-১৯৮৪)। ফরাসি দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সমালোচক। ফুকো কাজ করেছেন মেডিসিন, শরীরতত্ত্ব, জেল ব্যবস্থা, যৌনতা, জ্ঞান ও ক্ষমতা নিয়ে। ১৯৬০-এর দশকে তিনি স্ট্রাকচারালিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক সময় পোস্টমডার্ন তাত্ত্বিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। বই- 'ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন' (১৯৬১), 'দ্য বার্থ অফ দ্য ক্লিনিক' (১৯৬৩), 'দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি' (১৯৮৪)।

১৪১. **হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি** (১৯৮৪)। ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭৬-৮৪ সালের মধ্যে ফুকো প্রবন্ধগুলো লেখেন এবং তা মৃত্যুর বছরেই তিন খণ্ডে বের হয়।

১৪২. **বোদলেয়ার, শার্ল** (১৮২১-১৮৬৭)। ফরাসি কবি। ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত 'লেস ফ্লোর দু মাল' (দ্য ফ্লাওয়ার্স অফ এভিল) তাঁকে বিখ্যাত করে।

১৪৩. **ফেবার অ্যান্ড ফেবার**। বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা। কবি টি এস এলিয়ট এক সময় সংস্থার শীর্ষে ছিলেন। বহু নামী লেখকের বিখ্যাত বইয়ের প্রকাশক।

১৪৪. **অমিয়ভূষণ মজুমদার** (১৯১৮-২০০০)। লেখক। বই- 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭), 'রাজনগর' (১৯৮৪)। সন্দীপন সারা জীবন অমিয়ভূষণের লেখা পছন্দ করার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু শেষ জীবনে এসে তাঁর মনে হত অমিয়ভূষণের লেখা বানানো; নানা সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন।

১৪৫. **জগদীশ গুপ্ত** (১৮৮৬ - ১৯৫৭)। জন্ম কুষ্টিয়ায়। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। প্রথম গল্প 'পেয়িং গেস্ট' বের হয় 'বিজলী' পত্রিকায় (১৯০৪)। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস- 'লঘু-গুরু' (১৯৩১), 'রূপের বাহিরে' (১৯২৯), 'শ্রীমন্ত' (১৯৩০), 'উপায়ন'(১৯৩৪), 'নিষেধের পটভূমিকায়' (১৯৫২)। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' পত্রিকাতে নিয়মিত লিখতেন।

১৪৬. **শিবমনি**। দক্ষিণ ভারতীয় তালবাদ্য বাদক। এ আর রহমানের সঙ্গে বহু সিনেমায় ও অ্যালবামে বাজিয়েছেন।

১৪৭. **কেরি, উইলিয়াম** (১৭৬১-১৮৩৪)। ১৮০১ সালে ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট-এর খানিকটা আর ১৮০৯ সালে 'ধর্মপুস্তক' নামে সমগ্র বাইবেল ছাপান শ্রীরামপুর মিশন থেকে।

১৪৮. **সজল বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৯৪২ -)। কবি, অনুবাদক। খ্রিস্তিয়োঁ মিংগোর সঙ্গে 'মঙ্গলবার্তা' নামে বাংলায় বাইবেল অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৯৯৩ এবং ২০০৩ সালে।

১৪৯. **অরূপরতন বসু**। গল্পকার, ঔপন্যাসিক। বই- 'হলোগ্রাম', 'অন্তরীপ'। সন্দীপনের তিনটি গল্প নিয়ে দূরদর্শনে টেলিছবি বানান আশির দশকের মাঝামাঝি। সেটাই ছিল সন্দীপনের কাহিনি নিয়ে প্রথম অডিও-ভিস্যুয়াল কাজ। কিন্তু সন্দীপনের ভালো লাগেনি।

১৫০. **বিধান সান্যাল**। ডাক্তার এবং পি জি হাসপাতালের সুপার ছিলেন, যখন পূর্ণেন্দু পত্রী শেষশয্যায় চিকিৎসাধীন।

১৫১. **পূর্ণেন্দু পত্রী** (১৯৩১ - ১৯৯৭)। কবি, চিত্রকর, চিত্রপরিচালক। ১৯৫৫ সালে 'পথের পাঁচালি'র জন্য প্রথম নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল সত্যজিৎ রায়কে সেনেট হলে। তার জন্য পূর্ণেন্দু আলপনা দিচ্ছেন এবং সন্দীপন মাথায় ছাতা ধরে ছায়া দিচ্ছেন, এমন ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

১৫২. **কুবেরের বিষয় আশয়** (১৯৬৯)। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস সেটি সিরিয়াস পাঠকের প্রশংসা লাভ করে।

১৫৩. **শাহাজাদা দারাশুকো**। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৯৯৫ সালে অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। কিন্তু সন্দীপন উপন্যাসটাকে ততটা পছন্দ করতেন না।

১৫৪. **বিমল মিত্র** (১৯১২ - ১৯৯১)। ঔপন্যাসিক। সন্দীপন লিখেছেন, 'কর-ধর-ঘোষ মায় মুখোপাধ্যায়কে পরাস্ত করে একজনই টিকে আছেন, বলাই বাহুল্য বিমল মিত্র। ওঁর গতরজব্দ উপন্যাসগুলো বৈঠকখানা বাজারের কাগজের দোকানের স্টক ক্লিয়ার করায় সাহায্য করেছে বলে ওপাড়ায় খুব খাতির। হালখাতায় ক্যালেন্ডার পান। শুনেছি ওঁর লেখা নাকি ইনসোমনিয়ায়, যেমন চাঁদের অমাবস্যা। কিন্তু রাত দেখার জন্য ঘাড় তোলার সুযোগ পাননি, লিখেছেন সব ঠিক হ্যায়।' (একমাত্র মিত্র)

১৫৫. **ঋত্বিককুমার ঘটক** (১৯২৫ - ১৯৭৬)। চিত্র পরিচালক। রাজশাহি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। বিমল রায়ের সহকারী হিসাবে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। 'নাগরিক' (১৯৫২) প্রথম ছবি মুক্তি পায়নি। 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৭), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৫৯), 'কোমল গান্ধার' (১৯৬০), 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩) এবং 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৯৭৪) তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবি। কিছুদিন পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ ছিলেন। 'পদ্মশ্রী' উপাধি পান। সন্দীপন 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

১৫৬. **হারবার্ট** (১৯৯৩)। নবারুণ ভট্টাচার্য রচিত উপন্যাস। ১৯৯২ 'প্রমা' শারদ সংখ্যায় প্রথম বের হয়, পরের বছর 'প্রমা' থেকেই বই বের হয়। নকশাল আন্দোলনের সময় এবং তার পরবর্তীকাল নিয়ে লেখা এই উপন্যাস নানা কারণে আদৃত হয়। ১৯৯৪ সালে পান নরসিংহদাস পুরস্কার, ১৯৯৬ সালে বঙ্কিম এবং ১৯৯৭ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

১৫৭. **নবারুণ ভট্টাচার্য** (১৯৪৮ -)। ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার। বিজন ভট্টাচার্য ও মহাশ্বেতা দেবীর সন্তান। 'হারবার্ট' (১৯৯৩), 'খেলনানগর', 'ফ্যাতারুর বোম্বাচাক' উল্লেখযোগ্য রচনা। 'ভাষাবন্ধন' পত্রিকার সম্পাদক। একাধিক পুরস্কার লাভ করেছেন।

১৫৮. **ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়**। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। উপন্যাস- 'জলের সীমানা', 'চরপূর্ণিমা', 'স্বজনভূমি', 'সহিস'। বঙ্কিম পুরস্কার (২০০৭) এবং তারাশংকর পুরস্কার (১৯৯৬) পেয়েছেন।

১৫৯. **আফসার আহ্‌মেদ**। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার।

১৬০. **বিজন ভট্টাচার্য** (১৯১৫-১৯৭৮)। নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, অভিনেতা। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও গণনাট্যের সদস্য ছিলেন। তাঁর 'নবান্ন' (১৯৪৪) নাটক বাংলা নাটকের ইতিহাসে পালাবদল ঘটায়। তাছাড়া 'দেবীগর্জন' (১৯৬৬), 'গর্ভবতী জননী' (১৯৬৯) উল্লেখযোগ্য নাটক। বেশ কিছু চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন।

১৬১. **মহাশ্বেতা দেবী** (১৯২৬ -)। ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও সমাজকর্মী। প্রান্তিক মানুষদের দাবিতে সরব ও সক্রিয়। প্রথম বই- 'ঝাঁসির রানি' (১৯৫৬), তারপর 'কবি বন্দ্যোঘাটি গাঁঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭), 'আঁধার মানিক' (১৯৬৭), 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭) প্রভৃতি উপন্যাস লিখেছেন। পেয়েছেন অকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৯), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, ম্যাগসাইসাই, ফরাসি সরকারের দেওয়া অফিসর অফ দ্য অর্ডার অফ আর্টস অ্যান্ড লেটার্স।

১৬২. **শৈবাল মিত্র**। ঔপন্যাসিক, গল্পকার। পেশাগতভাবে 'আজকাল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ফলে সন্দীপনের সহকর্মী।

১৬৩. **ক্ষেত্র গুপ্ত** (১৯৩০ -)। প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক। বই- 'মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প' (১৯৬৩), 'রবীন্দ্র গল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮০)। সন্দীপনের ভায়েরা ভাই।

১৬৪. **র‍্যাঁবো, জাঁ-নিকোলাস-আর্তুর র‍্যাঁবো** (১৮৫৪-১৮৯১)। জন্ম ফ্রান্স। কবি। ফরাসি ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- 'Le bateau ivre' (১৮৭১), 'une saison en Enfer' (১৮৭৩), 'Illuminations' (১৮৭৪) তাছাড়া চিঠিপত্রের সংকলন একটি। ১৮৭৩-এ বের হওয়া কাব্যগ্রন্থ, যার বাংলা নাম 'নরকে এক ঋতু' তাঁকে বিশ্বসাহিত্যে নতুন জায়গা করে দেয়। হাঁটুর ক্যানসারে মারা যান।

১৬৫. **গড অফ স্মল থিংস** (১৯৯৭)। উপন্যাস। লেখিকা-অরুন্ধতি রায় (১৯৬১-) স্থাপত্যবিদ্যার ছাত্রী ছিলেন। বেশ কিছু চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। অভিনয় করেছেন। বর্তমানে পরিবেশ ও মানবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। যদিও আত্মজীবনীমূলক এই একমাত্র উপন্যাস লিখেই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেন। এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে কীভাবে জীবনের ছোটো ছোটো জিনিসগুলো বৃহত্তর জীবন জুড়ে প্রভাব ফেলে। ১৯৯৭ সালে বুকার পুরস্কার পান।

১৬৬. **শম্ভু মিত্র** (১৯১৫-১৯৯৭)। প্রখ্যাত নট নাট্যকার নির্দেশক। পড়াশোনা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। 'গণনাট্য'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'নবান্ন' নাটক প্রযোজনা। মতবিরোধ হতে বেরিয়ে এসে 'বহুরূপী' দল গঠন, যা বাংলায় যথার্থ অর্থেই গ্রুপ থিয়েটার। বাংলা নাটকে নতুন ধারার প্রবর্তক। উল্লেখযোগ্য নাটক- 'চার অধ্যায়', 'পুতুলখেলা', 'রাজা অয়দিপাউস', 'রাজা', 'পাগলা ঘোড়া', 'রক্তকরবী', 'দশচক্র' প্রভৃতি। পুরস্কার- সংগীত নাটক অকাদেমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৯৫৯), পদ্মভূষণ (১৯৭০), ম্যাগসাইসাই (১৯৭৬), কালিদাস সম্মান (১৯৮৩)। সন্দীপন শম্ভু মিত্রের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন।

১৬৭. **দারিও ফো** (১৯২৬ -)। ইতালি। নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা। সাধারণ মানুষদের নিয়ে সাধারণ মানুষদের জন্য কমেডি নাটকের নতুন ধরন তৈরি করেন। উল্লেখযোগ্য নাটক— 'উই ওন্ট পে! উই ওন্ট পে!' (১৯৭৪), 'ওপেন কাপল' (১৯৮৩), 'এ ওম্যান অ্যালোন' (১৯৯১)। ১৯৯৭ সালে নোবেল পুরস্কার পান। বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'অন্য থিয়েটার' দল দারিও ফোর 'হচ্ছেটা কী?' প্রযোজনা করে।

১৬৮. **বিভাস চক্রবর্তী** (১৯৩৭ -)। জন্ম শ্রীহট্ট বাংলাদেশ। নাট্য পরিচালক, অভিনেতা। ১৯৬১ সালে 'বহুরূপী'তে শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান। শিক্ষাক্রম অসম্পূর্ণ রেখে 'বহুরূপী' ত্যাগ এবং 'নান্দীকার'-এ যোগদান। আবার বেরিয়ে নতুন দল 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' (১৯৬৬) গঠন। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা- 'রাজরক্ত', 'চাকভাঙা মধু' প্রভৃতি। আবার বেরিয়ে নতুন দল 'অন্য থিয়েটার' গঠন। 'মাধব মালঞ্চি কইন্যা', 'হচ্ছেটা কী?' ইত্যাদি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা এ দলে উপস্থাপিত করেন।

১৬৯. **বীরেশ্বর সরকার**। কলকাতার বিখ্যাত স্বর্ণবিপণীর অধিকর্তা ছিলেন। 'রাজনর্তকী', চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেন। সন্দীপনের দীর্ঘদিনের বন্ধু।

১৭০. **প্রিয়ব্রত দেব**। প্রতিক্ষণ প্রকাশনীর অধিকর্তা। 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকা বের করা এবং বহু উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশের মধ্যে দিয়ে 'প্রতিক্ষণ'কে একটা সিরিয়াস মনন-চর্চার জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সন্দীপনের একাধিক বইয়ের প্রকাশক।

১৭১. **ডেথ ইন ভেনিস** (১৯১২)। উপন্যাস। ভাষা জার্মান। লেখক টমাস মান। গুস্তাভ ভন অ্যাশেনবেচ নামে একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস।

১৭২. **নীরদচন্দ্র চৌধুরী** (১৮৯৭-১৯৯৯)। প্রাবন্ধিক। 'দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান' (১৯৫১) বইটির জন্য বিখ্যাত। বাংলা বই- 'বাঙালি জীবনে রমণী', 'আত্মঘাতী বাঙালি', 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' প্রভৃতি। শেষ জীবনে ইংল্যান্ডে বাস করতেন।

১৭৩. **পরিমল গোস্বামী** (১৮৯৭-১৯৭৬)। গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও রসরচনাকার। 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদনা করতেন। 'বুদ্বুদ' (১৯৩৬), 'ট্রামের সেই লোকটি' (১৯৪৪), 'ব্ল্যাক মার্কেট' (১৯৪৫), 'মারকে লেঙ্গে' (১৯৫০) ছোটোগল্পের বই। 'দুষ্মন্তের বিচার' (১৯৪৩), 'ঘুঘু' (১৯৪৪) নাটক।

১৭৪. **কৃত্তিবাস**। প্রথম বের হয় শ্রাবণ ১৩৬০, ইংরেজি ১৯৫৩। কবিতা ও কবিতা বিষয়ক আলোচনার লিটল ম্যাগাজিন। সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী। পরবর্তীকালে অদলবদল হয়েছে। প্রচ্ছদে লেখা থাকত 'তরুণতম কবিদের মুখপত্র'। তবে ১৯৬০ সালে ১৩ তম সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে একটা গল্প সংখ্যাও প্রকাশিত হয় একই দিনে। তাতে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' আর কমলকুমার মজুমদারের গল্প 'ফৌজ-ই-বন্দুক' ছাপা হয়। তাছাড়াও সন্দীপন 'কৃত্তিবাস'-এ লিখেছেন— 'এপিটাফ' (কবিতা, ১২ সংখ্যা, ১৩৬৬), 'সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (প্রবন্ধ, ১৫ সংখ্যা, ১৩৬৮), 'সুহাসিনীর পমেটম, ভাষা ও অমরত্ব (প্রবন্ধ, ২২ সংখ্যা, ১৯৬৬), 'চাইবাসা, চাইবাসা' (গদ্য, ২৫ সংখ্যা, ১৯৬৮), 'আমার প্রথম স্মৃতি', (গদ্য, ২৯ সংখ্যা, ১৩৭৮ আশ্বিন)।

১৭৫. **বারবধূ** (১৯৭২)। নাটক। সুবোধ ঘোষের গল্প অবলম্বনে অসীম চক্রবর্তীর নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় 'চতুর্মুখ' দল ১৫ আগস্ট ১৯৭২ প্রথম অভিনয় করে প্রতাপ মঞ্চে। কেতকী দত্ত অভিনীত এই নাটক অশ্লীলতার কারণে বিতর্কিত হয়। ১৯৭৪ সালে অকাদেমিতে অভিনয়ের সময় কর্তৃপক্ষ বাধা দিলে আদালতে কেস হয়। পরে আপোসে মীমাংসা হয়ে যায়। ১৮০০ রজনী অভিনয় হয়েছিল।

১৭৬. **এক আধুরি কাহানি** (১৯৭২)। মৃণাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেন পরিচালিত হিন্দি ছবি। কাহিনি সুবোধ ঘোষ। অভিনয়ে উৎপল দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, আরতি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

১৭৭. **সন্দীপ রায়** (১৯৫৪ -)। চিত্র পরিচালক। ১৯৭৭ সালে সত্যজিৎ রায়ের 'সতরঞ্জ কে খিলাড়ি' সিনেমার সহকারী পরিচালক রূপে কাজ শুরু করেন। নিজের পরিচালিত ছবি- 'ফটিকচাঁদ' (১৯৮৩), 'উত্তরণ' (১৯৯৪), 'গুপি বাঘা ফিরে এল' (১৯৯১), 'টার্গেট' (১৯৯৫), 'নিশিযাপন' (২০০৫) উল্লেখযোগ্য।

১৭৮. **সুমন চট্টোপাধ্যায়**। সাংবাদিক। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। 'আজকাল' পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি, তখন সন্দীপনের সহকর্মী ছিলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন। বর্তমানে 'একদিন live' পত্রিকার সম্পাদক। বই- 'চুপচাপ ফুলে ছাপ', 'নোবেলের দেশে'।

১৭৯. **মেরিলিন মনরো** (১৯২৬-১৯৬২)। আমেরিকার অভিনেত্রী। মূলত ৫০ ও ৬০ দশকের হলিউডের সিনেমায় কাজ করেছেন। 'হোম টাউন স্টোরি' (১৯৫১), 'লাভ নেস্ট' (১৯৫১), 'সাম লাইক ইট হট' (১৯৫৯), 'দ্য মিসফিটস' (১৯৬১), 'দ্য প্রিন্স অ্যান্ড দ্য শোগার্ল' (১৯৫৮) সিনেমায় অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত।

১৮০. **শাহিন আখতার**। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। বিষয় অর্থনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। 'গ্রহণকাল' নামে একটি চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করেন, যেটি পুরস্কৃত হয়। উল্লেখযোগ্য বই- 'শ্রীমতীর জীবনদর্শন', 'বোনের সঙ্গে অমরলোকে' (২০০১), 'তালাশ' (২০০৪) এবং 'পালাবার পথ নেই' (২০০০)। শেষতম বইটির ব্লার্বে লেখা আছে, 'এই উপন্যাসে নারী-পুরুষ সম্পর্কের, সমাজের মুখোশ একে-একে খুলে নেওয়া হয়েছে নির্মমভাবে। একজন নারী নিজস্ব জীবনবোধ, মনন আর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজটি করেছেন। আমাদের সাহিত্য জগতে পুরুষের অনুকরণে দেখার লেখার যে পরিত্রাণহীন প্রাদুর্ভাব, এই লেখিকার অবস্থান তার ঠিক বিপরীত মেরুতে। এই দুষ্টচক্র লক্ষ্মণরেখা ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্যও 'পালাবার পথ নেই' বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র জায়গা পেতে পারে।'

১৮১. **শঙ্খ ঘোষ** (১৯৩২ -)। জন্ম চাঁদপুর বাংলাদেশ। কবি ও সমালোচক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৬), 'নিহিত পাতাল ছায়া' (১৯৬৭), 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' (১৯৭৮), 'বাবরের প্রার্থনা' (১৯৭৬), 'ধূম লেগেছে হৃদকমলে', 'গন্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' (১৯৯৪) প্রভৃতি। বিশিষ্ট রবীন্দ্র আলোচক। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ- 'এ আমির আবরণ' (১৯৮০), 'উর্বশীর হাসি' (১৯৮১), 'জার্নাল' (১৯৮৫), 'এখন সব অলীক', 'সময়ের জলছবি' (১৯৯৭) ইত্যাদি। ১৯৭৭ সালে অকাদেমি পুরস্কার এবং ১৯৮৯ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পান। সন্দীপন ১৯৭৮ সালের বইমেলায় 'শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা' নামে শঙ্খ ঘোষের মিনিবুক বের করেন, যার প্রচ্ছদে ছিল দুষ্প্রাপ্য কোট-টাই পরা শঙ্খ ঘোষের ছবি।

১৮২. **বিষ্ণু মুখার্জি**। ডাক্তার। সমাজ-রাজনীতি-শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে নানা পত্রপত্রিকায় লিখেছেন। এক সময় 'আজকাল' পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখতেন।

১৮৩. **বেয়ারম্যান, কার্ল উল্‌ফ** (১৯৩৬-)। জার্মান গায়ক, গীতিকার ও কবি। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য নানা সময় বিতর্ক হয়েছে তাঁর লেখালিখি নিয়ে।

১৮৪. **রিল্কে, রাইনার মারিয়া** (১৮৭৫-১৯২৬)। জার্মান কবি। বই- 'Leben ünd Lieder' (১৮৯৪), 'Advent' (১৮৯৮), 'Das Stunden - Buch' (১৮৯৯), 'Duino Elegies' (১৮৯৮)।

১৮৫. **আলবেয়ার কামু** (১৯১৩-১৯৬০)। জন্ম আলজেরিয়া। ফরাসি ভাষার লেখক। সমালোচকদের মতে তিনি একজন এক্সজিস্টেন্‌শিয়ালিস্ট। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস- 'আউটসাইডার' (১৯৪২), 'প্লেগ' (১৯৪৭), 'ফল' (১৯৫৬), 'এ হ্যাপি ডেথ' (১৯৭১)। প্রবন্ধগ্রন্থ- 'দ্য মিথ অফ সিসিফাস' (১৯৪২)। নোবেল পুরস্কার পান ১৯৫৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালে। মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। সন্দীপন নিজেকে 'কামু-কাতর' বলতেন। যদিও জীবনের প্রথম পর্বের লেখায় যে কামুর প্রভাব পড়েছিল, সেটা অজ্ঞাতেই।

১৮৬. **রানি, নির্মলকুমারী মহলানবিশ।** লেখিকা। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা। মৃত্যুশয্যায় রানিকে ডেকেই রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে কবিতা বলে যান, রানি টুকে নেন। বই- 'বাইশে শ্রাবণ'। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্ত্রী।

১৮৭. **করিম খাঁ, আবদুল** (১৮৭২-১৯৩৭)। উত্তরপ্রদেশের কিরানা ঘরানার কণ্ঠসংগীত শিল্পী। বাবা কালে খাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা। সারেঙ্গি, সেতার, তবলা, বীণা বাজাতেন।

১৮৮. **আঁদ্রে জিদ** (১৮৬৯-১৯৫১)। ফরাসি লেখক। ১৯৪৭ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর বিখ্যাত বইগুলি হল- 'লে'স ফসিদের' ও 'নড্রে ওয়ালটার-১৮৯১', 'জুর্নাল ১৮৮৯-১৯৩৯', 'ইলোসেস' (১৯৪৮)।

১৮৯. **মনজিৎ বাওয়া** (১৯৪১-২০০৮)। জন্ম পাঞ্জাব। চিত্রকর। সুফি এবং ভারতীয় পুরাণকে মিশিয়ে একটা দর্শন-ভাবনার জায়গা থেকে ছবি আঁকেন।

১৯০. **ভূপেন খাক্কার** (১৯৩৪-২০০৩)। জন্ম মুম্বাই। বরোদা স্কুলের চিত্রকর। বরোদা আর্ট কলেজের অধ্যাপক। সমকামিতা, লিঙ্গবৈষম্য ওঁর ছবির বিষয় হয়ে উঠে এসেছে। ১৯৮৪ সালে পদ্মশ্রী পান।

১৯১. **জয় গোস্বামী** (১৯৫৪-)। কবি। 'প্রত্নজীব'(১৯৭৮), 'উন্মাদের পাঠক্রম' (১৯৮৬), 'ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা' (১৯৯৭) উল্লেখযোগ্য বই। ২০০০ সালে অকাদেমি পুরস্কার পান।

১৯২. **সত্যপ্রিয় ঘোষ** (১৯২৪-২০০৩)। ঔপন্যাসিক, গল্পকার। 'চার দেয়াল' (১৯৫৬), 'গান্ধর্ব (১৯৫৯), 'রাতের ঢেউ' (১৯৫৬) উপন্যাস। 'অমৃতের পুত্ররা' (১৯৭৬) গল্প-সংকলন।

১৯৩. **বীজেশ সাহা** (১৯৬২ -)। প্রতিভাস প্রকাশনীর অধিকর্তা এবং 'কবিতা প্রতিমাসে' পত্রিকার সম্পাদক। সিরিয়াস ও রুচিশীল বই বের করে সুনাম অর্জন করেছেন। সন্দীপনের একাধিক বইয়ের প্রকাশক।

১৯৪. **শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়**। ই.এন.টি. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, লেখক। সন্দীপনের গলায় ক্যানসারের চিকিৎসা করেছিলেন। অপারেশনও তিনিই করেন। সন্দীপন 'গল্প সংগ্রহ - ১' উৎসর্গ করেন হবিনাল উরবিনোর সঙ্গে তুলনা করে, যিনি মার্কেজের 'লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেরা' উপন্যাসের চিকিৎসক নায়ক।

১৯৫. **থিও ভ্যান গঘ** (১৮৫৭-১৮৯১)। আসল নাম থেওডোরাস। কিন্তু পরিচিত থিও ভ্যান গঘ নামে। সম্পর্কে চিত্রকর ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের ছোটো ভাই। ভ্যান গঘকে আর্থিক ও মানসিক সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন সফল আর্ট ডিলার। দাদার মৃত্যুর পরের বছরই মারা যান। তাঁকে লেখা ভিনসেন্টের চিঠিগুলো 'লেটার্স টু থিও' নামে পরিচিত।

১৯৬. **ভ্যান গঘ, ভিনসেন্ট** (১৮৫৩-১৮৯০)। জন্ম হল্যান্ড। পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকর। কখনও ইংল্যান্ডে থেকেছেন, কখনও ফ্রান্সে। একাধিকবার থেকেছেন মানসিক অসুস্থতার কারণে অ্যাসাইলামে। ৮০০টির মতো ছবি এঁকেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- 'সানফ্লাওয়ার', 'স্টারি নাইট', 'দি বেডরুম ইন আর্ল'। ১৮৯০ সালের ২৯ জুলাই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করে আত্মহত্যা করেন। সন্দীপন তাঁর শেষ উপন্যাস 'ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রা'য় ভ্যান গঘের চিঠি ব্যবহার করেছেন।

১৯৭. **প্রবুদ্ধ মিত্র**। গল্পকার। বই- 'হলফনামা' (মাঘ, ১৪১২)। সন্দীপনের আত্মীয়।

১৯৮. **মৌ ভট্টাচার্য** (১৯৭০ -)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উওমেন স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে নারী পাচার নিয়ে গবেষণা করেন। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় চাকরি করেন। বই - আকিরা কুরোশাওয়ার 'ড্রিমস' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের অনুবাদ (২০০৯)।

১৯৯. **মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়**। ডাক্তার। সন্দীপনের ভাইজি।

২০০. **লাইফ লাইন নার্সিং হোম**। বরদোয়ান মার্কেটের পাশের রাস্তায় অবস্থিত এই নার্সিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোমে সন্দীপনের টনসিল থাইরয়েড অপারেশন হয়েছিল।

২০১. **ঋতুপর্ণ ঘোষ** (১৯৬৩ -)। চলচ্চিত্রকার। '১৯শে এপ্রিল' (১৯৯৪), 'দহন' (১৯৯৭), 'বাড়িওয়ালি' (১৯৯৯), 'চোখের বালি' (২০০৩), 'দোসর' (২০০৬) ইত্যাদি সিনেমা তৈরি করেছেন। দেশি-বিদেশি বহু পুরস্কার পেয়েছেন। দুটি পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন।

২০২. **অরুণাভ সরকার**। কবি। বই- 'কচুরিপানার ভেলা'।

২০৩. **চিরন্তন সরকার** (১৯৭৭ -)। প্রাবন্ধিক, গল্পকার। মুর্শিদাবাদের নগর কলেজে ইংরেজি পড়ান। বই - 'পর্নোটোপিয়া'।

২০৪. **সুব্রত সেনগুপ্ত**। ঔপন্যাসিক, গল্পকার। পেশাগতভাবে 'আজকাল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে শারদীয় সংখ্যার দায়িত্ব সামলেছেন বহুকাল। বই- 'মারাদোনা, মারাদোনা'।

২০৫. **প্লেটো** (৪২৮খ্রি.পূ.-৩৪৮ খ্রি.পূ.)। ক্ল্যাসিকাল গ্রিক দার্শনিক ও অঙ্কবিদ। তিনি এথেন্সে যে আকাদেমি তৈরি করেছিলেন তা পাশ্চাত্যের প্রথম উচ্চশিক্ষা অর্জনের জায়গা হিসাবে পরিচিত। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত অ্যারিস্টটল। বিখ্যাত রচনাগুলি হল পারমেনডিস, রিপাবলিক, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতি।

২০৬. **রিপাবলিক**। গ্রিক 'পোলিতেইয়া', মানে 'পলিটিক্যাল সিস্টেম', যা লাতিন 'রেস পাবলিসিয়া' থেকে এসেছে। এই রচনার মূল প্রতিপাদ্য হল সক্রেটিসের সঙ্গে প্লেটোর কথোপকথন। আনুমানিক ৩৮০ খ্রি.পূ. তে রচিত এটি প্লেটোর গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে অন্যতম। এর বিষয় হল দর্শন ও রাজনীতির তত্ত্বচর্চা।

২০৭. **ফকনার**, উইলিয়াম ফকনার (১৮৯৭-১৯৬২)। আমেরিকার ঔপন্যাসিক। ২০ শতকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখক ধরা হয় তাঁকে। চেতনাপ্রবাহধর্মিতাকে লেখার বিষয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য লেখালিখি—'দ্য স্যাংচুয়ারি' (১৯৩১), 'মসকুইটোস' (১৯২৭), 'লাইট ইন আগস্ট' (১৯৩২), 'দ্য টাউন' (১৯৫৭) প্রভৃতি। ১৯৪৯ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

২০৮. **স্যাংচুয়ারি, দ্য স্যাংচুয়ারি** (১৯৩১)। উপন্যাস। লেখক- উইলিয়াম ফকনার। একটি রেপের কাহিনি নিয়ে গড়ে তোলা বিতর্কিত উপন্যাস। এই উপন্যাসেই ফকনার জনপ্রিয় হন এবং সমালোচকদের চোখে পড়েন।

২০৯. **অ্যালঝাইমার**। এই অসুখে মস্তিষ্কের কোষ ক্ষয় হয় এবং মোটরনার্ভ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তাই ধীরে ধীরে স্মৃতিভ্রষ্ট এবং শেষ পর্যায়ে জড়বৎ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়। সাধারণত বার্ধক্যেই হয় অ্যালঝাইমার।

২১০. **হিরণ মিত্র** (১৯৪৫ -)। জন্ম মেদিনীপুর। চিত্রশিল্পী। মূলত বিমূর্ত পদ্ধতিতে সাদা কালো লাল রঙের প্রাধান্যে গড়ে ওঠে তাঁর ছবি। ডিজাইনার হিসাবে তিনি নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান। ফলে অলংকরণ, প্রচ্ছদ, পোস্টার এবং নাটকের মঞ্চসজ্জায় উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। উল্লেখযোগ্য বই- 'আমার ছবি লেখা', 'নিবারণ দলুইয়ের রাত', 'কাগজের ঠোঙা', 'রং নাম্বার' প্রভৃতি। সন্দীপন সংক্রান্ত প্রথম প্রচ্ছদ- 'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা আমরা জানি' (১৯৯৬)। 'আজকাল' শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত উপন্যাস 'ভারতবর্ষ', (১৯৯৭) অলংকরণ। ১৯৯৭ সালেই সন্দীপন সম্পাদিত মধুসূদন দত্ত থেকে উৎপলকুমার বসু পর্যন্ত ১১ জন কবির কবিতার কার্ড (নাম - 'একাদশ অশ্বারোহী', প্রকাশক- বিনোদন বিচিত্রা), যার সঙ্গে ছবি আঁকেন হিরণ মিত্র। 'সোনালি ডানার ঈগল' গল্প একাদশের প্রচ্ছদ (১৯৯৮)। 'আগুন মুখোশ পরচুলা'-র প্রচ্ছদ (২০০১)। সন্দীপন অকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার পর ২৬ ডিসেম্বর ২০০২, রেডিওতে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় সন্দীপনের বহু পোর্ট্রেট আঁকেন, যা ছাপা হয় 'জারি বোবাযুদ্ধ' পত্রিকার ২০০৩ এবং ২০০৬ সালের জানুয়ারি সংখ্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্ম ২৫ অক্টোবর ১৯৩৩। কলকাতায়। জিজ্ঞেস করলে বলতে পছন্দ করেন, 'লেখা যত্রতত্র'। পেশাগত সূত্রে জড়িত ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে। জড়িত একটি জনপ্রিয় বাংলা দৈনিকের সঙ্গেও। 'কোনোপ্রকার অভিসন্ধিচেতনা, ব্যূহভেদ, রণভূমির হিরো বা গদ্য-নির্মাণের জন্যে আমি কলম ধরিনি। কিছু হবার জন্যে বাঁচিনি। লিখিনি। লেখক হতে চাইনি।' বলেন তিনি। 'এমন একটা অন্তঃশীল হাসির আবেগ জাগিয়ে রাখেন সন্দীপন, যা একেবারে তাঁর নিজস্ব।' তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একদা এরকমই মনে হয়েছিল শঙ্খ ঘোষের। ৪০ বছরে লিখেছেন ৭০টি গল্প, ২১টি উপন্যাস এবং অসংখ্য না-কাহিনিমূলক নিবন্ধ।'৯৫ তে পেয়েছেন বঙ্কিম পুরস্কার এবং ২০০২-তে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপ্রতিদ্বন্দ্বী সন্দীপন। কীভাবে? ৩৫ বছরের এমন ডায়েরি বাঙালি লেখকদের মধ্যে আর কেউ লিখেছেন কিনা সন্দেহ। দুঃসাহসী, অকপট, আনপ্রেডিক্টেবল। যা মনে করেছেন তাই লিখেছেন। গোটা বাংলা লেখালেখির জগৎকে ফালাফালা করেছেন। এমনকি বাদ যায়নি নিজেও। শুধু বিতর্কিত নয়, একই সঙ্গে গভীর, মননশীল, বুদ্ধিদীপ্ত। এই আনসেন্সরড ও আনএডিটেড সন্দীপন গুছিয়ে দেওয়া হল টীকাটিপ্পনীসহ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~